শ্রী শ্রী চৈতন্য মঙ্গল



শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর

বিরচিত



গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্র—৬১

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরণম্

শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল

(প্রথম সংস্করণ)

শ্রীখণ্ড নিবাসী শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ প্রবর
শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের কৃপাধন্য।

শ্রীল লোচন দাস ঠাকুর বিরচিত।

বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউট হইতে—

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী
কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ গুরুধাম
জগদ্গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট, শ্রীচৈতন্যডোবা, পোঃ হালিসহর,
উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ। ফোন—২৫৮৫-০৭৭৫

প্রকাশক—
শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী
শ্রীচৈতন্যডোবা, হালিসহর
উত্তর ২৪ পরগনা

প্রথম সংস্করন
১৪১২ বঙ্গাব্দ, ২৯ ফাল্গুন, শ্রীদোলযাত্রা

॥ প্রাপ্তিস্থান ॥

১। শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী
শ্রীচৈতন্যডোবা, পোঃ হালিসহর
উত্তর ২৪ পরগণা
ফোন—২৫৮৫-০৭৭৫

২। শ্রীশ্যামসুন্দরানন্দ দেব গোস্বামী
শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দির, নরপোতা
পোঃ—তমলুক পিন—৭২১৬৩৬
জেলা—পূর্ব্বমেদিনীপুর

৩। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার—
৩৮, বিধান সরণী কলিকাতা—৭০০০০৬
ফো—২২৪১—১২০৮

৪। মহেশ লাইব্রেরী
২/১ শ্যামাচরন দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০৭৩
ফোন—২২৪১-৭৪৭৯

৫। শ্রীশ্রীকুণ্ডেশ্বরী গ্রন্থালয়, রাধাকুণ্ড, মথুরা।

৬। মহান্ত শ্রীনিবাস দাস মহারাজ
শ্রীসিদ্ধবকুল মঠ বালিসাহি,
পুরী—৭৫২০০১ উড়িষ্যা

ভিক্ষা—দেড়শত টাকা মাত্র

মুদ্রাকর—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তিপ্রেস, শ্রীচৈতন্যডোবা হালিসহর।

॥ পঞ্চতত্ত্ব ॥



অদ্বৈত—নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গ—গদাধর—শ্রীবাস।

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ স্বরূপকং।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্ত শক্তিকং ॥
ভক্তরূপো গৌরচন্দ্রো যতোঽসৌ নন্দনন্দনঃ।
ভক্তস্বরূপো নিত্যানন্দো ব্রজে যঃ শ্রীহলায়ুধ ॥
ভক্তাবতার আচার্য্যোঽদ্বৈতো যঃ শ্রীসদাশিবঃ।
ভক্তাখ্যাঃ শ্রীনিবাসাদ্যা যতস্তে ভক্তরূপিনঃ।
ভক্তশক্তি দ্বিজাগ্রন্যঃ শ্রীগদাধর পণ্ডিত ॥

শ্রীগৌরগনোদ্দেশ দীপিকা—১৯.১১

পঞ্চতত্ত্ব এক বস্তু নাহি কিছু ভেদ।
রস আস্বাদিতে তত্ত্ব বিভিন্ন বিভেদ ॥
সেই পঞ্চতত্ত্ব মেলি পৃথিবী আসিয়া।
পূর্ব্ব প্রেমভাণ্ডারের মুদ্রা উদ্ঘারিয়া ॥
পাঁচে মেলি লুটে প্রেম করে আস্বাদন।
যত যত পিয়ে তৃষ্ণা বাড়ে অনুক্ষন ॥
পাত্রাপাত্র বিচার নাহি নাহি স্থানাস্থান।
যেই যাঁহা পায় তাঁহা করে প্রেমদান ॥

শ্রীচৈঃ চঃ আদি ৭ম পরিঃ।

গ্রন্থকার শ্রীলোচনদাস ঠাকুরের শ্রীগুরুদেব শ্রীখণ্ডবাসী

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের মহিমা

শ্রীরঘুনন্দনের পিতা মুকুন্দ যাহার ভ্রাতা নাম তার নরহরি দাস।
রাঢ় বঙ্গে সুপ্রচার পদবীতে সরকার শ্রীখণ্ড গ্রামেতে বসবাস।
গৌরাঙ্গের জন্মের আগে বিবিধ রাগিনী রাগে ব্রজরস করিলেন গান।
হেন নরহরি সঙ্গী পাত্রতা পহুঁ শ্রীগৌরাঙ্গ বড় সুখে জুড়াইল প্রান॥
পহুঁর দক্ষিনে থাকি চামর ঢুলায় সখী মধুমতী রূপে নরহরি।
পাপিয়া শেখর রায় তার পদে মতি রয় এই ভিক্ষা দেও গৌরহরি ॥১

শ্রীবৃন্দাবন অভিনব সুমদন শ্রীরঘুনন্দন রাজে।
লাখ লাখ বর বিমল সুধাকর উয়ল শ্রীখণ্ড সমাজে॥
জয় পহুঁ নটন কলারস ধীর।
নিখিল মহোৎসব গৌর গুনার্ণব প্রেমময় সকল শরীর ॥ধ্রু
রুচির তরুনতর নটবর শেখর পীতাম্বর বরধারী।
গাই গাওযায়ত গৌরগুনামৃত ভবভয় খণ্ডনকারী॥
পদতল রাতুল পঙ্কজ নহ তুল পদনখ ইন্দু পরকাশে
সে পদ রজনী দিনে শয়ন স্বপন মানে রায়শেখর করু আশে ॥২

ভুখণ্ড মণ্ডল মাঝে তাহাতে শ্রীখণ্ড সাজে মধুমতী যাহে পরকাশ।
ঠাকুর গৌরাঙ্গ সনে বিলসয়ে রাত্রিদিনে নাম ধরে নরহরি দাস॥
শ্রীরাধিকা সহচরী রূপে গুনে আগরী মধুর মাধুরী অনুপাম।
অবনীতে অবতরী পুরুষ প্রকৃতি ধরি পূর্ণ কৈল চৈতন্যের কাম॥
মধুমতী মধুদানে ভাসাইলা ত্রিভুবনে মত্ত কৈলা গৌরাঙ্গ নাগরে।
মাতিল সে নিত্যানন্দ আর সব ভক্তবৃন্দ বেদ বিধি পড়িল ফাঁফরে॥
যোগপথ করি নাশ ভকতির পরকাশ করিল মুকুন্দ সহোদর।
পাপিয়া শেখর রায় বিকাইল রাজা পায় শ্রীরঘুনন্দন প্রানেশ্বর ॥৩

গৌড় দেশে রাঢ়ভূমে শ্রীখণ্ড নামেতে গ্রামে মধুমতী প্রকাশ যাহায় ।
শ্রীমুকুন্দ দাসের সঙ্গে শ্রীরঘুনন্দন রঙ্গে ভক্তি তত্ত্ব জগতে লওয়ায় ॥
শুনি মধুমতী নাম নিত্যানন্দ বলরাম সপার্ষদে দিল দরশন ।
দেখি অবধুত চন্দ্র হইয়া পরমানন্দ নতি করি বন্দিলা চরন ॥
কহে নিত্যানন্দ রাম শুনি মধুমতী নাম আসিয়াছি তৃষিত হইয়া ।
এত শুনি নরহরি নিকটেতে জল হেরি সেই জল ভাজনে ভরিয়া ॥
আনিয়া ধরিল আগে অম্বু স্নিগ্ধ মিষ্টি লাগে গন সহ খায় নিত্যানন্দ ।
যত জল ভরি আনে মধু হয় তৎক্ষনে পুনঃ পুনঃ খাইতে আনন্দ ॥
মধুমতী মধুপান সপার্ষদে করি পান উনমত্ত অবধুত রায় ।
হাসে কাঁদে নাচে গায় ভূমে গড়াগড়ি যায় উদ্ধব দাস রস গায় ॥ ৪

গৌর লীলা দরশনে বড় ইচ্ছা হয় মনে ভাষায় লিখিয়া সব রাখি ।
মুঞিত অতি অধম লিখিতে না জানি ক্রম কেমন করিয়া তাহা লিখি ॥
এ গ্রন্থ লিখিবে যে এখনো জন্মে নাই সে জন্মিতে বিলম্ব আছে বহু ।
ভাষায় রচনা হৈলে বুঝিবে লোক সকলে কবে বাঞ্ছা পুরাবেন পহুঁ ॥
গৌর গদাধর লীলা আদ্রব করয়ে শিলা কার সাধ্য করিবে বর্ণন ।
সারদা লিখেন যদি নিরন্তর নিরবধি আর সদাশিব পঞ্চানন ॥
কিছু কিছু পদ লিখি যদি ইহা কেহ দেখি প্রকাশ করয়ে প্রভুলীলা ।
নরহরি পাবে সুখ ঘুচিবে মনের দুঃখ গ্রন্থ গানে দরবিবে শিলা ॥ ৫

ব্রজভূমি করি শূন্য নদীয়ায় অবতীর্ণ এতেক তোমার চাতুরাল ।
দুঃখ দিয়া নিরন্তর বর্ণ করি ভাবান্তর পুনঃ বাড়াও বিরহ জঞ্জাল ॥
নাহি শিখি পুচ্ছ চূড়া নাই সেই পীতধড়া করে নাই সে মোহন বাঁশরি ।
যে বাঁশরি করি গান বধিলে গোপীর প্রান সে বাঁশরি কোথা গৌরহরি ॥
নাই সে বাঁকা নয়ন এবে হেরি সুলোচন নাই সে ভঙ্গিমা বাঁকা নাই ।
যদি দিলে দরশন এরূপে ভুলে না মন তুমি সেই ব্রজের কানাই ॥
কহে নরহরি দাস যার নাই বিশ্বাস সে আসিয়া দেখুক নয়নে ।
সেদিনের যেই কথা বলিতে পরম ব্যাথা যে হইল উভয় মিলনে ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরনম্

সম্পাদকীয়

বন্দে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌসন্দৌ তমোনুদৌ ॥
বন্দে আচার্য্যমদ্বৈতং ভক্তাবতারমীশ্বরং।
যস্য জ্ঞাত্বা মনোবৃত্তিং চৈতন্যাবতারস্তুবি ॥

গদাধর মহং বন্দে শ্রীবাস পণ্ডিতং।
শ্রীচৈতন্য প্রেম পাত্রৌ ভক্তশক্তাবতারকৌ ॥
পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ স্বরূপকম্।
ভক্তাবতার ভক্তাখ্য নমামি ভক্ত শক্তিকম ॥
পঞ্চতত্ত্ব এক বস্তু নাহি কিছু ভেদ।
রস আস্বাদিতে তত্ত্বে বিবিধ বিভেদ ॥

ভক্তরূপ গৌরচন্দ্র, ভক্ত স্বরূপ নিত্যানন্দ, ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈত, ভক্তশক্তি গদাধর পণ্ডিত ও ভক্তাখ্য শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ শ্রীগৌড়মণ্ডলে আবির্ভূত সূর্য্য চন্দ্র সদৃশ জীব ভাগ্যাকাশে উদিত হইয়া জীবের অজ্ঞান তমাচ্ছন্নতা বিদূরিত করতঃ নামে প্রেমে জগত ধন্য করেন।

আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ,
সংকীর্ত্তনৈক পিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম পালৌ,
বন্দে জগত প্রিয় করৌ করুনাবতারৌ

যাঁহাদের বাহু যুগল আজানুলম্বিত, অঙ্গকান্তি সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল ও মনোহর, নয়ন যুগল কমল দলের ন্যায় বিস্তৃত, যাহারা শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনের একমাত্র পিতা অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা বা প্রবর্ত্তক যাঁহারা বিশ্ব সংসারের ভরণ পোষন কর্ত্তা, যুগধর্ম্ম পালনকারী ও সমগ্র জগতের পরম হিতকারী, সেই দ্বিজকুল চূড়ামনি করুনাবতার দুইজনকে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে বন্দনা করি।

শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীখণ্ড বাসী শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য লোচন দাস ঠাকুর সেই সংকীর্ত্তন পিতাশ্রী শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ সুন্দরের অপ্রাকৃত প্রেমলীলা কাহিনী পাঁচালী প্রবন্ধে শ্রীচৈতন্য মঙ্গল নামে গ্রন্থ রচনা করিয়া জগতে প্রতিভাত করেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ন্যায় এই শ্রীচৈতন্য মঙ্গল শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ দেবের মহিমা বর্ণনে বিশেষ গুরুত্ব পূর্ণ গ্রন্থ। শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ নবদ্বীপ বাসী মুরারী

গুপ্তের রচিত শ্লোকছন্দে গৌরাঙ্গ চরিত দেখিয়াই পাঁচালী প্রবন্ধে লোচন দাস ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা বিষয়ক শ্রীচৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থ রচনা করেন। শ্রীলমুরারী গুপ্ত শ্রীগৌরাঙ্গের আবাল্য লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ও গৌরাঙ্গ লীলা বর্ণনের সর্বাগ্রে শ্লোকছন্দে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা রচনা করিয়া গৌরাঙ্গলীলা বর্ণনের পথ প্রদর্শন করেন। শ্রীল লোচন দাস ঠাকুর তাঁহার পদাঙ্ক অনুশরনে সর্ব্ব জীবের মঙ্গল প্রদায়ক এই শ্রী চৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থখানি রচনা করেন। এই গ্রন্থ রচনা বিষয়ে শ্রীচৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থের বর্ণন —

সেই সে মুরারী গুপ্ত বৈসে নদীয়ায়॥
সর্বতত্ত্ব জ্ঞানে সে প্রভুর অন্তরীন। গৌরপদ অরবিন্দে ভকত প্রবীন॥
জন্ম হৈতে বালক চরিত্র যে যে কৈল আদ্যোপ্রান্তে যেইরূপ প্রেম প্রচারিল॥
দামোদর পণ্ডিত সব পুছিল তাঁহারে। আদ্যোপ্রান্ত যত কথা কহিল প্রকারে॥
শ্লোক বন্ধে কৈল পুঁথি গৌরাঙ্গ চরিত। দামোদর সংবাদ মুরারী মুখোদিত॥
শুনিয়া আমার মনে বাড়িল পিরীত। পাঁচালী প্রবন্ধে কহে গৌরাঙ্গ চরিত॥

গ্রন্থের বর্ণনের ক্রম যথা—শেষখণ্ডে—

চরিখণ্ড পুঁথি কৈল বৈষ্ণব কৃপায়। সমাধা করিতে ব্যথা লাগয়ে হিয়ায়॥
সূত্রখণ্ডে আদ্যকথা অমৃতের খণ্ড। জন্মাদি রহস্য কথা কহিল আদ্যখণ্ড।
মধ্যখণ্ড কথা ভাই করুনার ঘর। শেষখণ্ড কথা সে তিনখণ্ডের পর॥
চারিখণ্ড কথা হৈল বৈষ্ণব কৃপায়॥

সূত্রখণ্ডে সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গের পৃথিবীতে অবতীর্ণের পূর্বাভাষের বিষয় শাস্ত্রের প্রমান সহ ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে। আদিখণ্ডে—শ্রীগৌরাঙ্গের জন্ম হইতে শৈশব চাপল্য অধ্যয়ন, বিবাহ, বঙ্গদেশে গমন, গয়া যাত্রা, দীক্ষাগ্রহনান্তর নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন, মধ্যখণ্ডে—গৌরাঙ্গের প্রেম প্রকাশ, ভক্তগন সহ মিলন, ভক্ত গৃহে বিলাস, জগাই মাধাই উদ্ধার, সন্ন্যাস গ্রহন, নীলাচল গমন, সার্বভৌমে কৃপাদি। শেষখণ্ডে দক্ষিন দেশ গৌড়মণ্ডল ও বৃন্দাবন ভ্রমন, প্রতাপ রুদ্রে কৃপা, বিভীষন সহ মিলন, মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান রহস্যাদি বর্নিত রহিয়াছে।

শ্রীচৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থের লিখন কাল সম্পার্কে কোন নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ না থাকিলে ও ইহা যে শ্রীচৈতন্য ভাগবত গ্রন্থের পরবর্ত্তী লিখিত হয়; তাহার প্রমান গ্রন্থকারের মঙ্গলাচরনের মাধ্যমে বুঝা যায়।

তথাহি —সূত্রখণ্ডে—

শ্রীবৃন্দাবন দাস বন্দিব একচিত্তে। জগত মোহিত যাঁর ভাগবত গীতে॥

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাসে—

শ্রীচৈতন্য ভাগবতের নাম চৈতন্য মঙ্গল ছিল। বৃন্দাবনের মহান্তেরা ভাগবত আখ্যা দিল॥

এতদ্বিষয়ে পদকর্ত্তা শ্রীজগন্নাথ দাসের ভনিতাযুক্ত দুইটি পদ পরিলক্ষিত হয়।

১

জয় জয় শ্রীলোচন ঠাকুর মহাশয়। শ্রীচ�ৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থ যেহ প্রকাশয়॥
আবেশে লিখিলা গ্রন্থ বসিয়া নির্জ্জনে। পূর্ণ হৈল ফাল্গুনী পুর্নিমা শুভদিনে॥
সেই গ্রন্থ নিজশিরে করিয়া ধারন। ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থানে করিলা গমন॥
তাঁর নিজ শ্রীপাট শ্রীখণ্ড নামে গ্রাম। উপনীত হৈলা আসি অভীষ্টের স্থান॥
গুরু স্থানে চৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থ দেখাইলা। খণ্ডবাসী ঠাকুরগনে প্রেমেতে ভাসিলা॥
আজ্ঞা লইয়া চলিলেন লোচন ঠাকুর। উপনীত হৈলা আসি শ্রীপাট দেনুড়॥
যেখানে আছেন কৃষ্ণভক্তি স্বরূপিনী। পুত্র বৃন্দাবন সহ মাতা ঠাকুরানী॥
আসি নারায়নী পদে হৈল প্রনিপাত। গড়াগড়ি দিয়া কান্দে করি জোড় হাত॥
মাতা নারায়নী তাঁরে আশীর্ব্বাদ করে। জগন্নাথ দাস কহে প্রেমে হরে হরে।

২

বৈসবৈস বাপ বাছারে লোচন প্রানের নন্দন তুমি।
বৃন্দাবন সহ নহ কিছু ভিন্ন দুইকে এক জানি আমি॥
নিজ মনোরথ করিলা যেকার ধরিয়া মায়ের পায়।
শুনি নারায়নী এ শুভ বার্ত্তা ক্ষনে ক্ষনে মুর্চ্ছা পায়॥
প্রভুর নিকট আছিনু সর্ব্বদা সে সব দেখিনু আমি।
ধন্য তোর জন্ম সেইসব লীলা আবেশে লিখিলা তুমি।
চৈতন্য মঙ্গল হোল তারি নাম তুমি যে লিখিলা গ্রন্থ।
বৃন্দাবন গ্রন্থের হৈল এই নাম শ্রীচৈতন্য ভাগবত॥

উপরোক্ত প্রমানে লোচন দাস ঠাকুর ফাল্গুনী পুর্নিমায় শ্রীচৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থ খানির রচনা সমাপন করেন। ১৪৯৫ শকাব্দে শ্রীচৈতন্য ভাগবত বিরচিত হয়। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের মাতা নারায়নী দেবী ও বৃন্দাবনবাসী মহান্তগনের নির্দ্দেশে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের বিরচিত শ্রীচৈতন্য মঙ্গলের নাম শ্রীচৈতন্য ভাগবত হয়।

১৪৯৮ শকাব্দে কবি কর্ণপুর শ্রীগৌর গনোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থ রচনা করেন। তাহাতে বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের পুর্ব্বাবতার উল্লেখ রহিয়াছে। কিন্তু লোচন দাস ঠাকুরের পুর্ব্বাবতার নাই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীরামাই পণ্ডিত ও শ্রীবলরাম দাসের শ্রীচৈতন্য গনোদ্দেশে লোচন দাস ঠাকুরের পুর্বাবতার

উল্লেখিত হইয়াছে। লোচনদাস ঠাকুরের পূর্ব্বাবতার বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত শ্রীচৈতন্য গনোদ্দেশের বর্ণন—

লোচন গোপালিকা যার সঙ্গেতে বিলাস।
নিরন্তর গৌরাঙ্গ যার হৃদয়ে প্রকাশ॥

শ্রীরামাই পণ্ডিত কৃত শ্রীচৈতন্য গনোদ্দেশের বর্ণন—

পালি যার নাম পূর্ব্বে এবে সে লোচন॥

শ্রীবলরাম দাস কৃত শ্রীচৈতন্য গনোদ্দেশের বর্ণন—

সুভানু বলিয়া নাম খুড়া রাধিকার। তারকাপালি নামে দুহিতা তাঁহার॥
তাঁরকা পূর্ব্বে যার নাম ইবে সুলোচন। পালি নাম যার পূর্ব্বে ইবে সে লোচন॥
অতএব দিদির নাম করে রাধিকারে। তাহার ধামালী গীত কে কহিতে পারে॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের শেষাংশে বৃন্দাবন দাস কৃত গ্রন্থের নাম শ্রীচৈতন্য মঙ্গল থাকায় লোচন দাস কৃত শ্রীচৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থের রচনাকাল শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত রচনার পরবর্ত্তী বলিয়া প্রমানিত হয়।

শ্রীলোচনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যমঙ্গল রচনায় শ্রীখণ্ডবাসী নরহরি সরকার ঠাকুরের নদীয়া নাগরী ভাব উদ্দিপনে তদানুগত্যে শ্রীগৌরাঙ্গ লীলারস মাধুর্য্য বর্ণন মুখে আস্বাদন করিয়াছেন। শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা বিষয়ক পদাবলী রচনার পুরধা ও নাগরী ভাবের পদ রচনাই তাঁহার গৌর প্রেমানুরাগের বৈচিত্রময় রূপ। ব্রজের মধুমতী সখীই শ্রীখণ্ডে নরহরি সরকার রূপে আবির্ভূত হইয়া পূর্বভাবানুরাগে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম লীলায় বিহার করিয়াছেন। শ্রীধামবৃন্দাবনে শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেমলীলা শাশুড়ী ননদীর বাধা অতিক্রম করিয়া সখীবৃন্দ সহ শ্রীমতী রাধিকা যে পরকীয়া লীলারসের বিন্যাস ঘটাইয়াছিলেন তদনুকরনে নদীয়া নাগরী বন্দ রাই কানু মিলিত তনু শ্রীগৌর সুন্দরকে তাদৃশ ভাবে আস্বাদন করেন। এতদুপলক্ষ্যে নরহরি সরকার ঠাকুর নদীয়া নাগরী ও তাঁদের শ্বশুর ও শাশুরীর মধ্যদিয়া সে জাতীয় রসের বিকাশ ঘটাইয়াছেন। এতদ্বিষয়ে শ্রীনরহরি সরকার বিরচিত পদাবলীর ১৪ নং পদের বর্ণন—

বেলি অবসানে ননদিনী সনে গেনু জল ভরিবার।
দেখিতে গৌরাঙ্গে কলসি ভাজিল সরম হইল সার॥
সঙ্গে ননদিনী কাল ভুজঙ্গিনী কুটিল কুমতি ভেল।
নয়নের বারি সম্বরিতে নারি বয়ান শুকায়ে গেল॥
গৌর কলেবর করে ঝলমল শারদ চাঁদের আলো।
সুরধনী তীরে দাঁড়াইয়া আছে দুকুল করিয়া আলো॥

আবার ১৬ নং পদ গৌরাঙ্গের নাগরালী ভাবে জমনের একটি রূপ পরিস্ফুট করিয়াছেন।

সোই ও কথা কহিব কাকে।

পণ্ডিত গদাই　　পানে ঘন চাই　　রাধিকা বলিয়া ডাকে ॥
দাস গদাধর　　করে দিয়া কর　　উলসে পুলক গা।
মুহু মুহু হাসে　　কিবা রসে ভাসে　　কিছুই না পাই থা ॥
নাগরালি ঠাটে　　নদীয়ার বাটে　　হেলিতে ছুলিতে যায়।
নরহরি মন　　মোহন ভঙ্গিমা　　মদন মুরছে তায় ॥

ব্রজভাবে বিভাবিত নদীয়া নাগরী গনের ভাবানু রাগের বিষয়ে নরহরি সরকারের ৫০ নং পদের বর্ণন—

শুন শুন সই　　স্বপনে দেখিনু　　নিকুঞ্জ কাননে গোরা।
তুয়া পথ পানে　　নিরখি কাতরে　　ঝরয়ে লোচন লোরা ॥
মোর মুখে তুয়া　　গমন শুনিয়া　　কতনা সাধিল মোরে।
অতি ত্বরাত্বরি　　হেরি তার দশা　　আসিয়া কহিনু তোরে ॥
শুনিয়া উলসে　　বেশ বনাইয়া　　ভেটিল নিকুঞ্জ মাঝ।
দূরেতে আদরি　　ধরি করে কোরে　　করিল রসিক রাজ ॥
উপজিল কত　　কৌতুক ছলেতে　　মানিনী হইলা তুমি।
নরহরি পহুঁ　　করয়ে মিনতি　　জাগি বিয়াকুল আমি ॥

নরহরি সরকার ঠাকুর নাগরী ভাবে বিভাবিত হইয়া বহুমুখী রসের পদ রচনা করতঃ শ্রীগৌরাঙ্গের এক ভাব মাধুর্য্যের স্বরূপ পরিস্ফুট করিয়াছেন যথা —৮৫ পদের বর্ণন—

যে দিগ্বিজয়ী　　জয়ী নদীয়ার　　পণ্ডিত অধীন যার।
সদা ধর্ম্মপথে　　রত বেদাদিক　　বিনা না জানয়ে আর ॥
প্রাকৃত প্রসঙ্গ　　কভু না শুনয়ে　　শুনি বাসয়ে দুখ।
ভুলিয়া কখন　　না দেখয়ে পর　　রমনী গনের মুখ ॥
যদি কভু সুর　　ধুনী স্নানে নারী　　বসন ঠেকিয়ে গায়।
তখন উঠিত　　করে পরাচিত্ত　　তবু না সম্বিত পায় ॥

এ জাতীয় স্বভাব সম্পন্ন গৌরাঙ্গ সুন্দরকে পদ কর্ত্তা নাগরালী ভাবের বিলাসীরূপে আস্বাদন করিলেন কেন? তাহাই তঁাহার ৮৯নং পদে উল্লেখ করিয়াছেন।

যার যে স্বভাব　　থাকে তাহা কেহ　　কভু না ছাড়িতে পারে।
স্বভাবানুরূপ　　করে ক্রিয়া কর্ম্ম　　নিষেধ কিছু না করে ॥

যদি মনে কর এরূপ ইহার স্বভাব কোথায় না দেখি ।
তাহাতে তোমারে নিবেদিয়ে শুন ইহাতে জগত সাখী ॥
এই শচীসুত যশোদানন্দন তাহা কিনা জান তুমি ।
বৃন্দাবনে যত নিগূঢ় বিলাস তাহা কিনা জানাব আমি ॥
গোপিকার লাগি গোচারন গিরি ধারন আদিক যত ।
গোপিকার সহিত যেখানে যে কত তাহা বা কহিব কত ॥

• • • • •

যুবতী লাগিয়া জগতে বিষম কলঙ্ক না গনে যেহ ।
বলবল দেখি এরূপ স্বভাব কিরূপে ছাড়িবে তেঁহ ॥
ইহাতে নিশ্চয় জানিহ তোমরা বিচার করিয়া চিতে ।
স্বভাব করয়ে এ সকল ক্রিয়া বুঝিবে আপন হৈতে ॥
নরহরি পহুঁ রসিক শেখর উপমা নাহিক যার ।
এ সব রচিত কেবা নাহি জানে ইবে কি সন্দেহ আর ॥

ব্রজের মধুমতী সখি ব্রজের গোপ গোপী পরিবৃত রসিক শেখর শ্রীকৃষ্ণের রসলীলা বৈচিত্র হৃদয়ে উদ্দিপন করিয়া শ্রীগৌর সুন্দরের নাগরালী বেশের বৈচিত্রময় রূপ উপভোগ করতঃ পূর্ব ভাবানুরাগের রস বিন্যাস করিয়াছেন ।

তদনুগত শ্রীলোচনদাস ঠাকুর পদাবলী রচনায় ও আলোচ্য গ্রন্থ সম্পাদনে সেই বৈচিত্রময় রসের রস বিস্তার করিয়াছেন । শ্রীলোচন দাস ঠাকুরের বিরচিত শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ ভিন্ন লোচনদাসের ধামালী ও পদাবলী ও দুর্লভ সারাদি গ্রন্থ দৃষ্ট হয় । ইতি পূর্ব্বে লোচন দাসের ধামালী ও পদাবলী গ্রন্থ খানি প্রকাশিত হইয়াছে ।

এখন শ্রীগৌর প্রেমানুরাগী সুধী ভক্ত মণ্ডলী আলোচ্য শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থখানি আস্বাদন করুন. আর আমার অজ্ঞানাজ্ঞন কৃত ত্রুতি বিচ্যুতি ক্ষমাকরতঃ প্রেমানুরাগে শ্রীগৌর সুন্দরের লীলারস আস্বাদনে তৃপ্ত হউন ।

প্রসঙ্গ বিশেষ উল্লেখ্য যে,আলোচ্য গ্রন্থখানির সমস্ত মুদ্রন ব্যায়—শ্রীগৌর প্রেমানুরাগী ভক্ত-প্রবর ভক্তিগ্রন্থ পীপাসু ধনঞ্জয় মাঝি (কলিকাতা) মহাশয় প্রদান করিয়া আমায় কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়াছেন । বৈষ্ণব শাস্ত্র প্রকাশে কার্য্যে তাঁহার অত্যাগ্রহ যথার্থ প্রশংসনীয় । তাই শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গের শ্রীপাদপদ্মে তাঁহার দৈহিক ও পরমার্থিক সর্ব্বানুরূপ কল্যান কামনা করিলাম ।

শ্রীশ্রীপ্রানকৃষ্ণ ভক্তিমন্দির
জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট।
শ্রীচৈতন্যডোবা, পোঃ—হালিসহর
উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ
সন ১৪১২ সাল, শ্রীদোলযাত্রা।

নিবেদক—
শ্রীগুরুবৈষ্ণব কৃপাভিলাষী
দীন
কিশোরী দাস বাবাজী

॥ শ্রীলোচন দাস ঠাকুরের জীবনী ॥

লোচন দাস ঠাকুর শ্রীখণ্ড নিবাসী শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। শ্রীলোচন দাস ঠাকুরের মহিমা বিষয়ে শ্রীখণ্ড নিবাসী শ্রীরাম গোপাল দাসের বিরচিত শ্রীনরহরি শাখা নির্ণয় গ্রন্থের বর্ণন –

আর এক শাখা বৈদ্য লোচন দাস নাম। পূর্ব্বে লোচনা সখী যার অভিধান॥
শ্রীচৈতন্য লীলা যেহ করিলা বর্ণন। গুরুর অর্থে বিকাইলা ফিরিঙ্গি সদন॥
তাঁর সেবকের কথা অকথ্য কথন। মৃতক শরীরে সেবক পাইয়া জীবন॥
যমদূত আনি তেঁহো সাক্ষী বোলাইলা। লোক বিখ্যাত যমের যাতনা এড়াইলা॥

লোচন দাস ঠাকুরের আত্ম পরিচয় প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থের শেষ খণ্ডের বর্ণন—

বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কোগ্রাম নিবাস॥
মাতা মোর পুণ্যবতী সদানন্দী নাম। যাহার উদর জন্মি করি হরিনাম॥
কমলাকর দাস মোর পিতা জন্মদাতা। যাহার প্রসাদে কহি গৌরগুন গাঁথা॥
মাতৃকুল পিতৃকুল বৈসে এক গ্রামে। ধন্য মাতামহী সে অভয় দাসী নামে॥
মাতামহের নাম শ্রীপুরুষোত্তম গুপ্ত। নানাতীর্থ পূত তেঁহ তপস্যায় তৃপ্ত॥
মাতৃকুলে পিতৃকুলে একমাত্র পুত্র সহোদর নাহি মাতামহের সুত্র॥
যথা তথা যাই সে দুল্লিল করে মোরে দুল্লিল লাগিয়া কেহো পড়াবারে নারে॥
মারিয়া ধরিয়া মোরে শিখাইল আখর। ধন্য পুরুষোত্তম গুপ্ত চরিত্র তাহার॥
তাহার চরনে মুই করো নমস্কার। চৈতন্য চরিত্র লিখি প্রসাদে যাহার॥
মাতৃকুলে পিতৃকুলে কহিল মো কথা। নরহরি দাস মোর প্রেমভক্তি দাতা॥
তাঁহার প্রসাদে যেবা করিল প্রকাশ। পুস্তক করিল সায় এ লোচন দাস॥

বৰ্দ্ধমানে জেলার কোগ্রামে শ্রীলোচন দাস ঠাকুরের জন্ম হয়। পিতা কমলাকর দাস, মাতা সদা নন্দী মাতামহ পুরুষোত্তম গুপ্ত, মাতামহী অভয় দাসী। মাতৃকুল—পিতৃকুল একই গ্রামে ছিল। তিনি উভয়কুলের একমাত্র সন্তান হওয়ায় অতি সাদরের কারনে পড়াশুনায় বিশেষ মন ছিল না। মাতামহ পুরুষোত্তমগুপ্ত শাসন করিয়া তাহাকে অধ্যাপনায় ব্রতী করান। বড় হইয়া শ্রীখণ্ড বাসী শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ নরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য হন এবং পাঁচালী প্রবন্ধে শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা রচনা করিয়া জগতের অশেষ কল্যান সাধন করেন। লোচন দাস ঠাকুর মুরারী গুপ্তের কড়চা অবলম্বনে সঙ্গীতাকারে শ্রীগৌরাঙ্গে লীলা বর্ণনে শ্রীচৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থখানি রচনা করেন। দুর্লভ সার নামক গ্রন্থখানি ও তাঁহার রচিত। তাঁহার রচিত ধামালী সর্ব্বজানাদৃত।

——

সূচীপত্র

সূত্রখণ্ড

আদিখণ্ড

॥ প্রথম অধ্যায় ॥

॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

॥ তৃতীয় অধ্যায় ॥

॥ চতুর্থ অধ্যায় ॥

॥ পঞ্চম অধ্যায় ॥

শেষখণ্ড

॥ শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থের শব্দার্থ বর্ণন ॥

অক্ষরানুক্রমিক

অ

অজ—জন্মরহিত অনবসাদে—অবসন্ন না হইয়া অন্তরীন—অত্যন্ত অন্তরঙ্গ অন্তরীক্ষচারী—দেবতা গন্ধর্বাদি ঊর্দ্ধলোকবাসী গন অন্তপট—আবরন অন্তঃপট—কন্যার ঘোমটা অন্যওরে—অন্যত্র অনুক্রমে—পরপর অনুব্রজে—পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন অনুব্রত—অনবরত অনর্গল—অপরিসীম অনুরাগী—প্রীতিভরে

অনিমিখ—একদৃষ্টে অমিয়ারাজি—সুধারাশি অমিয়া উঁগরে—অমৃত বর্ষন করে অমিয়া অঞ্জন—অমৃত স্বরূপ অমিয়া লাবনি—অমৃতের মধুরিমা অমিয়া মথিল—সুধা মাখন অমায়া—নিস্কপট অভিসারা—মনের ভাব অভীষ্ট ভরি—সাধ মিটাইয়া অর্ভক লীলা—ছেলেবেলা অভাজন—পতিত অবিদিত—বুদ্ধির অগম্য

অবিধান—অবৈধ লীলা অবেকত—অস্পষ্ট অবোধিয়া—বোকা ছেলে অবোধিনী—বোকা অঙ্কুর পর্ব্বত—ধবল গিরি অঙ্কুর—বীজ অদ্ভুত বেলে—অপূর্ব্ব শুভক্ষনে অথির আশায়—ব্যাকুল হৃদয় অলসল—এলাইয়া পড়িল অঞ্জন—কাজল অখণ্ড পীযুষ ধার—পূর্ণ অমৃতের ধারা।

আ

আউটিল—আলোড়ন করিল আউলায় শীরন বন্ধে—শরীর এলাইয়া পড়ে আউদড়—এলোমেলা আচরন তত্ত্ব—লীলামাহাত্ম্য আচরনা—কার্য্য আখটি—বায়না আঙ্গিনা—উঠান আগার—বাড়ী আরতিয়া—কাতর স্বরে আরভটি—আর্ত্তি আরতি—উদ্বেগ আরতি গরিমা—আগ্রহ বাড়িল আরতি বিথার—প্রবল

অনুরাগে আরোপিব—সংস্থাপন করিব আত্ম জ্ঞানে—নিজের মত ভাবিয়া আতপে—রৌদ্রে আন্ধলের লড়ি—অন্ধের যষ্ঠি আনন্দে সানন্দে—বড় সুখে আলসন—শিথিল হইল আয়াস—পরিশ্রম আশ্লেষ—আলিঙ্গন আস্তে ব্যস্তে—তাড়াতাড়ি করিয়া

উ

উচাট—উচাটন উঘাড়ি—খুলিয়া দিয়া উচ্ছাহ—উৎসাহ উজোর—উজ্জ্বল উজিয়ার—উজ্জ্বল উপাম—তুলনা উপজিল—উপস্থিত হইল উপজে—জন্মায় উপায়ন—উপহার উভারে বর্দ্ধিত হইল উভবায় উচ্চৈঃ স্বরে উমতি—পাগলিনী উনমত বেশ্যা—পাগলের বেশে উরথিতে—মাঙ্গলিক প্রার্থনা করিতে উৎকট কথনে কর্কশ বাক্যে উত্তরোলী ব্যাকুল উদারথী—বিজ্ঞলোকে।

এ

এড়িদেহ—ছাড়িয়া দাও।

ক

কহিব শবদে—সব ব্যক্ত করিবেন করহ অবধি—আর কেঁদো না কঁরো—করি করিয়া প্রবন্ধ—পরম যত্নে করে হস্তে কাকু—মিনতি কাহিনী—কথা কুৎসিত চরিত্র—কদর্য্য কাজ কুলের বহুরি—কুলবধু কুসুম কন্দুক ফুলের কুণ্ডল কৈতব পিরীতি—কপট ভালবাসা ক্রমে—ঠিক পরে পরে।

খ

খটি—জেদ খাদিকা—খই।

গ

গর্গরি—গরগর গণ্ড—গাল গবাক্ষ—খরিদ্দার গমন নটন লীলা—নৃত্যের ন্যায় চলন গরবে—মহিমায় গাজে—গর্জ্জন করে গুবাক—সুপারি গুয়াখানি—পানটা।

ঘ

ঘুনাঘুনা—ফিসফিস্।

চ

চন্দ্রিকা—জ্যোৎস্না চাটুবানী—স্তুতিবাক্য চিবুক—দাড়ি চিন—চিহ্ন চিয়াইল—চেতন হইল চীরনা সম্বরি—এলো মেলো কাপড়ে চেটিকা—দাসী

ছ

ছায় আবৃত করিল ছামুনি—সঙ্কোচ।

জ

জন্ম আঁখে—জন্মান্ধ ব্যক্তি জাড্য—জড়তা জুয়ায়—করা উচিত জুগুপিত—নিন্দিত।

ঠ

ঠাকুরাল প্রভাব ঠাটে—দল।

ড

ডালি—উপহার।

ত

তরাসে—ভয়ে তপ্তহাটক—উত্তপ্ত স্বর্ণবর্ণ তরাসিল—ভয়পাইল তারক অমরা—চোখের তারা রূপ অমরা তাম্বুল স্তবক —পানের ডিবা তারারে বেড়ল বিধু—তারাগন পরিবৃত্ত চাঁদ তিনলোক—স্বর্গ মর্ত পাতাল তোয়াধার—জলপাত্র।

থ

থুৎকৃতি—থুথু।

দ

দঢ়াইল—নিশ্চয় করিল, দশচান্দ দশটি পদনখ চন্দ্র দ্বিধা—সন্দেহ দিগ্‌বাহু—দিকপতি দিগবাস —উলঙ্গ দিঠিয়ে—দৃষ্টিতে দিব্যবিলাসিনী— সুন্দরী নারী দিশে দিশে—দিনে দিনে দ্বিপাদ পদবী—দুইখানি পদে দুলালী—আদুরে দুরক্ষর—কর্কশ বাক্য।

ধ

ধনি ধনি—ধন্য ধন্য ধড়া—কাপড়ের টুকরো ধান—অন্যায় কাজ ধামাল—চঞ্চল,ধায় উভরড়ে —উর্দ্ধমুখে ছুটিতেছে।

ন

নলিন—পদ্ম নমিত বয়ানে—নত-মুখে নয়ন পঙ্কজে—নেত্রপদ্মে নাগরিমা— নাগরিয়ারস নাহাইল—স্নান করাইল নাটুয়া —নর্ত্তক নির্জিহ্বে—যার জিহ্বা নাই নিকশে —বাহির হয় নিকলহ—বাহির হইয়াছে নির্বাড়িহ —শেষ হইল নিরঞ্জন—নির্দ্দোষ নির্বিকার— —বিকারহীন নির্লেপনির্লিপ্ত, নির্ব্বৈর—শত্রুহীন নির্ব্বন্ধ বিচারে—কর্ম্মফলের ভোগাভোগ, নিস্বাদ —শব্দ নির্মঞ্ছন সজ্জ—বরনের সজ্জা নির্ব্বেদ—অন্য আসক্তি বিহিন, নির্ম্মৎসর অন্তর— বিদ্বেষ শূন্য মন নিতম্ব—পাছা

প

পরাথাব—বিস্তার পরবীন—প্রবীন পরসাদ —প্রসন্ন হও, পরবন্ধ—আদর, পরাকৃত— প্রাকৃত, পরবশ—বিভোর পরনতি—প্রনাম পসারে—বর্ষন করে পঞ্চ গরাসি—পঞ্চগ্রাস ভোজন, পরধন—পরম রত্ন পরসন্ন—আনন্দিত পরতেকে—প্রত্যক্ষ পরিনত—বৃদ্ধা পরিষেরে —লালন পালন পরিসর—বিস্তৃত করে পহুঁ বরাবর—প্রভুর সমীপে পঙ্কজ পদতল—চরন তলে পদ্ম, ভুপর ভঙ্গুর—খোঁড়া ভেংড়া প্রকট পটুবানী—সুস্পষ্ট সুন্দর কথা প্রনত কন্ধর—অবনত মস্তক পদুম—পদ্ম প্রতি আশ —প্রত্যাশা পাখলে—ধৌত করিলেন, পাথারে —সাগরে পাতি—শ্রেনী পিয়সী—পিপাসু পিয়ই—পান করে পিন্ধন—পরা পিয়াস— লালসা পীরিতের ঘর—অত্যন্ত কৃষ্ণ প্রেমময় পুরস্কারে—সমাদর করে, পুণ্ডরীক—পদ্ম পূর —পুরাও পুন্যভাগ্যে মহাভাগ্যে প্রেম পরবন্ধ—প্রেম মুগ্ধ প্রবন্ধ করিয়া—সাবধানে

ফ

ফুয়ল করবী—এলচুলে।

ব

বহি—বাদে বরন কাহিনী—বর্ণের কথা ব্রহ্মের—বেদের বজ্জের—বাঙ্গালের ব্যাভিচারী—কুলটা বরাবরে—সমীপে বয়ান বদন বয়স্য—সমবয়স্ক বন্ধু—বধু বলনি—সৌন্দর্য বাল দিনকর—প্রভাত সূর্য্য বা—বায়ু বাহে—হস্ত দ্বারা বন্দোঁ—বন্দনা করি বাসনা বিষয়—কামনার মধ্যে বান্ধলী—পাকা তেলাকুঁচা ফলের ন্যায় লাল বর্ণ বাটে—পথে বিনাইতে—নারে—বলিতে পারে না বিরহ সর্প—বিচ্ছেদ রূপ সর্প বিপর্য্যহ—পরিবর্ত্তন কর বিরকত—বিরক্ত বিমনা—দুঃখিত বিড়ভুজ—বিষ্ঠাভোজী বিথার—বিস্তারিত বুলে—ভ্রমন করে বেকত—বদন বৈদগ্ধী—রস চাতুর্য্য বৈলু—বলিলাম

ভ

ভকত প্রবীন—নৈষ্ঠিক ব্যক্তি ভাগ্যভাগী—ভাগ্যবান ভিনাভিনি—ঝগড়া বিবাদ ভেলা—নৌকা ভেলপরবেশ—বিভোর হইলেন

ম

মহু—মধু মদগন্ধ অহংকার জ্ঞানে পরিপূর্ণ মঞ্জরিত—কচি কচি পাতাযুক্ত মদন সদন—কন্দর্পের আলয় মগরা খাড়ু—মকর কুণ্ডল বিশিষ্ট ত্রাকান মল মন্মথ ভোলে—কাম ভরে মরাল বধু—রাজহংসী মাধবীক—মধু মাতোয়ার—মত্ত মাড়িল—মাড়া মাতিল কুঞ্জর—মত্ত হস্তী মার্জ্জার—বিড়াল মুখর মঞ্জীর—শব্দায়মান নূপুর মৃনাল—পদ্মের ডাঁটা মৈলান—মলিন মৌয়ের—মধু

য

যাচিঙ্গা—প্রার্থনা যুথে যুথে—দলে দলে যুক্তিপর—যুক্তি সঙ্গত

র

রঙ্ক—অতিদরিদ্র রম্য বেলা মনোরম সময় রঙ্গ—কৌতুকময় আনন্দ রকত লোচন—চক্ষু লাল হইল রসকাঠি—অলঙ্কার বিশেষ রক্তপ্রাণ্ড—লাল পাড় বিশিষ্ট রঞ্জে—মোহিত করে রসে—প্রীতি পূর্ব্বক রাতা উৎপল—রক্ত পদ্ম রায়বার—স্তুতিবাদ রেনু—ধুলা

ল

লালিল পালন করিল লেখা—নিয়ম লোকোত্তর—অলৌকিক লেহে—স্নেহ, লেউটিয়া—ফিরিয়া আসিয়া

শ

শশি রঞ্জিত—জ্যোৎস্না পরিশোভিত শ্লথ হৈল নীবিবন্ধে—কটিবস্ত্র বন্ধন খসিয়া গেল শাল—শাস্তি শ্লাঘ্য—সফল শিখণ্ড—ময়ূর পুচ্ছ শুচিপনা—শুদ্ধমত।

স

সম্বিত—চেতনা সজ্জাত—সংগ্রহ সন্দর্ভ—রহস্য

সম্বরি—সাবধানে সংহতি—সঙ্গে সৎক্রিয়া—সৎকার, সংযম—ইন্দ্রিয় দমন, সহজ স্বরূপ—স্বাভাবিক রূপ সবেদ—অন্য আসক্তি সর্বে সর্ব—সর্বশ্রেষ্ঠ স্রবয়ে—ঝরে সমায়া কপট স্খলিত—শিথিল সম্বরিতে—সামাল করিয়া রাখিতে সমাধান—শেষ স্তব্ধ নিশ্চেষ্টতা সন্নিধান—অনুমতি সান্ডাইল—ঢুকিলেন সায়—শেষ হইল স্বাধ্যায়—বেদ পাঠ সায়রে সাগরে সিনাইল—ভিজাইল সিয়া আসিয়া সিঞ্চয়ে অন্তর—হৃদয় দ্রবীভূত করে সুশীলা শিষ্ট শান্ত সুসন্ধি—অতি সুস্বরে সুধাইল জিজ্ঞাসা করিল সুরনদী—গঙ্গা সুপরাগে—ধূলীকনা সোহাগ—আদর সোনাবান—সোনালী রঙের সোসর—বন্ধুত্ব

হ

হাতসানে—হাত দিয়া ইসারা করিয়া হাউ—জুজু হিয়াকাম—প্রানের বাসনা হিমকরদ্যুতি—চন্দ্র কিরনোজ্জ্বল হিঙ্গুল—সিন্দুরের ন্যায় রক্ত বর্ণ দ্রব্য বিশেষ হিয়ার চীর—বুকের কাপড়

॥ ভুল সংশোধন ॥

১৯৩ পৃষ্ঠায়—৫৬ পদের প্রথম লাইনে—বাতুলের ধর্ম্মেতে ধমী নহ কদাচিত। স্থলে "বাতুলের প্রায় রীত বালক আশ্রয়" হইবে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল

গ্রন্থারম্ভ

সূত্রখণ্ড

ভক্তি-প্রেম-মহার্ঘ-রত্ননিকরত্যাগেনসন্তোষয়ন্
ভক্তান্ ভক্তজনার্তি-নিষ্কৃতি-বিধৌপূর্ণাবতীর্ণঃ কলৌ।
পাষণ্ডান্ পরিচূর্ণয়ন্ ত্রিজগতাং হুঙ্কার বজ্রাঙ্কুরৈঃ
শ্রীমন্ন্যাসিশিরোমনির্বিজয়তাংচৈতন্যরূপঃ প্রভুঃ ॥ ১

পঠমঞ্জরী রাগ

নমো নমো বন্দোঁ দেব গণেশ্বর
বিঘ্ন বিনাশন মহাশয়।
একদন্ত মহাকায় সর্ব্বকার্য্যে সহায়
জয় জয় পার্ব্বতী তনয় ॥ ২
হরগৌরী বন্দোঁ মাথে জুড়িয়া যুগল হাতে
চরনে পড়িয়া করোঁ সেবা।
ত্রিজগতে এক কর্ত্তা বিষ্ণুভক্তি বরদাতা
সবে এক এই দেবী দেবা ॥ ৩
সরস্বতী বন্দোঁ মুণ্ডে কেলি কর মোর তুণ্ডে
কহোঁ গৌরহরি গুনগাথা।
অবিদিত ত্রিজগতে গৌরবর্ণ বানীনাথে
অদভূত অপরূপ কথা ॥ ৪
কাকু করোঁ দেবগনে আর যত গুরুজনে
বিঘ্ন না করিহ কেহো ইথি।
না চাহোঁ সম্পদ বর মুই অতি পামর
নির্ব্বিঘ্নে সম্পূর্ণ হউ পুঁথি ॥ ৫

বিষ্ণুভক্ত বন্দোঁ আগে যত যত মহাভাগে
যাঁর গুনে পৃথিবী পবিত্র।
সর্বজীবে করে দয়া বিশেষে আরতি পাইয়া
ত্রিভুবন মঙ্গল চরিত্র ॥ ৬
মুই অতি অভাজন না বুঝো ডাহিন-বাম
আকাশ ধরিতে চাহোঁ বাহে।
অন্ধে দিব্যরত্ন বাছে পূর্ব্বত না দেখোঁ কাছে
না জানি কি পরিনামে হয়ে ॥ ৭
সবে এক ভরসা আছে প্রভু নাহি কাহো বাছে
গুনগায় উত্তম অধমে।
সর্ব্ব জীবে একদয়া সবে পায় পদ ছায়া
অধিকারী নাহিক নিয়মে ॥ ৮
যে পুন বৈষ্ণব জন তার কথা কহি শুন
অকারনে দয়া সর্ব্বলোকে।
পরলাগি জীবন পরলাগি ভুষন
পর উপকারে মানে সুখে ॥ ৯

অনুবাদ—যিনি ভক্তি ও প্রেমরূপ অমূল্যরত্ন প্রদান করিয়া ভক্তগনের সন্তোষ বিধান করিয়াছেন, যিনি ভক্তগনের সর্বপ্রকার দুর্গতি ও অজ্ঞান তমদূর করিবার জন্য কলিতে পূর্ণঅবতার রূপে প্রকট হইয়াছেন এবং যিনি হরিনামের মহাহুঙ্কাররূপ বজ্রঘাতে পাষণ্ডগনের দর্পচূর্ণ করিয়াছেন সেই সন্ন্যাসী শিরোমনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর জয় হউক ॥ ১

* ঠাকুর শ্রীনরহরি দাস প্রান অধিকারী
যাঁর পদ প্রতি আশে আশ।
অধমেহ সাধ করে গৌর গুন গাহি বারে
সে ভরসা এ লোচন দাস ॥ ১০
তাঁর পদ পরসাদে গাইব অনন্দসাদে
এই মোর ভরসা অন্তর।
সে দুখানি চরন ইষ্ট সিদ্ধি কারণ
হৃদয়ে থুইব নিরন্তর ॥ ১১

কেদার রাগ

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১২
জয় নরহরি গদাধর প্রাননাথ।
কৃপা করি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত ১৩
করুণাভরন সব হেম গোরা গা।
বন্দিয়া গাইব সে শীতল রাঙা পা ॥ ১৪
সকল ভকত লৈয়া বৈসহ আসরে।
ও পদ শীতল বা লাগুক কলেবরে ॥ ১৫
শচীর দুলাল প্রভু! করো পরনাম।
তিলেক করুণা দিঠে কর অবধান ॥ ১৬
অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঁই দেব শিরোমনি।
যাঁর পদ পরসাদে ধন্য ধরনী ॥ ১৭
বন্দিয়া গাইব সে সীতার প্রাননাথ।
করুনা করহ প্রভু করোঁ জোড় হাত ॥ ১৮
অভিন্ন চৈতন্য সে ঠাকুর অবধূত।
নিত্যানন্দ রাম বন্দোঁ রোহনীর সুত ॥ ১৯
গৌরগুন গরবে গর্গের মাতোয়ার।
বন্দিয়া গাইব আগে চরণ তাঁহার ॥ ২০
মিশ্র পুরন্দর বন্দোঁ – বিশ্বম্ভরের পিতা।
শচী ঠাকুরানী বন্দোঁ – ঠাকুরের মাতা ॥ ২১
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বন্দিব সানন্দে।
যাঁর লাগি মহাপ্রভু ফুকারিয়া কান্দে ॥ ২২
লক্ষ্মীঠাকুরানী বন্দোঁ বিদিত সংসারে।
প্রভুর বিরহ সর্প দংশিল যাহারে ॥ ২৩
নবদ্বীপময়ী বন্দোঁ বিষ্ণুপ্রিয়া মা।
যাব অলঙ্কার সে প্রভুর রাঙ্গা পা ॥ ২৪

---

* শ্রীনরহরিদাস—শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ। শ্রীখণ্ডে তাঁহার শ্রীপাট ব্রজের মধুমতী সখীই ঠাকুর নরহরি রূপে প্রকট হইয়া পূর্ব ভাবানু রাগে শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা বিলাসের সহায়ক হইয়াছেন শ্রীখণ্ড বাসী নারায়নদাসের তিন পুত্র—মুকুন্দ, মাধব, নরহরি। মুকুন্দের পুত্র রঘুনন্দন তাঁহার পুত্র ঠাকুর কানাই। তাহার দুই পুত্র—বংশী ও মদন মদনের পাঁচ পুত্র রতিপতি, ঘনশ্যাম প্রভৃতি রতি পতির তিন পুত্র—শচীনন্দন, প্রানবল্লভ ও যাদবেন্দ্র ঠাকুর রতি পতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঘনশ্যামের পুত্র পুরুষোত্তম শ্রীনরহরি সরকারের পূব বংশ বিবরন—পদ্মদাস পুত্র (নীল কণ্ঠ ও দেবকী)—দেবলী—শূল পানি ডোমন—হরি—ঈশান—নায়ক—বামন—কাত্তিকের পুত্র নারায়ন দাস।

শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা বিষয়ক পদাবলী রচনার সব আদি ও পথ প্রদর্শক। আর শ্রীগৌরাঙ্গ আবির্ভাবের পূর্বে সুরতাল সহ যোগে শ্রীকৃষ্ণ লীলা কীর্ত্তন করিতেন শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর বহুদিন জীবিত ছিলেন। শ্রীমন্মহা-প্রভুর প্রেমশক্তির প্রকাশ শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্রেমলীলার পথ প্রদর্শক। শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের অন্তর্দ্ধান মহোৎসবে তৎকালীন প্রকট সমস্ত গৌরাঙ্গ পার্ষদ একত্রে সমবেত হইয়া মহামহোৎসব অনুষ্ঠান করেন।

এই মহামহোৎসবের মাধ্যমে সমস্ত গৌরাঙ্গ পার্ষদবর্গের একত্রিকরনের সুচনা ঘটে। তৎপরে কাটোয়ার ও খেতুরীর মহামহোৎসব সংঘটিত হয়।

পণ্ডিত গোসাঁই সে বন্দিয়া একমনে।
ঈশ্বর মাধব পুরীর বন্দিয়া চরণে ॥ ২৫
গোসাঁই গোবিন্দ বন্দোঁ আর বক্রেশ্বর।
গৌরপদ কমলে যে মত্ত মধুকর ॥ ২৬
পুরী যে পরমানন্দ আর বিষ্ণুপুরী।
গদাধর দাস সে বন্দিব শিরোপরি ॥ ২৭
গুপ্তবেজা বন্দিব হরিষ মনোরথে।
গোরাগুন গাও যদি দয়া কর চিতে ॥ ২৮
শ্রীবাস ঠাকুর বন্দোঁ আর হরিদাস।
বাসুদত্ত মুকুন্দ চরণে করো আশ ॥ ২৯
রায় রামানন্দ বন্দো পিরীতের ঘর।
পণ্ডিত জগদানন্দ বন্দো নিরন্তর ॥ ৩০
রূপ সনাতন বন্দো পণ্ডিত দামোদর।
রাঘব পণ্ডিত বন্দো প্রনতি বিস্তর ॥ ৩১
শ্রীরাম সুন্দর গৌরী দাস আদি যত।
নিত্যানন্দ সঙ্গী বন্দো যতেক ভকত ॥ ৩২
কুলের ঠাকুর বন্দো শ্রীইষ্টদেবতা।
ইহলোকে পরলোকে যেই সে রক্ষিতা ॥ ৩৩
তাহা বিনু নাহি মোর তিন লোকে বন্ধু।
নরহরি দাস বন্দো গৌর প্রেম সিন্ধু ॥ ৩৪
গোবিন্দ মাধব ঘোষ বাসুঘোষ আর।
ভূমে পড়ি কর জোড়ি করো নমস্কার ॥ ৩৫
শ্রীবৃন্দাবন দাস বন্দিব একচিতে।
জগত মোহিত যাঁর ভাগবত গীতে ॥ ৩৬
বন্দনা গাইতে ভাই হবে অনুক্ষন।
ঘরের ঠাকুর বন্দো • শ্রীরঘুনন্দন ॥ ৩৭
সকল মহান্ত প্রিয় শ্রীরঘুনন্দন।
প্রভু যাঁরে আগে দিলা মাল্য চন্দন ॥ ৩৮
শ্রীমূর্ত্তিরে লাড়ুক সে যেবা খাওয়াইল।
তাঁহারে মনুষ্য বুদ্ধি কেহো না করিল ॥ ১৩৯
তাঁর পিতা বন্দিব সে শ্রীমুকুন্দ দাস।
চৈতন্য সম্মত পথে নির্ম্মল বিশ্বাস ॥ ৪০
কারো নাম জানি কারো নাম নাহি জানি।
সবারে বন্দিব সবে মোর শিরোমনি ॥ ৪১
মহান্ত বন্দিব আর মহান্তের জন।
এক ঠাঁই বন্দি গাই সবার চরন ॥ ৪২
আগু পাছু বিচার না কর কেহো মনে।
অক্ষরানু রোধে বন্দনা না হয় ক্রমে ॥ ৪৩
যাঁর নাম নাহি করি ভ্রমেতে বন্দনা।
শত পরনাম— কর অপরাধ মার্জ্জনা ॥ ৪৪
পৃথিবীর ভকত বন্দো অন্তরীক্ষ চারী।
সবার চরণে একে একে নমস্করি ॥ ৪৫
গোরাগুন গাও মোর এই প্রতি আশ।
এ লোচন দাস বলে পূর মোর আশ ৪৬

বরাড়ী রাগ। দিশা।

প্রানভাইযা নিবেদোঁ নিজ কথা,
(মূর্চ্ছা) কিরে কি আরে কি ওরে প্রান হয়।
আগে আশীর্বাদ মাগোঁ, যত যত মহাভাগ,
তবে সে গাইব গুন গাথা আরে রে হয় হয় ॥ ৪৭
মো ছার অধমাধম নাহি জানোঁ তত্ত্ব।
গোরাগুন চরিত্রের কি কব মহত্ত্ব ॥ ৪৮

রঘুনন্দন—খণ্ডবাসী শ্রীরঘুনন্দনের পূর্ব্বাবতার বিষয়ে শ্রীগৌর গনোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থের ৭০ শ্লোকের বর্ণন যথা—

বৃহস্তৃতীয়ঃ প্রদ্যুম্ন প্রিয়নর্ম সখোছভবৎ।
চক্রে লীলা সহায়ং যোরাধামাধবয়ো র্ব্রজে॥
শ্রীচৈতন্যাদ্বৈত তনুঃ স ত্রব রঘুনন্দনঃ।

না জানিয়া প্রলাপ করিয়া কিবা কাজ।
উত্তম জনের ঠাঁই ঠেকিলে হবে লাজ ॥ ৪৯
অধিকারী নহোঁ তবু করো পরমাদ।
গোরাগুণ মাধুরীতে বড় লাগে সাধ ॥ ৫০
মুরারি গুপত বেজ বৈসে নবদ্বীপে।
নিরন্তর থাকে গোরাচাঁদের সমীপে ॥ ৫১
তাঁহার মহিমা কেবা পারয়ে কহিতে।
'হনুমান' বলি যার খ্যাতি পৃথিবীতে ॥ ৫২
সমুদ্র লঙ্ঘিয়া যেবা লঙ্কাপুরী দহে।
সীতার বার্ত্তা উদ্ধারিয়া শ্রীরামেরে কহে ॥ ৫৩
বিশল্য করনী আনি লক্ষ্মনে জীয়ায়।
সেই সে মুরারিগুপ্ত বৈসে নদীয়ায় ॥ ৫৪
সর্ব্বতত্ত্ব জানে সে প্রভুর অন্তরীন।
গৌরপদ অরবিন্দে ভকত প্রবীন ॥ ৫৫
জন্ম হৈতে বালক চরিত্র যে যে কৈল।
আদ্যোপান্তে যেই রূপে প্রেম প্রচারিল ॥ ৫৬
* দামোদর—পণ্ডিত সব পুছিল তাঁহারে।
আদ্যোপান্ত যত কথা কহিল প্রকারে ॥ ৫৭
শ্লোকবন্ধে হৈল পুঁথি গৌরাঙ্গ চরিত।
দামোদর সংবাদ মুরারি মুখোদিত ॥ ৫৮
শুনিয়া আমার মনে বাঢ়িল পিরীত।
পাঁচালি প্রবন্ধে কহোঁ গৌরাঙ্গ চরিত ॥ ৫৯
অধিকারী নহোঁ তবু কহোঁ এই দোষে।
অবজ্ঞা না কর কেহো না করিহ রোষে ॥ ৬০
অমৃত দেখিয়া কার না লাগয়ে সাধে।
অজ্ঞান বালক ইচ্ছে আকাশের চাঁদে ॥ ৬১
গোরাগুন গাইতে ঐছন মোর সাধ।
ঐছন সময়ে মাগোঁ-বৈষ্ণব প্রসাদ ॥ ৬২
বৈষ্ণব চরনে মুই করোঁ পরনাম।
গোরাগুন গাও মোর এই হিয়া কাম ॥ ৬৩
আমার ঠাকুর প্রভু নর হরি দাস।
প্রনতি মিনতি করে এ লোচন দাস ॥ ৬৪

মারহাটি রাগ। —দিশা।

হরি রাম রাম গোরাচাঁদ আরে প্রান মোর হয়॥৬৫ধ্রু
প্রথমে কহিব কথা অপূর্ব্ব কথন।
আচার্য্য-গোসাঁই কৈল * গর্ভের বন্দন। ৬৬
পৃথিবীতে জনম লৈল ত্রিজগত নাথ।
সাঙ্গোপাঙ্গ যত যত পারিষদ সাথ ॥ ৬৭
পিতা-মাতা বালক লালিল যেন মতে।
অন্ন প্রাশনে নাম থুইল হরষিতে ॥ ৬৮

*দামোদর পণ্ডিত—শ্রীদামোদর পণ্ডিত শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ ইহাঁরা পাচভাই পিতাম্বর দামোদর,জগন্নাথ,শঙ্কর ও নারায়ন। শঙ্কর ও দামোদর নীলাচলে মহাপ্রভুর সমীপে অবস্থান করিতেন শঙ্কর উপাধান স্বরূপে প্রভুর পাদদেশে শয়ন করিতেন। দামোদর কে তাঁহার নিরপেক্ষতা গুনের জন্য মধ্যে মধ্যে শচীমায়ের রক্ষনাবেক্ষনের কাজে নবদ্বীপে পাঠাইতেন। তিনি গৌরাঙ্গ পার্ষদের কাহারও নিয়ম লঙ্ঘন দেখিলেই শাসন করিতেন। তাই সবাই উহাকে ভয় করিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের পর নবদ্বীপে আগমন করতঃ শ্রীবিষ্ণু প্রিয়ার সেবায় আত্ম নিয়োগ করেন।

*গর্ভের বন্দন—শ্রীল অদ্বৈতাচার্যের আহ্বানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব। শ্রীগৌরাঙ্গ আবির্ভাব সাধনায় অদ্বৈতাচার্য ত্রকদিন এর পুষ্পাঞ্জলি গঙ্গাজলে অর্পন করিলেন পুষ্পজলি উজান বহিয়া নবদ্বীপ অভিমুখে চলিলেন অদ্বৈত প্রভুর তাহার পশ্চাত অনুধাবন করিলেন নবদ্বীপে গঙ্গায় শচীমাতা স্নান করিতে ছিলেন উক্ত পুষ্পাজলি তাহার অঙ্গে ঠেকিল তখন বুঝিলেন শচীদেবীর গর্ভে আমার প্রভুর আবির্ভাব হবে। সে সময় শচীদেবী গর্ভবতী ছিলেন গর্ভপরীক্ষায় অদ্বৈত তাঁহাকে প্রনাম করায় সাধারন গ

বাল্য চরিত্র-কথা কহিব বিধান।
শূন্য চরনে শুনি নূপুর নিসান ॥ ৬৯
পরশি অশুচি দেশে চলে আচম্বিতে।
আপন মায়েরে জ্ঞান কহিলা যেমতে ॥ ৭০
পুরনারীগন কহে বুঝিতে চরিত।
তার বোলে নারিকেল আনিলা ত্বরিত ॥ ৭১
কুক্কুর শাবক লৈয়া খেলায় ঠাকুর।
দেখিয়া সকল লোক আনন্দ প্রচুর ॥ ৭২
বালকের সঙ্গে খেলা খেলে রাজপথে।
গুপ্ত বেজা প্রকাশ দেখিল যেনমতে ॥ ৭৩
বালক সহিতে হরি সঙ্কীর্ত্তনে নৃত্য।
দেখিয়া সকল লোক আনন্দিত চিত্ত ॥ ৭৪
যেন মতে হাতে খড়ি দিলা তার বাপ।
যা শুনিলে দূরে যায় অমঙ্গল তাপ ॥ ৭৫
তবে ত কহিব কথা শুন সাবধানে।
খেলে বিশ্বম্ভর বিশ্বরূপ-জ্যেষ্ঠ সনে ॥ ৭৬
ইন্দ্র উপেন্দ্র যেন দুই সহোদর।
কহিব তাহান কথা শুনিবে উত্তর ॥ ৭৭
* বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিলা যেনমতে।
বিশ্বম্ভর পিতামাতা প্রবোধে কথাতে ॥ ৭৮
তবে ত কহিব বিশ্বম্ভরের চরিত।
বালক সহিতে খেলা খেলে বিপরীত ॥ ৭৯
সকল বালক মেলি জাহ্নবীর কূলে।
বালুকায় পক্ষ-পদচিহ্ন দেখি বুলে ॥ ৮০
দেখিয়া তাহার পিতা দুঃখী হৈল মন।
ঘরেরে আনিয়া কৈলা তর্জ্জন গর্জ্জন ॥ ৮১
স্বপনে তাঁহারে কৃপা কৈলা যেনমতে।
কহিব সকল কথা শুন একচিতে ॥ ৮২

হেতু গর্ভ বিনষ্ট হইল ত্রইরূপে অষ্টমগর্ভ নষ্ট হওয়ায় জগন্নাথ মিশ্র বংশ রক্ষার অদ্বৈতের শরনাপন্ন হইলেন। অদ্বৈত শচী জগন্নাথমিশ্রে দীক্ষা প্রদান করিলেন। তারপর বিশ্বরূপের জন্মে হয় অদ্বৈত শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপে আসিয়া অবস্থান করেন গৌর আবির্ভাবের সময় উপলব্ধি করিয়া গঙ্গাজলে কৃষ্ণের মূর্ত্তি আরোপ করিয়া তুলসী পুষ্পচন্দনে অর্চ্চন করতঃ তিনি পুষ্পাঞ্জলী অর্পন করিলেন পূর্বের ন্যায় সেই পুষ্পাঞ্জলী স্নানরতা শচীদেবীর অঙ্গে স্পর্শিত হইল অদ্বৈত মহানন্দে শচীকে প্রদক্ষিন করত গর্ভের বন্দনা করিতে লাগিলেন।

* বিশ্বরূপ—শ্রীগৌরাঙ্গের জ্যেষ্ঠভ্রাতা সঙ্কর্ষনের ব্যূহরূপে বিশ্বরূপের আবির্ভাব

তথাহি—শ্রীগৌঃ গঃ দী—৫৮—৬২ শ্লোক—

অংশাংশিনোর ভেদেন ব্যূহঃ আদ্যঃশচীসুতঃ। বলদেবো বিশ্বরূপো ব্যূহঃ সঙ্কর্ষনো মতঃ ॥
নিত্য নন্দাবধূতশ্চ প্রকাশেন স উচ্যতে। গৌরচন্দ্রোদয়ে ধর্ম প্রতি বাক্যং কলের্যথা ॥
অস্যাগ্রজস্থ কৃতদার পরিগ্রহঃ সন্। সঙ্কর্ষনঃ স ভগবান ভুবি বিশ্বরূপঃ ॥
স্বীয়ং মহঃ কিল পুরীশ্বরমাপায়িত্বা। পূর্ব্বে পরি ব্রজিত ত্রব জিরোবভূব ইতি ॥

* * * * * *

যদা শ্রী বিশ্বরূ পোঽয়ং তিরোভূতঃ সনাতনঃ। নিত্যানন্দাবধূতেন মিলিত্বাপি সদাস্থিতঃ ॥

বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিয়া পাণ্ডুপুর তীর্থে গমন করিলে তথায় প্রভু নিত্যানন্দ সহ শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরী উপনীত হন। তথায় লীলাচক্রে বিশ্বরূপ অন্তর্দ্ধান করিয়া প্রভু নিত্যানন্দ দেহে মিলিত হন। তাই শচীমাতা নিত্যানন্দ সন্দর্শনে বিশ্বরূপের শোক ভুলিয়া যাইতেন।

কর্ণবেধ চূড়াকর্ণ আর উপবীত।
কহিব সকল কথা আনন্দিত চিত ॥ ৮৩
বাল্য-সমাধানে হৈলে যৌবন-প্রবেশ।
দিনে দিনে করে প্রেমা প্রকাশ অশেষ ॥ ৮৪
গুরু স্থানে পড়িলেন সতীর্থের সনে।
বঙ্গজের কথায় পরিহাসয়ে যেমনে ॥ ৮৫
মায়ে আজ্ঞা দিলা একাদশী করিবারে।
অনেক প্রকাশ কথা কহিব সে কালে ॥ ৮৬
হেনই সময়ে জগন্নাথ পরলোক।
কান্দয়ে যেমতে প্রভু পাইয়া পিতৃ শোক ॥ ৮৭
তবে ত কহিব কথা অপরূপ আর।
বিবাহ করিলা প্রভু আনন্দ অপার ॥ ৮৮
গঙ্গাদর শনে আর যে হৈল রহস্য।
সাবধানে শুন কথা কহিব অবশ্য ৮৯
পূর্ব্বদেশ-গমন কহিব ভালমতে।
লক্ষী-স্বর্গ আরোহন হৈল যেনমতে ॥ ৯০
দেশেরে আসিব পুন বিবাহ করিলা।
শিষ্যে বিদ্যাদান দিয়া গয়ারে চলিলা ॥ ৯১
প্রত্যেকে কহিব কথা শুন সর্বজন।
অনেক আনন্দ পাবে না ছাড় যতন ॥ ৯২
দেশ আগমন কথা কহিব বিশেষ।
প্রেম প্রকাশয়ে নিরন্তর রসাবেশ ॥ ৯৩
মধ্য খণ্ড কথা ভাই অনেক আনন্দ।
শুনিতে পুলক বান্ধে অমিয়া অখণ্ড ॥ ৯৪
ভক্তি সন্দর্শন কথা প্রেমার প্রকাশ।
কহিবার আগে উঠে হৃদয়ে উল্লাস ॥ ৯৫
মধ্যখণ্ড কথা ভাই নদীয়া বিহার।
অমিয়ার ধারা যেন প্রেমার প্রচার ॥ ৯৬
অতি অপরূপ কথা প্রকাশিলাপ্রভু।
চারি যুগে ভক্ত যাহা নাহি শুনি কভু ॥ ৯৭
হেন অদভুত কথা ভক্তি পরচার।
কহিব সে মধ্য খণ্ডে নদীয়া বিহার ॥ ৯৮
সকল ভকত মেলি হইলা যেনমতে।
প্রত্যেকে কহিব কথা যে জানি কহিতে ॥ ৯৯
প্রথমে কহিব শচী পাইলা প্রেমদান।
পথেতে যেমতে শুনে বংশীর নিস্বান ॥ ১০০
প্রেমায় বিহ্বল হৈলা ভাবের আবেশে।
আচম্বিতে দৈবদানী উঠিল আকাশে ॥ ১০১
মুরারিরে কৃপা কৈলা বরাহ আবেশে।
ব্রহ্মা আদি দেব দেখে আপন আবাসে ॥ ১০২
* শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী প্রেম পাইল তবে।
কহিব সকল কথা শুন সর্ব্বভাবে ॥ ১০৩

* শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী—শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী-পূর্ব্বাবতারের যাজ্ঞিক ব্রাহ্মন যজ্ঞপত্নী ও সুদামা বিপ্রের মিলনে তাঁহার আবির্ভাব শ্রীমন্মহাপ্রভু গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সর্বপ্রথম শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর ভবনে আত্মপ্রকাশ করেন শ্রীবাস পণ্ডিতাদি পার্ষদবৃন্দকে আকর্ষন করিয়া প্রেম বৈভবের অভিব্যক্তি প্রদর্শন করেন। নবদ্বীপে গঙ্গাতীরে শুক্লাম্বর ভবনে বহু প্রেমলীলা করেন। সুদামার খুদ ভক্ষনের ভাবানুরাগে শুক্লাম্বরের ভিক্ষার ঝুলি হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু এক মুষ্টি তণ্ডুল গ্রহন করিয়া ভক্ষন করেন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য ভাগবত মধ্যে ১৬ অধ্যায়

আমিহ তোমার দ্রব্য অনুক্ষন চাই। তুমি না দিলেও আমি বল করি খাই ॥
দ্বারকার মধ্যে খুদ কাড়ি খাইনু তোর। পাসরিলা কমলা ধরিল হস্ত মোর ॥

* পণ্ডিত শ্রীগদাধর প্রভুর প্রসাদে ।
প্রেমায় বিহ্বল হৈয়া দিবানিশি কান্দে ॥ ১০৪
একে একে দিল সর্বজনে প্রেমদান ।
কহিব সকল কথা যেমত বিধান ॥ ১০৫
ভক্তকে প্রসাদ আম্রবীজ আরোপনে ।
যা শুনিলে সর্বজনের দ্বিধা ঘুচে মনে ॥ ১০৬
অধ্যাত্ম আচ্ছাদি প্রভু প্রেমকাশয় ।
জ্ঞানগম্য নহে প্রভু সবারে বুঝায়ে ॥ ১০৭
তবেত কহিব কথা অপূর্ব কথন ।
যেমতে হইল নিত্যানন্দ সন্দর্শন ॥ ১০৮
হরিদাস প্রভু সনে মিলয়ে যেমনে ।
অদ্বৈত আচার্য্য নিত্যানন্দের মিলনে ॥ ১০৯

* যেনমতে জগাই মাধাই নিস্তারিলা ।
পিতা-পুত্রে ব্রাহ্মনেরে যেন কৃপা কৈলা ॥ ১১০
শিবের গায়নে কৃপা কৈল যেন মতে ।
আচম্বিতে খেদ উঠে ব্রহ্মান চরিতে । ১১১
যেনমতে জাহ্নবীতে দিলা প্রভু ঝাঁপ ।
যা শুনিলে তিন লোকে উঠে হিয়া কাঁপ ॥ ১১২
তবে আর অপরূপ শুনিবে বিধানে ।
দেবালয় মার্জ্জনা প্রভু করিলা যেমনে ॥ ১১৩
শুনিবে অনেক কথা অতি অপরূপ ।
কুষ্ঠব্যাধি নিস্তারিলা এ বড় কৌতুক ॥ ১১৪
বলরাম আবেশ কথা কহিব বিশেষ ।
যা শুনিলে সবে পাবে আনন্দ অশেষ ॥ ১১৫

*পণ্ডিত গদাধর—শ্রীগদাধর পণ্ডিত শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ পঞ্চতত্ত্বের অন্যতমও প্রভুর শক্তি অবতার । চট্টগ্রামের বেলেটিগ্রামে মাধবমিশ্রের পুত্ররূপে বৈশাখী আমাবস্যায় তাঁর আবির্ভাব মাতা রত্নাবতী। গদাধর পণ্ডিতের বংশ বিবরন যথা কাশ্যপ গোত্রীয় সেসেন মুনি পুত্র ব্রহ্মণ্য-দক্ষ-শান্তনু-পীতাম্বর-হিরণ্যগর্ভ-ভূগর্ভ—বেদগর্ভ-জিগনি-স্বর্ণরেখ-সিন্ধু-গরুড়-ক্রতু-সঙ্কর্ষণ-ভল্লুক-যোগেশ-পুণ্ডরীকাক্ষ-বিশ্বম্ভর—লক্ষীপতি—যাজ্ঞিক-উদয়ন আচার্য্য-পশুপতি-দ্যগাই-কানাই বনাই-বিলাস আচার্য্য-মাধব আচার্য্য-বানীনাথ ও পণ্ডিত গদাধর । বানীনাথ পুত্র হৃদয়ানন্দ ও নয়নানন্দ ।
শ্রীরাধার বিলাস সত্ত্বা ললিতা ও রুক্মিনীর মিলনে শ্রীগদাধর পণ্ডিতের আবির্ভাব আবাল্য গৌরাঙ্গ সহ লীলা বিলাস করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাসে নীলাচলে শ্রীটোটা গোপীনাথ সেবা প্রকাশ করতঃ শ্রীগোরাঙ্গের প্রেমলীলারস আস্বাদনে সহায়ক হন। শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তর্দ্ধানের বহুপরে তাঁর অন্তর্দ্ধান ।

* জগাই মাধাই—জগাই মাধাই নবদ্বীপ বাসী তাঁদের পূর্বাবতার বিষয়ে শ্রীগৌর গনোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থের ১৫ শ্লোকের বর্ণন

বৈকুণ্ঠ দ্বার পালো যৌ জয়াদ্য বিজয়ান্তকৌ । তাবাদ্য জাতৌ স্বেচ্ছাতঃ শ্রীজগন্নাথ মাধকৌ ॥

বৈকুণ্ঠের দ্বার পাল শ্রীজয় বিজয়ই জগাই মাধাই রূপে প্রকট হন তাঁহার বংশ পরিচয় বিষয়ে শ্রীপ্রমবিলাস গ্রন্থের ২১ বিলাসের বর্ণন—

নবদ্বীপ বাসী শুভানন্দ রায় । ব্রাহ্মন কুলেতে জন্ম কুলীন যে হয় ॥
নবদ্বীপের জমিদার রাজা তাঁর খ্যাতি । * % *
পরম সুন্দর তাঁর দুইত কুমার । জৈষ্ঠ রঘুনাথ কনিষ্ঠ জনার্দ্দিন দাস ॥
পরম পণ্ডিত সর্ব্ব গুনের নিবাস । রঘুনাথের পুত্রের নাম জগন্নাথ হয় ॥
জনার্দ্দিনের পুত্রকে মাধব বলি কয় । জ্যেষ্ঠ জগন্নাথের তারে জগাই বলি কয় ॥
কনিষ্ঠ মাধব তারে মাধাই ডাকয় ।

যৌবনে চরম উশৃঙ্খল হয় । প্রভু নিতাই চাঁদের কৃপায় দুজনেই পরম ভাগবত হন ।

* শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্যের বাড়ীতে প্রকাশ।
প্রেম-পরকাশে ছায় এ ভূমি আকাশ॥ ১১৬
অনেক রহস্য কথা কহিব তাহাতে।
বৈরাগ্য অদ্ভুত প্রভুর উঠে যেনমতে॥ ১১৭
* কেশব ভারতী দেখি নদীয়া নগরে।
সন্ন্যাস করিব বলি উল্লাস অন্তরে॥ ১১৮
যেনমতে সর্ব্ব ভক্তগনের বিলাপ।
শচী বিষ্ণুপ্রিয়া শোকে সাগরে দিলা ঝাঁপ॥ ১১৯
সন্ন্যাস আশয়ে নবদ্বীপ ছাড়ি যায়।
সন্ন্যাস করিলা প্রভু ভারতী সহায়॥ ১২০
কহিব সম্যক্ সব যত বিবরণ।
আচার্য্য প্রভুর ঘর গেলা যেনমন॥ ১২১
সবা-সন্দর্শনে আর যেবা হৈল কথা।
সবা প্রবোধিয়া প্রভু যাত্রা কৈলা যথা॥ ১২২
পুরুষোত্তম দেখিবারে চলিলা যেমতে।
কহিব রহস্য কথা গ্রাম রেমুনাতে॥ ১২৩
ক্রমে ক্রমে কহিব সে পথের চরিত।
যাহা শুনি সর্ব্বলোক পাইবে পিরীত॥ ১২৪
যাজপুর যাই প্রভু যে কৈল রহস্য।
একাম্রনগর কথা কহিব অবশ্য॥ ১২৫
জগন্নাথ সন্দর্শন হৈল যেন মতে।
সার্ব্বভৌম প্রকাশ শুনিবে একচিতে॥ ১২৬
মধ্যখণ্ড কথা ভাই অমৃতের সার।
শেষখণ্ড কথা আছে কহি শুন আর॥ ১২৭
মধ্যখণ্ড সায় পুঁথি প্রেমার প্রকাশ।
আনন্দ হিয়ায় কহে এ লোচন দাস॥ ১২৮

ধানশী রাগ। তরজা ছন্দ।—

জয় রে জয় রে জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য
আপনি অবনী অবতার।
অহহ লোকের ভাগ্য পৃথিবী সোহাগ করে
শ্রীপাদ যাহার অলঙ্কার॥ ১২৯
ত্রিজগত দীপনব দ্বীপেরে উদয় কৈল
করুণা-কিরন-পরকাশে।

---

* চন্দ্র শেখরাচার্য্য—শ্রীহট্ট নিবাসী চন্দ্র শেখর আচার্য নবদ্বীপে আসিয়া বাস। নিশাপতি চন্দ্রই চন্দ্র শেখর আচার্য্য রূপে আবির্ভূত হন। তিনি গৌরাঙ্গদেবের মেসো হন। নীলাম্বর চক্রবর্তীর কন্যা সর্বজায়াকে বিবাহ করেন চন্দ্রশেখর আচার্য গৌরাঙ্গদেবের গয়া যাত্রাকালে সঙ্গে ছিলেন। তাঁহার ঘরে শ্রীগৌরাঙ্গ দেবীভাবে নৃত্য করিয়াছিলেন। তিনি আচার্য্য রত্ন নামে সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ তিনি অদ্বৈত প্রভুর শিষ্য ছিলেন। তত্তদ্বিষয়ে শ্রীমুরারী গুপ্তের কড়চার ৪ সর্গের বর্ণন—

ঈশ্বরাংশো দ্বিধা ভূত্বাঽদ্বৈতাচার্য্য শচন্দ গুনঃ। তয়োশিষ্যোঽভবদ্দেবশ্চন্দ্রাংশুশ্চন্দ্রশেখরঃ॥
স আচার্য রত্ন ইতিখ্যাতো ভুবি মহাযশাঃ।

* কেশব ভারতী—শ্রীকেশব ভারতী শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গুরু। শ্রীধাম কাটোয়া তাঁহার শ্রীপাট। তাঁহার পরিচিতি বিষয়ে শ্রীপ্রেমবিলাসের ২৩ বিলাসের বর্ণন—

বারেন্দ্র ব্রাহ্মন শ্রীকালীনাথ আচার্য। কুলিয়া নিবাসী বিপ্র সর্ব্বগুনে বর্য্য॥
মাধবেন্দ্র শিষ্য হয়া করিলা সন্ন্যাস। কেশব ভারতী নামে জগতে প্রকাশ॥

তাঁহার পূর্ব্বাবতার বিষয়ে শ্রীগৌর গনোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থের ৫২ শ্লোকের বর্ণন-

মথুরায়াং যজ্ঞসূত্রং পুরা কৃষ্ণায় যে মুনিঃ। দদৌ সন্দীপনিঃ সোঽভবদদ্য কেশব ভারতী॥

মথুরার শ্রীকৃষ্ণের যজ্ঞ সূত্রাদি প্রদান করী সান্দীপানি মুনিই কেশব ভারতী নামে আবির্ভূত হন।

অনেম দিনের যত ভকত পিয়াসী ছিল
ধাওল প্রেম প্রভি আশে ॥ ১৩০

মধুময় কমলে যেন ষট্‌পদ ভ্রমরা বুলে
যেন চাঁদ চকোরের মেলি।

বরিষার মেঘ দেখি চাতক ফুকারে যেন
পিউ পিউ ডাকে মাতোয়ালি ॥ ১৩১

নাচয়ে ভাবক ভোরা প্রেম বরিষয়ে গোরা
হুঙ্কার গর্জ্জন সিংহনাদে।

অধনের ধন যেন হারাইয়া পেয়েছে হেন
অনুগত আরতিয়া কাঁদে ॥ ১৩২

বনের হাতিয়া যেন বন-দাবানলে পুড়ি
অমিয়া সায়রে দিল ঝাঁপ।

ঐছন প্রেমার রঙ্গে অঙ্গ ডুবায়ল গো
পাসরল পূরুবের তাপ ॥ ১৩৩

ভালিয়ে ঠাকুর বলে, কেহো মালসাট মারে,
প্রেমানন্দে আপনা পাসরে।

যে প্রেম লখিমী মাগে, কর জুড়ি অনুরাগে,
অকিচারে বিলায় সবারে ॥ ১৩৪

কি কহিব আর কথা, অনন্ত ভুলিল যথা,
কিবা রস প্রেমার মাধুরি।

শেষ বলিয়ে যারে. শিরে ধরে এ সংসারে,
সেই আজু নিতাই নাম ধরি ॥ ১৩৫

প্রেমরসে গরগর, নাচিনে আপন পর,
সবারে বুঝায় এই কথা।

পদতল-তাল-ভরে, ধরনী টলমল করে,
জিনি ময়মও হাতী মাতা ॥ ১৩৬

আর অপরূপ শুন, * মহেশ অদ্বৈত নাম,
যার গুন-গানে অগেয়ান।

---

*—মহেশ অদ্বৈত—শঙ্কর অদ্বৈতপ্রভুরূপে জন্মগ্রহণ করেণ। তাঁহাতে লীলার কারনে পূর্ণতর কৃষ্ণ (বসুদেবের পুত্র) বিশাখা সখীও সম্পূর্ণা মঞ্জরী মিলিত হন। অদ্বৈত প্রভু শ্রীহট্ট জেলার লাউড়ের রাজা দিব্যসিংহের সভা পণ্ডিত কুবের আচার্য্যের পুত্ররূপে ৩৫৫শকে (১৪৩৩খৃঃ), মাঘমাসে শুক্ল সপ্তমী তিথিতে জন্মগ্রহন করেন। মাতার নাম লাভা দেবী তাঁহারা সাত ভাই। শ্রীকান্ত, লক্ষীকান্ত,হরিহরানন্দ,সদাশিব, কুশলদাস, কীর্ত্তিচন্দ্র ও কমলাক্ষ। কমলাক্ষ ইপরবর্ত্তী কালে অদ্বৈত নামে প্রসিদ্ধ হন। সাত ভায়ের মধ্যে চায় ভাই পর্যটনে গিয়া দেহত্যাগ করেন। তাঁহার পিত পুরুষ গনের পরিচয়—নারায় ভট্ট—আদি বরাহ—বৈনেতেয়-সুবুদ্ধি—বিবুধেশ—গুহ—গঙ্গাধর—সুহাস-শকুনি—আকাশবানী (আকাই)—নারায়ন পঞ্চতপা—অগ্নিহোত্রী-পৃথীরাজকুলপতি—শরভ আচার্য্য (মাড়ড়া)—মওওঝা (মাতওঝা)—জিক্ষনি (জৈমনী)-ভাস্কর বৈদগ্নিক—সায়ন আচার্য্য—আড়ো ওঝা (আরুনি)—যদুনাথ পণ্ডিত—শ্রীপতি—কুলপতি—ঈশান—বিভাকর—প্রভাকর নরসিংহ আড়িয়াল রাজাগনেশের মন্ত্রী) —বিদ্যাধর—ছকড়ি—কুবের পণ্ডিত। অদ্বৈত দ্বাদশ বয়সে শান্তিপুরে আসেন। তথায় শান্তাচার্য্য সমীপে বেদাধ্যয়ন করেন। পিতামাতার অন্তর্দ্ধানের পর গয়া কার্য্য করতঃ তীর্থ ভ্রমনে গমন করেন। উড়ুপ তীথে মাধবেন্দ্রপুরীর সহিত মিলন হয়। বৃন্দাবনে কুব্জার সেবিত মদন মোহনকে প্রকট করেন পরে মদন মোহনের আদেশক্রমে মথুরার চৌবের হস্তে শ্রীবিগ্রহকে প্রদান দরিয়া নিকুজবন হইতে বিশাখা নির্মিত চিত্রপত্র ও গণ্ডকী হইতে শিলা চক্র গ্রহন করিয়া শান্তিপুরে আগমন করেন। কালে মদন মোহনকে চৌবের ঘর হইতে সনাতন গোস্বামী গ্রহন করিয়া বৃন্দাবনে সেবার প্রকাশ করেন,তারপর শ্রীঅদ্বৈত সাধন প্রভাবে গৌরাঙ্গকে সপার্ষদে প্রকট করতঃ প্রেম লীলার প্রকাশ করেন। শ্রীও সীতা নামে দুই পত্নী এবং অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণমিশ্র, গোপাল, বলরাম, জগদীশ ও স্বরূপ নামে এই ছয় পুত্র। বহু জীবোদ্ধারের পর (৪৮০ শকে ১৫৫৮ খৃঃ) ১২৫বৎসর বয়সে লীলা অবসান করেন।

চৈতন্য-ঠাকুর-সনে, প্রেমরস-আলাপনে,
পাসরিল এ যোগ-গেয়ান ॥ ১৩৭
রসিক সঙ্গীর সঙ্গে, প্রেম বিলসই রঙ্গে,
সবারে বুঝায় অবিরোধে।
এই দুই ঠাকুর বহি, দয়ায় ঠাকুর নাহি,
যা লাগি উদয় গোরাচাঁদে ॥ ১৩৮
জয় জয় মঙ্গল পড়ে, সর্ব্ব জনে হরি বলে,
সবে করে প্রেম-প্রাপ্তি আশ।
অমার দুর্ল্লভ প্রেমে, সবে অভি লাষী গো,
হাসি কহে এ লোচন দাস ॥ ১৩৯
বরাড়ী রাগ। দিশা —
হরি রাম রাম হয় বে হয় ॥ মূর্চ্ছা ॥ ১৪০
আলা মুই গোরার নিছনি লৈয়া মরি ॥ ১৪১
গোরা-রূপের-গুনের বালাই লইয়া।
বিলাইল প্রেম গোরা জগত ভরিয়া ॥ ১৪২
আরে রে আরে আরে আরে হয় রে ॥ ধ্রু ॥ ১৪৩
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয় জয় অদ্বৈত-আচার্য্য সুখানন্দ ॥ ১৪৪
গদাধর পণ্ডিত জয় জয় নরহরি।
জয়-জয় শ্রীনিবাস ভক্তি-অধিকারী ॥ ১৪৫
চৈতন্য-গোসাঁইর যত প্রিয় ভক্তগন।
সবার চরন হৃদে করিয়ে বন্দন ॥ ১৪৬
কহিব চৈতন্য কথা শুন সাবধানে।
অবতার কলিযুগে হইল যে মনে ॥ ১৪৭
মুরারি গুপত বেজা প্রভু তত্ত্ব জানে।
দামোদর পণ্ডিত পুছিলা তাঁর স্থানে ॥ ১৪৮
কহ শুনি কি লাগি গৌরাঙ্গ অবতার।
শুনিতে আনন্দ চিত্তে হইছে আমার ॥ ১৪৯
কেনে-শ্যামবর্ণ ত্যজি হৈলা গৌর তনু।
কেনে বা কীর্ত্তনে লুটেগায়ে মাথে রেনু ॥ ১৫০
কেনে বা নাগর বেশ ছাড়িয়া সন্ন্যাস।
কেনে দেশে দেশে বুলে করিয়া হুতাশ ॥ ১৫১
কেনে কান্দে 'রাধা' 'রাধা' 'গোবিন্দ' বলিয়া।
কেনে ঘরে ঘরে বুলে প্রেম যাচাইয়া ॥ ১৫২
কহিবা সকল কথা পরম নিগূঢ়।
যা শুনিলে ত্রান পায় আখিলের মূঢ় ॥ ১৫৩
শুনিয়া মুরারি কহে— শুনহ পণ্ডিত।
এই সব তত্ত্ব তোমায় করিব বিদিতে ॥ ১৫৪
সত্য যুগে চারি অংশ ধর্ম্ম শাস্ত্রে কয়।
ত্রেতা য় ত্রিভাগ ধর্ম্ম গননা করয় ॥ ১৫৫
দ্বাপরে অর্দ্ধেক ধর্ম্ম কহিয়ে তোমারে।
কলিযুগে এক অংশ ধর্ম্মের বিচারে ॥ ১৫৬
অধর্ম বাঢ়িল ধর্ম হইল যে ক্ষীন।
স্বধর্ম ত্যজিল বর্ণ আশ্রম-বিহীন ॥ ১৫৭
পাপময় ঘোর আন্ধিয়ার হৈল কলি।
মজিল সকল লোক-অধর্ম বিকলি ॥ ১৫৮
ধর্মহীন দেখিয়া নারদ মহামুনি।
কলি তারিবারে দয়া করিলা আপনি ॥ ১৫৯
ভাবিলেন কলিসর্প গিলিল সবারে।
মনে হৈল ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবারে ॥ ১৬০
কৃষ্ণ বিনু ধর্ম্ম কেহো না পারে স্থাপিতে।
অবশ্য আনিব কৃষ্ণ কলিতে ত্বরিতে ॥ ১৬১
ভক্ত ইচ্ছা গোবিন্দের হয় সর্ব্বকাল।
বেদ পুরান শাস্ত্রে সে আছয়ে বিচার ॥ ১৬২
যদি কৃষ্ণদাস মুই হঙ সর্ব্ব থায়।
কলিতে আনিব তবে প্রভু যদুরায় ॥ ১৬৩
দেখোঁ আগে কলিযুগ করে কোন কর্ম।
তবে সে আনিব কৃষ্ণ সর্বময় ধর্ম্ম ॥ ১৬৪
আনিব সকল দেবগন তাঁর সঙ্গে।
অস্ত্র পারিষদ আদি করি সাঙ্গোপাঙ্গে ॥ ১৬৫

ব্রহ্মা আদি দেবগন সনকাদি মুনি।
পৃথিবীতে জনমিব দেবী কাত্যায়নী ১৬৬
দ্বারকায় যত আছে আর যত্নবংশে।
পৃথিবীতে জনমিব নিজ নিজ-অংশে॥ ১৬৭
কহিব সকল কথা শুন সাবধানে
পৃথিবীতে অবতার হইল যেমনে॥ ১৬৮
সর্ব-অবতার সার গোরা-অবতার।
এমন করুনা কভু নাহি হয়ে আর॥ ১৬৯
পর দুঃখে কাতর নারদ-মহামুনি।
কৃষ্ণ কথারস-গান দিবস রজনী॥ ১৭০
কৃষ্ণ কথা লোভে বুলে সংসার ভ্রমিয়া।
না শুনিল কৃষ্ণনাম জগত চাহিয়া॥ ১৭১
কৃষ্ণরসে গদগদ আধ আধ ভাষ।
ক্ষনেক রোদন ক্ষনে অট্ট অট্ট হাস॥ ১৭২
বীনা সনে গুন গায় ঝরে আঁখি নীর।
কৃষ্ণ রসাবেশ মুনির অন্তর কহির॥ ১৭৩
ঐছন প্রেমার রঙ্গে অঙ্গ গড়াইয়া।
না শুনিল কৃষ্ণনাম জগত ঘুরিয়া॥ ১৭৪
অন্তরে দুঃখিত মুনি বিস্মিত হিয়ায়।
লোক-নিস্তারন হেতু না দেখি উপায়॥ ১৭৫
দংশিল সকল লোকে কলি-কাল সর্পে।
নিরন্তর দগধ মুগধ মায় দর্পে ১৭৬
শিশ্নোদর পরায়ন জগত ভরিয়া।
মূর্চ্ছিত সকল লোক কৃষ্ণ পাসরিয়া॥ ১৭৭
লোভ মোহ কাম ক্রোধ মদ অভিমানে।
নিরন্তর সিঞ্চে হিয়া গরল সেচনে॥ ১৭৮
এ আমি আমার বলি মরে অকারনে।
কে আপনি কে আপনি কিছুই না জানে॥ ১৭৯
ঐছন লোকের দুঃখ দেখি মহামুনি।
অন্তরে চিন্তিত হৈয়া মনে মনে গুনি॥ ১৮০

ঘোর কলি যুগে জীবের না দেখি নিস্তার।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা যার কার দ্বার॥ ১৮১
দ্বারকার ঠাকুর দেব দেব শিরোমনি।
সত্যভামা গৃহে সুখে বঞ্চিয়া রজনী॥ ১৮২
প্রভাতে উঠিয়া কৈল যে বিধি উচিত।
রুক্মিনীর ঘর যাব করিলা ইঙ্গিত॥ ১৮৩
বুঝিয়া রুক্মিনীদেবী আপনা মঙ্গল।
ধরিতে না পারে অঙ্গ করে টলমল॥ ১৮৪
গৃহ সমার্জ্জন করে অঙ্গের সুবেশ।
নানাবিধ বাদ্য বাজে আনন্দ অশেষ॥ ১৮৫
সুমঙ্গল পূর্ণঘট ঘৃত বাতি জ্বলে।
প্রভু শুভ আগমন কৈলা হেন কালে॥ ১৮৬
মিত্র বৃন্দা নগ্ন জিতা সুশীলা সুবলা।
প্রভু নিরঞ্জন করে আনন্দে বিহ্বলা॥ ১৮৭
সুবাসিত গন্ধজল প্রভু কাছে আনি।
পাদ প্রক্ষালন করে দেবী শ্রীরুক্মিনী॥ ১৮৮
আপন সম্পদ পদ ধরি নিজ বুকে।
অনুরাগে নেহারই ক্ষনে দেই মুখে।
হৃদয়ে শ্রীপাদ ধরি কান্দয়ে রুক্মিনী।
বিস্মিত হইয়া কিছু পুছে চক্রপানি॥ ১৯০
কান্দনার হেতু কিছু না বুঝি তোমার।
কিলগি কান্দহ দেবি কহ সমাচার॥ ১৯১
তুমি প্রানাধিকা মোর জগজনে জানে।
তোমার অধিক কেবা কহ না আপনে। ১৯২
কিবা অবজ্ঞায় তোর আজ্ঞা না পালিল।
স্বরূপে কহনা দেবি! কি দোষ করিল॥ ১৯৩
এক মাত্র পুরুষে যে পরিহাস কৈল।
আজিহে তোমার চিতে সে কথা আছিল॥ ১৯৪
কত পরণতি কৈল বিনয় করিয়া।
তভু না ঘুচিল তোর এ কঠিন হিয়া॥ ১৯৫

ঐছন নিঠুর বানী প্রভু-মুখে শুনি।
সরস সম্ভাষে কিছু কহয়ে রুক্মিনী ॥ ১৯৬
অন্তর কঠিন মোর কভু নহে আন।
এক মহাভাগ্য সবে তুমি মোর প্রান ॥ ১৯৭
তোমার পদার বিন্দ তো হতে অধিক।
আজিহ নাচয়ে শিব পিবই মাধ্বীক ॥ ১৯৮
জগতে যতেক সব তোর সুগোচর।
সবে না জানহ পদপ্রেমার উত্তর ॥ ১৯৯
যদি রাধাভাব হৃদে কর আরোপন।
তবে সে জানিবে নিজ প্রেমার লক্ষন ॥ ২০০
এ বোল শুনিয়া প্রভুর হিয়া চমৎকার।
কি বৈলে কি বৈলে দেবি কহ আরবার ॥ ২০১
ভালমতে না শুনিল যে বলিলা তুমি।
ঐছন কি আছে যাহা নাহি জানি আমি ॥ ২০২
এহেন অদ্ভুত কথা শুনি মোর হিয়া।
ধাড়য়ে আরতি কিছু বিস্ময় পাইয়া ॥ ২০৩
হেন কি দুর্ল্লভ পদ আছে ত্রিজগতে।
আশ্চর্য্য মানিয়ে যাহা দেখিতে শুনিতে ॥ ২০৪
তোর মুখে শুনি মোর অগোচর আছে।
আনন্দে আমার হিয়া কি জানি করিছে ॥ ২০৫
কহ কহ কহ দেবি এ হেন বিশ্বাস।
চরন মহিমা কহে এ লোচন দাস ॥ ২০৬

ধানশী রাগ।

বলে দেবী রুক্মিনী, শুন প্রভু গুনমনি,
চিত্তে কিছু না ভাবিহ আন।
যা লাগি কান্দিয়ে আমি সে কথা না জান তুমি
আর যত সব তুমি জান ॥ ২০৭
তোমার পদ কমলে কি আছে কতেক বলে
ভালে না জানহ তুমি ইহা।
এ পদ আমার ঘরে ছাড়ি যাবে অন্ত ওয়ে
তা লাগি কান্দায়ে মোর হিয়া ২০৮
এ পদ পদুম গন্ধে যায় যেই দিগ অন্তে
সে দিক ছাড়য়ে জন্ম মৃত্যু।
পদ মকরন্দ পানে জীবে যেই যেই জানে
তারে কিবা দিবা নিশি ঋতু। ২০৯
পাদ পদ্ম সু পরাগে যে ধরয়ে অনুরাগে
তার পদ পাই পুণ্য ভাগে।
কান্দিয়া কহিয়ে কথা সত আছে মন ব্যথা
সব নিবেদিয়ে তুয়া আগে।২১০
তুমি ঠাকুর সবাকার তোমার ঠাকুর আর
কে আছয়ে সকল সংসারে।
তোর পদ অনুরাগে এ রস আস্বাদ পাবে
এই পহুঁ নিবেদিয়ে তোরে। ২১১
রাধামাত্র জানে ইহা ও রস পীরিতি পাইয়া
যত সুখ যতেক সোহাগ।
ভকত বিস্ময় গুনে যেই কথা রাত্রি দিনে
কিনা রস প্রেম অনুরাগ ॥ ২১২
ব্রহ্মা আদি দেবা দেবী লক্ষ্মী চরণ সেবী
সে পুন আপনি অনুরাগে।
কর কমলে কমলা অতি আরতি বিভোলা
এ পদপদ্ম সেবা মাগে। ২১৩
সে পুন হৃদয়ে রহি শয্যায় শুতয়ে নাহি
বদনে বদনে রহু রমা।
এ-পদ মাধুরী আশে সেহো তাহা নাহি বাসে
কেবা কহু চরন মহিমা ॥
লখিমী আপন সুখ সে চাহে কাতর মুখ
হেন পদ পরসাদ প্রেমা।

রাধামাত্র ইহা জানে যে ভুঞ্জিল বৃন্দাবনে
তার ভাগ্য পথে নাহি সীমা ॥ ২১৫
এ পুন জগতে ধান্ধা তাবি গুনে তুমি বান্ধা
আজিহ না ছাড় হিয়া জাপ।
রাধানাম লৈতে আঁখি ছলছল করে দেখি
হেনপদ প্রেমার প্রতাপ ॥ ২১৬
এ পদ আমার ঘরে উল্লসিত অন্তরে,
কান্দি পুন বিচ্ছেদের জব।
তোমার অধিক তোর শ্রীপদ পঙ্কজ জোর,
অনুভবি করহ বিচারে ॥ ২১৭
তুমি যাহার ধেয়ান, তুমি সমাধি গেযান,
তুমি মাত্র সর্ব্বত্র সহায়।
এ হেন তোমার দাস, তুয়াপদে করে আশ,
এই অপরূপ বড় মোয় ২১৮
যে পদে লখিমী দাসী, সে কেনে তা অভিলাষী
ঐছন তোমার ঠাকুরাল।
ঠাকুর হইয়া পুন, তার ভাল নাহি মান,
অবিচারে তারে দেহ শাল ॥ ২১৯
পদ-মকরন্দ-রসে যেভুঞ্জয়ে অভিলাষে,
অক্ষয় অধ্যয় সে ভাণ্ডার ॥
কিবা লখিমিনী, আপনাকে ধন্য মানি,
বিনি সেবা পরবশ তার ॥ ২২০
সালোক্যাদি মুক্তি চারি, তার পাছে অনুসারী,
চাহি চায় নয়ানের কোনে।
যে পড়িল প্রেমরসে, আর কিবা তার বাসে,
বৈকুণ্ঠাদি তুচ্ছ করি মানে ॥ ২২১
কর জুড়ি বলি পঁহু, ওপদ কমল মহু,
মধুকর করি দেহ বর।
ও পদ বিচ্ছেদ জর, এ পাপ পরান ঝুরে,
কভু না ছাড়িহ মোর ঘর ॥ ২২২

পদ অরবিন্দ গুন, রুকিনী কহিল শুন,
কেবল করুনা পরকাশ।
তাহে সে প্রভুর দয়া থলবল করে হিয়া,
গুন গায় এ লোচন দাস ॥ ২২৩

ধানশী রাগ

ওকি আরে হয় হয় ॥ মূর্চ্ছা ॥
হেন অপরূপ কথা, শুন গোরা গুন গাথা,
শ্রবন মঙ্গল নাম হয় ॥
আরে হয় ॥ ধ্রু ২২৪
শুনিয়া রুক্মিনী অন্তর উল্লাসে।
অরুন কমল আঁখি করুনা জলে ভাসে ॥ ২২৫
অঙ্গ হেলাইয়া পহুঁ লহু লহু বোলে।
সিংহাসনে বসিয়া রুক্মিনী করি কোলে ॥ ২২৬
চিবুকে দক্ষিন কর বয়ান নেহালে।
উথলিল প্রেমসিন্ধু আনন্দ হিলোলে ॥ ২২৭
হেন অদভুত কথা কভু নাহি শুনি।
ভুঞ্জিব প্রেমার সুখ কহিলা আপনি ॥ ২২৮
হেনকালে নারদ আইলা আচম্বিত।
ম্লান বিয়স মুনির অন্তরে চিন্তিতে ॥ ২২৯
উঠিয়া সম্ভ্রমে দেবী পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া।
বসাইলা দিব্যাসনে কুশল পুছিয়া ॥ ২৩০
ঠাকুর উঠিয়া কৈল নিবিড় আশ্লেষে।
সরস সম্পদ কথায় নারদ সম্ভাষে ॥ ২৩১
অনুরাগে রাঙা দুই আঁখি ছল ছল।
গদ গদ ভাষ মুনি কয়ে টলমল ॥ ২৩২
অঙ্গ নিরখিতে আঁখি ভাসে প্রেমনীরে।
কহিবারে চাহে কিছু কহিতে না পারে ॥ ২৩৩
প্রভু সুধাইল মুনি কহ সুনিশ্চিত।
এহেন দুর্ব্বল কেনে অন্তরে চিন্তিত ॥ ২৩৪

তুমি মোর প্রানাধিক মুই তোর প্রান।
তোমারে দুঃখিত দেখি হৈনু আগেয়ান ॥ ২৩৫
নারদ কহয়ে প্রভু কি কহিব আমি।
তুমি সর্বেশ্বরেশ্বর সর্ব-অন্তর্যামী ॥ ২৩৬
তোর গুন-গানে মোর অমিয়া আহার।
তোর গুন-লোভে বুলোঁ সকল সংসার ॥ ২৩৭
কৃষ্ণনাম না শুনিল সংসার ভ্রমিয়া।
নিজমদে মত্ত লোক তোমা পাসরিয়া ॥ ২৩৮
অহঙ্কারে মুগধ মূচ্ছিত সর্বলোক।
কৃষ্ণহীন জীব দেখি-এই মোর শোক ॥ ২৩৯
লোকের নিস্তার হেতু না দেখি উপায়।
এই মনঃ কথা মন সদাই ধেয়ায় ॥ ২৪০
নিবেদিল অন্তরে যে ছিল মোর দুখ।
তোর পদ-পরসাদে আর সব সুখ ॥ ২৪১
হাসিয়া কহেন প্রভু শুন মহামুনি।
পুরুবের যত কথা পাসরিলা তুমি ॥ ২৪২
কাত্যায়নী প্রতিজ্ঞা করিনা যেনমতে।
মহেশ সংবাদ মহাপ্রসাদ—নিমিত্তে ॥ ২৪৩
আর অপরূপ কথা রুক্মিনী কহিল।
শুনিয়া বিহ্বল আমি প্রতিজ্ঞা করিল ॥ ২৪৪
ভুঞ্জিব প্রেমার সুখ ভুঞ্জাইব লোকে।
দীনভাব প্রকাশ করিব কলিযুগে ॥ ২৪৫
ভকত জনের সঙ্গে ভকতি করিয়া।
নিজ প্রেম বিলাইব ঈশ্বর হইয়া ॥ ২৪৬
গুন-নাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রকট করিব।
নবদ্বীপে শচীগৃহে জনম লভিব ॥ ২৪৭
গৌর দীর্ঘ কলেবর বাহু জানু সম।
সুমেরু সুন্দর তনু অতি মনোরম ॥ ২৪৮
কহিতে কহিতে প্রভু গৌরতনু হৈলা।
দেখিয়া নারদ অতি আরতি বাঢ়িলা ॥ ২৪৯
সুমেরু সুন্দর তনু প্রেমার আবেশে।
কহয়ে লোচন গোরার প্রথম প্রকাশে ॥ ২৫০

শ্রীরাগ দিশা।

ওকি গৌরাঙ্গ জয় জয় ॥ মূর্চ্ছা ॥ ২৫১
কিনা মোর গৌরাঙ্গ প্রেম-অমিয়া।
ওকি গৌরাঙ্গ আরে জয় জয় ॥ ধ্রু ॥ ২৫২
দেখিয়া নারদ মুনি হরিষ-হিয়ায়।
বরিখয়ে আঁখি নীর সহস্র ধারায় ॥ ২৫৩
কোটি কাম জিনি লীলা গৌরবর রাজে ॥ ২৫৪
ঝলমল অঙ্গতেজ চাহিতে না পারি।
আঁখি মুদি রহে মুনি কাঁপে থরহরি ॥ ২৫৫
তেজ সম্বরিয়া প্রভু নারদে নেহারে।
অবশ নারদ দেখি ডাকে উচ্চঃ স্বরে ॥ ২৫৬
সম্বিত পাইয়া মুনি সে রূপ ধেয়ানে।
পুন দরশন লাগি পিয়াস নয়ানে ॥ ২৫৭
ঠাকুর কহেন শুন মুনি মহাভাগ।
অব্যাহত গতি তোমার সর্বত্র সোহাগ ॥ ২৫৮
ঘোষনা করহ শিব-ব্রহ্মা-আদি লোকে।
গৌর অবতার মুই হব কলিযুগে ॥ ২৫৯
গুন-নাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রকাশ করিব।
নিজ-ভক্তি-প্রেমরস-সুখ প্রচারিব ॥২৬০
শত শত শাখা ভক্তি পথে নাহি সীমা।
এক মুখ হউ লোক প্রচারিব প্রেমা ॥ ২৬১
নিজ নিজ ভক্তগন আর পারিষদ।
পৃথিবী জনম গিয়া প্রেমভক্তি সাধ ॥ ২৬২
ঐছন শ্রীমুখ বানী শুনিয়া নারদ।
খণ্ডিল সকল দুঃখ পদ-পরসাদ ॥
চলিলা নারদ মুনি বীনা বাজাইয়া।
এই মনঃ কথা রসে পরবস হৈয়া ॥ ২৬৪

কি দেখিল অপরূপ গোরা রূপ ঠাম।
কি দেখিল সকরুন অরুন নয়ান ॥ ২৬৫
কি দেখিল অমিয়া অধিক পরকাশ।
কি দেখিল শ্রীমুখের মধুরিম হাস ॥ ২৬৬
যত যত অবতার সবা হৈতে সার।
কভু নাহি দেখি হেন প্রেমার ভাণ্ডার ॥ ৩৬৭
সফল জনম দিন সফল নয়ান।
কি দেখিনু গোরা রূপ প্রসন্ন বয়ান। ৬৩৮
এ হেন করুণ নিধি কভু নাহি দেখি ॥
পাসরিতে নারি হিয়া চিয়াইল আঁখি ॥৩৬৯
চিন্তিতে চিন্তিতে মুনি চলি যায় পথে।
নৈমিষ অরণ্যে দেখা উদ্ধবের সাথে ॥৩৭০
উদ্ধব সংভ্রমে উঠি পাদ্য অর্ঘ দিয়া।
দণ্ডবৎ করে ভূমে চরনে পড়িয়া ॥ ৩৭১
শুভদিনে হেন মানে আপনাকে ধন্য।
শুভক্ষনে দেখা হৈল নৈমিষ অরন্য ॥ ৩৭২
নারদ তুলিয়া কৈল দৃঢ় আলিঙ্গন।
চুম্বন করিয়া লৈল মস্তকের ঘ্রান ॥৩৭৩
উদ্ধব আনিয়া দিলা আসন বসিতে ॥
নিজ মনঃকথা পুছে হাসিতে হাসিতে ॥ ৩৭৪
জনম সফল মোর দিন স্বতন্তর।
এক নিবেদঁউ চির বেদনা অন্তর ॥৩৭৫
পূরবেত ব্যস এই নৈমিষ্য অরন্যে।
বেদ বিচারিয়া জাড্য না ঘূচিল মনে ॥৩৭৬
তব পরসাদে কথা নিগূঢ় শুনিল।
লোক নিস্তারন হেতু ভাগবত হৈল ॥৩৭৭
তুমি সর্ব্ব-তত্ত্ব-বেত্তা প্রভু তত্ত্ব জান।
বুঝিয়া ঠাকুর মন ভবিষ্য বাখান ॥৩৭৮
কলিযুগে লোকের নিস্তার কেন মনে।
পাপাবৃত্ত অন্ধ লোক হৃদয় নয়নে ॥৩৭৯

সত্য ত্রেতা দ্বাপরেতে লোকের ধর্ম্ম জানি।
ঘোর কলিযুগে জীবের নাহি পাপ বিনি ॥২৮০
দয়া করি কহ যদি ঘূচাহ সন্দেহে।
তোমার অধিক আর দয়া দয়াবন্ত কেহ ॥
হাসিয়া কহয়ে মুনি অন্তরে উল্লাস।
ভাল সুধাইলে হে উদ্ধব হরি দাস ॥ ২৮২
পরম নিগূঢ় কথা কহি তোর সনে।
ঐছন আছিল শোক বড় মোর মনে ॥ ২৮৩
এখনে জানিল মুই কলিযুগ ধন্য।
কলিযুগ বহি ধন্য নাহি আর অন্য ॥ ২৮৪
সত্য আদি যুগধর্ম্ম আচার কঠিন।
কলিযুগ ধর্ম্ম হরিনাম পরবীন ॥ ২৮৫
নাম গুন সঙ্কীর্ত্তনে মুক্ত বন্ধ হৈয়া।
নৃত্য গীতে বুলে যম ভয় এড়াইয়া ॥ ২৮৬
আর অপরূপ কথা শুন সাবধানে।
দ্বার কায় যে দেখিনু আপন নয়ানে ॥
এই কথা রসে প্রভু রুক্মিনীর সাথে।
নিজ প্রেম বিলসিব হেন লয় চিতে ॥ ২৮৮
সিংহাসনে বসিয়া রুক্মিনী করিকোলে।
অন্তরে চিন্তিত মুই গেনু হেনকালে ॥ ২৮৯
দুঃখিত দেখিয়া প্রভু পুছিল আমারে।
এহেন মূরতি কেনে দেখিয়ে তোমারে ॥ ২৯০
এই মনঃকথা মুই কহিল পদ পাইয়া।
প্রসন্ন বদনে প্রভু কহিলা হাসিয়া ॥ ২৯১
রুক্মিনী কহিল পদ প্রেমার মহিমা।
শুনিয়া বিহ্বল প্রভু আরতি গরিমা ॥ ২৯২
ভুঞ্জিব প্রেমার সুখ ভঞ্জাইব লোকে।
দীন ভাব প্রকাশ করিব কলিযুগে ॥ ২৯৩
ঘোর কলিযুগ—পাপময় ধর্ম্ম হীন।
লোক বুঝাবার তরে হৈব মহা দীন ॥ ২৯৪

প্রেমময় গৌর দীর্ঘ সুবরণ তনু।
বিশাল হৃদয় বাহু যুগ সম জানু ॥২৯৫
কহিতে কহিতে প্রভু গৌর তনু হৈলা।
নিজ প্রেমা বিলসিব প্রতিজ্ঞা করিলা ॥২৯৬
যে দেখিল যে শুনিল কহিল তোমারে।
ঘোষণা দিবারে যাব সকল সংসারে ॥২৯৭
পৃথিবী জনম গিয়া প্রেমভক্তি লোভে।
হেন অপরূপ প্রভু হবে কলিযুগে ॥ ২৯৮
শুনিয়া নারদ বানী উদ্ধব বিকল।
চরনে পড়িয়া কান্দে আনন্দে বিহ্বল ॥২৯৯
হেন অদভুত কথা কহিলে আমারে।
জীব সঞ্চারিলে যেন নির্জীব শরীরে ॥৩০০
জুড়াইল দেহ মোর তোমার সম্ভাষে।
চলিলা নারদ বীনা বাজাইয়া উল্লাসে ॥ ৩০১
জৈমিনী ভারতে নারদ উদ্ধব সংবাদ।
শুনিয়া লোচন দাসের আনন্দ উন্মাদ ॥৩০২
আমার বচনে যদি প্রতীত না যায়।
বিচার করুক পুঁথি বত্রিশ অধ্যায় ॥ ৩০৩

ভাটিয়ারী রাগ। দিশা

মোর প্রান গোরাচাঁদ আরে হয় ৪০৪
চলিলা নারদ মুনি বীনা গায় গুন।
শুনিয়া বিহ্বল হিয়া পড়ে পুনঃ পুনঃ ॥ ৩০৫
ক্ষনেক রোদন ক্ষনে অট্ট অট্ট হাস।
ক্ষনেক কাঁপয়ে ক্ষনে আধ আধ ভাষ ॥৩০৬
ক্ষনে হুহুঙ্কার ছাড়ে মারে মাল সাট।
গোরা গোরা বলি কান্দে অন্তর উচাট ॥৩০৭
পাসরিতে নারে গোরার সুমধুর প্রেম।
অঙ্গ ঝলমল তেজ দিনকর যেন ॥৩০৮
চলিতে না পারে প্রেমে অন্তর উল্লাসে।
আঁখির নিমিখে গেলাশিবের কৈলাসে ॥ ৩০৯
মহেশ দেখিব বলি বাড়িল আনন্দ।
কহিব কৃষ্ণের কথা করিয়া প্রবন্ধ ॥৩১০
ঐছন আনন্দ কথা গাহি তিন লোকে।
বৃন্দাবন ধন প্রকাশিব কলি যুগে ॥৩১১
যে প্রেম যাচয়ে শিব বিরিঞ্চি অনন্ত।
তাহা বিলাসিব কলি অধম দুরন্ত ॥৩১২
হেন অদভুত কথা কহিব মহেশে।
শুনিয়া ঠাকুর পাবে বড়ই সন্তোষে ॥৩১৩
কাত্যায়নী প্রসাদ লইব পদধুলি।
যার পদ-পরসাদে হরিনাম বলি ॥৩১৪
চিন্তিতে চিন্তিতে গেলা মহেশের দ্বার।
সম্ভ্রমে উঠিলা দেখি নন্দী মহাকাল ॥৩১৫
পরনাম করি নন্দী গেলা অভ্যন্তরে।
পার্ব্বতী মহেশ যথা নিজ অন্তঃপুরে ॥ ৩১৬
জানাইলা দ্বারেতে নারদ আগমন।
আনন্দ হৃদয়ে দোঁহে চলিলা তখন ॥৩১৭
নারদ দেখিয়া হাসি সম্ভাষে ঠাকুর।
চরনে পড়িলা মুনি ভক্ত সু চতুর ॥৩১৮
মহেশ বিশেষ জানে বৈষ্ণব মহিমা।
নারদে গৌরব করে প্রকাশিয়া প্রেমা ॥৩১৯
গাঢ় আলিঙ্গন করে অন্তর সন্তোষে।
চরনে পড়িয়া মুনি দেবীকে সম্ভাষে ॥৩২০
করে ধরি লৈয়া গেলা নারদ তপোবনে।
গৌরব করিয়া দিল বসিতে আসনে ॥৩২১
পুত্র স্নেহে নারদেরে পুছে কাত্যায়নী।
কুশল মঙ্গল কহ প্রিয় মহামুনি ॥ ৩২২
চতুর্দ্দশ ভুবনের তুমি তত্ত্ব জান।
আজি কোথা হৈতে তব শুভ আগমন ॥৩২৩
নারদ কহয়ে শুন অদভুত কথা।
জগত নিস্তার হেতু তুমি মাতাপিতা ॥৩২৪

পূরুবের যত কথা পাসরিলে তুমি ॥
চরনে ধরিয়া এবে স্মরাইব আমি ॥ ৩২৫
আদ্যোপান্ত যত কথা কহি তোর স্থানে।
শুনিয়া প্রসাদ মোরে করিবে আপনে ॥ ৪২৬
পূরুবে প্রভুরে কিছু পুছল উদ্ধব।
তব অন্তর্দ্ধানে কিবা পৃথিবী রহিব ॥ ৩২৭
ভকত রহিব কিবা এই মহী মাঝে।
শুনিয়া ঠাকুর যোগ কহে নিজ কাজে ॥৩২৮
আমি জল আমি স্থল আমি মহী বৃক্ষ।
আমি দেব গন্ধর্ব্ব আমি যক্ষ রক্ষ ॥৩২৯
উৎপত্তি প্রলয় আমি সর্ব্ব জীব প্রান।
আমি সর্ব্বময় আমার কাঁহা অন্তর্দ্ধান ॥ ৩৩০
ঐছন ঠাকুর বানী শুনিয়া উদ্ধব।
বুকে কর হানি কহে নিজ অনুভব ॥ ৩৩১
তুমি সর্বময় প্রভু আমি ইহা জানি।
তোমার অধিক তোর পদ দুই খানি ॥ ৩৩২
যে পড়িল পদনখ চন্দ্রিকার পাশে।
আর কি কহিব সেই কাহা নাহি বাসে। ৩৩৩
তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/৬/৪৬) উদ্ধবব্যাক্য:-
ত্বয়োপযুক্ত-স্রগ-গন্ধ-বাসোহলঙ্কার-চর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্ট-ভোজি নো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি ॥ ৩৩৪
মোর বল উচ্ছিষ্ট ভুঞ্জিয়া হরি দাস।
তোরা মায়া জিনি তোর উচ্ছিষ্টের আশ ॥৩৩৫
ঐছন ঠাকুর আর উদ্ধবের কথা।
শুনিয়া হৃদয়ে মোর লাগি গেল ব্যথা ॥ ৩৩৬
এতদিন ধরি মোর পথ পরিচয়।
আজিহ না জানো মুই উচ্ছিষ্ট নিশ্চয় । ৩৩৭
উচ্ছিষ্টের বলে হরি দাস বল ধরে।
প্রভু বিদ্যমানে উচ্ছিষ্টের পুরস্কারে ॥ ৩৩৮
হেন মহাপ্রসাদ মুই না ভুঞ্জিল কভু।
অন্তরে জানিলুঁ মোরে বঞ্চিয়াছে প্রভু ॥ ৩৩৯
এই মহাপ্রসাদ মুই ভুঞ্জিয়ে কোন বুদ্ধি।
কেমন উপায়ে পরসন্ন হবে বিধি ॥ ৩৪০
এই মনঃ কথা রসে বৈকুণ্ঠেরে গেনু।
লখিমী দেবীর সেবা বহুবিধ কৈনু ॥ ৩৪১
পরসন্ন হৈয়া দেবী পরিতোষে বৈল।
মাগ বর দিব বলি প্রতিজ্ঞা করিল ॥ ৩৪২
প্রতিজ্ঞা শুনিয়া মনে প্রতি আশা হৈল।
সেই সে কুশল বানী পুন দঢ়াইল । ৩৪৩
কাতর বয়ানে বৈলুঁ কর জোড় করি।
চির দিন অন্তরে বেদনা বড় মোরি ॥ ৩৪৪
সর্বলোক জানে তোর সেবক নারদ।
না ভুঞ্জিল মহাপ্রভুর উচ্ছিষ্ট প্রসাদ ॥ ৩৪৫
প্রভুর উচ্ছিষ্ট মোরে দেহ একমুষ্টি।
চরনে ধরিয়া বলি চাহ শুভ দৃষ্টি ॥ ৩৪৬
শুনিয়া লখিমা দেবী বয়ান বিস্ময়।
কহিতে লাগিলা কিছু করিয়া বিনয় ॥ ৩৪৭
প্রভু আজ্ঞা নাহি ক'রে দিবারে উচ্ছিষ্ট।
আজ্ঞা লঙ্ঘি মুনি তোরে দিব অবশিষ্ট ॥ ৩৪৮
বিলম্ব করহ যদি আমারে চাহিয়া।
বিলম্বে সে দিতে পারি সজ্ঞাত করিয়া ॥ ৩৪৯
ঐছন মধুর বানী বৈল ঠাকুরানী।
ভাল ভাল বৈলুঁ কাজ বুঝিয়া আপনি ॥ ৩৫০

উদ্ধব বলিলেন। আমরা তোমার উচ্ছিষ্ট ভোজীদাস। তোমার প্রসাদী মালা, চন্দন, বস্ত্র, ও অলঙ্কারাদিতে ভূষিত হইয়া তোমার মায়াকে জয় করিব ॥ ৩৩৪

কতদিন বহি একদিন প্রভু রসে।
কর পরশিয়া দেবী বসাইলা পাশে ॥ ৩৫১
হাসিয়া কহয়ে কথা সরস সম্ভাষে।
অনুমতি লেই দেবী অন্তর তরাসে ॥ ৪৫২
প্রনতি করিয়া কহে নিবেদন আছে।
হৃদয় তরাস মোর ঘুচাহ সঙ্কোচে ॥ ৪৫৩
সঙ্কট ঘুচাহ প্রভু রাখ নিজ দাসী।
চরনে ধরিয়া বলি শুন গুনরাশি ॥ ৪৫৪
লখিমী কাতরে কহে প্রভুকে তরাসে ॥
সুদর্শন পানে প্রভু চাহে বিস্ময় হাসে ॥ ৪৫৫
কাঁপে চক্র সুদর্শনি বলে কাতর বানী।
লখিমী সঙ্কট প্রভু কিছুই না জানি ॥ ৪৫৬
লখিমী কহয়ে সুদর্শনের নাহি দোষ।
নারদের দায়ে মোর হৈল হিয়া শোষ ॥ ৪৫৭
দ্বাদশ বৎসর মোর অজ্ঞাত সেবা কৈল।
পরিতোষ পাইয়া আমি প্রতিজ্ঞা করিল ॥ ৩৫৮
মাগ বরদিব বলি কৈলুঁ মুই সত্য।
পুন দঢ়াইল মুনি সেই কথা নিত্য ॥৩৫৯
মাগিল যে বর তোর উচ্ছিষ্টের তরে।
মোর শাক্তি কিবা তোর আজ্ঞা লঙ্ঘিবারে ॥ ৩৬০
এই কথা কৈলুঁ মোর প্রমাদ নিকট।
রাখ নিজদাসী প্রভু ঘুচাহ সঙ্কট ॥ ৩৬১
বুঝিয়া কহিল প্রভু শুনহ লখিমি।
বড়ই প্রমাদ কথা কহিলে যে তুমি ॥
নিভৃতে সে দিহ যেন আমি নাহি জানি।
শুনিয়া সন্তোষ পাইল প্রভু আজ্ঞাবানী ॥ ৩৬৩
কতদিন বহিসেই জগত জননী।
মহাপ্রসাদ মোর দিলা ডাকিয়া আপনি ॥ ৩৬৪
লখিমী প্রসাদে মহাপ্রসাদ পাইনু।
পূর্ণ-মনোরথে মহাপ্রসাদ ভুজিনু ॥ ৩৬৫

কোটি ইন্দু সম জ্যোতি কোটি কাম রূপ।
কোটি দিবাকর তেজ হৈল অপরূপ ॥ ৩৬৬
শতগুন তেজ মহাপ্রসাদ পরশে।
বীনা বাজাইয়া সুখে আইলুঁ কৈলাসে ॥ ৩৬৭
আমাকে দেখিয়া পুন পুছিলা মহেশ।
হাসিয়া কহিলা আজি অপরূপ বেশ ॥
অতি অপরূপ তেজ দেখিতে বিস্ময়।
আজি কেন হেন রূপ কহ বা নিশ্চয় ॥ ৩৬৯
আদ্যোপান্ত যত কথা সকলি কহিল।
শুনিয়া মহেশ পুন আমারে গঞ্জিল ॥ ৩৭০
ঐছন দুর্ল্লভ মহাপ্রসাদ পাইয়া।
একেলা ভুঞ্জিলা মুনি আমারে না দিয়া ॥
আমা দেখিবারে পুন আসিয়াছ প্রেমে।
এ হেন দুর্ল্লভ ধন না আনিলে কেনে ॥ ৩৭২
শুনিয়া মহেশ বানী লজ্জিত হইয়া।
নমিত বয়ানে চাহি নখে নখ দিয়া ॥ ৩৭৩
আছে মহাপ্রসাদ বলিয়া দিলুঁ সুখে।
পাছু না গনিল হর দিল নিজ মুখে ॥ ৩৭৪
আনন্দে নাচয়ে মহা মহেশ ঠাকুর।
পদতাল ভরে মহী করে চুর চুর ॥ ৩৭৫
প্রেমভারে টলমল সুমেরু পর্বত।
কম্পমানা বসুমতী চমক সর্বত্র ॥ ৩৭৬
প্রেমে যোগেশ্বর কাঁপে আপনা না ধরে।
রসাতল যায় মহী মহেশের ভরে ॥
অনন্তের ফনা ঠেকে কচ্ছপের পৃষ্ঠে।
গ্রীবা বক্র করি কর্ম্ম চাহে এক দৃষ্টে ॥ ৩৭৮
বক্রগ্রীবা করে ভরে যত দিগ বাহ।
হুহুঙ্কার নাদে ফাটে ব্রহ্মাণ্ড কটাহ ॥
মহেশের ভর মহী সহিতে না পারি।
আস্তে ব্যস্তে গেলা যথা মহেশের পুরী ॥ ৩৮০

কাত্যায়নী স্থানে মহী কহে কর জুড়ি।
মহেশের নৃত্য ভরে প্রান আমি ছাড়ি। ৩৮১
প্রতিকার কর দেবি সৃষ্টি রাখিবারে।
প্রমাদ পড়িল নহে সকল সংসারে ॥ ৩৮৩
পৃথিবী কাতর বানী শুনিয়া পার্ব্বতী।
সত্বরে চলিয়া গেলা যথা পশুপতি ॥ ৩৮৪
পূর্ণরসাবেশে নাচে দেব দেব রায়।
মহেশ আবেশ ভাঙ্গে কর্কশ কথায় ॥ ৩৮৪
বিষম বেদনে অন্তর দুঃখিত হইয়া।
কর্কশ হৃদয়ে বলে পার্বতী দেখিয়া ॥
কি কৈলে কি কৈলে দেবি হেন অবিধান।
এ আবেশ ভঙ্গ মোর মরন সমান ॥ ৩৮৬
শুনিয়া কাতরে দেবী বলে আর বার।
পৃথিবী দেখহ প্রভু সম্মুখে তোমার ॥ ৩৮৮
তব পদ তাল ভরে যায় রসাতল।
সৃষ্টি নষ্ট হয় তেঁই কৈলুঁ কটূত্তর ॥ ৩৮৯
অপরাধ কৈল দোষ ক্ষম মহাশয়।
হাসিয়া মহেশ দিলা পৃথিবী বিদায় ॥
পুনরপি পুছে দেবী মিনতি করিয়া।
এক নিবেদঁউ প্রভু সন্দেহ লাগিয়া ॥ ৩৯০
কৃষ্ণের আবেশে তুমি নাচ প্রতিদিনে।
আজি মহী রসাতল যায় কি কারনে ॥
কোটি দিবাকর তেজ কিরন প্রচণ্ড।
অতি অপরূপ তেজ না ধরে ব্রহ্মাণ্ড ॥ ৩৯৩
আজি কেনে অপরূপ আনন্দ অনন্ত।
সবিশেষ কহ মোরে প্রভু গুনবন্ত ॥ ৩৯৪
মহেশ কহয় শুন আনন্দ কাহিনী।
প্রভুর উচ্ছিষ্ট মোরে দিলা মহামুনি ॥ ৩৯৫
দুর্ল্লভ সে ত্রিজগতে বিষ্ণু নিবেদিত।
বিশেষ অধরামৃত বেদে অবিদিত ॥ ৩৯৬
হেন মহাপ্রসাদ আমি করিল ভক্ষন।
সফল জনম মোর আজি শুভক্ষন ॥ ৩৯৭
নারদ প্রসাদে মহাপ্রসাদ পরশ।
কহিল মঙ্গল কথা সম্পদ সরস ॥ ৩৯৮
শুনি ঠাকুরের বানী কহে মহামায়া।
এতদিনে জানিল তোমার যত দয়া ॥ ৩৯৯
অর্দ্ধ অঙ্গে ধর মোরে সকলি প্রকট।
কৈতব পীরিতি আজি হইল প্রকট ॥ ৪০১
এহেন দুর্ল্লভ মহাপ্রসাদ পাইয়া।
একেলা খাইলা দেব আমারে না দিয়া ॥ ৪০১
লজ্জায় অবশ হৈয়া বলে শূলপানি।
এধনের অধিকারী না হও ভবানি ॥ ৪০২
শুনিয়া রুষিলা হিয়া বলে আদ্যাশক্তি।
বৈষ্ণবী সে নাম মোর করোঁ বিষ্ণুভক্তি ॥ ৪০৩
প্রতিজ্ঞা করিছোঁ এই সবার ভিতরে।
জানিবে আমারে দয়া প্রভুর অন্তরে ॥
এই মহাপ্রসাদ মুই দিমু জগতেরে।
মোর প্রতিজ্ঞায় খাইব শৃগাল কুকুরে ॥
ঐছন প্রতিজ্ঞা যবে কাত্যায়নী কৈল।
জানিয়া বৈকুণ্ঠ নাথ আপনে আইল ॥ ৪০৬
সম্ভ্রমে উঠিয়া দেবী কৈল পরনাম
নিবেদন কৈল দেবী সজল নয়ান ॥ ৪০৭
কাতর অন্তরে কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস।
আনন্দ হৃদয়ে কহে এ লোচন দাস ॥ ৪০৮

বিভাষ রাগ।

বলে পঁহুলহু বোল, নহদেবি উতরোলে,
এবি হয়ে তোর ব্যবহার।
তোর মায়া বন্ধে অন্ধ. সকল সংসার খণ্ড,
তেঁহ সৃষ্টি আছয়ে আমার ॥ ৪০৯
তুমি মোর আদ্যা শক্তি, তুমি সে জানহ ভক্তি,
তুমি মোর প্রকৃতি স্বরূপা।

আমি তোমা বহি নহি তুমি আমা বহি কহি
যে করহ তোমারি সে কৃপা ॥৪১০
হর গৌরী আরাধনে সর্বলোক আমা জানে
হর গৌরী মোর আত্মতনু ।
তোর পরসন্ন হিয়া ঘুচিল সকল মায়া
ঘুচিল স্ব পর ভেদ ভিনু ॥৪১১
ঐছন প্রতিজ্ঞা তোর এ হেন উচ্ছিষ্ট মোর
অবিরোধে দিবে সবাকারে ।
মহাপ্রসাদের গন্ধে সবে হবে মুক্ত বন্ধে
ঘুচাইবে নির্বন্ধ বিচারে ।৪১২
শুনিয়া প্রভুর বানী পুন কহে কাত্যায়নী
মোরে যদি দয়া থাকে চিতে ।
অবশ্য উচ্ছিষ্ট দিবে ভুঞ্জিবে সকল জীবে
অবিরোধে পাবে ত্রিজগতে ॥৪১৩
পুন কহে গুনমনি শুন দেবি কাত্যায়নী
প্রতিজ্ঞা পালিব আছে কথা ।
পূরব রসস্য এই তোমারে নিভৃতে কই
ঘুচিবে সংসার জ্বর চিন্তা ॥ ৪১৪
পূরব রহস্য যত কেহো নাহি জানে তত্ত্ব
সমুদ্র মথিল দেবগনে ॥
মন্দার মথন-দণ্ড রজ্জু ফনি অনন্ত
লোম উপজিল ঘরিষনে ॥ ৪১৫
সে মোর কল্পতরু যাচক যা চিন্তা করু
যার যত যেই মনে বাসে ।
যে জন যে ধন চায় সে জনে সে ধন পায়
বিমুখ না করে প্রতি আশে ॥৪১৬
তহি এক দিব্য তেজে চারু তরুবর মাঝে
শ্রীচৈতন্য অধিষ্ঠিত দেহে ॥
সে মোর সহজরূপ কেবল করুনা ভূপ
আর যত সেহ সম নহে ।৪১৭

যত যত অবতার সেই সে আশ্রয়াগার
লীলা কলা বিলাসের তরে ।
পৃথিবী রহিব আমি ত্রি জগত নাথ স্বামী
করুণা করিব পরচারে ॥৪১৮
কলিযুগে সবিশেষে সঙ্কীর্ত্তন পরকাশে
হ'ব আমি মনুজ মূরতি ।
তনু হ'ব হেম গৌর প্রতিজ্ঞা পালিব তোর
প্রচারিব পরম পিরীতি ॥৪১৯
এ মোর অন্তর হিয়া তোমারে কহিল ইহা
সম্বরি রাখহ নিজ মনে ।
সব অবতার সার কলি গোরা অবতার
নিস্তারিত লোক নিজগুনে ॥৪২০
বিষ্ণু কাত্যায়নী সনে সংবাদ ব্রহ্ম পুরাণে
উৎকল খণ্ডেতে পরকাশ ।
রাজা সে প্রতাপরুদ্র সর্ব্বগুনের সমুদ্র
ব্যক্ত কৈল অনেক প্রকাশ ॥৪২১
এ কথা তোমার মনে স্মরণ নাহিক কেনে
হাসি হাসি বলে মুনিরাজে ।
প্রভু আজ্ঞা দিল মোরে ঘোষনা দিবার তরে
কলিযুগ অবতার কাজে ॥৪২২
সবে কলিযুগ পাইয়া পৃথীতে জনম গিয়া
নাম বিপর্য্যয় নিজ অংশে ।
সেই সর্ব্ব লোকনাথ সর্ব্ব পরিষদ সাথ
জনম লভিব বিপ্রবংশে ॥৪২৩
শুনিয়া নারদ বানী উল্লসিত শূল পানি
উল্লসিতা দেবী কাত্যায়নী ।
আনন্দে ভরল পুরী সবে বলে হরি হরি
উঠিল আনন্দ রোল ধ্বনি ।৪২৪
চলিলা নারদ মুনি উঠিল বীনার ধ্বনি
সে স্বর মধুর রস সিঞ্চে ।

আমিয়া মধুর ধারা শ্রবনে পূরিল পারা
ত্রিভুবন জন মন রঞ্জে ॥৪২৫
আপনা পাসরে যাইতে চলিতে না পারে পথে
অনুরাগে অরুন বদন।
না জানিল পথশ্রম ভালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম
উপনীত ব্রহ্মার সদন ॥৪২৬
দেখি ব্রহ্মা অতি ব্যস্তে মহা হরষিত চিতে
নারদ করিলা অভ্যুত্থান।
মুনি পরনাম করে পড়িয়া চরন তলে
তুলি ব্রহ্মা কৈলা আলিঙ্গন ॥ ৪২৭
পুছিল কুশল বানী আগমনে ধন্য মানি
চির দরশন অনুরাগে।
হেন লয় মোর মনে দেখি তোর সুবদনে
রহস্য কহিবে মহাভাগে ॥ ৪২৮
তোর মুখোদিত বানী শ্রবনে অমিয়া মানি
হিয়া জুড়াউক কহ শুনি।
কৈছন লোকের কথা কিবা প্রভু গুনগাথা
কি দেখিলে কি শুনিলে তুমি ॥৪২৯
কথা কহে পরিপাটী নারদের আরভটী
স্ফুরিত অধর দোলে অঙ্গ।
বাষ্প জল ঝরে আঁখি অরুন অধর দেখি
কথারম্ভে দ্বিগুন আনন্দ ॥ ৪৩০
শুন অদভুত কথা তুমি সব সৃষ্টি কর্ত্তা
তোর বলে বুলিয়ে ব্রহ্মাণ্ড।
যুগ-অনুরূপ রূপে ধর্ম কর্ম করে লোকে
কলিযুগে পাপ পরচণ্ড ॥ ৪৩১
দ্বাপর শেষের লোকে সর্ব দুঃখময় শোকে
দেখি মোর কলিকে তরাস।
কাতর হৃদয় মোর গেলুঁ পঁহু বরাবর
সুধাইল কলির সাহস ॥ ৪৩২

কলি পাপময় যুগে নিস্তার পাইবে লোকে
কহ প্রভু কেমন উপায়।
ব্রাহ্মন সে বেদহীন সর্বলোক ধর্ম্মক্ষীন
মোর হিয়ায় এ বড় সংশয় ॥৪৩৩
শুনিয়া কাতর বানী বলে পঁহু গুনমনি
দূর কর অন্তরের চিন্তা।
কলি লোক নিস্তারিব নিজ ভক্তি প্রচারিব
অবতার করিব মো তথা ॥ ৪৩৪
দান ব্রত তপ ধর্ম আর যত যত কর্ম্ম
সব আরোপিব হরিনামে।
কলি মহাদোষ দেখ এক মহাগুন লেখ
মুক্ত বন্ধ হবে সঙ্কীর্ত্তনে ॥৪৩৬
ঘোষণা বলহ তুমি শিব ব্রহ্মা আদি ভুমি
সবে জনমহ কলি পাইয়া ॥
করুণাবিগ্রহ আমি জনম লভিব ভূমি
যুগ-অনুরূপ গৌর হৈয়া ॥৪৩৬

—

শুভ ছন্দ ॥ পাহিড়া রাগ দিশা
জয় জয় গৌরাঙ্গচাঁদ নদীয়া উদয় কলিকালে।
(মূর্চ্ছা)
না হারে আমার প্রভুর গুন শুন।
এ তিন ভুবন আলো কৈল যার গুন ॥
না হারে গৌরাঙ্গচাঁদের কথা শুন।
আরে কি আরে হয় হয় ॥ ধ্রু ॥ ৪৩৭
ঐছন শুনিয়া বানী বিরিঞ্চি-ঠাকুর।
হৃদয়ে রোপিল প্রেম আনিয়া অঙ্কুর ॥৪৩৮
গণ্ড পুলকিত আঁখি অশ্রুধারা গলে।
আনন্দ বিহ্বল ব্রহ্মা মুনি কৈলা কোলে ॥৪৩৯
বোলয়ে বিরিঞ্চি শুন মহামুনিবর।
তোর পরসাদে আজি প্রসন্ন অন্তর ॥৪৪০

বিষয় বিপ'কে সব মায়াবন্ধে অন্ধ।
তোর পরসাদে লোক হবে মুক্ত বন্ধ ॥৪৪১
লোক নিস্তারণ হেতু তোর মাত্র চিন্তা।
পূর্ব রসস্ত কিছু কহি শুন বার্ত্তা ॥৪৪২
সনকাদি মুনি যত আমার নন্দনে।
অন্তর প্রকাশি কিছু কৈল মোর স্থানে ॥৪৪৩
আমারে কহিল তুমি প্রভুর প্রিয় পুত্র।
যে কিছু পুছিয়ে তার কহ মোর সূত্র ॥৪৪৪
অচিন্ত্য অব্যয় প্রভু নিত্যানন্দ ব্রহ্ম।
সূক্ষ্ম সর্ব্বেশ্বরেশ্বর সর্বময় ধর্ম ॥৪৪৫
অনন্ত নির্গুন নিরঞ্জন নিরাকার।
আদ্য মধ্য অন্ত নাহি এ বুদ্ধি বিচার ॥৪৪৬
ঐছন ঠাকুর হৈয়া পৃথিবীতে জন্ম।
অজ হৈয়া জন্মি করে প্রাকৃতের কর্ম্ম ॥৪৪৭
বৃন্দাবনে রাস কৈল গোপবধু সঙ্গে।
কামিজন যেন কাম-রস করে রঙ্গে ॥৪৪৮
কি নারী পুরুষ সেই আত্মা সব জানে।
ঐছন রমন তাঁর অসন্তোষ কেনে ॥৪৪৯
ঐছন সন্দেহ মোর হৃদয়ে বিশাল।
তত্ত্ব কহ চতুর্ম্মুখ ঘুচাহ জঞ্জাল ॥৪৫০
ঐছন সন্দেহ কথা সনকাদি কৈল।
শুনিয়া হৃদয়ে মোর বিস্ময় লাগিল ॥৪৫১
অন্তর চিন্তার মোর মলিন বদন।
মোর অগচর এ প্রভুর আচরন ॥৪৫২
বেদান্তের পার প্রভুর কেবা জানে তত্ত্ব।
আমা-হেন কত ব্রহ্মা আছে শত শত ॥৪৫৩
এই মনঃ কথা আমি কহিবার বেলে।
হংসরূপে আসি প্রভু কৈল হেনকালে ॥৪৫৪
চারি শ্লোকে সমাধান কহিল আমারে।
সেই সমাধান আমি দিল তা সবারে ॥ ৪৫৫
সন্তোষ পাইল সেই সব মহাশয়।
পরিতোষে গেলা যার যথা মনে লয় ॥৪৫৬
সেই * চতুঃশ্লোক তত্ত্ব সর্ব রসভাণ্ড।
তার তত্ত্ব জানে হেন নাহিক ব্রহ্মাণ্ড ॥৪৫৭
কতদিন বহি ব্যাস নৈমিষ অরণ্যে।
সব বিবরিল যত ভারত পুরাণে ॥৪৫৮

চতুঃ শ্লোকের বর্ণন যথা—

শ্রীভগবান উবাচ

*জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ বিজ্ঞান সমান্বিতং। স রহস্য তদঙ্গঞ্চ গৃহান্ গজিতং ময়া॥
সাবানহং যথা ভাবো যদ্রূপ গুন কর্ম্ম কর। তথৈব তত্ত্ব বিজানমস্তুতে মচ্চনু গ্রহাৎ॥
অহমেব সমেবাগ্রে নানাদ ইৎ সদ সৎ পরং। পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোহবশিষ্যেত সোহ স্ম্যহং॥
ঋতেহর্থং যৎ প্রতীয়েতন প্রতীয়েত চাত্মনি। তং বিদ্যাদাত্মনো মায়াং তথা ভাসো যথা তমঃ॥
যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষুচ্চা বচেষন। প্রবিষ্টান্য প্রবিষ্টানি তথা তেষুন তেষ্বহং॥
এতাবদেব জিজ্ঞাসাং তত্ত্ব জিজ্ঞাসু মাত্মনং। অন্বয় ব্যতিরে কাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্বদা॥
এতন্মতং সমাতিষ্ঠ পরমেন সমাধি না। ভবান্ কল্প বিকল্পেষু ন বিমুহ্যতি কর্হিচিৎ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরানে পরমহংসায় সংহিতায়াং বৈয়াসিকাং দ্বিতীয় স্কন্দে ভগবত সংবাদে ব্রহ্মা চতুঃ শ্লোকিং ভাগবতং সম্পূর্ণঃ।

না থুইল শেষ কিছু বলিবার তরে।
জাড্য না ঘুচিল তবু পড়িল ফাঁপরে ॥ ৪৫৯
মূর্চ্ছা গেলা ব্যাসদেব অরন্য ভিতরে।
জানি উপজিল দয়া প্রভুর অন্তরে ॥ ৪৬০
আমারে ডাকিয়া দিল চারি শ্লোক এই
এই পর ধন লৈয়া যাহ ব্যাস ঠাঁই ॥ ৪৬১
ব্যাস নাহি জানে মোর আচরন তত্ত্ব।
এই শ্লোক অনুসারে করু ভাগবত ॥ ৪৬২
সেই ভাগবত তুমি কহিও নারদে।
তার জিহ্বায় সরস্বতী কহিব শবদে ॥ ৪৬৩
এতেক কহিয়ে তুমি শুন মুনিবর।
যুগে যুগে তুমি মাত্র জীবে দয়া কর ॥ ৪৬৪
জীবের নিস্তার হেতু তুমি মহাজন।
ভাগবত দিব্য শাস্ত্র নাহি আর ধন ॥৪৬৫
নির্ব্বিরয় ভাগবত স্বতন্ত্র পুরুখ।
না বুঝিয়া শাস্ত্র জ্ঞান করয়ে মুরুখ ॥ ৪৬৬
হেন ভাগবত কথা কৃষ্ণ অবতারে।
গর্গ মুনি কৈল নাম করনের কালে ॥ ৪৬৭
এবে যে স্মরন হৈল গর্গমুনি বানী।
চারিযুগ অনুরূপ বরন কাহিনী ॥ ৪৬৮
তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৮/১৩)—
আসন বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্যগৃহ্ণ তোহনুযুগংতনুঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥ ৪৬৯
সত্য যুগে শ্বেতবর্ণ লোকে পরচার।
ত্রেতায় অরুন কান্তি যজ্ঞ নাম তার ॥ ৪৭০
এবে কৃষ্ণবর্ণ এই নন্দের কুমার।
পরিশেষে পীতবর্ণ হৈব অবতার ॥ ৪৭১
ক্রমভঙ্গ বলি শ্লোকে সন্দেহ যাহার।
চারিযুগে তিনবর্ণ এবুদ্ধি তাহার ॥ ৪৭২
শ্বেত রক্ত পীত কৃষ্ণ চারি বর্ণ কহি।
চারি যুগ বহি আর এক যুগ নাহি ॥ ৪৭৩
নহে বা বিচারি দেখ গৌর কোন যুগে।
আস্তে ব্যস্তে কহিলে সন্দেহ নাহি ভাঙ্গে ॥ ৪৭৪
ইহার বিচার কিছু কহি তাহা শুন।
অজ্ঞ জনেরে হৃটা বুঝাব এখন ॥ ৪৭৫
একাদশে এই কথা কয় ভাগবতে।
রাজা প্রশ্ন কৈল করভাজন মুনিতে ॥ ৪৭৬
তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/৫/১৯) রাজোবাচ
কস্মিন কালে চভগবান কিং বর্ণঃ কীদৃশৈনৃভিঃ।
নাম্না বা কেন বিধিনাপূজ্যতে তদিহোচ্যতাং ॥৪৭৭
কোন কালে ভগবান্ কোন্‌বর্ণ ধরে।
কিনাম তাহার সেই হৈল কোন কালে ॥ ৪৭৮
কোন কালে কোন্ ধর্ম কেমন মানুষ।
কোন্ বিধি পূজা করে কিসে বা সন্তোষ ॥৪৭৯
তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/৫/২০---২২)
শ্রীকরভাজন উবাচ—
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিরিত্যেষু কেশবঃ
নানা বর্ণাভিধাকারো নানৈব বিধি নেজ্যতে॥
কৃতে শুক্লশ্চতুর্বাহুজটিলো বল্কলাম্বরঃ।
কৃষ্ণাজিনো পবীতাক্ষো বিভ্রদ্দন্ড-কমণ্ডলু॥
মনুষ্যাস্ত্ব তদা শান্তা নির্ব্বৈরাঃ সুহৃদঃসমাঃ।
যজন্তি তপসা দেবং শমেন চদমেনচ ॥৪৮০

মহামুনি গর্গ বলিলেন, হে নন্দ। তোমার এই বালক যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের দেহ ধারন করেন। অন্য তিনযুগ অর্থাৎ সত্য ত্রেতা ও কলিযুগে ইহার বর্ণ—যথাক্রমে শুক্ল, রক্ত ও পীত বর্ণ হইয়া থাকে। এক্ষনে কৃষ্ণ বর্ণ ধারন করিয়াছেন ॥ ৪৬৯ ॥
মহারাজ নিমি বলিলেন, মুনিবর ভগবান কোন যুগে কিরূপ বর্ণ ধারন করেন এবং কি প্রকারের মানবগন কি নামে বা কোন বিধিতে তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন তাহা এক্ষনে বর্ণনা করুন ॥ ৪৭৭ ॥

রাজাকে কহিল মুনি শুন সাবধানে।
সত্য আদি যুগে লোক পূজয়ে যেমনে॥
সত্যযুগে শ্বেত বর্ণ হংস নাম ধরে।
চতুর্বাহু তপোধর্ম জটা বাকল পরে॥
দণ্ড কমণ্ডলু কৃষ্ণসার উপবীত।
শান্ত নির্বৈর সম লোকের চরিত॥
ত্রেতায়াং যথা শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।২৪-২৫)
ত্রেতায়াংরক্ত বর্ণোহংসৌ চতুর্বাহুস্ত্রিমেখলঃ।
হিরন্ময়কেশস্ত্রয়াত্মা স্রুকস্রুবাদ্যুপলক্ষনঃ
তং তদা মনুজা দেবং সর্ব্ব দেবময়ং হরিং।
যজন্তি বিদ্যয়া ত্রয্যা এযা ধর্ম্মি ব্রহ্মবাদিনঃ॥
সেই প্রভু ত্রেতাযুগে রক্ত বর্ণ ধরে॥
চারি বাহু ত্রিমেখল স্রুক স্রুব করে॥ ৪৮৫
তপ্ত হাটক কেশ শিরের উপরে।
সর্ব্ব দেবময় প্রভু আপে যজ্ঞ করে॥৪৮৬
ত্রয়ী বিদ্যা আত্মা তার নাম ধরে যজ্ঞ।
বেদ বিধি মতে পূজা করে ধর্ম্ম বিজ্ঞ॥৪৮৭
দ্বাপরে যথা শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।২৭-২৮,৩১)
দ্বাপরে ভগবান শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ॥
তংতদা পুরুষং মর্ত্ত্যা মহারাজোপলক্ষনং।
যজন্তি বেদতন্ত্রাভ্যাং পরং জিজ্ঞাসবোনৃপঃ॥
ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরং।
নানাতন্ত্র বিধানেন কলাবপি তথা শৃনু॥ ৪৮৮
দ্বাপরেতে শ্যামবর্ণ ধরে ভগবান।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ অঙ্গে পীত পরিধান॥৪৮৯
মহারাজ রাজাধিপ লক্ষণ বিরাজে
ভাগ্যবান জন তারে বেদ-তন্ত্রে যজে॥৪৯০
এইমতে প্রতিযুগে যুগে অবতার।
যে যুগে যে যুগ ধর্ম্ম-করয়ে প্রচার॥৪৯১
সত্য ত্রেতা দ্বাপর তিন যুগ গেল॥
শ্বেত রক্ত আর কৃষ্ণ বরণ কহিল॥৪৯২
তিন যুগে তিন বর্ণ কৈয়া দিল মুনি।
সাবধানে শুন কলিযুগের কহিনী॥৪৯৩
তথাহি কালৌ যথা শ্রীমদ্ভাগবতে (১১॥৫॥৩২)
কৃষ্ণ বর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদ।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥৪৯৪

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগে কেশব অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের আকার ধারন করেন এবং নানারূপ বিধিতে পূজিত হইয়া থাকেন। সত্যযুগে শুক্লবর্ণ, চতুর্ভুজ, জটা, বল্কল, কৃষ্ণসার মৃগচর্ম, উপবীত, অক্ষমালা, দণ্ড ও কমণ্ডলু ধারন করিয়া ছিলেন তৎকালে মানবগন শান্ত, শত্রুভাব শূন্য, মিত্রভাবাপন্ন, সকলের প্রতি সমভাব সম্পন্ন ছিলেন। তাঁহারা শম অর্থাৎ অন্তরেন্দ্রিয় জয়, দম অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয় জয় এবং তাপস্যা করিয়া শ্রীভগবানের উপাসনা করিতেন॥ ৪৮০॥

ত্রেতাযুগে ভগবান রক্তবর্ণ, চতুর্ভুজ, ত্রিগুনিত অর্থ্যাৎতিন নহর কটিভূষনযুক্ত, স্বর্ণবর্ণ কেশধারী বেদাত্মা এবং স্রুক স্রুব (যজ্ঞ পাত্র বিশেষ) হস্তে শোভা পাইত। তৎকালে বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মবাদী হইয়া সর্ব্ব দেবময় সেই হরিকে ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা অর্চ্চনা করিতেন॥ ৪৮৪॥

দ্বাপর যুগে শ্রীভগবান শ্যামবর্ণ, পীতাম্বর নিজ অস্ত্রধারী ও শ্রীবৎসাদি চিহ্ন ছিলেন। তৎকালে মানব গন পরম তত্ত্ব জ্ঞান লাভের জন্য মহারাজ চক্রবর্ত্তী অর্চ্চনা করিতেন। হে রাজন দ্বাপরের উপাসকগণ নানাতন্ত্র মতে স্তব করিতেন। কলিযুগে ও বিবিধ তন্ত্রমতে তাঁহাকে যে রূপ ভজনা করিতে হয় তাহা বলিতেছি শ্রবন কর॥ ৪৮৮॥

'কৃষ্ণ' এই দুই বর্ণ আছয়ে যাহাতে।
'কৃষ্ণবর্ণ' নাম তার কহে ভাগবতে ॥৩৯৫
কান্তিতে 'অকৃষ্ণ' তেঁহ শুন সর্বজনে।
গোরা গোরা বলি এবে পাই তেকারণ ॥৪৯৬
সাঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র পরিষদ যত আর।
সবার সহিত প্রভু কৈল অবতার ॥ ৪৯৭
অঙ্গ বলরাম বলি—তেঁই-কহি 'সাঙ্গ'।
উপ-অঙ্গ আভরণ—তেঁই সে উপাঙ্গ ॥৪৯৮
সুদর্শন-আদি অস্ত্র আর পারিষদ।
সংহতি আইলা সবে প্রহ্লাদ নারদ ॥৪৯৯
যত যত অবতারের দাস দাসী যত।
সাঙ্গোপাঙ্গে অবতার নাম কৈল কত ॥৫০০
এতেকে বৈষ্ণব সব কহে অনুভবে।
যে নাম আছিল তথা যেবা নাম এবে ॥৫০১
সামান্য মানুষে ইহা জানিব কেমনে।
বিশ্বাস করিতে নারে অধমের মনে ॥৫০২
এই ত কারনে মুনি কহিল বচন ॥
সেই সে জানিব ইহা সুমেধা যে জন ॥৫০৩
সঙ্কীর্তন প্রায় যজ্ঞ-ধর্ম্ম পরকাশ।
সুমেধা জনার তাতে পরম উল্লাস ॥৫০৪
এতেকে বলিয়ে-নহে সুমেধা যে জন।
চারিযুগে তিন বর্ণ তাহার বাখান ॥৫০৫
কান্তি কৃষ্ণবর্ণ কৃষ্ণ দুই হৈল এক।
তার দুই যুগের বর্ণ এক নাহি দেখ ॥৫০৬
কলি বা দ্বাপর দুই যুগে এক বর্ণ ॥
দুই যুগে এক বর্ণ এই তার মর্ম্ম ॥৫০৭
সত্য ত্রেতা শ্বেত রক্ত দুই বর্ণ আছে।
কলি দ্বাপরেতে এক বর্ণ হৈল পাছে ॥৫০৮
গর্গ মুনির বাক্য কেনে বল ক্রমভঙ্গ।
ক্রম ভঙ্গ নহে—শুন আছে বড় রঙ্গ ॥ ৫০৯
ভূত ভবিষ্য বর্ত্তমান কহিবার তরে।
তিনকাল কও চারি যুগের ভিতরে ॥৫১০
সত্য ত্রেতা বহি দ্বাপর বর্ত্তমান।
দ্বাপরেতে কৃষ্ণ অবতার কৃষ্ণ নাম ॥৫১১
ইদানিং বলিয়া তেঁই কৈল গর্গমুনি।
ভূতকাল ভিতরে ভবিষ্যকাল গণি ॥৫১২
ভবিষত্তা তার আছে ইহাতেই জানি।
ভূতের ভিতরে তেঁহ ভবিষ্য বাখানি ॥
ভবিষ্যত্তা ভূত মধ্যে—প্রমানে পণ্ডিত।
নিশ্চয়তা আছে তার—এই ত ইঙ্গিত ॥৫১৪
তথাপি তাহাতে তথা শব্দ দিল মুনি।
শুক্ল রক্ত বলি তথা কি কাজ কাহিনী ॥৫১৫
তথা শব্দে পূর্ব উক্ত শুক্ল রক্ত যথা।
কলিযুগে পীতবর্ণ হব হরি তথা ॥৫১৬
এবে দ্বাপরেতে এই কৃষ্ণতাকে গেল।
গর্গমুনি চারিযুগ তিনকাল কহিল ॥৫১৭
আমার বচন যে না লয় অবজ্ঞাতে।
কি কারণে তথা শব্দ কহুক সভাতে ॥৫১৮
এতেক কহিয়ে আমি শুন মোর বোল।
কহয়ে লোচন কথা না ঠেলিহ মোর ॥৫১৯
আর অপরূপ শুন শ্লোকের ব্যাখান।
এই মাত্র ব্যাখ্যা—ইহা পরম প্রমান ॥৫২০
এইত ব্যাখা আছে অপূর্ব্ব পূর্ব্বপক্ষ।
যুগ অবতার কৃষ্ণ—এ বড় অশক্য ॥৫২১

কৃষ্ণবর্ণ কান্তিতে অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌরবরণ স্বকীয় অঙ্গ ও উপাঙ্গ যাঁহার অস্ত্র ও পার্ষদ রূপ ভগবান কে সুমেধা ব্যক্তিগন সঙ্কীর্ত্তন রূপযজ্ঞ দ্বারা যাজন করিয়া থাকেন ॥ ৫৯ ॥

আর যুগে অবতার অংশকলা লখি।
আপনে সে ভগবান্—ভাগবত সাক্ষী ॥৫২২
তথাহি—শ্রীমদ্ভাগবতে—(১।৩।২৮)
এতে চাংশ কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তুভগবান্ স্বয়ং
ইন্দ্রারি ব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ ৫২৩
যুগে অবতার কৃষ্ণ কহির কেমতে।
এ বচন তবে কেনে কহে ভাগবতে ॥৫২০
বৃন্দাবন চন্দ্র যুগ অবতার নহে।
পূর্ণ পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণ ভাগবতে কহে ॥৫২৫
এইত কারণে কিছু কহি তাহা শুন।
অবজ্ঞা না কর কেহো—কর অবধান ॥৫২৬
তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—১০।৮।১৩
আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্যগৃহ্ণতোহনুযুগং তনুঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥ ৫২৭
গর্গমুনি কহিল গভীর বড় বোধে।
কেমনে বুঝিব ইহা আমরা অবোধে ॥৫২৮
বুদ্ধিমান হয় যদি জানে ভক্তজনে।
বুদ্ধিমান লোক তাহা করয়ে প্রমানে ॥৫২৯
চরিযুগে চারিবর্ণ কহিলেন মুনি।
ভূত ভবিষ্য বর্ত্তমান ত্রিকাল কাহিনী ॥৫৩০
চারিযুগে তিনকাল কহিবারে চাহে।
তেঁহ সব কথা ব্যাস এক শ্লোকে কহে ॥৫৩১
সত্য ত্রেতা দ্বাপর আর যুগ কলি।
শ্বেত রক্ত পীত কৃষ্ণ চৌযুগ ভিতরি ॥ ৫৩২
চারিযুগে আছে চারিকাল হয় যবে।
এইমত অবতার ক্রম হয় তবে ॥৫৩৩
তবে সে কহিলে হয় যথাক্রম কথা।
যথা অবতার কথা অনুসারে তথা ॥৫৩৪
এতেক সে ক্রমভঙ্গ হেন শ্লোকে দেখে।
তথা শব্দে ভবিষ্যকাল গর্গমুনি দেখে ॥৫৩৫
কেবা অবতার আর চারিবর্ণ কর।
কেবা অবতারী কিবা বিচার ইহার ॥৫৩৬
আপনে হি ভগবান জন্মি যদুবংশে।
পৃথিবীতে অবতার করে আর অংশে ॥৫৩৭
বিশেষ্য বিশেষণ করি বাখানয় কেনে।
এই যে সন্দেহ ইথে—দ্বিধা তেকারণে ॥৫৩৮
যতেক চৌযুগ তাতে অংশ অবতার।
যুগ-অনুরূপ বর্ণ হয় তা সবার ॥৫৩৯
ধর্ম সংস্থাপন অধর্ম বিনাশ নিমিত্তে।
প্রতি যুগে অংশ অবতার হয় তাতে ॥ ৫৪০
আপনেই দ্বাপরে ভগবান হরি।
অবতার শিরোমনি সবার উপরি ॥৫৪১
এবে কৃষ্ণ তাকে গেল—গর্গ মুনি কহে।
শ্যামসুন্দর কৃষ্ণ—বর্ণ কৃষ্ণ নহে ॥৫৪২
প্রতি দ্বাপরে কৃষ্ণনাম কৃষ্ণবর্ণ।
তদ্রূপতা গেল প্রভু এই শুন মর্ম্ম ॥৫৪৩
যেন দ্বাপরেতে কৃষ্ণ তেন গৌরচন্দ্র।
কলি দ্বাপরেতে অন্য যুগের স্বতন্ত্র ॥৫৪৪
এই দুই যুগে এক পূর্ণ অবতার।
ব্যাস কহিলেন উদাহরন ইহার ॥৫৪৫

ভগবানের অবতার গনের মধ্যে কেহ অংশ, কেহ অংশের অংশ, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণ হইলেন স্বয়ং ভগবান। ভগবানের অংশ কলাদি অবতারগণ যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া অসুর পীড়িত ব্রহ্মাণ্ডকে রক্ষা করিয়া থাকেন ॥ ৬২৩ ॥

৬২৭—ইহার অনুবাদ—৫৬৯ দাগে দ্রষ্টব্য

তথাহি—বৃহৎসহস্র নাম স্তোত্রে—

ত্বমারাধ্য তথা শম্ভুং গ্রহীষ্যামি বরংসদা।
দ্বাপরাদৌ যুগে ভূত্বা কলয়া মানুষাদিষু॥
স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেনস্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা ॥৫৪৬

আর কিছু নাহি শুন ভগবদ, গীতা।
শ্রীমুখোদিত প্রভুর নিজ নিজ কথা ॥৫৪৭

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবত গীতায়াং (৪/৮)—

পরিত্রানায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্ম সংস্থাপনায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৪৪৮

সাধুজন পরিত্রাণ ধর্ম্ম সংস্থাপন।
অধর্ম্ম বিনাশ হেতু কহিল এ মর্ম ॥৫৪৯
যুগে যুগে জন্ম আমি লভিয়ে আপনি।
এই দুই যুগে মাত্র আপনেই আমি ॥ ৬৫০
এক যুগ শব্দে কহি আর নাম যুগে।
বিশেষন বিশেষ্য করি বাখানয় লোকে ॥৫৫১
যুগ বিশেষণ যুগের তেঁই যুগ বলি।
এক দ্বাপর যুগ আর যুগ কলি ॥৫৫২
যুগে যুগে চারি যুগ বলি কেনে বল।
কৃষ্ণ পূর্ণ অবতার অংশ কেনে কর ॥৫৫৩
সে চারি যুগের কথা আর ঠাঁই কহে।
তাহাও কহিব আমি মন দেহ তাহে ॥৫৫৪

তথাহি—তত্রৈব (৪/৭)

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানম ধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং ॥৫৫৫

যে যে কালে যে যে যুগে ধর্মের হয় হানি
অধর্ম্মের অভ্যুত্থান সে সে কালে জানি ॥৫৫৬
তদাকালে আপনাকে করিয়ে সৃজন।
প্রতিযুগে অবতার অংশেতে জনম ॥৫৫৭
এতেকে কহিয়ে আমি শুন মোর বোল।
কহয়ে লোচন—কথা না ঠেলিহ মোর ॥৫৫৮
কলিযুগ গৌরকৃষ্ণ জানিয়াছি আমি।
বিশেষ সন্দেহ মোর সুধাইল তুমি ॥৫৫৯
আর অপরূপ শুন কলিযুগ মর্ম।
আশ্রয়ে নিস্তারে লোক সঙ্কীর্ত্তন ধর্ম ॥৫৬০
দান ব্রত তপ হোম স্বাধ্যায় সংযম।
বাসনা বিষয় যত এ বিধি নিয়ম ॥৫৬১
কর্মকাণ্ড খ্যাতি শুনে সব মায়া বন্ধ।
নাম গুন মহিমা না জানে ছার অন্ধ ॥৫৬২
কর্ম্মসূত্রে বন্দী জীব ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
নিবৃতি না হয় কর্ম নারে সম্বরিতে ॥৫৬৩
প্রলয়ের কালে সব কর্মবন্ধ ঘুচে।
হেন বন্ধ ঘুচে কৃষ্ণ কথা যবে পুছে ॥৫৬৪
হেন গুন সঙ্কীর্ত্তন কলি যুগের ধর্ম।
ঘোর পাপময় বলে না জানিয়া মর্ম ॥৫৬৫

আমি সর্বদা সেই মহাদেবকে আরাধনা করিয়া এই বর লইব যে, তুমি দ্বাপরাদি যুগে মানব কুলে অংশরূপে অবতীর্ণ হইয়া কল্পিত শাস্ত্র প্রনয়নে আমাকে গোপন করতঃ আমা হইতে বিমুখ করিও। যাহাতে সৃষ্টি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। লোক উদ্ধার প্রাপ্ত হইলে সৃষ্টি লোপ প্রাপ্ত হইবে ॥ ৫৪৬ ॥

আমি সাধুগনের রক্ষা পাপীগনের বিনাশ ও ধর্ম সংস্থাপনের জন্য যুগে অবতীর্থ হইয়া থাকি ॥ ৫৪৮

যখন যখন ধর্মের গ্লানিও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি অবতীর্ণ হইয়া থাকি ॥ ৫৫৫ ॥

যুগধর্ম সঙ্কীর্ত্তন ঘুচাবে কেমনে।
কেবা ধর্ম সংস্থাপন করে প্রভু বিনে ॥৫৬৬
প্রভুর প্রতিজ্ঞা শুন গীতার বচনে।
প্রভু অবতার হয় যেই যেই কারণে ॥৫৬৭
তথাহি শ্রীমদ্ভাবত গীতায়াং (৪/৮)
পরিত্রানায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভাবমি যুগে যুগে ॥ ৫৬৮
সাধুজন-পরিত্রাণ অধর্ম বিনাশ।
ধর্ম সংস্থাপন প্রতি যুগেতে প্রকাশ ॥ ৫৬৯
কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তন ধর্ম ইহা মান।
কলি গোরা অবতার—কভু নহে আন ॥ ৫৭০
ইহা বলি মুনি সনে কোলাকোলী করে।
আনন্দ বিহ্বল ব্রহ্মা আপনা পাসরে ৫৭১ ॥
এক কহে আর উঠে গোরা গুণের প্রভায়।
সকল ইন্দ্রিয় সুখ করিবারে চায় ॥ ৫৭২
আর কথা শুন প্রভুর সহস্রেক নামে।
এককালে দুই নাম বৈল একু ঠামে ॥৫৭৩
তথাহি – মহাভারতে শান্তি পর্বনি—
সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাস কৃৎশমঃ শান্তো নিষ্ঠা শান্তি পরায়নঃ ॥ ৫৭৪
হেমগৌর কলেবর সুবরন দ্যুতি।
সন্ন্যাস—করনে সে পরম—মহাযতি ॥৫৭৫
ভবিষ্য পুরাণে শুন কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা।
কলি জনমিব তিনবার এই আজ্ঞা ॥৫৭৬
তথাহি—ভবিষ্য পুরাণে—
অজায়ধ্বমজায়ধ্বমজায়ধ্বং ন সংশয়ঃ।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ ॥
আর অপরূপ কথা শুন সাবধানে। ৫৭৭
কলিযুগ ধর্ম মর্ম্ম বিচারহ মনে ॥ ৫৭৮
পাপময় কলিযুগ—কহে সর্বজনে।
অধর্ম প্রকট – ধর্ম্ম ক্ষীণ আচরনে ॥৫৭৯
হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন—এই ধর্ম্ম তার।
এই হরিনাম পুন সর্ব ধর্ম সার ৫৮০
দান ব্রত তপ হোম-যজ্ঞ-জপ-ফল।
সর্ব শক্তি নামে দিল—নাম মহাবল ॥৫৮১
বিষয়ী বিষয় ভোগে নাম করে চিন্তা।
আগে ভোগ দেই—পাছে হরিভক্তি-দাতা ॥৫৮২
শ্রদ্ধাবন্ত জন যদি হরিগুন গায়।
সব সুখ ছাড়ি প্রভু তার পাছে ধায় ॥৫৮৩
এ হেন কৃষ্ণের নাম-গুন সঙ্কীর্ত্তন।
পাপময় কলিযুগে কহে সর্ব্ব ধর্ম্ম ॥৫৮৪
যুগের স্বভাবে ইহা যুগ ধর্ম কহি।
পাপময় কলিযুগে পরধর্ম এহি ॥৫৮৫
যদি বা বলি বা দুশ্ছেদ্য কারণে।
প্রকাশিলা মহা খড়্গা নাম সঙ্কীর্ত্তনে ॥৫৮৬
সত্য আদি প্রজাকেনে কলি জন্ম মাগে।
হরি পরায়ন লোকে হবে কলিযুগে ॥৫৮৭

---

৫৬৮ শ্লোকের অনুবাদ—৫৪৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

সুবর্ণবর্ণ হেমাঙ্গ মনোরম অঙ্গযুক্ত চন্দনাঙ্গদ ধারী সন্ন্যাসী সম গুন বিশিষ্ট শান্তি ও নিষ্ঠাপরায়ন ॥ ৫৭৪

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—হে দেবগন পৃথিবীতে ভক্তরূপে জন্মগ্রহন কর, জন্মগ্রহন কর জন্ম গ্রহন কর, কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে আমি শচীসুত রূপ জন্ম গ্রহন করিব ॥ ৫৭৭ ॥

তথাহি— শ্রীমদ্ভাগবতে (১১.৫.৩৮)
কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবং।
কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ন পরায়নাঃ ॥৫৮৮
কৃষ্ণ অবতারে কোন লৈয়া সর্ব্বশক্তি।
পাপাশয় জনে নাহি দেই প্রেমভক্তি ॥৫৮৯
ঐছন করুণা কহ কোন যুগে আর।
না ভজিতে প্রেম দেই কোন্ অবতার ॥৫৯০
পাপনাশ হেতু আছে ধর্ম্ম কর্ম্ম তীর্থ।
কভু কিসে ধর্মশীল পায় হেন অর্থ ॥৫৯১
এতেকে জানিল কলি সর্বযুগ সার।
সঙ্কীর্তন ধর্ম বহি ধর্ম নাহি আর ॥৫৯২
এতেক বিচার কথা কহিল বিরিঞ্চি।
শুনিয়া নারদ বীণা বাজায় সুসঞ্চি ॥৫৯৩
এ হেন অমৃত ব্রহ্মা নারদ সম্ভব।
আনন্দ হিয়ায় কহে এ লোচন দাস ॥৫৯৪

সিন্ধুড়া রাগ

নারদ কহয়ে ব্রহ্মা কি কহিব আর।
যে কিছু কহিলা—এই হৃদয় আমার ॥৫৯৫
কর্মবন্ধে ভ্রমিতে ভ্রমিতে কত কল্প।
দৈবে সে বৈষ্ণব-সেবা ঘটে যদি অল্প ॥৫৯৬
তাঁর মহোত্তম কথা নিগূঢ় শুনিয়া।
পালয়ে পরম যত্নে সাবধান হৈয়া ॥৫৯৭
তবে মুক্তবন্ধ হৈয়া কৃষ্ণ পর হয়।
সালোক্যাদি মুক্তি চারি আঙ্গুলে না ছোঁয় ॥৫৯৮
তারপর প্রেমভক্তি গোপিকার ভাব।
কে আছয়ে অধিকারী সে সব আলাপ ॥৫৯৯
যা সবার বশ প্রভু ত্রিজগত নাথ।
প্রাকৃত জান সে যেন কুলটার সাথ ॥৬০০
গোপিকার প্রেমকথা কে কহিতে জানে।
গুল্মলতা জন্ম উদ্ধব মাগে যার গুনে ॥৬০১

তথাহি শ্রীভাগবতে—

আশামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাং।
যাদুস্ত্যজংস্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দ পদবীংশ্রুতিভির্বিমৃগ্যাং ॥ ৬০২
যে প্রভুর চরণ ব্রহ্মা মহেশ ধেয়ায়।
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র খুঁজি উদ্দেশ না পায় ॥ ৬০৩
অশেষ লখিনী যার পদ করে সেবা।
বাক্ অগোচর যার পদমধু প্রভা ॥ ৬০৪
চারিবেদে যাহার মহত্ত্ব নিত্য গায়।
অনন্ত মহিমা গুণ—ওর নাহি পায় ॥ ৬০৫
শেষ মহাশয় যার শয়নের শয্যা।
হেন প্রভু করে গোপিকার পরিচর্য্যা ॥ ৬০৬
আর কত ভকত আছয়ে শত শত
হেনরূপে বর্ণকৈল গোপী অনুগত ॥ ৬০৭
কেগথা কৃষ্ণ পরমাত্মা নিগূঢ় এ প্রেমা।
কোথা গোপী বনচারী—ব্যভিচারী কামা ॥৬০৮

হে মহারাজ। সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের জন্মগ্রহন করিতে ইচ্ছা করেন, কারেন কারন কলিযুগে জন্মগ্রহন করিলে তাঁহারা বিষ্ণুভক্ত হইতে পারিবেন ॥ ৫৮৮

উদ্ধব বলিলেন আহা যে বৃন্দাবনে গোপীগন দুস্ত্যজ পতিপত্রাদি স্বজন ও ধর্মপথ পরিত্যাগ পূর্বক কৃষ্ণপদার বিন্দ আশ্রয় করিয়াছিলেন, আমি কবে সেই বৃন্দাবনে গোপীপদ রজঃ সেবী গুল্ম, লতা বা উষধি বৃক্ষ—এই সমস্তের মধ্যে কোনও একটি হইয়া জন্মগ্রহন করিব ॥ ৬০২

ঐছন ভকতি তত্ত্ব বুঝিবারে চাই।
পরম নিগূঢ় ভক্তি ইহা বই নাই॥ ৬০৯
হেন ভক্তি প্রচারিব কলিযুগে প্রভু।
লখিনী অনন্ত যাহা পায় নাহি কভু॥ ৬১০
সবারে বোলহ ব্রহ্মা এই ব্রহ্ম লোকে।
নিজ নিজ অংশে জন্ম লউক কলিযুগে॥৬১১
ইহা বলি মহামুনি অন্তর উল্লাসে।
চলিলা নারদ কহে এ লোচন দাসে॥৬১২

—

মল্লার রাগ। ত্রিপদী ছন্দ।

প্রান গোরাচাঁদ নারে হয়॥ধ্রু॥৬১৩
চলিলা নারদ মুনি বীনার গর্জ্জন শুনি
শ্রবন মঙ্গল গায় গীত—না
অমিয়া সিঞ্চিল যেন জগত জনের মন
ত্রিভুবন আনন্দে চমকিত—না॥৬১৪
জয় জয় হরি বোল আনন্দময় কল্লোল
ঘোষণা পড়িল তিনলোকে—না।
অন্তর পরিষদ সঙ্গে জনম লভিব রঙ্গে
গোরা অবতার কলিযুগে—না॥৬১৫
ঐছন করুনা কর দেখিব নয়ানে মোর
অমিয়া সিঞ্চিব কলেবরে—না।
জয় জয় জগন্নাথ যতেক ভকত সাথ
নিজ ভক্তি করিব প্রচারে—না॥৬১৬
কলিযুগ ধনি ধনি কলিলোক সব ধনি
অবনী নদীয়া তার মাঝে—না॥
ধনি মিশ্র পুরন্দর ভবনেতে যাঁহার
জনম লভিব গোরারাজে—না॥৬১৭
এ সব সঙ্গীর সঙ্গে হরি গুন গাব রঙ্গে
বাজিব মৃদঙ্গ করতাল—না।
ভুবন চতুর্দ্দশে বরিখিব প্রেমরসে
কীর্ত্তন করিব পরচার—না।৬১৮
বৃন্দাবন গুন রস প্রনয় সে সরবস
আপনে আস্বাদি দিব সবে—না।
দেব নাগ নরগনে অচণ্ডাল সবজনে
পিয়াইব যাহা করি লোভে—না॥৬১৯
আনন্দ আনন্দ গুন মঙ্গল মঙ্গল গুন
বৃন্দাবন ধন পরকাশ—না।
সকল ভুবন পতি জনম লভিব ক্ষিতি
আনন্দে ভুলিল লোচন দাস॥৬২০

——

বরারী—রাগ—

মোর প্রান রে আরে রে গোরাচাঁদ নারে হয়॥ধ্রু॥ ৬২১

যোগীন্দ্র মুনিন্দ্র ইন্দ্র চন্দ্র আদি লোকে।
শুনিয়া আনন্দ ময় নাচয়ে কৌতুক॥৬২২
অঙ্কুরিত মৃত তরু যেন দেখে লোকে।
নারদ আনন্দময় ভ্রময়ে কৌতুকে॥৬২৩
হেনমতে ভ্রমিতে ভ্রমিতে আচম্বিত।
ধর্ম্ম-বিপর্য্যয় দেখে লোকের চরিত॥৬২৪
দান ব্রত তপস্যা ছাড়িল সর্ব্বজনে।
নিজ নিজ কর্ম্ম ছাড়ে উদর পালনে॥৬২৫
কৃষ্ণ উপাসনা ধর্ম্ম ছাড়িল ব্রাহ্মন।
ক্ষেত্র বৈশ্য শূদ্র ছাড়ে ব্রাহ্মণ সেবন॥৬২৬
মাতা পিতা গৌরব ছাড়িয়া সর্বজনে।
স্ত্রীয়ের গৌরব করে কায়বাক্য মনে॥৬২৭
তবে অনুমানি মুনি জানিল নিশ্চয়।
এই কলিযুগ ইথে নাহিক সংশয়।৬২৮

যা লাগিয়া তিনলোকে ঘোষনা পড়িল।
কারে নিবেদিব সেই কলিযুগ আইল॥ ৬২৯
চিন্তিত হইয়া মুনি বসিলা ধেয়ানে।
আচম্বিতে শুভবানী উঠিল গগনে॥ ৬৩০
জগন্নাথ দারুব্রহ্ম ধামি নীলাচলে।
লোক নিস্তারন হেতু সমুদ্রের কূলে॥ ৬৩১
পূরব বৃত্তান্ত নাহি স্মরন যে তোর।
কাত্যায়নী প্রতিজ্ঞায় আজ্ঞা পাইলে মোর॥ ৬৩২
চল চল মুনিরাজ নীলাচল পুরী।
আচরিহ জগন্নাথ আজ্ঞা অনুসারি॥ ৬৩৩
চলিলা নারদ মুনি আনন্দ হিয়ায়।
উঠিল বীনার ধ্বনি জগত জুড়ায়॥ ৬৩৪
হাহা জগন্নাথ বলি অনুরাগে ধায়।
দেখিল শ্রীমুখচন্দ্র ত্রিজগত রায়॥ ৬৩৫
যত অবতার তার আশ্রয় সদন।
সব-কলা রসময়-প্রসন্ন—বদন॥ ৬৩৬
চরনে পড়িয়া মুনি বলে কর জুড়ি।
কৃপা কর জগন্নাথ আইল যুগ কলি॥ ৬৩৭
মহাঘোর পাপেতে পড়িল সর্বলোকে।
শিশ্নোদর পরায়ন মগ্ন মহাশোকে॥ ৬৩৮
শুনিয়া ঠাকুর কিছু হাসিয়া কহিল।
কর পরশিয়া তারে নিভৃতে বলিল॥ ৬৩৯
পরম নিগূঢ় কথা কহি তোর সনে।
গোলোকে চলহ মুনি আমার বচনে॥ ৬৪০

——

পাহিড়া রাগ। ত্রিপদী ছন্দ।

বৈকুণ্ঠ উপরি স্থান গোলোকে যাহার নাম
শ্রীগৌর সুন্দর তাহে রাজা।
লখিমী অধিক নারী কি পুরুষ কিবাস্ত্রিরী
সুখময় সকল পরজা॥ ৬৪১
রাধা আর রুক্মিনী এই দুই ঠাকুরানী
তার অংশে যতেক নাগরী।
শত শত শাখা ভক্তি এ দোঁহার লৈয়া শক্তি
সেবা করে হৈয়া অনুচরী॥ ৬৪২
আর দেবী সত্যভামা রূপেগুনে অনুপমা
সব-রস-বৈদগ্ধীর সীমা।
লীলা বিলাস লাবনা সর্ব-কলা-রস ধন্য
ত্রিজগতে রমনী পরমা॥ ৬৪৩
সঙ্গীত বলিয়ে যারে তাল সঞ্চারন স্বরে
শব্দব্রহ্ম জগতে বাখানে।
বলিয়ে পঞ্চম বেদ যে বুঝয়ে স্বরভেদ
বুদ্ধিরূপ সর্বত্র সমানে॥ ৬৪৪
পুরুষ ঠাকুর অংশ সকল বৈষ্ণব বংশ
রসময় রজ নামা পুরী
ঐছন মহিমা তার কহিতে শকতি কার
এক মুখে কহিতে না পারি॥ ৬৪৫
যতেক গোপিকাগণে রাস কৈল বৃন্দাবনে
রাধা আদি করি করে সেবা।
দ্বারকার ছিল যত রুক্মিনীর অনুগত
আর যত রস অনুভবা॥ ৬৪৬
ভক্তি বিনু নাহি তায় নিরবধি যশগায়
স্বতন্ত্র হইয়া পরাধীন।
মুক্ত পুন সর্ব্বজন প্রাকৃত জনের হেন
ভকতি করয়ে যেন দীন॥ ৬৪৭
সালোক্যাদি চারি মুক্তি বৈকুণ্ঠ নাথের শক্তি
ভক্তিহীন আপনে স্বতন্ত্র।
লখিনী সম্পদময় দীনভাব নাহি রয়
ভকতি কেবল পরতন্ত্র॥ ৬৪৮

শর্করা সে আপনে নিজ-স্বাদ নাহি জানে
পরজনা করে উপভোগ।
ঐছন মুকতি পদ ভক্তি পথে দেই বাধ
সব পর প্রেমভক্তি যোগ ॥ ৬৪৯
বিধাতার অগোচর সে পুরী আমার ঘর
করুণা কারনে আইলুঁ এথা।
চৈতন্য সর্ব্বেশ্বর গৌর দীর্ঘ কলেবর
দেখিয়া ঘুচাহ মনো ব্যথা ॥ ৬৫০
যেরূপে দেখিবে তথা সেরূপে আসিব হেথা
কীর্ত্তন করিব পরচার ॥
ঘুচাব সকল দুখ প্রচারিব প্রেম সুখ
কলিলোক করিব নিস্তার ।৬৫১
চলিলা নারদ-মুনি শুনি অপরূপ বানী
বেদ অগোচর এই কথা।
বৈকুণ্ঠ উপর আর বৈকুণ্ঠ দেখিব যার
সকল ভুবনে গুন গাথা ॥৬৫২
মুক্তি পরমুক্তি আর ভাগবতের বিচার
শুনিল নিগূঢ় যত কথা।
লোক-বেদ-অবিদিত আর যত অবেকত
কে কত দেখিব আজি তথা ॥৬৫৩
অনুরাগে ধায় মুনি বীনার শবদ শুনি
বৈকুণ্ঠের প্রজা হরষিত।
বৈকুণ্ঠের দ্বারে গিয়া প্রেমায় বিহ্বল হৈয়া
সুমঙ্গল গায় গুন গীত ॥৬৫৪
দেখিল বৈকুণ্ঠনাথ সব-পরিষদ-সাথ
বসি আছে স্বর্ণ সিংহাসনে।
পড়িয়া চরন-তলে মুনি পরনাম করে
তুলি পহুঁ কৈল আলিঙ্গনে ॥ ৬৫৫
হাসিয়া কহিল পহুঁ কি তোর অন্তরে রহু
কহ মুনি হৃদয় সত্বরে।

উৎকণ্ঠা হৃদয় মোর পালিব বচন তোর
অগোচর করিব গোচরে ॥ ৬৫৬
কর যোড় বলে মুনি তুমি সর্ব্ব অন্তর্য্যামী
তোরে মুই কি বলিব আর।
দারুব্রহ্ম রূপে মোরে যে কহিলে অন্তরে
সেইরূপ দেখাহ তোমার ॥ ৬৫৭
পহুঁ কাহে শুনমুনি নিভৃত কহিয়ে আমি
সেইরূপ সহজ স্বরূপ।
তার ছায়া মায়া যত অবতার শত শত
সে শুধু করুনাময় ভূপ ॥ ৬৫৮
আর শক্তি ছায়া আমি ব্যাপিত সকল ভূমি
সর্বময় বিষ্ণু সর্ব্বেসর্ব্ব।
লক্ষ্মী মোর অনুচরী আর এই মুক্তি চারি
তোরে এই কহিল সন্দর্ভ ॥ ৬৫৯
যার ছায়া বিষ্ণু আমি সম্পদ ছায়া লখিনী
বৈকুণ্ঠের ছায়া এ বৈকুণ্ঠ।
মুক্তি ছায় চারি মুক্তি সবে আরোপিয়াশক্তি
সেবে নাথ সে পহুঁ বৈকুণ্ঠ ॥ ৬৬০
রাধা মাত্র প্রকৃতি প্রেমময় আকৃতি
যার বশ পুরুষ প্রধান।
প্রকৃতি দক্ষিন বাম ললিতা বিশাখা নাম
তিনগুন শকতি সন্ধান ॥ ৬৬১
নিশ্চয় বচন মোরি আমায়া সে গৌরহরি
প্রকট করুনা কল্পতরু।
চল মুনি চলি যাই সেই মহাপ্রভু ঠাঁই
সকল ভুবনে শিক্ষাগুরু ॥ ৬৬২
চলিলা মুনীন্দ্ররায় বীনা হরিগুন গায়
আনন্দে অবশ অঙ্গ কাঁপে।
পুলকিত সব গা আপাদ মস্তক যা
প্রেমবারি দু'নয়ানে ঝাঁপে ॥ ৬৬৩

প্রেম মদে মাতোয়ার ক্ষনে হয় চমৎকার
ক্ষনে ডাকে গৌরাঙ্গ বলিয়া।
ক্ষনে আধ পদ যায় ক্ষনে ক্ষনে ফিরি চায়
ক্ষনে কান্দে ক্ষনে চলে ধাইয়া॥ ৬৬৪

আচম্বিতে বায়ু বহে জুড়ায় সকল লহে॥
কোটি চাঁদ জিনিয়া সে জ্যোতি।
শ্রীপাদ পদুম গন্ধে আউলায় শরীর বন্ধে
হেন বুঝি তাঁহি কাম কাঁতি॥ ৬৬৫

অনেক মদন রায় অনুগত কাজে ধায়
প্রেমবিনু না দেখিয়ে লোক।
না দিবা রজনী জানি না দেখিয়ে ভিনা ভিনি
সর্বজণ হরিষ অশোক॥ ৬৬৬

গমন নটন লীলা বচন সঙ্গীত কলা
নয়ান চাহনি আকর্ষন।
রঙ্গবিনু নাহি অঙ্গ ভাব বিনু নাহি সঙ্গ
রসময় দেহের গঠন॥ ৬৬৭

তনু চিদানন্দময় ভুমি চিন্তামনি হয়
কল্পতরু সর্ব্ব তরু তথা।
সুরভি যতেক সব কামধেনু অভিনব
উদ্ধবাদির আশা গুল্মলতা॥ ৬৬৮

সব তরু কল্পদ্রুম তহিঁ এক নিপম
রত্নবেদী তার চারি পাশে।
স্বর্ণসিংহাসন তায় বসিরা গৌরাঙ্গ রায়
সরস মধুর লহু হাসে ৬৬৯

সশাখ মঙ্গল ঘটে সিংহাসন সুনিকটে
বামপদাঙ্গুষ্ঠ পরশিয়া।
রতন প্রদীপ জ্বলে যেন দিবাকর করে
আলোকিত জগত ভরিয়া॥ ৬৭০

রাধিকা দক্ষিণ পাশে অনুচরী করি কাছে
রতন কলস করি করে।
বাম পাশে রুক্মিনী কাছে করি সঙ্গিনী
রত্ন ঘটে পূর্ণ জলভরে॥ ৬৭১

নগ্ন জিতা জলভরে দেই মিত্রবৃন্দা করে
মিত্রাবৃন্দা সুলক্ষনা করে।
সে দেই রুক্মিনী করে দেবী ঢালে প্রভু শিরে
অভিষেক সুরনদী জলে॥ ৬৭২

তিলোত্তমা জলভরে দেই মধুপ্রিয়া করে
মধুপ্রিয়া চন্দ্রমুখী করে।
সে দেই রাধিকা হাতে রাই ঢালে প্রভু মাথে
অভিষেক করে গঙ্গাজলে॥ ৬৭৩

সত্য ভামা অন্তরে দিব্যগন্ধ করি করে
দিব্যবস্ত্র দিব্য অলঙ্কার।
লক্ষনা সুভদ্রা ভদ্রা সত্য ভামা পরতন্ত্রা
অনুক্রমে করে দেই তার॥ ৬৭৪

আর দিব্য নারী যত চারি পাশে কত শত
দিব্যভূষা দিব্য উপহার।
রতন স্তবক করে রহে প্রভু বরাবরে
জয় জয় মঙ্গল উচ্চার॥ ৬৭৫

গোলোক নাথের স্নান ইহা বহি নাহি আন
আগমে কহিল এই ধ্যান।
হেমগৌর কলেবর মন্ত্র চারি অক্ষর
সহজ বৈকুণ্ঠ নাথ শ্যাম॥ ৬৭৬

শ্যামদেহে চারি হাত ধরয়ে বৈকুণ্ঠ নাথ
চারি হস্তে চারি অস্ত্র তার।
হেম কিরনীয়া পঁহু হেম অঙ্গে হাসে লহু
দ্বিভূজ শরীর গুনসার॥ ৬৭৭

ঐছন সময়ে মুনি দেখিয়া সে গৌরমনি
বিভোর পড়িলা পদতলে।
আঁখি মিলিবারে নারে পুন চাহে দেখিবারে
সিনাইল নয়নের জলে॥ ৬৭৮

স্নান সমাধিয়া পহুঁ হাসিয়া সে লহু লহু
নারদে তুলিয়া লৈল কোলে।
ঘুচিল সংশয় চিন্তা খণ্ডিল মনের ব্যথা
পহুঁ প্রিয় লহু লহু বোলে ॥ ৬৭৯
মুনি বলে মহাপ্রভু হেন অপরূপ কভু
না দেখিল না শুনিল আমি।
জনম সফল আজি দেখিল অমিয়া রাজি
ধনি ধনি আপনাকে মানি ॥ ৬৮০
ব্রহ্মাদি না জানে তত্ত্ব অবতার অবিদিত
অচিন্ত্য বলিয়া বলি তোমা।
জ্যোতির্ম্ময় বলে কেহ মুখে না নির্ব্বচে সেহ
কহিবারে নাহিক উপমা ॥ ৬৮১
কেহ বলে পরাৎপর প্রধান পুরুষবর
বিচারি না করে নিরূপণা।
সর্ব্বময় তোর শক্তি দেখিয়া না পায় মুক্তি
অগোচর তোর আচরনা ॥ ৬৮২
সহস্র ফণা অনন্ত না পাইরা গুনের অন্ত
দ্বিজিহ্বা ধরিল সব মুখে।
না পাইল গুনের ওর ঐছন ঠাকুর গৌর
কৃপাবলে দেখিল তোমাকে ॥ ৬৮৩
যে পুন আরতি করে তুয়া পদ অনুসারে
নানা বুদ্ধি নহে এক মত।
কেহ বলে সর্বব্যাপী সূক্ষ্মবাদী সাংখ্যযোগী
স্থূল সেবা করয়ে ভকত ॥ ৬৮৪
কেহ বেদ অনুসারে নিত্য ধর্ম কর্ম্ম করে
বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম অনুগত।
বেদান্ত সিদ্ধান্ত যেই সমাধান নাহি পাই
না বুঝিয়া কহে নানা মত ॥ ৬৮৫
অন্যোন্যে বিরোধ কেমে ইহা নাহি অনুমানে
কহে পুন একই অদ্বৈত।
না বুঝি তোমার মর্ম পক্ষ করি করে কর্ম্ম
তোর কথা সব অবিদিত ॥ ৬৮৬
এবে পদ পরসাদে নিরবধি প্রান কাঁদে
ছাড়ি ইহা প্রাকৃত— মূরতি।
পুন জনমিব আর করি কৃষ্ণ সংসার
আচরিব এই প্রেমভক্তি ॥ ৬৮৭
ঐছন নারদ বানী শুনি কহে গুনমনি
চল চল চল মুনিরাজ।
কলিলোক নিস্তারিব নিজ ভক্তি প্রচারিব
জনমিয়া নদীয়ার মাঝ ॥ ৭৮৮
চলহ নারদ মুনি শ্বেতদ্বীপে আছি আমি
বলরাম নামে সহোদর।
অনন্ত যাহার অংশ একাদশ রুদ্রবংশ
সেবা করে মহেশ ঈশ্বর ॥ ৬৮৯
রেবতী রমনী সঙ্গে আছয়ে বিলাস-রঙ্গে
ক্ষীর জলনিধি মহী মাঝে।
যত অবতার হয় সেই মাত্র সহায়
আগে করি—করে নিজ কাজে ॥ ৬৯০
চল চল মুনিরাজ গোচর করহ কাজ
কহিবে করিয়া পরবন্ধ।
নিজ নিজ অংশ লৈয়া পৃথ্বীতে জনম গিয়া
স্বনাম ধরহ নিত্যানন্দ ॥ ৬৯১
আনন্দে নারদ মুনি শুনিয়া ঠাকুর-বানী
হিয়া সুখে বলে হরিবোল।
কহয়ে লোচন দাস এ দোঁহার সম্ভাষ
শুনি উঠে আনন্দ হিল্লোল ॥ ৬৯২

—

ধানশী রাগ । ক্ষুদ্র ছন্দ

রাঙ্গা চরণ কমল বলি যাঙ

এস এস প্রেম বিলাও প্রেমে জগৎ মাতাও হে ॥ধ্রু॥

৬৯৩

নারদে বিদায় দিয়া বসিলা ঠাকুর ।
আপন অন্তর কথা তুলিলা অঙ্কুর ॥৬৯৪
পৃথিবীরে জনম লভিব যে কারণে ।
তত্ত্ব কহি সর্বজনে শুন সাবধানে ॥৬৯৫
নিজবৃন্দ লৈয়া প্রভু কহে সব কথা ।
মহা মহেশ্বর করে পৃথিবীর চিন্তা ৬৯৬
ডাহিনে রাধিকা রহে বামেতে রুক্মিনী ।
তাহার অন্তরে যত প্রধান রঙ্গিনী ॥৬৯৭
তাহার অন্তরে যত প্রিয় পারিষদ ।
তাহার অন্তরে যত আর অনুগত ॥ ৬৯৮
প্রাননাথ প্রিয় কথা শুনিব শ্রবনে ।
লাখ লাখ আঁখি এক সুন্দর বদনে ॥৬৯৯
অনেক চকোর যেন এক চন্দ্র আশে ।
পিবই-অমিয়া-রাশি মুখ পরকাশে ॥৭০০
যুগে যুগে জন্ম মোর পৃথিবীর মাঝে ।
সাধু পরিত্রান-ধর্ম রাখিবার কাজে ॥ ৭৯১
ধর্ম সংস্থাপন করি না বুঝই কেহো ।
অধিক বাঢ়য়ে পাপ পরমাহ সেহো ॥৭০২
সত্যযুগ অধিক ত্রেতায় বাঢ়ে পাপ ।
দ্বাপরে তাহার অধিক এ বড় সন্তাপ ॥৭০৩
কলিঘোর অন্ধকার নাহি ধর্ম লেশ ।
করুণা বাঢ়িল দেখি সর্ব্বজন ক্লেশ ॥৭০৪
অধর্ম বিনাশ হেতু মোর অবতার ।
অধর্ম্ম বাঢ়য়ে পুন কি কাজ আমার ॥ ৭০৫
ঐছন জানিয়া দয়া উপজিল চিতে ।
জনম লভিব নিজ প্রেম প্রকাশিতে ॥৭০৬
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেমভক্তি প্রকাশিয়া ।
বুঝাইব লোকে ধর্মাধর্ম বিচারিয়া ॥৭০৭
নবদ্বীপে জন্ম হবে শচীর উদরে ।
গঙ্গার সমীপে জগন্নাথ মিশ্র ঘরে ॥৭০৮
অন্য অবতার হেন অবতার নহে ।
অসুর সংহার হেতু পৃথিবী বিজয়ে ॥৭০৯
মহাকায় মহাসুর মহা অস্ত্র মোর ।
মহারনে প্রহার করিয়া করোঁ চূর ॥৭১০
এবে সেই সর্বজনে হৃদয় আসুরি ।
খড়্গা অস্ত্রে ছেদা নহে রনে কিবাকরি ॥৭১১
নাম গুন সঙ্কীর্তন বৈষ্ণবের শক্তি ।
প্রকাশ করিব আমি নিজ প্রেমভক্তি ॥৭১২
এইমতে কলি পাপ করিব সংহার ।
সবে চল আগে পাছে না কর বিচার ॥৭১৩
এবে নাম সঙ্কীর্ত্তন তীক্ষ্ণ খড়্গা লৈয়া ।
অন্তর আসুর জীবের ফেলিব কাটিয়া ॥৭১৪
যদি পাপী ছাড়ি ধর্ম দূর দেশে যায় ।
মোর সেনাপতি ভক্ত যাইবে তথায় ॥৭১৫
নিজ প্রেমে ভাসাইব এ ব্রহ্মাণ্ড সব ।
কভু না রাখিব দুঃখ শোক এক লব ॥৭১৬
ভাসাইব স্থাবর জঙ্গম দেব গণে ।
শুনি আনন্দিত কহে এ দাস লোচনে ॥৭১৭

বরাড়ী রাগ

চলিলা নারদ মুনি উঠিল বীনার ধ্বনি
পানি পদ না চলয়ে আর ।
যাইতে না পথ দেখে প্রেমজলে আঁখি ঝাঁপে
টলমল যেন মাতোয়ার ॥৭১৮
পদ দুই চারি যাই পুন পড়ে সেই ঠাঁই
'কৃষ্ণ' নাম আধ আধ বলে ।

অনেক শকতি উঠি ধরিয়া ধরনী কটি
নদী বহে নয়নের জলে ৭১৯
ক্ষনে মহা উনমাদ হুহুঙ্কার সিংহ নাদ
গোরা রূপ হৃদয়ে ধেয়ান।
বাহ্য নাহি অন্তরে না জানে আপনা পরে
সবে এক গৌর গেয়ান ॥৭২০
কোটি রবি তেজ যেন অঙ্গের কিরণ হেন
নারদ চলিলা অন্তরীক্ষে ॥
উত্তরিলা সেই ধাম যথা প্রভু বলরাম
চমক লাগিল শ্বেতদ্বীপে ॥৭২১
পুরী প্রবেশিয়া রহি চমকি চৌদিকে চাহি
লাখ লাখ হিমকর দ্যুতি
বায়ু বহে মন্দ মন্দ দিব্য সে কুসুম গন্ধ
প্রতি দ্বারে লম্বে গজমোতি ॥৭২২
সত্ত্বগুন সর্বলোক নাহি জরা মৃত্যু শোক
সর্বজন সবাকার বন্ধু।
যখন যেদিকে দিঠি সেই সব জন মিঠি
বলদেবময় ক্ষীরসিন্ধু ॥৭২৩
দেখিয়া নারদ মুনি ধনি ধনি মনে গনি
ধনি ধনি আপনাকে মানে ॥
ত্রিজগতে নাথ স্বামী দেখিব নয়ানে আমি
কান্দিয়া পড়িব শ্রীচরন ॥৭২৪
সেই বলরাম রায় যুগে যুগে সহায়
করি কৃষ্ণ করে অবতার।
খেলায় বিবিধ খেলা অনন্ত বিনোদ লীলা
করি করে অসুর সংহার ।৭২৫
সেই প্রভু বলরাম নিজ অংশে তিনধাম
রহি করে কৃষ্ণের পিরীতি।
আদ্য মধ্য আর অন্ত যার অংশ অনন্ত
এক ফনায় ধরি রহে ক্ষিতি ॥৭২৬

আপনে ঈশ্বর হৈয়া শ্বেতদ্বীপ মা. হৈয়া
বিলাস করয়ে নানা রঙ্গে।
সর্বোপরি পরিনাম সেই মহাপ্রভুর ধাম
সেবা করে অপরূপ রঙ্গে ॥৭২৭
গমনের কালে ছত্র বসিতে আসন বস্ত্র
শয়নের কালে হয় শয্যা।
প্রলয় সে বটপত্র মহারনে দিব্য অস্ত্র
নানা মতে করে পরিচর্য্যা ॥৭২৮
এক অংশে সেবা করে আর অংশে মহীধরে
হেন প্রভু বলরাম মোর।
ত্রিজগত অধিরাজ দেখিব ক্ষীরোদ মাঝ
প্রভু আজ্ঞা করিব গোচর ৭২৯
এই দুই প্রভু মাত্র যেন রাজা মহাপাত্র
পৃথিবী পালয়ে এক যুক্তি।
আর যত রুদ্র বংশ সেহো যাঁর অংশাংশ
অবতার করিবেন ক্ষিতি ॥৭৩০
হেন মনঃকথা-রসে মুনি ভেল পরবশে
পুরী প্রবেশিলা মহানন্দে।
দেখে ত্রিজগত-নাথ সব পরিষদ সাথ
অপরূপ বলরাম চান্দে ॥৭৩১
অঙ্কুর পর্ব্বত যেন বসি শ্বেত-সিংহাসন
অমৃত মধুর লহু হাসে ॥
রাতা উতপল আঁখি ঢুলু ঢুলু যেন দেখি
আধ বানী মুখেতে নিকশে ॥৭৩২
তারকা ভ্রমরা আধ আচ্ছাদিল তার সাথ
আধ উদাস আঁখি দেখি।
মনি মুকুতা প্রবাল দিব্য-রত্নময় হার
অলঙ্কারে অঙ্গ নাহি লখি ॥৭৩৩
আলিস বালিশ করে বাম কর দিয়া শিরে
ডাহিনে রেবতী কর ধরে।

রেবতী তাম্বুল করে দেই প্রভুর অধরে
অনুরাগে বয়ান নেহারে ॥৭৩৪
অনুচরী চারিপাশে চামর ঢুলায় হাসে
কঙ্কন কিঙ্কিনী ধ্বনি শুনি।
কেহো বীনা বেনু বায় কেহো বা সঙ্গীত গায়
তাল সঙ্গে পরম রমনী ॥৭৩৫
তাহার অন্তরে যত অনুগত শত শত
যার যেই কাজে নিয়োজিত।
ঐছন সময়ে মুনি করিল বীনার ধ্বনি
ঠাকুর দেখিল আচম্বিত ॥৭৩৬
বিহ্বল নারদ মুনি টলমলি পড়ে ভুমি
ঠাকুর তুলিয়া নিল কোলে।
চিরদিন অনুরাগে দেখিলা সে মহাভাগে
তুষিলা শীতল মহাবোলে ॥৭৩৭
হাসিয়া সম্ভাষে পহুঁ কহ কোথা হৈতে তুহুঁ
রহস্য কহিতে হেন বাসি।
কহনা কেমন কাজ শুনিতে হৃদয় মাঝ
আনন্দ উঠয়ে রাশি রাশি ॥৭৩৮

সম্ভ্রমে কহয়ে মুনি কি কহিতে আমি জানি
তুমি প্রভু সর্ব্ব অন্তর্য্যামী।
যে কিছু কহিতে জানি সেই কথা অনুমানি
যে জুয়ার করগো আপনি ॥৭৩৯
এ সময় কলিযুগে না দেখি নিস্তার লোকে
দয়া উপজিল প্রভু চিতে।
পালিব ভকত জন আর ধর্ম্ম সংস্থাপন
জনম লভিব পৃথিবীতে ॥৭৪০
অধর্ম্ম বিনাশ কাজে আর কোন মর্ম আছে
হেন বুঝি আকার ইঙ্গিতে।
আজ্ঞা দিলা আমারে ঘোষণা দিবার তরে
শুনি লোক ভেল আনন্দিতে ॥৭৪১
* রাধাভাব অন্তরে রাধাবর্ণ বাহিরে
অন্তর্বাহ্য রাধাময় হব।
সখে সখা সুখী বৃন্দ আর ভক্ত অনন্ত
ব্রজভাবে অখিল মজাব ॥৭৪২
সঙ্গোপাঙ্গ পারিষদে জন্ম গিয়া পৃথিবীতে
স্বনাম ধরহ নিত্যানন্দ।

---

* রাধাভাব অন্তরে * * * আখিল মাতার ব্রজরাজ নন্দন শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ অভিলষিত তিনবাঞ্ছা পূরনের উপলক্ষ্যে শ্রীরাধার ভাব কান্তি গ্রহন পূর্ব্বক শ্রীগৌরাঙ্গ স্বরূপে অবতীর্ণ হইয়া নামে প্রেমে জগত ধন্য করিয়াছেন। ব্রজের লীলাসঙ্গী সখা সখীগন ভক্তরূপ ধারন করতঃ অবতীর্ণ—হইয়া সংকীর্ত্তন বিলাসের মাধ্যমে ব্রজ প্রেমরস বিতরন করিয়াছেন। নিধুবনে স্বপ্নযোগে শ্রীমতী রাধিকা সংকীর্ত্তন রত শ্রীগৌরাঙ্গ স্বরূপ দর্শন করিয়া বিভাবিত হইলেন, লীলারঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার মনঃদুখ নিবারনের জন্য কৌস্তভ মনির মধ্যে উভয়ের একাত্ম মিলনের দৃশ্য দেখাইলেন। এতদ্বিষয়ে পদকর্ত্তা বৈষ্ণব দাসের দাথের বর্ণন—

এত শুনি কৃষ্ণচন্দ্র কৌস্তভের প্রতিবিম্বে দেখাইল শ্রীরাধার অঙ্গ।
আপনি তাহে প্রবেশিলা দুই দেহ এক হৈলা ভাব প্রেমময় সবঅঙ্গ ॥
নিধুবনে ব্রইকয়ে দুহু অনু এক হয়ে নদীয়াতে করল উদয়।
সঙ্গেতে সে ভক্তগনে হরিনাম সংকীর্ত্তনে প্রেমবন্যায় জগত ভাসায় ॥
বাহিরে জীব উদ্ধারন অন্তরে রস আস্বাদন ব্রজবাসী সখা সখী সঙ্গে।
বৈষ্ণব দাসরে মন হেরি রাঙা শ্রীচরণ না ভাসিলান সে সুখ তরঙ্গে ॥

তোর অগোচর নহে তাঁর ধর্ম্ম কর্ম দেহে
কহিল যে আজ্ঞা গৌরচন্দ্র ॥৭৪৩
শুনি বলরাম রায় আনন্দে চৌদিকে চায়
অট্ট অট্ট হাসে উচ্চনাদে।
ঘন ঘন হুহুঙ্কার প্রকাশয়ে চমৎকার
আপনা পাসরে প্রেমানন্দে ॥৭৪৪
আজ্ঞা দিল নিজ-জনে পৃথিবী কর গমনে
প্রভু আজ্ঞা পালিবার তরে।
চলহ নারদ তুমি জনম লভিব আমি।
অগোচর করিব গোচরে ॥৭৪৫
ঐছন অমৃত কথা শুন গোরা গুন গাথা
সব জন কর অবধানে।
সব অবতার সার কলি গোরা অবতার
বিচার করহ সবে মনে ॥৭৪৬
তৃন ধরি দশনে বলোঁ মো কাতর মনে
গোরা গুনে না করিহ হেলা।
সংসারে না দেহ মতি কর কৃষ্ণে পিরীতি
সংসার তরিতে এই ভেলা ॥৭৪৭
কভু নাহি হয় যেই গোরা অবতার সেই
হইব পরম পরকাশ।
নির্জীবে জীবন পাবে অন্ধে পথ বিচরিতে
শুন গায় এ লোচন দাস ॥৭৪৮

—

ভাটিয়ারী রাগ

ভাইরে গাও গাও নিতাই চৈতন্য গুন গাথা ॥
৭৪৯

হেনরূপে মহাপ্রভু আজ্ঞা যবে কৈলা।
নিজ নিজ অংশে সবে জন্মিতে লাগিলা ॥৭৫০
মহেশ ঠাকুর সর্ব্ব আগে আগুয়ান।
ব্রাহ্মণের কুলে জন্ম কমলাক্ষ নাম ॥৭৫১
পড়িয়া শুনিয়া গুনে পরবীন হৈলা।
অদ্বৈত আচার্য্য বলি পদবী লভিল ॥৭৫২
সেই মহামহেশ্বর সত্ত্বগুন ধরে।
তমোগুন বলি যারে ঘোষয়ে সংসারে ॥৭৫৩
অন্তর্বাহে বিচার না করে কেহো পুন।
বাহ্য আচরণ দেখি বলে তমোগুন ॥৭৫৪
কৃষ্ণের কেবল আত্মা — নামে হরিহর।
পরাকৃত তমোগুন গুনের ভিতর।৭৫৫
প্রাকৃত ভকত বলি—যেই তমোগুনী।
অধম বলিয়ে অল্প জ্ঞানে যবে জানি ॥৭৫৬
এ কেমনে হরিহর বল তমোগুন।
অবজ্ঞা না কর যবে মোর বোল শুন ॥৭৫৭
মনে অনুমান করি করহ বিচার।
এতেক বলিয়ে—গোরা অবতার সার ॥৭৫৮
সব অবতারে তার খেলার সংহতি।
বলরাম জনম লভিলা এই ক্ষিতি ॥৭৫৯
ব্রাহ্মনের কুলে যুগধর্ম অনুরূপ।
নিতাই আনন্দ কন্দ সহজ স্বরূপ ॥ ৭৬০
এক অংশে যাহার সহস্র ফনা ধরে।
এক ফনে মহী ধরে সৃষ্টি রাখিবারে ॥৭৬১
পদ্মাবতী উদরে জনমে বলরাম।
পিতা হাড়ো ওঝা সে পরমানন্দ নাম ॥৭৬২
পিতামাতা নাম থুইল কুবের পণ্ডিত।
বৈরাগ্য হৃদয়ে— নিত্যানন্দ সুচরিত ॥৭৬৩
শুক্লা ত্রয়োদশী শুভযোগ মাঘমাসে।
পৃথিবীতে জনম লৈলা পরম হরিষে ॥৭৬৪
কাত্যায়নী জনম লভিলা মহী মাঝে।
সীতা নাম ধরে বিপ্রকুলের সমাজে। ৭৬৫

অদ্বৈত ঠাকুর সনে একত্র বিলাস।
দোঁহে মিলি প্রেমভক্তি করয়ে প্রকাশ ॥৭৬৬
আমি অল্পবুঝি কার কিবা তত্ত্ব জানি।
অবতার নির্ণয় বা কেমনে বাখানি ॥৭৬৭
মহান্তের মুখে যেই শুনিয়াছি কানে।
তাহাও কহিতে পারি—সঙ্কোচ পরানে ॥৭৬৮
আমার শকতি নাহি করিতে নির্ণয়।
নাম লৈব মাত্র যার যেবা নাম হয় ॥৭৬৯
আগে পাছে বিচার না কর কেহো মনে ॥
শেখর অনুরোধে গ্রন্থ নাহি হয় ক্রমে ॥৭৭০
শচীদেবী জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর।
আপনে ঠাকুর জন্ম লৈলা যাঁর ঘর ॥৭৭১
গোপীনাথ কাশীমিশ্র যে ঠাকুর।
চৈতন্য সম্মত পথে আনন্দ প্রচুর ॥৭৭২
পণ্ডিত শ্রীগদাধর গদাধর দাস।
মুরারি মুকুন্দ দত্ত আর শ্রীনিবাস ॥৭৭৩
রায় রামানন্দ আর বাসুদেব দত্ত।
হরিদাস ঠাকুর আর গোবিন্দানুগত ॥৭৭৪
ঈশ্বর মাধব পুরী বিষ্ণুপুরী আর।
বক্রেশ্বর পরমানন্দ পুরী শুদ্ধাচার ॥৭৭৫
পণ্ডিত জগদানন্দ আর বিষ্ণুপ্রিয়া।
রাঘব পণ্ডিত আদি পৃথিবী আসিয়া ॥৭৭৬
রামদাস গৌরীদাস ঠাকুর সুন্দর।
কৃষ্ণদাস পুরুষোত্তম শ্রীকমলাকর ॥৭৭৭
কালাকৃষ্ণ দাস আর উদ্ধারন দত্ত।
দ্বাদশ-গোপাল ব্রজে ইহার মহত্ত্ব ॥৫৭৮
পরমেশ্বর দাস আর বৃন্দাবন দাস।
কাশীশ্বর শ্রীলরূপ সনাতন প্রকাশ ॥৭৭৯
গোবিন্দ মাধব ঘোষ বাসু ঘোষ আর।
সবে মিলি আসি কৈল ভকতি প্রচার ॥৭৮০
দামোদর পণ্ডিত মিলিয়া পাঁচ ভাই।
জনম লভিলা পৃথিবীতে এক ঠাঁই ॥৭৮১
পুরন্দর পণ্ডিত আর পরমানন্দ বৈদ্য।
পৃথিবী আইলা যত ছিলা অন্ত আদ্য ॥৮৮২
শ্রীনরহরি দাস ঠাকুর আমার।
বিশেষে কহিব কিছু চরিত্র তাঁহার ॥৮৮৩
তাঁহার মহিমা আমি কি কহিতে জানি।
আপন বুদ্ধির শক্তি যেই অনুমানি ॥৭৮৪
অভিমান কেহো কিছু না করিহ মনে।
প্রনতি করিয়ে নিজ গুরুর চরণে ॥৭৮৫
যাঁর পদ পরসাদে আমি হেন ছার ॥
তোমার ঠাকুর গুন কহিতো সবার ॥৭৮৬
শ্রীনরহরিদাস ঠাকুর আমার।
বৈদ্যকুলে মহাকুল প্রভাব যাঁহার ॥৭৮৭
অনর্গল কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণময় তনু।
অনুগত জানে না বুঝায় প্রেমবিন্দু ॥৭৮৮
অসংখ্য জীবের দয়া কাতর হৃদয়।
কৃষ্ণ অনুরাগে সদা অথির আশয় ॥৭৮৯
রাধাকৃষ্ণ রসে তনু গড়িয়াছে যেন।
ভাবের উদয় হয় যখন যেমন ॥৭৯০
ক্ষনে কৃষ্ণ ক্ষনে রাধা ভাবের আবেশে।
রাধাকৃষ্ণ রস মূর্তিমন্ত পরকাশে ॥৭৯১
চৈতন্য সম্মত পথে সে শুদ্ধ বিচার।
অতুল সরস ভাব সব অবতার ॥৭৯২
সকল বৈষ্ণবে যোগ্য সম্মান পিরীতি।
সকল সংসারে যাঁর নির্মল কিরীতি ॥৭৯৩
শ্রীখণ্ড-ভূখণ্ড মাঝে যাঁর অবস্থিতি।
নরহরি চৈতন্য বলিয়া যাঁর খ্যাতি ॥৭৯৫
বৃন্দাবনে মধুমতী নাম ছিল যার
রাধা-প্রিয় সখী তিঁহো মধুর ভাণ্ডার ॥৭৯৫

এবে কলিকালে গৌর সঙ্গে নরহরি।
রাধাকৃষ্ণ প্রেমার ভাণ্ডারে অধিকারী ॥৭৯৬
তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর।
সকল সংসারে যশ ঘোষয়ে প্রচুর॥ ৯৭
শ্রীমূর্ত্তিকে নাড়ু খাওয়াইল সেই জন।
তারে অল্পবুদ্ধি করে কোন মূঢ়জন ॥৭৯৮
সহজে বৈষ্ণব নহে বর্ণের ভিতর।
কৃষ্ণ সঙ্গে যার কথা সে কৃষ্ণ কেবল ॥৭৯৯
শ্রীমূর্ত্তির সনে কথা যার অনুব্রত।
তাহারে কেমনে জানো কেমন মহত্ব ॥৮০০
যাহার চৈতন্য বৈল—মোর প্রান তুমি।
প্রকাশ করিলা যারে* অভিরাম গোস্বামী ॥৮০১
মদন বলিয়া অবতার জানাইল।
চৈতন্যের কোলে সবে তেমতি দেখিল ॥৮০২
কৃষ্ণের আবেশে নৃত্য জগ মন মোহে।
নাহি ভিনাভিন—সবে সমান সিনেহ ॥৮০৩
সর্বদা মধুর বানী বোলয়ে বদনে ॥
সর্বকাল না শুনিল উৎকট কথনে॥৯০৪
চাতুরী মাধুরী লীলা—বিলাস লাবন্য।
রসময় দেহ তার এ সংসারে ধন্য ॥৮০৫

পিতা যার মহামতি শ্রীমুকুন্দ দাস।
চৈতন্য সম্মত পথে নির্ম্মল বিশ্বাস ॥ ৮০৬
ময়ূরের পাখা দেখি রাজ-সন্নিধানে।
পড়িলেন কৃষ্ণ রূপ আকর্ষিয়া মনে ॥ ৮০৭
কে জানে কেমন রূপ চৈতন্যের সঙ্গী।
জানয়ে অনন্ত আদি যাঁরা অঙ্গ সঙ্গী ॥ ৮০৮
জীবে কি দেখিতে পায় কৃষ্ণের বৈভব।
সেই জন দেখে যাতে কৃষ্ণ অনুভব ॥ ৮০৯
কি কহিব আর অন্ত্র পারিষদ যত।
পৃথিবী আইলা সবে নাম নিব কত ॥ ৮১০
সমুদ্রের জল যদি কলসে পরমাণি।
পৃথিবীর রেণু যদি একে একে গণি ॥ ৮১১
আকাশের তারা যদি গনিবারে পারি।
তবু গোরা অবতার কহিবারে নারি ॥ ৮১২
মুই অতি অল্পবুদ্ধি কি কহিব আর।
মূরুখ হইয়া করো বেদের বিচার ॥ ৯১৩
অন্ধ যেন দৃষ্টিহীন দিব্যরত্ন চাহে।
খর্ব্ব যেন চাঁদ ধরিবারে মেলে বাহে ॥ ৮১৪
পঙ্গু যেহী লঙ্ঘিবারে করে অহঙ্কার।
ক্ষুদ্র পিপীলিকা গিরি চাহে বহিবার ॥ ৮১৫

*—প্রকাশ * * + + + গোস্বামী—
শ্রীঅভিরাম গোপাল শ্রীরঘুনন্দনের গুপ্ত মহিমা ব্যক্ত করেন। ব্রজলীলার শ্রীদাম সখা দ্বাপর যুগের দেহ লইয়াই গৌড়দেশে আসেন এবং হুগলী জেলার খানাকুল কৃষ্ণনগরে শ্রীপাট স্থাপন করিয়া জীবোদ্ধার করেন। অভিরামের প্রনামে গৌড়দেশ বিগ্রহ শূন্য হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরের মদন মোহন ও বগড়ীর কৃষ্ণরায় তাহার প্রনাম সহ্য করিয়া ছিলেন। অভিরাম প্রনাম করিয়া দৃষ্টি পাত করিলেই প্রতিমা বিদীর্ণ হইত। গৌরাঙ্গ পার্ষদগণ মধ্যে শ্রীখণ্ডে রঘুনন্দন ও নীলাচলে গোপাল গুরুকে প্রনাম করিয়া উভয়ের মহিমা ব্যক্ত করেন অভিরাম রঘুনন্দনের মিলন কেন্দ্র শ্রীখণ্ডে বড়ডাঙ্গি নামক স্থান অদ্যাপি বিরাজিত। অভিরাম শ্রীখণ্ডেগমন পূর্বক মুকুন্দ দাসের সমীপে তাহার পুত্রের দর্শন বাঞ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। অভিরামের প্রতাপ স্মরনে মুকুন্দদাস পুত্রকে দেখাইতে অস্বীকার করিলেন বিফল মনোরথ অভিরাম উক্ত বড়ডাঙ্গি নামক নির্জ্জন স্থানে গিয়া উপবেশন করেন। উক্ত স্থানে শ্রীরঘুনন্দন গিয়া উপনীত হইলে উভয়ের মিলন লীলা লীলা সংঘটিত হয়।

ঐছন হৃদয়ে আশা বিলাস আমার।
গোরা অবতার কথা করিতে প্রচার ॥ ৮১৬
করজোড় করি বলি—শুন সর্ব জন।
বাচাল করয়ে গোরা শুনে মূকজন ॥ ৮১৭
নির্জিহ্ব করয়ে সে প্রকট চাটুবানী
না পড়ি মূরুখ কহে ব্রহ্মের কাহিনী ॥ ৮১৮
পৃথিবী জনমি মহা মহাভাগবত।
কৃষ্ণের গোপত কথা করিছে বেকত ॥ ৮১৯
অকারনে করুনা করয়ে সর্ব জীবে।
মাতা যেন দুরন্ত তনয়ে পরিষেবে ॥ ৮২০
ঐছন প্রভুর দয়া দেখিয়া অগাধ।
অধম হইয়া অমৃতের করেঁ সাধ ॥ ৮২১
শ্রীনরহরি দাস দয়াময় দেহে।
পাতকী দেখিয়া দয়া বান্ধল সিনেহে ॥ ৮২২
দুরন্ত পাতকী অন্ধ দুরাচারে।
অনাথ দেখিয়া দয়া করিল আমারে ॥ ৮২৩
তাঁর দয়াবলে আর বৈষ্ণব প্রসাদে।
এই ভরসায় পুঁথি হইবে অবাধে ॥
কর জোড় করি বলি কাতর বয়ানে।
আত্ম নিবেদিয়ে মুই বৈষ্ণব চরনে ॥ ৮২৫
মোর অধিক অধম নাহি মহীমাঝে।
বৈষ্ণবের কৃপাবলে সিদ্ধ হউকাজে ॥ ৮২৬
দশনে ধরিয়া তৃন এ লোচন দাস
প্রনতি মিনতি করে পুর মোর আশ ॥ ৮২৭
সূত্র খণ্ড সায় পুঁথি শুন সর্বজন।
অবতার আদি খণ্ড কহিব এখন ॥ ৮২৮

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থে সূত্রখণ্ড সমাপ্ত।

আদিখণ্ড

প্রথম অধ্যায়।

ধানশী রাগ। দিশা।

জয় নরহরি গদাধর প্রান নাথ।
মোর প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত ॥
প্রভু গৌরচাঁদ নারে জয় জয় ॥ ১
জয় জয় গদাধর গৌরাঙ্গ নরহরি।
জয় জয় নিত্যানন্দ সর্ব্ব শক্তি ধারী ॥ ২
জয় জয় অদ্বৈত আচার্য্য মহেশ্বর।
জয় জয় গৌরাঙ্গের ভক্ত মহাবর ॥ ৩
সবার চরন ধূলি মস্তকে ধরিয়া।
আদিখণ্ড কথা কহি শুন মন দিয়া ॥ ৪
সর্ব নিজ জন যবে জনম লভিল।
সাজ সাজ বলি শব্দ ঘোষনা পড়িল ॥ ৫
পৃথিবী চলিতে আর নাহিক বিলম্ব।
আপনি ঠাকুর শচী গর্ভে অবলম্ব ॥ ৬
জয় জয় শব্দ হৈল ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া।
দেব নাগ নরে দেখে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥ ৭
কেহো যারে বলে জ্যোতির্ম্ময় সনাতন।
কেহো যারে বলে সুক্ষ্ম স্থূল নারায়ন ॥৮
কেহো যারে বলে স্থূল সুক্ষ্ম পরব্রহ্ম।
সে জন আপনে শচীগর্ভে অবলম্ব ॥ ৯

তেজোময় বায়ুরূপ গর্ভ বাঢ়ে নিতি ।
দেখিয়া অসর্ব্ব লোকের বাঢ়য়ে পিরীতি ॥ ১০
দিনে দিনে তেজবাঢ়ে শচীর শরীরে ।
দেখিয়া সকল লোক হরিষ অন্তরে ॥ ১১
না জানিয়ে কোন্ জন আইল শচী ঘরে ।
ঘরে ঘরে ইহা মানে সবাই বিচারে ॥ ১২
এক দুই তিন চারি পাঁচ ছয় মাসে ।
শচীর উদরে মহানন্দ পরকাশে ॥ ১৩
ছয় মাস পূর্ণ যবে শচীর উদর ।
অঙ্গের ছটায় ঝলমল করে ঘর ॥ ১৪
হেনই সময়ে এক অদভুত কথা ।
আচম্বিতে অদ্বৈত আচার্য্য আইল তথা ॥ ১৫
ঘরে বসি আছে জগন্নাথ দ্বিজবর্য্য ।
সম্ভ্রমে উঠিলা দেখি অদ্বৈত আচার্য্য ॥ ১৬
অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঁই সর্ব গুনধাম ।
ত্রিজগতে ধন্য তার নাহিক উপাম ॥ ১৭
দেখি মিশ্র পুরন্দর বড়ই সম্ভ্রম ।
বসিতে আসন আনি দিলেন আপনে ॥ ১৮
চরনের ধূলি নৈল মস্তক উপর ।
সম্ভ্রমে আচার্য্য কৈল বিনয় বিস্তর ॥ ১৯
পাদ প্রক্ষালনে জল দিলা শচীদেবী ।
* শচী দেখি সম্ভ্রমে উঠিলা অনুরাগী ॥ ২০
অনুরাগে রাঙ্গা দুই কমল লোচন ।
বাষ্প ঝলমল আঁখি অরুন বদন ॥ ২১
সকম্পা অধর গদ গদ কণ্ঠস্বর ।
ধরিতে না পারে অঙ্গকরে টলমল ॥ ২২
শচী প্রদক্ষিন করি করে পরনাম ।
চমকিত শচীদেবী দেখি অবিধান ॥ ২৩
জগন্নাথ সসন্দেহ শচী সবিস্মিতা ।
কি কর কি কর বলে হৃদয়ে দুঃখিতা ॥ ২৪
* জগন্নাথ বলে শুন আচার্য্য গোসাঁই ।
তোমার চরিত্র কেহো বুঝিবারে নাই ॥ ২৫
দয়া করি কহ যদি ঘুচাহ সন্দেহ ।
নহে বা এ চিন্তা অগ্নি পোড়াইবে দেহ ॥ ২৬
আচার্য্য কহয়ে শুন মিশ্র পুরন্দর ।
জানিবে সকল পাছে কহিল উত্তর ॥ ২৭
পুলকিত সব অঙ্গ জানিয়া সন্দর্ভ ।
গন্ধ চন্দনে পূজে শচীর শ্রীগর্ভ ॥২৮
সাত প্রদক্ষিন করি করে পরনাম ।
কিছু না কহিলা গেলা আপনার স্থান ২৯
এথা শচী জগন্নাথ মনে মনে গনে ।
মোর গর্ভ বন্দনা করিলা কি কারনে ॥ ৩০
আচার্য্য গোসাঁই কৈল গর্ভের বন্দনা ।
কোটি গুন তেজ শচী পাসরে আপনা ॥ ৩১

---

* শচী—শ্রীশচীদেবী শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের মাতা। শ্রীশচীদেবীর পূর্ব্বাবতার বিষয়ে শ্রীগৌরগনোদেশ দীপিকা গ্রন্থের ৩৭/৩ শ্লোকের বর্ণন—

পুরা যশোদা ব্রজরাজনন্দৌ বৃন্দাবনে প্রেমরসাকরৌ যৌ । শচী জগন্নাথ পুরন্দরাভিধৌ বভূব তুস্তৌ ন চ সংশয়োঽত্র
অমু অবিশতামেব দেবাবদিতি কশ্যপৌ । শ্রীকৌশল্যা দশরথৌ তথা শ্রীপৃশ্নিতৎ পতি ॥

ব্রজরাজনন্দ, কশ্যপ, দশরথ বসুদেব মিলনে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আবির্ভাব। ব্রজের যশোমতী কশ্যপ গৃহিনী কৌশ[ল্যা] দেবকী পৃশ্নি মিলনেই শ্রীশচী দেবীর আবির্ভাব। শ্রীশচীদেবীর পিতা নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী। ভ্রাতা যোগেশ্বর পণ্ডিত, রত্নাগর্ভা[চা]ভগ্নি সর্ব্বজায়া পুত্র বিশ্বরূপ ও বিশ্বম্ভর।

সবস্থুখময় দেখে না দেখয়ে দুখ।
সর্ব্ব দেবগণ দেখে আপন সন্মুখ॥ ৩২
ব্রহ্মা শিবশক্র আদি যত দেবগণ।
উদর সন্মুখে সবে করয়ে স্তবন॥৩৩
জয়জয় অনন্ত অদ্বৈত সনাতন।
জয়াচ্যুতানন্দ নিত্যানন্দ জনার্দ্দন॥৩৪
জয় সত্ত্ব রজস্তম প্রকৃতির পর।
জয় মহাবিষ্ণু কারণ সমুদ্র ভিতর॥৩৫
জয় পরব্যোম নাথ মহিমা বিস্তার।
জয় সত্ত্ব পর সত্ত্ব বিষ্ণুসত্ত্বাকার॥৩৬
জয় গোলোকের প্রতি রাধার নাগর।
জয় জয় অনন্ত বৈকুণ্ঠ অধীশ্বর॥৩৭
জয় জয় নিশ্চিন্ত পহুঁ ধীর ললিত।
জয় জয় সর্ব মনোহর নন্দ সুত॥৩৮
এবে কলিযুগে শচী গর্ভেতে প্রকাশ।
আপনে ভুঞ্জিতে আইলা আপন বিলাস॥৩৯
জয় জয় পরানন্দ দাতা গুহে প্রভু।
এ হেন করুণা আর নাহি হয় কভু ৪০॥
আপনি আপন দাতা হৈলা কলিকালে।
পাত্রাপাত্র বিচার না হবে গদাধরে॥৪১

যে প্রেম যাচিঞা করেঁ। আমরা সব দেবে।
না পাইলুঁ লব লেশ গন্ধ অনুভবে॥৪২
সে প্রেম মধুর রস আপনি খাইয়া।
ভুঞ্জাইবে আচণ্ডালে—দোষ না দেখিয়া॥৪৩
তুয়া প্রেম লব লেশ মোর যেন পাই।
তোর সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ গুন যেন গাই॥৪৪
জয় জয় সংকীর্ত্তন দাতা গৌরহরি।
ইহা বলি দেবগণ প্রদক্ষিণ করি॥৪৫
চারি মুখে ব্রহ্মা করে বহুবিধ স্তুতি।
তরাসিল শচীদেবী চমকিত মতি॥৪৬
সর্বজীবে দয়া ভেল শচীর অন্তরে।
আত্মজ্ঞানে দয়া করে—নাহি ভিন্ন পরে॥৪৭
দশমাস পুর্ণ হৈল গর্ভ দিশে দিশে।
আপনা পাসরে দেবী মনের হরিষে॥৪৮
শুভদিন শুভক্ষণ পৌর্ণমাসী তিথি।
ফাল্গুনের শুভনিশি হিমকর দ্যুতি॥৪৯
রাহু চন্দ্র গরাসয়ে অদভুত বেলে।
উঠিল চৌদিক ভরি হরি হরি বোলে॥৫০
চৌদিক ভরল আর দিব্য চারু গন্ধে।
পরসন্ন দশদিক বায়ু মন্দ-মন্দে॥৫১

---

* জগন্নাথ—শ্রীজগন্নাথ মিশ্র শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের পিতা ব্রজরাজনন্দ, কশ্যপ, দশরথ, বসুদেবের মিলনেই শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আবির্ভাব। শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের পিতৃবংশ পরিচয় যথা—

তথাহি প্রেমবিলসের ২৪ বিলাস—

বাৎস্য মুনিবংশ বৈদিক বিশুদ্ধ মিশ্র নাম। তাঁর পুত্র মধুমিশ্র শ্রীহট্টে কৈলধাম॥
ব্রাহ্মনের বসতি স্থান বড়গঙ্গা গ্রামে। বিয়ে করি মধুমিশ্র রৈল সেইগ্রামে॥
ক্রমে চারি পুত্র হৈল পণ্ডিত প্রধান। উপেন্দ্র, রঙ্গদ, কীর্ত্তিরান নাম॥
উপেন্দ্র মিশ্রের পত্নী কমলাবতী নাম। সপ্তপুত্র হৈল তাঁর পণ্ডিত প্রধান।
কংসারি পরমানন্দ আর জগন্নাথ। পাদ্মনাভ সর্বেশ্বর, জনার্দ্দন ত্রৈলোক্য নাথ॥
জগন্নাথ হৈল মিশ্র পুরন্দর পদ্ধতি। গঙ্গাতীরে আসি নবদ্বীপে করিলা বসতি॥

ষড় ঋতু উদয় ভৈগেল সেই কালে ॥
প্রভু শুভজন্ম পৃথিবীতে হেন বেলে ।৫২
অন্তরীক্ষে দেবগণ দিব্য যানে চায় ।
গোরা অঙ্গ দেখিবারে অনুরাগে ধায় ॥৫৩
একমাত্র শুনি ধ্বনি হরি হরি বোল ।
জন্মমাত্র প্রকট করিল প্রভু মোর ।৫৪
শচীর উদরে মহাবৈকুণ্ঠ সম্পদ ।
আনন্দে বিভোর দেবী বলে গদ গদ ।৫৫
জগন্নাথ পণ্ডিতেরে ডাকে হাত সানে ।
জনম সফল-দেখ পুত্রের বয়ানে ॥৫৬
পুরনারীগণ জয় জয় দেই সুখে ।
আনন্দে বিভোর সবে দেখিয়া বালকে ॥৫৭
বেদ-দেব-নাগকন্যা সবাই আইলা ।
দেখিয়া গৌরাঙ্গ জয় জয়ধ্বনি কৈলা ॥৫৮
গৌর নাগরিমা গন্ধে ভরিল ব্রহ্মাণ্ড ।
প্রতি অঙ্গে রসরাশি অমিয়া অখণ্ড ॥৫৯
দেখিতে দেখিতে সবার জুড়াইল নয়ান ॥
সবার মনে হৈল—এই নাগরীর প্রান ।৬০
এ হেন বালক কভু নাহি দেখি শুনি ।
ইহারে দেখিয়া প্রান কি করে না জানি ।৬১
মানুষের হেন চিন না দেখিয়ে কিছু ।
দিব্য-বিলাসিনী কহে —জানিব ইহা পাছু ॥৬২
জগন্নাথ বিভোর দেখিয়া পুত্র মুখ ।
ব্রহ্মাণ্ডে না ধরে তার অন্তর কৌতুক ।৬৩
কত চান্দ উদয় দেখিয়ে মুখখানি ॥
প্রফুল্ল কমল দল বয়ান বাখানি ।৬৪
উন্নত নাসিকা তিল কুসুম জিনিয়া ।
ঝলমল গোরা-অঙ্গ কিরণ অমিয়া ॥৬৫
অধর অরুন আর চারু গণ্ড - দ্যুতি ।
সুন্দর চিবুক দেখি উঠয়ে পিরীতি ।৬৬

সিংহগ্রীব গজস্কন্ধ বিশাল হৃদয ।
অজানু লম্বিত ভুজ তনু রসময় ॥৬৭
বিশাল নিতম্ব উরু কদলী সে যেন ।
অরুন কমল দল দুখানি চরণ ॥৬৮
ধ্বজ-বজ্র ঙ্কুশ সে পঙ্কজ পদতলে ।
রথ ছত্র চামর স্বস্তিক জম্বুফলে ॥৬৯
উর্দ্ধরেখা ত্রিকোন কুঞ্জর কুম্ভবরে ।
সব অপরূপ রূপ অমিয়া উগরে ॥ ৭০
হেন অদভুত রূপ পৃথিবীর মাঝে ।
মহারাজ রাজাধিক লক্ষন বিরাজে ॥৭১
ইন্দ্র চন্দ্র ব্রহ্মা আদি যত দেবগন ।
পৃথিবী আইলা সবে কৌতুক কারন ॥ ৭২
নয়ানে লাগিল সবার অমিয়া অঞ্জন ।
চির অনুরাগে করে প্রিয় দরশন ॥ ৭৩
জন্মমাত্র বালক হইল যেই দেখা ।
ছিল যেন কত কাল পুরুবের সখা ॥ ৭৪
প্রতি অঙ্গে অমিয়া সঞ্চরে রাশি রাশি ।
নিরখিতে নয়ানে হৃদয়ে হেন বাসি ॥ ৭৫
বালক দেখিয়া বুক ভরল আনন্দে
আলসল অঙ্গ শ্লথ হৈলে নীবি বন্ধে ॥ ৭৬
জন্মমাত্র বালক দেখিল এইক্ষনে ।
কত কোটি কাম জিনি সুন্দর বদনে ॥ ৭৭
হেন অনুমনি সবে দেই জয় জয় ।
স্বরূপে মানুষ নহে শচী তনয় ॥ ৭৮
অভিনব কামদেব শচীর নন্দন ।
শ্রবয়ে অমিয়া করয়ে ক্রন্দন ॥ ৭৯
আপনে গোলোক নাথ কৈল অবতার ।
নির্দ্ধারিল নারীগন অনুমান সার ॥ ৮০
সব লোক—নাথ এই অবনী প্রকাশ ।
আনন্দে বিভোর কহে এ লোচন দাস ॥ ৮১

মঙ্গল গুর্জ্জরী রাগ।

শচী মিশ্র পুরন্দর, আনন্দে গরগর,
গদগদ ভেল কণ্ঠস্বরে।
ইষ্ট কুটুম্ব আনি, বোলয়ে মধুর বানী,
অবিলম্বে পুত্রোৎসব করে॥ ৮২

মঙ্গল কর উচ্ছাহ।
আনন্দে শচীর মন্দির গোরাগুন গাহ।
নাহারে আরে আরে হয় মূর্চ্ছা ধ্রু॥ ৮৩

জয় জয় জয়, চৌদিকে সুখময়,
আনন্দে ভরল নগরী।
কুলবধূ যত, আওল শত শত,
বিলায় সিন্দুর পিঠালি॥ ৮৪
পুত্র করি কোলে, আনন্দে প্রেমভরে,
গদগদ বলে শচীদেবী।
আশীর্ব্বাদ কর, পদধূলি দেহ,
বালক হউ চিরজীবী॥ ৮৫
বালক নহে মোর, আপন বলি বর,
দেহ না সব নারীগনে।
অমিয় অধিক দেহ, পরিনাম বিপর্য্যয়,
নিমাই বলিয়া থুইল নামে॥ ৮৬
ত্র অষ্ট দিবসে, শিশু গনে সন্তোষে,
বিলায়ই এ অষ্ট কলাই
নবরাত্রি মহোৎব, আনন্দময় সব,
বাজয়ে আনন্দ বাধাই॥ ৮৭
বাঢ়য়ে দিনে দিনে, শচীর নন্দনে,
অবনী পূনিমার চাঁদে।
কাজরে উজোর॥ নয়ান যুগল,
গোরোচনা তিলক সুছাঁদে॥ ৮৮
এ কর চরন, সঘনে চালন,
ঈষত হাসয়ে মুচকি।
শচী জগন্নাথ দেখি অদভুত,
নিরখে অনিমিখ আঁখি॥ ৮৯
শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জন, করে নিতি নিতি,
সুগন্ধি হৈল হরিদ্রা।
বদন চুম্বয়ে, হিয়া ভরি থোয়ে,
ধন্য শচী সুচরিত্রা॥ ৯০
ঐছন দিনে দিনে, বাঢ়য়ে অনুক্ষনে,
আনন্দ নদীয়া নগরে।
কিবা দিবা রাতি, নাজানে বার তিথি,
প্রেমায় আপনা পাসরে॥ ৯১
নদীয়া নগরে আনন্দ ঘরে ঘরে,
না জানি কি নারী পুরুষে।
বাল বৃদ্ধ অন্ধ, প্রেম পরবন্ধ,
মাতল অতুল হরিষে॥ ৯২
শারদ শশী জিনি, বদন অনুমানি,
মদন সদন বিরাজে।
যুবতী যত ছিল, উমতী সবে গেল,
ছাড়ল গুরু গৃহ কাজে॥ ৯৩
দিনে তিন বেরি, ধায়ে পুরনারী,
বালক দেখিবার তরে।
দেখি দেখি বলি, সবেই কোলে করি,
পুলক ভরে কলেবরে॥ ৯৪
ছন দিনে দিনে, প্রতি ক্ষনে ক্ষনে,
আনন্দ কহিল না যায়।
নরহরি দাস, পদ করি আশ,
লোচন দাস গুন গায়॥ ৯৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাল্যলীলা

সিন্ধুড়া রাগ

এইমত দিনে দিনে শচীর কুমার।
বাড়য়ে শরীর যেন অমিয়ার সার ॥ ১
কি দিব উপমা তার দিতে নাহি পারি।
খলবল করে প্রান কহিতে না পারি ॥ ২
নিতি ষোল কলা পূর্ণ ইন্দু মুখচন্দ্র।
সাধে দেখিবারে ধায় জনমের অন্ধ ॥ ৩
রাঙ্গা সে অধরভরা মুচকি হাসিতে।
অমিয়া সায়র যেন হিল্লোল সহিতে ॥ ৪
রসে ডুবুডুবু রাতা নয়ন যুগল।
কাজর অমিয়া পঙ্কে কে বাঁধ বাঁধল ॥
শচী পূণ্যবতী জগন্নাথ ভাগ্যবান্।
সাদরে নিরখে দোঁহে পুত্রের বয়ান ॥ ৬
ক্ষনে কান্দে ক্ষনে হাসে ক্ষনে খটি করে।
ক্ষনে কোলে ক্ষনে দোহে হিয়ার উপরে ॥
শচী স্তনযুগে দুটি চরন রাখিয়া।
দোলে যেন সোনার লতিকা বায়ু পাইয়া।
অতি দীর্ঘ নয়ান সুন্দর অট্টহাসি।
অধরে অমিয়া রাশি যেন পড়ে খসি ॥ ৯
নাসিকা শুকের ওষ্ঠ জিনি মনোহর।
গণ্ডযুগ জ্যোতির্ময় গঠন সুন্দর ॥ ১০
এক দুই তিন চারি পাঁচ মাসে।
নামকরন হৈল অন্নপ্রাশন দিবসে ॥ ১১
পুত্র মহোৎসব করে মিশ্র পুরন্দর।
অলঙ্কারে ভুষিত সোনার কলেবর ॥ ১২
অঙ্গদ কঙ্কন করে গলে মতি হার।
কটিস্বর্ণ শিকলি মগরা পায়ে আর ॥ ১৩
মাড়িল হিঙ্গুল যেন কর পদ তল।
অধর বান্ধুলী আঁখি রাতা উতপল ॥ ১৪
বিজুরী মাজিল গোরা অঙ্গে ঠাঁই ঠাঁই।
ঝলমল অঙ্গতেজ চাহিতে না পাই ॥ ১৫
বিশ্বপালনে থুইল বিশ্বম্ভর নাম।
সরস্বতী সংবাদে যে পুরুষ প্রধান ॥ ১৬
ক্ষনে পিতামাতা কর অঙ্গুলি ধরিয়া।
অথির শরীর পড়ে পদ দুই গিয়া ॥
অবেকত আধ আধ লহু লহু বলে।
চাঁদের সায়রে যেন অমিয়া উথলে ॥
এইমত দিনে দিনে আঙ্গিনা বেড়ায়।
ঘুচিল বিবিধ তাপ জগত জুড়ায় ॥ ১৯
লখিমী ললিত পদ ধরনীর কোলে।
প্রেমেতে পৃথিবী দেব আপনা পাসরে ॥ ২০
গগনেতে এক চান্দ ভুমে দশচাঁদ।
কিরনের তেজে সে আঁখি পাইল আন্ধ ॥ ২১
আর দশ চাঁদ কর অঙ্গুলির আগে।
পাতকী দেখিতে হিয়া আন্ধিয়ার ভাগে ॥ ২২
শ্রীমুখ চাঁদ কত কোটি চাঁদের রাজা।
ভুরু কামধনু দিয়া কাম কৈল পূজা ॥ ২৩
কি কহিব আর তার করুনা চন্দ্রিমা।
অন্তর তিমির কাটে নাহি করে ক্ষমা ॥ ২৪
কে কহিতে পারে তার বালক চরিত্র।
লৌকিক আচারে কৈল সংসার পবিত্র ॥ ২৫
অগ্রজ যাহার বিশ্বরূপ মহাশয়।
অল্পকালে সর্ব্ব শাস্ত্র জানয়ে আশয় ॥ ২৬
তাঁহার মহিমা তত্ত্বকে কহিতে পারে।
যাঁহার অনুজ মহাপ্রভু বিশ্বম্ভরে ॥ ২৭

দিনে দিনে করে প্রভু করুনা প্রকাশ।
শুনি আনন্দিত হিয়া এলোচন দাস॥ ২৮

বরাড়ী রাগ।

চাঁদ চাঁদ চাঁদ গগন উপরে,
কে পড়ি আনিয়া দিব
কলঙ্ক মুছিয়া আমার গোরার,
কপালে চিত্র লিখিব॥ ২৯
আয় আয় চাঁদ আয় আমার সোনার সুত,
চাঁদের লাগিয়া কাঁদে।
আখটি করিতে, নিমাইর বোল
অমিয়া অধিক লাগে॥
এখনি আসিবে, নিমাইর বাপ
ক্ষীর কদলক লৈয়া।
হের আসিছে বাছা, হাউ তুরন্তরে,
নিঁদ যাহ আঁখি মুদিয়া॥ ৩১
সোনার পদ্মমুখ, রাতা পদ্ম আঁখি,
আধ মুদিত তারা।
হেন বুঝি পারা, মৌয়ের পাথারে,
ডুবিল আধ ভ্রমরা॥ ৩২
পাটের গিলাপ, নেতের তুরি,
রচিয়া শয্যাখানি।
পুত্র কোলে করি, পাথালি হইয়া,
শুতিল শচী ঠাকুরানী॥ ৩৩
এক স্তন মুখে, রহি রহি চাখে,
অঙ্গুলি নাড়য়ে আর।
লোচন বলে সব, দেব শিরোমনি,
বালক রূপেতে বিহার॥ ৩৪

ধানশী রাগ দিশা

আরে আরে হয়া মূর্চ্ছা।

হেন অদভুত কথা, শুন গোরা গুনগাথা,
শ্রবন মঙ্গল গোরা নাম রে।
ও কি আরে ও কি আরে আরে হর হর॥ ৩৫
আর একদিন কথা শুন সাবধানে।
আপনা প্রকাশ প্রভু কৈল যেনমনে॥ ৩৬
এক গৃহে জগন্নাথ গৃহান্তরে শচী।
পুত্র কোলে করি দেবী সুখে আছে শুতি॥
শূন্য ঘরে কত সৈন্য সামন্ত ভরিল।
ঐছন দেখিয়া শচী ত্রাসিত হৈল॥ ৩৮
যত দেবগন আসি শচী কোল হৈতে।
বসাইল রত্ন সিংহাসনেতে ত্বরিতে॥
অভিষেক করি নানাবিধ পুজা করি।
প্রদক্ষিন করি পড়ে চরনেতে ধরি॥ ৪০
শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি সবে করে বার বার।
জয় জয় ধ্বনি সবে করিছে বিস্তার॥ ৪১
জয় জয় জগন্নাথ সবার পালন।
কলিযুগে সবাকারে করিবে পোষন॥ ৪২
বৃন্দাবন-ধন-রস দিবে সবাকারে।
নিবেদন তোমার চরণে বিশ্বম্ভরে ৪৩
দেখি শচীমাতা বারম্বার চমকিত।
পুত্র পুত্র করি শচী ভেল মহাভীত॥ ৪৪
আপনারে নাহি ভয় পুত্রগত প্রাণ।
বালক পাঠাইয়া দিল জগন্নাথ স্থান॥ ৪৫
তোর পিতা শুতি আছে ঐ দেব-ঘরে।
তথা গিয়া সুখে নিদ্রা যাহ তার কোলে॥ ৪৬
চলিলা ত গোরাচাঁদ মায়ের বচনে।
নূপুরের ধ্বনি শুনি শূন্য চরনে॥ ৪৭

বাহিরে আইলা যবে দেব শিরোমণি।
সকল দেবতা আইলা পাছে জোড় পানি ॥ ৪৮
প্রভু কহে দেবগন ! নাচাহ আমারে।
গাও রাধাকৃষ্ণ লীলা—কহিল সবারে ॥ ৪৯
দেবে রাধা কৃষ্ণ প্রেম গানেতে মিশাইয়া।
দিলেন আনন্দে গৌরচন্দ্র সে ধরিয়া ॥৫০
আপনে কান্দেন কান্দায়েন দেবগণে।
রাধা রাধা গোবিন্দ প্রভু বলিছে আপনে ॥৫১
কালিন্দী যমুনা বৃন্দাবন বলি ডাকে।
রাধা রাধা বলিয়া ডাকয়ে প্রেম মুখে ॥৫২
দেখিয়া পুত্রের লীলা মূর্চ্ছা শচী পাইলা।
শব্দ শুনি জগন্নাথ অধীর হৈলা ॥৫৩
জগন্নাথ ডাকে—শচী কিনা ধ্বনি শুনি।
উচ্চস্বরে ডাকে তরাসিত শচীরাণী ॥৫৪
বাহিরে আসিয়া দোঁহে পুত্র কৈল কোলে ॥
শূন্য চরণ দেখি আপনা পাসরে ॥৫৫
তঁহি ক্ষণে কৃষ্ণের চরিত্র মনে পড়ে।
শচীদেবী কহিল যে দেখিল নিজ ঘরে ॥৫৬
চারিমুখ পাঁচমুখ আদি যত দেবা।
দিব্য যানে আসি কৈল বালকের সেবা ॥৫৭
প্রাঙ্গনে নাচিল পুত্র রাধাকৃষ্ণ বলি।
আমি সে শুনিল—স্বপ্ন হেন মনে করি ॥৫৮
দেখিয়া তরাসে তব ঠাঁই পাঠাইল।
শূন্য-চরণে নূপুর শবদ শুনিল ॥৫৯
এমত্ত বালক দিব্য মূরত্তি সুঠান।
না জানি কখন কেবা করয়ে কুজ্ঞান ॥৬০
সাত্তকন্যা মরি মোর এইটি ছাওয়াল।
ইহার সে কিছু হৈলে না জীব মো আর ॥৬১
সাত পাঁচ নাহি মোর এই আঁখির তারা।
আন্ধলের নড়ি যেন এই ধন মোরা ॥৬২
ঘর সরবস ধন দেহ আত্মা তনু !
না রহে জীবন মোর গোরাচাঁদ বিনু ॥৬৩
বিঘ্ন বিনাশন হেতু প্রকার সে চিন্ত।
বালক মঙ্গল করুক দেব আদি অন্ত ॥৬৪
হেন মনে অনুমানে রাত্রি প্রভাতে ॥
খেলায় শচীর সুত বালক সহিতে ।৬৫
ক্ষনে অঙ্গিনায় লুঠি ধূলায় ধূসর ॥
দেখিয়া জননী কিছু বোলয়ে কাতর। ৬৬
সোনার পুত্তলী তনু বদন সুছাঁদ।
উপমা দিবারে নারি আকাশের চাঁদ ॥৬৭
এ হেন সুন্দর গায় ধুলায় পড়িয়া।
লুটাও বলহ কেনে মায়ের মাথা খাইয়া ॥৬৮
ইহা বলি ধূলা ঝাড়ি চুম্বয়ে বদন।
পুলকে পূরল অঙ্গ-সজল লোচন ॥৬৯
তবে আর কতদিনে শচীর নন্দন।
বয়স্য সহিতে করে বাহিরে পর্যটন ৭০
গঙ্গাকূলে তরুমূলে খেলাইয়া বেড়ায়।
খেলায় মর্কট খেলা এক চরণে যায় ॥৭১
শুনিলেন শচী গঙ্গাতীরে গৌরহরি।
ধরিতে চলিলা দেবী হাতে ছড়ি করি ॥৭২
জানুর উপরে জানু রহে এক পদে।
দেখিয়া জননী ডাকে উৎকট শবদে ॥ ৭৩
মায়েরে দেখিয়া প্রভু পলাইয়াযায়।
মাতিল কুঞ্জর যেন উলটিয়া চায় ॥ ৭৪
ধরধর বলি ডাক ছাড়ে শচীরানী।
আগে আগে ধায় মোর প্রভু দ্বিজমনি ॥ ৭৫
ধরিবারে শচী যায় ধরিতে না পারে।
ধাইয়া সান্তাইল গিয়া ঘরের ভিতরে ॥ ৭৬

ঘর মধ্যে যত ভাণ্ড ভাজন আছিল ।
ধর ধর করিতে সর্ব্ব আছাড়ি ভাঙ্গিল ॥ ৭৭
নাসায় অঙ্গুলি শচী দাঁড়াইয়া চাহে
হেঁট বদন করি প্রভু বিশ্বম্ভর রহে ॥ ৭৮
অতি বড় কম্পিত হইল লজ্জা ভরে ।
রোদন করয়ে প্রভু অশ্রুনেত্রে ঝরে ॥ ৭৯
চন্দ্রের উপরে যেন খঞ্জন বসিয়া
উগারয়েমক্তিহার যেমন গিলিয়া ॥ ৮০
দেখি গৌর মুখ প্রেম পূর্ণ হৈয়া ।
আইস কোলে করি বলে মোর ছুললিয়া ॥ ৮১
করে ধরি কোলে করি বলে শচী রানী ।
ঘর সরবস যাউ তোমার নিছনি ॥ ৮২
এইমতে নানা লীলা করে গৌর হরি ।
বুঝিতে না পারে শচী পুত্রের চাতুরী ॥ ৮৩
লোক বেদ অগোচর চরিত্র আপার ।
উদ্ধত জানিল শচী না বুঝি বেভার ॥ ৮৪
সুদৃঢ় চঞ্চল পুত্র জানিল নিমাই ।
ছুঃখ ভাবে শচীদেবী সোঙরে গোসাঁই ॥ ৮৫
আর দিনে পরিনত আনি যত নারী ।
পুছিলেন সবাকারে অনুনয় করি ॥ ৮৬
কত সাধে পুত্র মোরে দিলেন গোসাঁই ।
ক্ষিপ্তমত আচরন বুদ্ধি কিছু নাই ॥ ৭৮
এক করে আর বলে বুঝিতে না পারি ।
আচার বিচার কিছু নাকরে বিচারি ॥ ৮৮
শুনি সবে কান্দিতে লাগিলা ছুঃখ ভরে ।
কোলে করি গোরাচাঁদে সবে মেলি বলে ॥ ৮৮
কেনে কেনে বাপ কর এত অমঙ্গল ।
শুনি বিশ্বম্ভর হৈলা অত্যন্ত চঞ্চল ॥ ৯০
দেখি নারীগন ব্যথা পাইল অন্তরে ।
শচী যে কহিল তাহা দেখিল সত্বরে ॥ ৯১

কবে হৈতে এমত হইল পুত্র তোর ।
শচী বলে না পারি কহিতে কিছু ওর ॥৯২
একদিন রাত্রে পুত্র ছিনু কোলে করি ।
আসি সব দেবতা রহিল ঘর ভরি ॥ ৯৩
দিব্য সিংহাসনে মোর নিমাই রাখিয়া ।
দণ্ডবত করে তারা ভূমিতে পড়িয়া ॥ ৯৪
জাগিয়া দেখিনু মুই এত চমৎ কার ।
সেই হৈতে কিবা তন্ত্র হইল ইহার ॥ ৯৫
শুনি সবে এই সত্য বলিলেন রানী ।
কেনো দেব ইহাতে রহয়ে অনুমানি ॥ ৯৬
সব দেব নামে এক যজ্ঞ আরম্ভিয়া ।
বিপ্র সব লৈয়া আইস মিশ্রেরে বলিয়া ॥
স্বস্ত্যয়ন করি কর বালক কল্যান ।
পূজা পাইয়া দেব যেন যায়নিজ স্থান ॥ ৯৮
চিন্তা না করিহ শচী কহিল নিশ্চয় ।
পুজা পাইলে দেব তোরে করিব অভয় ॥ ৯৯
সবারে বিদায় দিল পদ ধূলি লৈয়া ।
কহিলেন শচীসব মিশ্রেরে যাইয়া ॥ ১০০
শুনি মিশ্র সচিন্তিত দ্রব্য সব করি ।
যজ্ঞ করে ব্রাহ্মনের গনকে আহরি ॥ ১০১
তবে শচী গৌর লৈয়া গেলা গঙ্গা স্নানে ।
চঞ্চল ঘুচিল পুত্র এই করি মনে ॥ ১০২
শচী আগে আগে যায় বিশ্বম্ভর রায় ।
খেলিতে খেলিতে সে অশুচি দেশেযায় ॥ ১০৩
ত্যক্ত ভাণ্ড পরশ করিয়া চলি যায় ।
দেখিয়াজননী দেবী করে হায় হায় ॥ ১০৪
অধিক চঞ্চল পুত্র হইল আমার ।
স্বস্ত্যয়নের ধর্ম্মে আর হইল বিস্তার ॥ ১০৫
ছি ছি বলিয়া ডাকে বলে কটুত্তর ।
শুনিয়া সদয় বানী কহে বিশ্বম্ভর ॥ ১০৬

কি শুচি অশুচি কিবা ধর্ম্ম ধর্ম্মের তত্ত্ব।
না বুঝি বিচার কিছু মরয়ে জগত ॥ ১০৭
ক্ষিতি জল বায়ু অগ্নি আকাশ আকার।
জগতে যতেক ইহা বহি নাহি আর ॥ ১০৮
শ্রীকৃষ্ণ চরন বহি নাহি অন্য ধর্ম্ম।
তা বিনু সকল মিছা কহিল এমর্ম্ম ॥ ১০৯
ইহা শুনি শচীদেবী বিস্ময় হইয়া।
সুর নদী স্নান কৈলা বিশ্বম্ভর লৈয়া ॥ ১১০
ঘরে আসি শচীদেবী জগন্নাথে কয়।
বালক চরিত্র কিছু শুন মহাশয় ১১১
সর্ব্ব যজ্ঞময় এই তোমার তনয়।
নিশ্চয়ে জানিল এই ভিন্ন কিছু নয় ১১২
অশুচি দেশেতে গিয়া কহে হেন বার্ত্তা।
না দেখিল না শুনিল বালকের কথা ১১৩
ইহা শুনি জগন্নাথ পুত্র কোলে কৈল।
ছুঁইল অশুচি দেশ সব ভাল হৈল ॥ ১১৪
কুলের প্রদীপ মোর নয়নের তারা।
এ দেহের আত্মা তোমা বহি নাহি মোরা ॥ ১১৫
ইহা বলি দোঁহে পুত্র বদন নেহারে।
প্রেমে গর গর তনু আপনা পাসরে ॥ ১১৬
অরুন নয়নে অশ্রু শতধারা গলে।
পুলকিত সব অঙ্গ আধ আধ বলে ॥ ১১৭
তবে সেই বিশ্বম্ভর বিশ্বরূপ সনে।
খেলায় বিবিধ খেলা এ গীত বচনে ॥ ১১৮
ইন্দ্র উপেন্দ্র যেন দুই সহোদর।
দেখ শচী জগন্নাথ হরিষ অন্তর ॥ ১১৯
দোঁহে দোঁহার মুখ দেখি উপজিল হাস।
গোরাগুন গায় সুখে এ লোচন দাস ॥ ১২০
শ্রী রাগ দিশা
ও কি হোরে গৌরাঙ্গ জয় জয় ॥ মূর্চ্ছা ॥
ও কি আরে মোর গৌরাঙ্গ প্রেম অমিয়া আনন্দ।
কিনা মোর গৌরাঙ্গ কি আরে জয় জয় ॥ ধ্রু ॥
এই মনে দিনে দিনে ক্ষনে ক্ষনে আন।
বাড়য়ে শরীর যেন সুমেরু বন্ধান ॥ ১২২
অমৃতের ধারা যেন বচন মাধুরী।
শুনে শচীদেবী অতি মনে কুতুহলী ॥ ১২৩
কথা ছলে কথা শুনিবারে চাহে রানী।
প্রভু কহে শুনিতে না পাই তোর বানী ॥ ১২৪
উচ্চ করি শুচী ডাকে মহাকুতুহলী।
শুনিতে না পাই কহে গোরা বনমালী ॥ ১২৫
বাৎসল্য ভাবেতে মুগ্ধা হৈলা শচীমাতা।
ক্রোধ করি ছাট লৈয়া যায় উনমতা ॥ ১২৬
আজি বাক্য নাহি শুন উদ্ধতের মত।
বৃদ্ধকালে তুমি মোরে নাহি দিবে ভাত ॥১২৭
এই বাক্য শুনি প্রভু শচীর নন্দন।
খটি করি না শুনিলা মায়ের বচন ॥ ১২৮
রুষিলা সে শচীদেবী চাহে এক দিঠে।
ধাইয়া মারিবারে যায় হাতে লৈয়া ছাটে।
ধাইয়া গোরাচাঁদ গেলা অশুচির স্থানে।
ত্যক্ত মৃত্তিকার ভাণ্ড বর্জ্জয়ে যেখানে ॥ ১২৯
দেখিয়া জননী নিজ শিরে কর হানি।
হাহাকার করে দেবী বলে কটু বানী ॥ ৩০২
অধিক সে বিশ্বম্ভর রুষিল হিয়ায়।
উপরি উপরি ভাণ্ডে উঠিয়া দাঁড়ায় ॥ ১৩১
কুপিত বচন শুনি করে বিপরীত।
বুঝিয়া জননী কিছু করয়ে পিরীত ॥ ১৩৩
আইস আইস বাপ। ছাড় জুগুপ্সিত কর্ম্ম।
এ নহে উচিত তোর ব্রাহ্মনের ধর্ম্ম ॥ ১৩৪
ব্রাহ্মন কুমার তুহে কুলীনের পুত্র।
শুনি কি বলিব লোকে কুৎসিত চরিত্র ॥ ১৩৫

আইস আইস বাপ স্নান কর গঙ্গাজলে।
মায়ের পরান ফাটে চড় সিয়া কোলে ॥ ১৩৬
নহে বা মরিব এই গঙ্গায় ঝাপ দিয়া।
এ ঘরে ও ঘরে যেন বেড়াস্ কান্দিয়া ॥ ১৩৭
কষিত এ দশবান সুবরন তনু।
এ হেন সুন্দর গায় কালি মাখ কেনু ॥১৩৮
অশুচি কুৎসিত স্থান ছাড় বাপ। মোর।
চান্দের কলঙ্ক যেন গায়ে কালি তোর ॥ ১৩৯
শুনিয়া রুষিল বিশ্বম্ভর গুনরাশি।
বারে বারে কহোঁ তোরে তবুসে বুঝসি ॥১৪০
অশুচি অশুচি করি বোলসি কুবোল।
কি শুচি অশুচি বিচারহ আগে মোর ॥ ১৪১
ইহা বলি সম্মুখে ইষ্টকা লই হাতে।
ইষ্টকে প্রহার কৈল জননীর মাথে ॥ ১৪২
ইষ্টক প্রহারে মূর্চ্ছা পাইলা শচীরানী
" মা মা " বলিয়া পুন কান্দয়ে আপনি।
কান্দনার বোল শুনি পুর নারী গন।
নিকটে যে ছিল ধাইয়া আইল তখন ॥ ১৪৪
গঙ্গাজল মুখে দিয়া সচেতন কৈল।
সংজ্ঞামাত্র বিশ্বম্ভর বলিয়া ডাকিল ॥ ১৪৬
বাহু পাসরিয়া শচী পুত্র কোলে কৈল।
মূর্চ্ছিত হইয়া পূর্বজ্ঞান পাসরিল ॥ ১৪৭
কান্দয়ে সে বিশ্বম্ভর মায়েরে দেখিয়া।
তঁহি এক দিব্য নারী কহিল হাসিয়া ॥ ২৪৮
চিবুকে ধরিয়া বিশ্বম্ভরে বলে বানী।
নারিকেল ফল দুই মায়ে দেহ আনি ॥ ১৪৮
তবে সে জীয়বে শচী এই তোর মাতা।
নহে বা মরিল ত্রই শুন মোর কথা ॥ ১৪৯
ইহা শুনি বিশ্বম্ভর হরিষ হইল।
তখনি যুগল নারিকেল আনি দিল ॥ ১৫০

তৎকাল গলিত বৃন্ত স্নিগ্ধ সোনাবান।
নারিকেল দুই আনি দিলা মায়ের স্থান ॥ ১৫১
দেখিয়া সে নারীগন বিস্ময় হইল।
এইখানে শিশু নারিকেল কোথাপাইল
॥ ১৫২
তঁহি এক দিব্য নারী বিলাসিনী আছে।
লহু লহু বোলে গোরাচাঁদে কিছু পুছে ॥ ১৫৩
শিশু হৈয়া নারিকেল কোথা পাইলে তুমি।
তোমার চরিএ কিছু বুঝিয়াছি আমি ॥ ১৫৪
ঐছন শুনিয়া বানী বিশ্বম্ভর রায়।
হুহুঙ্কার করিধয়ে মায়েয় গলায় ॥ ১৫৫
সচেতন হৈয়া শচী পুত্র কৈল কোলে।
লাখ লাখ চুম্ব দিল বদন কমলে ॥ ১৫৬
বয়ান মুছিল অঙ্গ বসন অঞ্চলে।
শ্রী অঙ্গ মার্জ্জন কৈল সুরনদী জলে ॥ ১৫৭
স্নান করাইল গঙ্গাজল অভিষেকে।
অন্তর বিস্ময়ে পুত্র বদন নিরীখে ॥ ১৫৮
সমুদ্র গম্ভীর কোটি দিনকর ছটা।
কোটি নিশাকর তেজ নখ কুড়ি গোটা ॥ ১৫৯
কোটি কাম জিনি কিবা সুললিত তনু।
রঙ্গিম ভাঙ্গিম আঁখি ভুরু কামধন ॥ ১৬০
সর্ব্ব লোকনাথ সে অবনী পরকাশ।
দেখিয়া জননী পাইল অন্তরে তরাস ॥ ১৬১
পূরুব রহস্য গর্ভ ধারনের কালে।
দেখিল দেবতা চারি পাশে স্তুতি করে ১৬২
আর যত বালক চরিএ যে যে কৈল।
তখনে সকল সেই স্মরন হইল ॥ ১৬৩
নিশ্চয় জানিল জ্যোতির্ম্ময় সনাতন।
নির্লেপ নির্ব্বিকার নিরঞ্জন নারায়ন ॥ ১৬৪

সর্বময় সর্ব শক্তি ধর আত্মারাম।
যোগীন্দ্র গনের ইহোঁ ধ্যান অনুপাম ॥ ১৬৫
মোর ভাগ্য গনিবারে নারে কোনো জন।
ব্রহ্মা মহেশ্বর আদি যত দেবগন ॥১৬৬
সবার আরাধ্য এই আমার তনয়।
বলিতে বলিতে কোলে কৈল গৌর রায়॥
যেই মাত্র কোলে কৈল বিশ্বম্ভর হরি।
পুত্রভাবে শচীদেবী ঐশ্চর্য্য পাসরি ১৬৮
ঘরেরে আইলা শচী বিস্ময় ভাবিয়া।
কোন দেব আবির্ভাব হৈল পুত্রে সিয়া ॥ ১৬৯
এত চিন্তি রক্ষা বান্ধে অঙ্গে হাত দিয়া।
জনার্দ্দন হৃষীকেশ গোবিন্দ বলিয়া ॥১৭০
শিরতোর রক্ষা করু চক্র সুদর্শন।
চক্ষু নাসিকা মুখ রখুক নারায়ন ॥১৭১
বক্ষ তোর রক্ষা করু দেব গদাধর।
ভুজ তোর রক্ষা করু প্রভু রঘুবর ॥১৭২
উদর তোর রক্ষা করুন দামোদর।
নাভি তোর রক্ষা করু নৃসিংহ ঈশ্বর ॥১৭৩
জানু দুটি রক্ষা করু দেব ত্রিবিক্রম
রক্ষা করু ধরাধর তোর দুচরণ ১৭৪
সব অঙ্গে থুৎকৃতি দিয়া শচীমাতা।
পুত্রভাবে অতিশয় হৈলা উনমতা ১৭৫
হেনমতে আনন্দে সানন্দে দিন গেল।
পরম মঙ্গল কাল আসি সন্ধ্যা হৈল ॥১৭৬
সুখে শচী গৌরহরি প্রাঙ্গনে রাখিল।
দাসদাসীগণে সন্ধ্যাকার্য্য নিয়োজিল ॥১৭৭
দিন অবসানে সন্ধ্যাকাল যদি হৈল।
পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র গগণে উদিল ॥১৭৮
হেনকালে গৌরচন্দ্র চতুর সুজান।
মা মা বলি কান্দে যেন বালক অজ্ঞান ॥১৭৯
শচী বলে —সন্ধ্যাকালে না কর ক্রন্দন।
যাহা চাহ তাহা দিব শুন মোর ধন ॥১৮০
প্রভু কহে—চাঁদ দেহ আমারে পাড়িয়া।
হাসি হাসি শচী বলে আরে অবোধিয়া ১৮১
ধিক্ ধিক্ এ পুত্র হইল মোর ঘরে।
চাঁদ কি আকাশের কেহো ধরিবারে পারে ॥১৮২
প্রভু বলে—বলিলে যে যাহা চাহ তুমি।
তাহা দিব এমন কহিলে কেন বাণী ১৮৩
এই লাগি চাঁদ দিতে হইল মোর মন।
ইহা বলি উচ্চ করি করয়ে রোদন ॥১৮৪
আঁচলে ধরিয়া কান্দে নানা খটি করে
চরণ আছাড়ে করে নয়ান কচালে ১৮৫
মায়ের গলা ধরি কান্দে গোরা-রায়।
খেলা খেলিবারে আকাশের চাঁদ চায় ॥১৮৬
ক্ষনে খটি ক্ষনে লুটি মায়ের চুল ছিণ্ডে।
ধূলায় ধূসর—কর ানে নিজ মুণ্ডে ॥ ১৮৭
দেখিয়া জননী বলে অবোধিয়া পুত।
তোহার চরিত্র মোরে বড় অদভুত ॥ ১৮৮
আকাশের চান্দ কথি পাব ধরিবারে।
ওহেন কতেক চাঁদ তোমার শরীরে ॥ ১৮৯
হের দেখ লাজে চান্দ মলিন হইল ॥
না বুঝিয়া তোর আগে উদয় করিল ॥১৯০
না জানিয়া নবদ্বীপ চান্দের উদয়।
লজ্জা পাইয়া মেঘের ভিতর গিয়া রয় ॥১৯১
নবদ্বীপে হাউ আইল শুনহ বচন।
না কান্দিহ আরে বাপ আমার জীবন॥ ১৯২
ইহা বলি কোলে করি চুম্ব দেই মুখে।
আপনা পাসরে দেবী প্রেমানন্দ সুখে ॥১৯৩
আনন্দে সানন্দে দেবী সম্পদ বিহ্বলা।
দিক বিদিক নাহি দেখি পুত্র লীলা॥ ১৯৪

অন্তর উল্লাসে দেবীর গদগদ ভাষ।
গোরা গুন গায় সুখে এ লোচন দাস ॥ ১৯৫

———

ধানশী রাগ

জয় জয় জয় শচীর নন্দন
আনন্দ কন্দ কিশোরী।
বালকের সঙ্গে খেলে নানা রঙ্গে
অরিয়া অর্ভক লীলা ॥ ধ্রু ১৯৬
খেলিতে খেলিতে তথি আচম্বিতে
শ্বান—শাবক তুই চারি।
বাঢ়ল কৌতুক তুহিঁ বাছি এক
ধরি নিল গৌরহরি ॥ ১৯৭
সঙ্গের চাওয়ালে কহিল তাহারে
শুন শুন বিশ্বম্ভর।
কুৎসিত ছাড়িলে ভাল তুমি নিলে
না খেলিব যাব ঘর ॥১৯৮
তবে বিশ্বম্ভর কহিল উত্তর
এই ছানা সবাকার।
সবেই মিলিয়া খেল ইহা লৈয়া
থাকিবে ঘরে আমার ॥১৯৯
ইহা বলি সেই শ্বান সুত লই
চলিলা আপন ঘরে।
নিজ ঘরে গিয়া গলে দড়ি দিয়া
বান্ধিল পিণ্ডার উপরে ॥২০০
হেনকালে তথা বিশ্বম্ভর মাতা
সমাধিয়া গৃহ কাজ।
স্নান করিবারে গেলা গঙ্গা তীরে
পুরনারী করি সাথ ॥২০১
তবে বিশ্বম্ভর পাইয়া শূন্য ঘর
শ্বানের শাবক লৈয়া।

বালকের সঙ্গে খেলে নানা রঙ্গে
ধূলায় ধূসর হৈয়া ॥২০২
খেলিতে খেলিতে বালক সহিতে
দোঁহে উপজিল দ্বন্দ্ব।
তবে গৌরহরি একে পুরস্করি
আরেরে বলিল মন্দ ॥২০৩
নিতি নিতি আসি কলহ করসি
কেমন স্বভাব তোর।
হেন বুঝি তোর চরিত আচার
শ্বানের শাবক চোর ॥২০৪
সেহো সেইকালে রুষিয়া অন্তরে
বাহিরে চলিল ধাইয়া।
শচীর সম্মুখে বলে বড় ডাকে
কোপে গরগর হৈয়া ॥ ২০৫
শুন শুন আরে তোর বিশ্বম্ভরে
শ্বানের শাবক লৈয়া।
ক্ষনে কোলে করে ক্ষনে গলে ধরে
আপনে দেখ না সিয়া। ২০৬
শুনি শচীরানী বালকের বানী
সত্বরে আইলা ঘরে।
দেখে পরতেকে শ্বানের শাবকে
বিশ্বম্ভর কোলে করে ॥২০৭
শিরে কর হানি বোলয়ে জননী
না জানি কি তোর লীলা।
সকল থাকিতে অতি বিপরীতে
কুক্কুর ছা লৈয়া খেলা ॥ ২০৮
জনক তোহারি অতি ধর্মাচারী
তাহার তনয় তুমি।

কি বলিবে লোকে শ্বানের শাবকে
খেলাহ কি সুখ মানি ॥ ২০৯
ব্রাহ্মন কুমার হেনই আচার
কিছুই নহিল তোর।
ইহা যে শুনিব কে ভাল বলিব
এ শেল হৃদয়ে মোর ॥২১০
এ হেন সুন্দর মূরতি তোহার
ধূলা মাখ কিবা সুখে।
বলিতে বচন না মাহ বদন
আগি লাগু মোর মুখে ॥২১১
কত চাঁদ জিনি তোর মুখি খানি
কি থির বিজুরী অঙ্গ।
বেশ নাহি চাও ধূলা মাখ গায়
অধম বালক সঙ্গ ॥২১২
ক্রোধে শচীদেবী দন্তে ওষ্ঠ চাপি
বালকেরে দেই গালি।
নিজ ঘরে যাহ কুকুর ছা লহ
মা বাপেরে দেহ ডালি ॥২১৩
ইহা বলি সেই পুত্র মুখ চাই
ডাকয়ে আনন্দে ভোর।
আইস আইস বাপ কোলে আসি চাপ
বদন চুম্বউ তোয় ॥ ২১৪
শ্বানের শাবক এড়ি দেহ বাপ
স্নান কর গঙ্গা জলে।
বেলি দু'প্রহর ক্ষুধা নাহি তোর
কত দুখ দেহ মোরে ॥২১৫
নহে শ্বান সুত বান্ধি রাখ পুত
স্নান করিবারে যাহ।
বিকালে খেলিহ কুকুর ছা লৈহ
এখনেতে কিছু খাহ ॥ ২১৬

ও মুখ মলিন সোনার নলিন
আতপে যেন মৈলান ॥
নাসিকার আগে ঘর্ম বিন্দু জাগে
দেখিয়া বিদরে প্রান ॥২১৭
মায়ের উত্তর শুনি বিশ্বম্ভর
হাসি উঠি বলে বানী।
মোর শ্বান সুতা জানি যায় কোথা
তবে সে জানিবে আপনি ॥২১৮
ইহা বলি হরি মায়ের গলা ধরি
স্নান করিবারে চায়।
এ ধূলি ঝাড়িয়া বদন মুছিয়া
গন্ধ তৈল দিল গায় ॥২১৯
স্নান করিবারে যায় গঙ্গা তীরে
বয়স্য করিয়া সঙ্গে !
সুরনদী জলে অতি কুতুহলে
জলক্রীড়া করে রঙ্গে ॥২২০
সবে সবা অঙ্গে জল দেই রঙ্গে
মাতিল কুঞ্জর যেন।
গোরা বর তনু সুমেরু সে জনু
অটল অদ্ভুত হেন ॥২২১
এথা শচীদেবী মনে অনুভবি
শ্বানের ছা এড়ি দিল।
নিজ মাতা পাইয়া সঙ্গে গেল ধাইয়া
না জানি কোথারে গেল ॥২২২
সেই খানে এক আছিল বালক
ধাইয়া গেলা গঙ্গা কূলে।
শুন বিশ্বম্ভর জননী তোমার
কুকুর ছা এড়ি দিলে ॥২২৩
বালক বচন শুনিয়া তখন
সত্বরে আইলা ধাইয়া।

যেখানে থাকিত সেই শ্বান সুত
সেখানে দেখিল গিয়া ॥২২৪
চারিদিক চাই শ্বান শিশু নাই
অন্তর জ্বলিল কোপে।
কান্দে উভরায় গালি দেই মায়
শ্বানের শাবক শোকে ॥২২৫
শুন অবোধিনি কি কৈলি জননী
এ দুঃখ দেয়লি মোরে।
পরম সুন্দর শ্বান শিশুবর
কেমতে দিলি কাহারে ॥২২৬
বলে শচীরানী আমি ত না জানি
শ্বানের শাবক তোর।
এইখানে ছিল কেবা কতি নিল
সঙ্গের বালক চোর ॥২২৭
কোন প্রয়োজনে করহ ক্রন্দনে
শ্বানের শাবক লাগি।
লইল যে জন করিয়া যতন
কালি আনি দিব মাগি ॥২২৮
করহ অবধি আপন শপথি
করিয়া বলোঁ গো তোরে।
শ্বানের শাবকে আনি দিব তোকে
না কান্দ না কান্দ আরে ॥২২৯
এতেক বলিয়া বয়ান মুছিয়া
পুত্র কোলে করি নিল।
শ্রীমুখ চাহিয়া হরষিত হৈয়া
লখে লাখ চুম্ব দিল ॥ ২৩০
অঙ্গের মার্জ্জনা করি শুচিপনা
নাহাইল গঙ্গাজলে
সন্দেশ মোদক ক্ষীর কদলক
ভক্ষন করা' লো ভালে ॥ ২৩১
তিন ঝুটি মাথে পাঁচ থুপী তাথে
একত্র করিয়া বান্ধে।
নয়ানে কাজর সুরেখা উজোর
দিঠিয়ে জগত রঙ্গে ॥ ২৩২
রক্ত প্রাপ্ত ধড়া কটি দিয়া বেড়া
প্রপদ অঞ্চল দোলে।
মুকুতার হার হৃদয় উপর
চন্দন তিলক ভালে ॥ ২৩৩
অঙ্গদ কঙ্গন অমূল্য রতন
চরনে মগরা খাড়ু
বালকের ঠাঁই খেলিবারে যাই
হাতে করি ক্ষীর লাড়ু ॥ ২৩৪
বদন সুন্দর জিনি শশধর
বচন গভীর মধু
বালকের মাঝে শোভে দ্বিজরাজে
তারায়ে বেঢ়ল বিধু ॥ ২৩৫
ঐছন লীলায় ঠাকুর খেলায়
দেবতা দেখিয়া হাসে।
মার্জ্জার কুকুর পরশে ঠাকুর
কৌতুক লোচন দাসে ॥ ২৩৬

গৌরাঙ্গ পরশে সে কুকুর ভাগ্যবান্।
স্বভাব ছাড়িয়া তার হৈল দিব্যজ্ঞান ॥ ২৩৭
রাধাকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ বলিয়া ডাকে নাচে।
দেখি নদীয়ার লোক ধায় সব পাছে ॥ ২৩৮
কুকুর আবেশ এমত সবে দেখি
পুলকিত সব অঙ্গ অশ্রুময় আঁখি ॥ ২৩৯

আচম্বিতে শ্বান দেহ ছাড়ি ভাগ্য বান !
বিষ্ণু লোক হৈয়া করে গোলোকে পয়ান ॥ ২৪০
সবে দেখে দিব্য এক রথ সে আসিয়া।
আকাশের পথে যায় তাঁহারে লইয়া ॥ ২৪১
সুবর্ণের রথ চারু সহস্র শেখর।
মুনি মুকুতার ঝারা করে ঝলমল ॥২৪২
লক্ষ লক্ষ ঘণ্টাধ্বনি হইছে তাহাতে।
কাংস্য করতাল কত বাজে যুথে যুথে ॥ ২৪৩
শঙ্খধ্বনি জয়ধ্বনি হরিধ্বনি শুনি।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর গায় রাধাকৃষ্ণ বানী ॥ ২৪৪
ধ্বজ পতাকা সব উড়ে রথোপরে।
সূর্য্যের মণ্ডল ঢাকে কিরন উজ্জোরে ॥ ২৪৫
রথ মধ্য স্থানে এক রত্নসিংহাসনে।
কমনীয় কান্তি তেহো অতি মনোরমে ॥ ২৪৬
দিব্য আভরন তার অঙ্গ মাঝে সাজে।
কোটি কোটি মদন মূচ্ছিত হয় লাজে ॥ ২৪৭
পরম শীতল সেহ কোটি চন্দ্র জিনি।
রাধাকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ বলিয়া করে ধ্বনি ॥ ২৪৮
সিদ্ধগন সবে আসি চামর করিয়া।
চলিলা গোলোক পথে তাহারে লইয়া ॥ ২৪৯
ব্রহ্মা শিব সনকাদি সবে কর জুড়ি।
গৌরাঙ্গ মহিমা গায় সবে রথ বেড়ি ॥ ২৫০
জয় জয় কৃপাসিন্ধু শচীর নন্দন।
এমন করুনা প্রভু না কৈল কখন ॥ ২৫১
কুক্কুর উদ্ধার করি গোলোকে পাঠায়।
দিব্য দেহ হেন কভু কেহো নাহি পায় ॥ ২৫২
জয় জয় অগতির গতি গৌরহরি।
জয় জয় অবতার সবার উপরি ॥ ২৫৩
তোমার করুনায় কলি জীব নিস্তারিব।
আর কিবা লীলা তোর অলৌকিক হব ॥ ২৫৪
মোরা সব দেব কবে হব ভাগ্যবান্।
পাইব তোমার পদ প্রসাদ প্রদান ॥ ২৫৫
কুক্কুর তরিয়া যায় তোমার পরশে।
এমন করুনা প্রভু নাহি হৃষীকেশে ॥২৫৬
কবে মোরা এমন হইব ভাগ্যভাগী।
কুক্কুরে কৃতার্থ কৈলে তাই মোরা মাগি ॥ ২৬৭
নমো নমঃ অদোষদরশী গৌররায়।
নমো নমঃ তোমার সুন্দর দুই পায় ॥ ২৬৭
অনুব্রজে তেরূপ যত দেবগন।
কবে মোরা পাব গোরাচাঁদের চরন ॥ ২৬৮
এথা গোলোকেরে আইল মহাভাগ্য বান।
গৌরাঙ্গের লীলা অনুব্রত করেগান ॥ ২৬৯
হেন অদভুত গোরাচাঁদের প্রকাশ।
আনন্দে কহয়েশুন এ লোচন দাস ॥ ২৬১

——

তবে শচীদেবী মনে অনুভবি
ষষ্টিব্রত করিবারে।
পুরনারী যত সবে করে ব্রত
গিয়া বট বৃক্ষ তলে ॥ ৩৬২
নৈবেদ্যের সজ্জ করিয়া সুসজ্জ
আঁচলে ঢাকিয়া লৈয়া।
ব্রত করিবারে যায় বট তলে
অতি হরষিত হৈয়া ॥ ২৬৩
হেনই সময় বিশ্বম্ভর রায়
খেলিতে খেলিতে পথে।
জননী দেখিয়া আইলা ধাইয়া
কি ল'য়ে যাও মা হাতে ॥ ২৬৪
বাহু পসারিয়া পথ আগুলিয়া
জননী রাখিতে চায়।

কি কি বলি যায় ধরিবারে চায়
আখটি করিয়া মায় ॥ ২৬৫
দেব আরাধনে করিয়া যতনে
লইয়া নৈবেদ্য খানি।
ষষ্ঠি পূজিবারে যাই বটতলে
এইখানে খেলহ তুমি ॥ ২৬৬
আসিবার বেলে প্রসাদ তোমারে
আনি দিব শুন বাপ।
দেবতা পূজিব বর সে মাগিব
ঘুচিব অমঙ্গল তাপ ॥ ২৬৭
এতেক উত্তরে জননী অন্তরে
জানিয়া শ্রীবিশ্বম্ভর।
কহে লহু বানী অমিয়া লাবনি
মুখে মিলাইছে তার ॥ ২৬৮
এই মনে তোর বলেঁ। বারে বারে
না বুঝসি অবোধিনি।
ক্ষুধায় আমার পোড়য়ে অন্তর
নৈবেদ্য খাইব আমি ॥ ২৬৯
ইহা বলি ধরি সেই গৌরহরি
নৈবেদ্য ভরিল মুখে।
দেখিয়া জননী হাহাকার বানী
অন্তর জ্বলিল দুখে। ২৭০
দেবতার দ্রব্য ঘৃত মধু গব্য
বিশ্বম্ভর খাইল দেখি।
শচীর অন্তরে ধক ধক করে
কোপে ছল ছল আঁখি ॥ ২৭১
অবোধিয়া পুত বুঝাইব কত
দেবতা না মান তুমি।
ব্রাহ্মন কুমার হৈয়া দুরাচার
এ দুঃখে মরিব আমি ॥২৭২

শুন গৌরমনি জননীর বানী
অন্তর জ্বলিল কোপে।
কহিল এ সব না বুঝসি তব
কু বোল বোলসি মোকে ॥ ২৭৩
শুন অবোধিনি আমি সব জানি
আমি তিন লোক সার
যত যত দেখ আমি মাত্র এক
ত্রিভুবনে নাহি আর ॥ ২৭৪
তরু মূলে যেন জল নিষেচন
উপরে সিঞ্চিত শাখা।
প্রান নিষেবন ইন্দ্রিয় যেমন
ঐছন আমার লেখা ॥ ২৭৫
তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৪।৩১।১৪)
তথা তরোর্মূল নিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধ ভুজোপশাখাঃ।
প্রানোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়ানং
তথৈব সর্ব্বার্হন মচ্যুতেজ্যা ॥২৭৬
ইহা বলি হরি করিয়া চাতুরী
মায়ের গলায় ধরে।
শচীর অন্তরে ধক ধক করে
গেলা ষষ্ঠি পূজিবারে ॥ ২৭৭
তবে ষষ্ঠি দেবী বহু বিধ সেবি
বোলয়ে কাতর বানী।
এ মোর ছাওয়াল বড়ই ধামাল
দোষ ক্ষেমিবে আপনি ॥২৭৮
তুমি দিলে মোরে এ ক্ষেপা কোওরে
কেমনে লইবে দোষ।
করিবে কল্যাণে এ মোর নন্দনে
না করিহ কিছু রোষ ২৭৯

বরাড়ী রাগ

সাত পাঁচ নাই এ ধন নিমাই
দিলে গো করুণা করি।
বিঘ্ন নাহি হয়ে এ মোর তনয়ে
এ বালক দেবি তোরি ॥২৮০
এতেক বলিয়া চরণে ধরিয়া
যত বৃদ্ধা নারীগনে।
করিয়া প্রনতি করয়ে কাকুতি
আশীর্ব্বাদ কর মনে ॥ ২৮৪
চরণের ধূলি দেহ নিজ বলি
মোর গোরা চাঁদ শিরে।
এ মোর ছাওয়াল বড়ই চঞ্চল
বুদ্ধি যেন হয় স্থিরে ॥১৮৫
দন্তে তৃন ধরি বলে শচীরাণী
সবার চরন সেবি।
সবে দেহ বর মোর বিশ্বম্ভর
পুত্র হউ চিরজীবী ॥২৮৬
ষষ্ঠি পূজা করি পুত্র করে ধরি
ঘরেতে আইলা দেবী।
জগন্নাথ সনে করে অনুমানে
সনে অনুভব ভাবি ॥১। ৪
কি কহিব আর সর্বদেব সার
পৃথিবীতে পরকাশ।
বালকের সঙ্গে খেলে নানা রঙ্গে
কহয়ে লোচন দাস ॥২৮৫

তবে আর কতদিন সেই শচীনন্দন
ধূলায় খেলায় রাজপেথে।
এ ধূলি ধূসর হেমগিরি কলেবর
অনুগত বয়স্য স হতে ॥ ২৮৬
শিশু শিশু ধুলাখেলি ক্ষনে হয় গালাগালি
ধূলা-রণে অঙ্গ দিগবাস।
সমান সে বয়ঃক্রম সবে মিলি এক মর্ম্ম
ঘর্ম বিন্দু খেলার আয়াস ॥ ২৮৭
সবে মিলি খেলা খেলে গুপ্ত বেজা হেনকালে
সেই পথে আইলা আচাম্বিত।
ত'র যে যে নিজ জন সঙ্গে করে আলাপন
জ্ঞান পথ বিচারে পণ্ডিত ॥ ২৮৮
যার সঙ্গে অনুমানে যোগশাস্ত্র বাখানে
করশির করিয়া চালন।
দেখি বিশ্বম্ভর রায় তার পাছে পাছে ধায়
অনুসরি গমন বচন ॥ ২৮৯
দেখি বৈদ্য মুরারি কধাক্ষ তিলেক হেরি
পুন করে যোগের বাখান।
সেই মত বিশ্বম্ভরে যোগের বাখান করে
তেন নাড়ে হাতে তেন মুখখান ॥ ২৯০
এইমত বেরিবেরি পরিহাসে গৌরহরি
শিশুগণ সংহতি করিয়া।
দেখিয়া মুরারি বৈদ্য নিজ আচরনে গদ্য
কুবচন কহিল রুষিয়া ॥ ২৯১

বৃক্ষমুলে জল সেচন করিলে যেমন তাঁহার গুড়ি, শাখা, উপশাখা সমস্তই পরিতৃপ্ত হয় এবং প্রানে খাদ্যাদি উপহার সমূহ প্রদান করিলে যেমন ইন্দ্রিয়গন পরিতৃপ্ত হয়, সেইরূপ একমাত্র শ্রীঅচ্যুতের পূজা করিলে যাবতীয় দেবগনের পূজা সিদ্ধ হইয়া থাকে তাহাতে সমস্ত দেবতা সন্তুষ্ট হন ॥ ২৭৬

এচ্ছারে কে বলে ভাল দেখিয়া ও ছাওয়াল
মিশ্র পুরন্দর সুত এই।
সর্বত্র শুনিয়ে কথা ইহার সে গুনগাথা
ভালে নাম ইহার নিমাই ॥ ২৯২
ঐছন শুনিয়া বানী রুষিলা সে গৌরমনি
অনুগতে কৃপার কারণে।
ভ্রূকুটি বদন করি বলে বাক্ চতুরী
জানাইব ভোজনের ক্ষনে ॥ ২৯৩
শুনি বিশ্বম্ভর বনী মুরারী সে মনেগনি
ঘর গেলা বিস্মিত হিয়ায়।
গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতে পাসরিল আনচিতে
হৈল তবে ভোজন সময় ॥ ১৯৪
এথা বিশ্বম্ভর হরি অঙ্গের সুবেশ করি
কটিতে আঁটিয়া পিন্ধে ধড়া।
শিরে শোভে তিন ঝুটি গলায় সে রসকাঠি
কণ্ঠে লগ্ন মুকুতা দোবেড়া ॥ ৩৯৫
নয়ানে কাজরে রেখা পাঁচথুপী বান্ধে শিখা
ঝলমল হেম অলঙ্কার।
চরনে মগরা খাড়ু হাতে করি ক্ষীর লাড়ু
চলিলা ঠাকুর বিশ্বম্ভর ॥ ৩৯৬
মুরারি গুপ্তের ঘরে গেলা নিজ অভ্যান্তরে
ভোজন করয়ে বৈদ্য রাজ।
মেঘ গম্ভীর নাদে নিজ জন পরসাদে
মুরারি বলিয়া দিলা ডাক ॥ ৩৯৭
স্বব শুনি সঙরিল গোরাচাঁদ যে কহিল
গুপ্ত বেজা চমকিত চিত।
তবে সেই গৌরহরি কি কব কিকর বলি
সেইখানে হৈল উপনীত ॥ ২৯৮
ত্বরস্ত নাহিও তুমি এই খানে আছি আমি
ভোজন করহ বানী বৈল।

মধ্য ভোজন বেলা ধরে ধরে নিয়ড়েগেলা
থাল ভরিয়ে মুত্ত মুতিল ॥ ২৯৯
কি কি বলি ছি ছি করি উঠিলা সে মুরারি
কর তালি দিয়া বলে গোরা।
ভক্তি পথ ছাড়িয়া কর শির নাড়িয়া
যোগ বল এই অভিপারা ॥ ৩০০
জ্ঞান কর্ম্ম উপেখিবা কৃষ্ণভজ মন দিয়া
রসিক বিদগ্ধ চিদানন্দ।
ভৌতিকে যাহার দৃষ্টি ও নহে ভজন পুষ্টি
নাহি বুঝ বুদ্ধি অতি মন্দ ॥ ৩০১
পরম দয়ালু হরি তিঁহো সর্ব্ব শক্তি ধারী
জীবেতে সম্ভবে ইকি কথা।
তোঁহো ব্রহ্ম সনাতন গোপীর জীবন ধন
না ভজিয়া কেনে দেহ ব্যথা ॥ ৩০২
ইহা বলি গৌর মনি কতিগেলা নাহি জানি
মুরারী দেখিতে নাহি পায়।
মনে মনে অনুমানে এত কভু নহে আনে
সত্য কৃষ্ণ—শচীর তনয় ॥ ৩০৩
এত অনুমান করি তবে সেই মুরারি
আস্তে ব্যস্তে চলিলা সত্বর।
চলিতে না পারে পথে অতি আনন্দিত চিতে
গেলা যথা মিশ্র পুরন্দর ॥ ৩০৪
শচী জগন্নাথ মেলি পুত্রেরে তুলাল করি
তুমি মোর সরবস ধন।
যেখানে সেখানে যাই যথা যেবা দুখ পাই
পাসরিয়ে দেখি চান্দ বদন ॥ ৩০৫
ইহা বলি দোঁহে মেলি দুই গালে চুম্ব করি
কোলে করিবারে টানাটানি।
হেনকালে মুরারি সেইখানে বরাবরি
আনন্দে না নিঃসরয়ে বানী ॥ ৩০৬

দেখিয়া তরস্ত হৈয়া শচী জগন্নাথ গিয়া
বৈস্তোরে করিল অভ্যুত্থান।
কারে কিছু না বলিল আর সব পাসরিল
দেখি গোরাচাঁদের বয়ান ॥ ৩০৭
পুলকিত সবগা আপাদ মস্তক যা
ধারা বহে নয়ানের জলে।
অরুন কমল আঁখি ঐ সে প্রেমার সাখী
গদ গদ আধ আধ বলে ॥ ৩০৮
স্থির দাঁড়াইতে নারে পড়িয়া চরন তলে
পুনঃপনঃ করে পরনাম।
দেখিয়া বিশ্বম্ভর মায়ের কোল ভিতর
প্রবেশিল যে হেন অজান ॥ ৩০৯
শচী জগন্নাথ বলে আহাহা কি কৈলে কৈলে
তোরে দেখি দেবতা সমাম।
আশীর্ব্বাদ যোগ্য তোর এই সে বালক মোর
কি করিলে বড় অবিধান ॥ ৩১০
তোরে বলি শূদ্র মুনি সর্ব্ব লোকে বাখানি
বালকে কি কৈল অপরাধ।
মোদের যে হয় হউ বাচু, শিশু পরমাউ
চিরজীবী দেহ আশীর্বাদ ॥ ৩১১
ইহা বলি হাতে ধরে কাকুতি মিনতি করে
শচী আর মিশ্র পুরন্দর।
হাসি কৈল মুরারী এহি পুত্র তোহারি
দেব দেব দেব বিশ্বম্ভর ॥ ৩১২
বালক লাগিছ কাছে ইহা ত জানিবে পাছে
তোর সম নাহি ভাগ্য বান্।
সম্বারি রাখিহ মনে এই মোর বচনে
এই গৌর সেই ভগবান্ ॥ ৩১৩
ইহা বলি গুপ্ত বেজা না করিল আন চর্চ্চা
চলিগেলা হরিষ অন্তর।
পুলকিত সব গা গোরাপদ দেখিয়া
গেলা যথা আচার্য্যের ঘর ॥ ৩১৪
অদ্বৈত আচার্য্য নাম সেই সর্ব গুনধাম
সেই সর্বজন শিক্ষাগুরু।
পড়ি সে চরন তলে মুরারি মিনতি করে
তুমি সর্ববেত্তা কল্পগুরু ॥ ৩১৫
দেখিলুঁ মো অদভুত মিশ্র পুরন্দর সুত।
নিমাই পণ্ডিত বিশ্বম্ভর।
বাল্য ক্রীড়া করে রঙ্গে সকল শিশুর সঙ্গে
চরিত্র দেখিলুঁ লোকোত্তর ॥ ৩১৬
ইহা শুনি দ্বিজমনি হুহুঙ্কার করে ধ্বনি
পুলকে পূরিল সব অঙ্গ।
রহস্য রহস্য এই তোমারে নিভৃতে কই
সেই ব্রহ্ম রসিক শ্রীঅঙ্গ ॥ ৩১৭
ইহা বলি কোলা কুলি দুজনে আনন্দে ভুলি
রেকত করয়ে বিশোয়াস।
অখিল ভুবন পতি কৃপায় আইলা ক্ষিতি
গুন গায় এ লোচন দাস ॥ ৩১৮

ভাটিয়ারী রাগ। দিশা॥

হরি বোল হরি বোল চৌদিক ভরি শুনি।
হাতে তালি জয় জয় নাচে দ্বিজমনি ॥ ধ্রু ॥ ৩১৯
বয়স্য বালক সব করি একমেলা।
হরিগুন কীর্ত্তন ভাল পাতিযাছে খেলা ॥ ৩২০
চৌদিকে বালক বেড়ি হরি হরি বলে।
আনন্দে বিভোর প্রভু ভুমে গড়ি বুলে ॥ ৩২১
বোল বোল বলি ডাকে মেঘগম্ভীর স্বরে।
আইস আইস বলিয়া বালক কোলে করে ॥ ৩২২

শ্রী অঙ্গ পরশে বালক পাসরে আপনা।
ফাঁপরে পড়িয়া সেই বালক কান্দনা ॥ ৩২৩
আপাদ মস্তকে পুলক অশ্রু ধারা গলে।
করতালি দিয়া বালক হরি হরি বলে ॥ ৩২৪
চৌদিকে বালক বেঢ়ি মাঝে গোরাসিংহ।
মধুময় কমলে যেন বেঢ়িয়াছে ভৃঙ্গ ॥৩২৫
হেনকালে সেই পথে দুই চারি পণ্ডিত।
বিশ্বম্ভরের খেলা সে দেখিল আচম্বিত ॥৩২৬
অপরূপ দেখে গোরা বালকের খেলা।
বনফুল গাঁথিয়া সবার গলে মালা ॥৩২৭
হরি হরি বলে মুখে—করে করতালি।
আনন্দে নাচিয়া বুলে মাঝে গৌরহরি ॥৩২৮
আপনা পাসরি পণ্ডিত সবে আইল মেলে।
করতালি দিয়া তবে তারাও হরি বলে ॥৩২৯
যেবা আসে যায় পথে দেখি হয় ভোলা।
কাঁকেতে কলসী করি চাহে নারীগুলা ॥৩৩০
হরি হরি বোল শুনি জয় জয় নাদে।
আনন্দে ধাইল সবে দেখিবার সাধে ॥৩৩১
হরিবোল শুনিয়া শচী আইলা আচম্বিতে।
দেখিল আপন পুত্র নিমাই পণ্ডিতে ॥৩৩২
পুত্র পুত্র বলি শচী নিমাই কৈল কোলে।
সবারে দেখিয়া সে নিষ্ঠুর বানী বোলে ॥৩৩৩
এমন বেভার সব পণ্ডিত সভায়।
পর পুত্র পাগল করি উন্মত্ত নাচায় ॥৩৩৪
কর্কশ কথায় সভার হইল চেতন।
কি কৈল কি কৈল বলি গণে মনে মন ॥ ৩৩৫
বিশ্বম্ভরে লৈয়া গেলা বিশ্বম্ভরের মাতা।
আনন্দে লোচন গায় গোরা গুন গাথা ॥৩৩৬

সিন্ধুড়া রাগ

অকলঙ্ক কলানিধি উদয় নদীয়া রে।
আমার গৌরাঙ্গ চাঁদে সবে দেখ সিয়া—রে ॥৩৩৭
এইখানে এককথা কহিব এখন।
মুরারিতে দামোদরে যে হৈল কথন ॥ ৩৩৮
* মুরারিকে পুছিলা পণ্ডিত দামোদর।
এক নিবেদেউঁ চির বেদনা অন্তর ॥ ৩৩৯
কহ কহ গুপ্তবেজা পুছোঁ তোর ঠাঁই।
কতি গেলা বিশ্বরূপ ঠাকুরের ভাই ॥ ৩৪০
তাহার চরিত্র যবে পুছে দামোদর।
কহয়ে মুরারি বড় হরিষ অন্তর ॥ ৩৪১
শুন শুন দামোদর পণ্ডিত প্রধান।
যে জানিয়ে কহোঁ কিছু তোর বিদ্যমান ॥ ৩৪২

---

* মুরারী—মুরারীগুপ্ত নবদ্বীপ বাসী শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ। যিনি শ্রীগৌরাঙ্গের আবাল্য নবদ্বীপলীলা প্রত্যক্ষকরিয়া সর্ব্বাগ্রে সংস্কৃত ভাষায় শ্রীগৌরাঙ্গলীলা বর্ণন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ মহিমা বর্ণনের নির্দ্দেশ করেন। মুরারী গুপ্ত পূর্ব্বাবতারে হনুমান ছিলেন এতদ্বিষয়ে কবি কর্ণপুরের শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থের ৯১ শ্লোকের বর্ণন যথা— মুরারি গুপ্তো হনুমান:"তিনি শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন। তাঁহার মুখে শ্রীরামের গুনগ্রাম শ্রবন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার কপালে রামদাস নাম লিখিয়া দেন। তিনি চিকিৎসা বৃত্তি অবলম্বনে জীবন যাপন—করিতেন। তাঁহার গুরু পরিচয় বিষয়ে কবি কর্ণপুর কৃত শ্রীচৈতন্য চরিত মহা-কাব্যের একাদশ সর্গের ৪৭ শ্লোকের বর্ণন—

ততঃ সায়ং গত্বা গৃহমতি মুরারেরুপ দিশন্। জগাদাদ্বৈতে সংশ্রয়িতু মতিস্বারাম চরিতম্।

শ্রীগৌরাচন্দ্র সায়ং কালে মুরারী গুপ্তের গৃহে গমন পূর্ব্বক শ্রীঅদ্বৈতকে আশ্রয় করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে উপদেশ দিবা তাঁহার নিকট অদ্বৈতের চরিত্র বর্ণনা করিলেন।

বিশ্বম্ভর জ্যেষ্ঠ বিশ্বরূপ গুনধাম।
কি কহিব তারগুন চরিএ বাখান ॥ ৩৪৩
অপ কালে সর্ব শাস্ত্র জানিলা সকল।
তেমত তৎপর বুদ্ধি সংসারে বিবল ॥ ৩৪৪
স্বচ্ছন্দ হৃদয় দ্বিজ দেব গুরু ভক্ত।
পিতামাতার সেবা করে অতি অনুরক্ত ॥ ৩৪৫
বেদান্ত সিদ্ধান্ত জানে সর্ব ধর্মাধর্ম।
বিষ্ণুভক্তি বিনু সে না করে কোন কর্ম ॥ ৩৪৬
সর্বলোক প্রিয় সে পরম মহাসিদ্ধি।
অন্তরে বৈরাগ্য তত্ত্ব জ্ঞানে নিষ্ঠা বুদ্ধি ॥ ৩৪৭
সমাধ্যায়ি সনে কথা পুঁথি বামহাতে।
জগন্নাথ পিতা তা দেখিলা আচম্বিতে ॥ ৩৪৮
ষোড়শ বরিষ পুত্রের হৈল বয়ঃক্রম।
বিবাহের যোগ্য রূপ যৌবন সম্পন্ন ॥ ৩৪৯
এই মনঃ কথা পিতা হৃদয়ে চিন্তিল।
বিশ্বরূপ যোগ্য কন্যা মনে বিচারিল ॥ ৩৫০
চিন্তিরে চিন্তিতে দ্বিজ আইলা নিজঘরে।
শচী সনে বসি তবে যুকতি যে করে ॥ ৩৫১
হেনকালে বিশ্বরূপ আইলেন ঘর।
সুবিস্মিত দোঁহে দেখি বুঝিলা অন্তর ॥ ৩৫২
হৃদয়ে জানিল মোর বিবাহের তরে।
চিন্তিত হইলা দোঁহে কার্য্য করিবারে ॥ ৩৫৩
বিবাহ করিব আমি এ নহে উচিত।
নহে বা জননী দুখ পাবে বিপরীত ॥
এই মনে অনুমানি রাত্রি সুপ্রভাতে।
বাহির হইয়া গেলা পুঁথি করি হাতে ॥ ৩৫৫
গঙ্গাজল সন্তরন করি পার হৈলা।
গত মাএ মহাশয় সন্ন্যাস করিলা ॥ ৩৫৬

—

পঠ মঞ্জরী রাগ।
তৃতীয় প্রহর বেলা পুত্র কেনে না আইলা
পিতা মাতা চিন্তিত হৃদয়।
জগন্নাথ খোঁজ করে চাহে প্রতি ঘরে ঘরে
না পাইলা আপন তনয় ॥৩৫৭
তবে লোক কানাকানি কার্য্য হৈল জানাজানি
বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করন।
তো কানি মো কানি কথা শুনি জগন্নাথ পিতা
আচম্বিতে হরিল চেতন ॥ ৩৫৮
শচী দেবী ইহা শুনি মূর্চ্ছিত পড়িলা ভূমি
অন্ধকার হৈল ত্রিজগত।
বিশ্বরূপ বলি ডাকে আইস পুত্র দেখি তোকে
কি লাগিয়া হৈল বিরকত ॥ ৩৫৯
সে হেন সুন্দর গা সে হেন সুন্দর পা
কেমনে হাঁটিয়া পথে।
প্রহরেক ভোক্ তুমি তিলেক সহিতে নার
আখটি করিবে আর কাতে ॥ ৩৬০
পড়িবারে যাও পুত সোয়াস্থ না পাও চিত
বেলি চাহেঁ তখনে তখন।
স্নান করিবারে যাও তাহে স্থির নাহি পাও
বিশ্বরূপ আসিবে কখন ॥
তুমি মা বলিয়া ডাক সেই ধন লাখেলাখ
মুখ চাইয়া পাসরেঁ। আপনা।
না জানি কিদুখ পাইয়া মোর মুখে আগি দিয়া
সন্ন্যাস করিলে দীনপনা ॥ ৩৬২
কতি গেলা তোর পিতা যাহ বিশ্বরূপ যথা
ধরিয়া আনহ পুত্র ঘরে।
যেবলু সে বলু লোকে পুত্র আনি দেহ মোকে
পুন উপবীত দিমু তারে ॥ ৩৬৩

জগন্নাথ বোলে বানী শুন দেবী শচীরানী
স্থির কর আপন অন্তর।
শোক না করহ আর মিথ্যা সর্বত্র সংসার
বিশ্বরূপ সুপুরুষবর ॥ ৩৬৪
আমার বংশের ভাগ্য বিশ্বরূপ পুত্রযোগ্য
আকুমার করিল সন্ন্যাসে।
এই আশীর্ব্বাদ কর সেই পথে রহু স্থির
সন্ন্যাস রাখুক অনায়াসে ॥ ৩৬৫
সম্পদে বিপদ হেন না মানহ ইহাশুন
শোক না করহ অকারন।
একটি সন্ন্যাস করে কোটি কুল নিস্তারে
বিশ্বরূপ পুরুষরতন ॥ ৩৬৬
শুনি জগন্নাথ-বানী পুন কহে শচীরাণী
কি কহিলে কহ মহাশয়।
একটি সন্ন্যাস করে কোটি কুল নিস্তারে
ভাল কৈল আমার তনয় ॥৩৬৭
এইমতে দুইজনে হরিষ-বিষাদ-মনে
গোঙাইলা কতক সময়।
কি কহিব সে মহিমা ভাগ্যপথে নাহিসীমা
গোরাচাঁদ যাহার তনয় ॥৩৬৮
কহিল মুরারীগুপ্ত দামোদর পণ্ডিত
শুনি বিশ্বরূপের সন্ন্যাস।
পুনরপি পুছে কথা বিশ্বম্ভর গুনগাথ
কহে দীন লোচন দাস ॥৩৬৯
বিশ্বম্ভর হেন কালে বসিয়া মায়ের কোলে
নেহারয়ে বাপের বয়ান।
কতি গেলা মোর ভ্রাতা শুন শুন পিতামাতা
আমি তোর করিব পালন ॥৩৭০
এ হেন শুনিয়া বানী জগন্নাথ শচীরানী
দোঁহে মেলি পুত্র কৈল কোলে।
দেখি বিশ্বম্ভর মুখ পাসরিল যত দুখ
এ কথা লোচন দাস বোলে ॥ ৩৭১

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীপৌগণ্ড লীলা

ধানশী রাগ

এইমতে দিনে দিনে মিশ্র পুরন্দর।
চিন্তিতে লাগিলা মনে দেখি বিশ্বম্ভর ॥ ১
শুভদিন শুভক্ষন তিথি সুনক্ষত্র।
হাতে খড়ি দিল তার সময় বিচিত্র ॥ ২
দিনে দিনে পড়ে সেই জগতের গুরু।
দেখি শচী জগন্নাথ আপনা পাসরু ৩
কি মাধুরী করি প্রভু ক খ গ ঘ বোলে।
দেখি শচী জগন্নাথ সব দুখ ভোলে ॥ ৪
দিন দুই তিনে সে লিখিল সর্ব ফলা।
নিরন্তর লিখেন কৃষ্ণের নাম মালা ॥ ৫
রামকৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল বনমালী।
অহর্নিশ লিখেন পড়েন কুতুহলী ॥ ৬
এইমতে খেলা লীলায় কতদিন গেল।
শচী জগন্নাথ দোঁহে যুকতি করিল ॥৭
বিশ্বম্ভর চূড়াকর্ণ করি মনে মনে ॥ ৮
ইষ্ট কুটুম্ব যত আনিল তখনে ॥ ৯
শচী বলে শুভক্ষন তিথি শুভদিনে।
করিব ত চূড়াকর্ণ দঢ়াইল মনে ॥১০

নদীয়া নগরে ঘরে ঘরে আনন্দিত।
ব্রাহ্মন সজ্জন আনি লোকে যে পূজিত ॥ ১০
ব্রাহ্মনেতে বেদ পড়ে গায়নে গায় গীত।
করিল যে যজ্ঞ আদি যে বিধি উচিত ॥ ১১
জয় জয় দেই যত কুলবধূগন।
সবাকারে দিল গন্ধ গুবাক চন্দন ॥১২
নানাবিধ বাদ্য বাজে আনন্দ অপার।
শঙ্খ দুন্দুভি বাজে ভেউর কাহাল ॥ ১৩
মৃদঙ্গ পড়াহ বাজে কাংস্য করতাল।
সানাই শবদ শুনি বড়ই রসাল ॥ ১৪
চতুর্দ্দিকে হরিধ্বনি ঝাঁপয়ে গগন।
চূড়াকর্ণ কর্ণবেধ করিল তখন ॥ ১৫
আনন্দিত হৈল সব নদীয়া নাগরী।
গৌরচন্দ্র মুখ দেখি আপনা পাসরি ॥ ১৬
হাটে মাঠে ঘাটে যেই যথা যথা যায়।
দোঁহে দোঁহা মিলি গোরাচাঁদ গুন গায় ॥১৭
পর পুত্র দেখি হেন করয়ে হৃদয়।
শচী জগন্নাথ ভাগ্য কহনে না যায় ॥১৮
নবদ্বীপের ভাগ্য আর সংসারের ভাগ্য।
ও রূপ দেখিলে হয় নয়ানের শ্লাঘ্য ॥১৯
এ বোল শুনিয়া সর্বজনের উল্লাস।
আনন্দ হৃদয়ে কহে এ লোচন দাস ॥২০
আর একদিন গঙ্গা—বালুকার তটে।
বালক সহিতে পহুঁ খেলে গঙ্গা ঘাটে ॥২১
বালুকায় পক্ষ—পদচিহ্ন অনুসারি।
গমন করয়ে পক্ষ—পদচিহ্ন ধরি ॥২২
এইমতে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র।
বালক সহিতে ক্রীড়া করয়ে নিবন্ধ ॥২৩
এই পদচিহ্ন যেই বালকে ডিঙ্গায়।
সেই ত তৎক্ষনে খেলা পরাজয় পায় ॥২৪
যে জন ত আগে যাইয়া পারে ধরিবার।
সেইজন খেলাজিনে—কান্ধে চড়ে তার ॥২৫
তার কান্ধে চড়ি তার পিঠে মারে ছাট।
কান্ধে করি লৈয়া যায় সংকেতের ঘাট ॥২৬
ইহা খেলে শিশু লই—বালুকায় ধায়।
মহা পরিশ্রমে ঘর্ম্ম নিকলই গায় ॥২৭
হেনকালে জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর।
স্নান করিবারে গেলা জাহ্নবীর তীর ॥২৮
দেখিয়া পুত্রের খেলা ক্রোধ উপজিল।
পরিশ্রম দেখি হিয়া পুড়িতে লাগিল ॥২৯
সুবর্ণের পদ্ম যেন আতপে মৈলান।
মধু নিকলই যান বদনের ঘাম ॥৩০
ডাকিতে ডাকিতে মিশ্র যায় পাছে পাছে।
পিতা দেখি গোরাচাঁদ পাইলেন লাজে ॥৩১
লাজ মুখ নাহি তোলে—অন্তরে তরাস।
আপনে পণ্ডিত গেলা গোরাচাঁদের পাশ ॥৩২
করে ধরি লৈয়া আইলা আপন কুমার।
সকল বালক গেলা ঘরে আপনার ॥ ৩৩
জগন্নাথ গঙ্গাস্নান করি আইলা ঘর।
ঘরে আসি বিশ্বম্ভরে ভর্ৎসিয়া বিস্তর ॥ ৩৪
পাঠ সাঠ গেল তোর অধমের হেন।
কুবুদ্ধি করিয়া তুই বেড়াস্ অনুক্ষন ॥ ৩৫
ব্রাহ্মন কুমার হৈয়া হেন সে আচার।
ইহার উচিত ফল দিয়ে ত তোমার ॥ ৩৬
ইহা বলি জগন্নাথ হাতে ছাট ধরে।
তর্জ্জন করিতে শচী ধরে তাঁর করে ॥ ৩৭
না মারিহ পুত্র মোর না খেলাবে আর।
সর্ব্বদা পড়িবে কাছে থাকিবে তোমার ॥ ৩৮

বিশ্বম্ভর সান্ধাইলা জননীর কোলে।
না খেলিব না খেলিব ধীরে ধীরে বোলে ॥ ৩৯
জগন্নাথে পাছে কহি পুত্রে আগুলিয়া।
না মারিহ পুত্র মোর মৈল ডরাইয়া ॥ ৪০
ইহা বলি শচীদেবী পুত্র করি কোলে।
বয়ান মোছায়ে অঙ্গ বসন অঞ্চলে ॥ ৪১
না পড়ুক পুত্র মোর হউক মূরুখ।
মূরুখ হইয়া শত বরিষ জীউক ॥ ৪২
শুনিয়া শচীর বানী মিশ্র পুরন্দর।
কহিতে লাগিলা কিছু সক্রোধ উত্তর ॥ ৪৩
মূরুখ হইয়া পুত্র জীবেক কেমনে।
কেমন ব্রাহ্মন ইহায় কন্যা দিবে দানে ॥৪৪
তবে জগন্নাথ দেখে পুত্রের বয়ান।
পিতা পানে চাহে পুত্র তরাস নয়ান ॥ ৪৫
অন্তরে পোড়য়ে মিশ্র-বাহিরে কঠিন।
ফেলিল হাতের ছাট, প্রেম পরবীন ॥ ৪৬
সজল নয়ানে পুত্র লৈয়া করি কোলে।
পুত্রেরে বুঝায় মিশ্র সুমধুর বোলে ॥ ৪৭
পড়িলে শুনিলে বাপ লোকে বলে ভাল।
আমি পাট ধড়া দিব কদলক আর ৪৮
এইমত আনন্দ সানন্দে দিন গেল।
সন্ধ্যা সমাধিয়া মিশ্র শয়ন করিল ॥ ৪৯
নিদ্রাগত হৈল-রাত্রি তৃতীয় প্রহর।
স্বপন দেখিয়া মিশ্র হইলা ফাঁপর ॥ ৫০
রাত্রি সুপ্রভাতে উঠি ডাকিল সবারে।
স্বপ্ন এক দেখিয়াছি কহি সবাকারে ॥৫১
দেখিল ত বিশ্বম্ভর পুরুষ বিশাল।
দিনমনি কিরণ বরন উজিয়ার ॥ ৫২
রত্ন অলঙ্কারে সে ভুষিত দিব্য দেহ।
নিরখি না পারি ঝলমল করে গেহ ॥ ৫৩
বলিল আমারে মেঘ গম্ভীর বচনে।
তুমি মোরে নিজ পুত্র করি মান কেনে ॥ ৫৪
আমি দেব নারায়ন ইহা নাহি জান।
কেবল আপন সুত করি কেনে মান ॥ ৫৫
পশু না জানয়ে স্পর্শমনির পরশ।
পুত্র জ্ঞান জান মোরে এ বড় সাহস ॥ ৫৬
সর্ব্ব শাস্ত্র জানি আমি সর্ব দেব গুরু।
আমা পড়াইতে কেন হাতে ছাট ধরু ॥ ৫৭
ঐছন স্বপন আজি দেখিয়াছি আমি।
সে অবধি মোর হিয়া কি করে না জানি ॥ ৫৮
শচী অতি হৃষ্টমন আর সর্বজন।
সবে নিরখয়ে গোরাচাঁদের বদন ॥ ৫৯
শচী জগন্নাথ কোলে করে হিয়া ভরি।
আমার অনয় বিশ্বম্ভর গৌর হরি ॥ ৬০
অনন্ত মহিমা যার বেদে নাহি জানে।
শিব সনকাদি যারে না পায় ধেয়ানে ॥ ৬১
হেন মহায়হত্ত্ব মহিমা জানে কেবা।
মোর পুত্র হইয়া জনমে গৌর দেবা ৬২
বলিতে বলিতে স্নেহ বাৎসল্য হইল।
ঐশ্চর্য্য বতেক ভাব সব দূরে গেল ॥ ৬৩
স্বপন শুনিয়া সর্ব জনের উল্লাস।
গোরা গুন গায় সুখে এ লোচন দাস ॥ ৬৪

বরাড়ী রাগ দিশা।

মোর প্রান আরে গোরাচাঁদ নারে হয় ॥ ধ্রু
এই মনে আনন্দে-সানন্দে দিন যায়।
নদীয়া নগর সুখ সাগরে ভাসয় ॥ ৬৫
তিলেকের যত সুখ কে কহিতে পারে।
শচী জগন্নাথের ভাগ্য ব্রহ্মাণ্ডে না ধরে ॥৬৬

একদিন বয়স্যেরসঙ্গে আচম্বিত।
জগন্নাথ দেখিল তনয় সুচরিত ॥৬৭
নবম বরিষ পুত্র যোগ্য সুসময়।
উপবীত দিব বলি চিন্তিল হৃদয় ॥৬৮
ঘরে আসি শচী সঙ্গে যুকতি করিল।
দৈবজ্ঞ আনিয়া শুভদিন সে রচিল ॥৬৯
ইষ্ট কুটুম্ব আনি নিবে দল কথা।
আজ্ঞা কর দিব বিশ্বম্ভরের পইতা ॥৭০
আচার্য্য আনয়ে মিশ্র খ্যাত যে পণ্ডিত।
যজ্ঞ কর্ম্ম জানে যেই বেদের বিহিত ॥৭১
গুবাক চন্দন মালা ব্রাহ্মনেরে দিল।
শত শত কুলবধূ সিন্দুর পরিল ॥৭২
খদিকা কদলক আর তেল হরিদ্রা।
প্রত্যেক্যে সবারে দিল সুচরিত্রা ॥৭৩
শঙ্খ দুন্দুভি বাজে হুলাহুলি জয়।
শুভ অধিবাস করে গোধূলি-সময় ॥৭৪
ব্রাহ্মনেতে বেদ-পড়ে ভাটে রায়-বার।
আশীর্ব্বাদ কৈল সবে যে বিধি-আচার ॥৭৫
রাত্রি সুপ্রভাতে উঠি মিশ্র পুরন্দর।
নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ বিধি করিল সুন্দর ৭৬
ব্রাহ্মনে পূজিল পাদ্য আচমন দিয়া।
যজ্ঞকর্ম্ম আরম্ভিল সময় বুঝিয়া ॥৭৭
এথা শচীদেবী যত আইও সুইও লৈয়া।
পুত্র মহোৎসবে বুলে কৌতুক করিয়া ॥৭৮
নাগরীরগন যত গৌরাঙ্গে বেড়িল।
শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জনা করিবারে মন কৈল ॥৭৯
তৈল হরিদ্রা বিশ্বম্ভর অঙ্গে দিল।
গন্ধ আমলকী দিয়া মস্তক মাজিল ॥৮০
অভিষেক করাইল সুরনদী জলে।
আপনা পাসরে সবে আনন্দ-হিল্লোলে ॥৮১
শঙ্খ দুন্দুভি বাজে ভেউর কাহাল।
মৃদঙ্গ পড়াহ বাজে কাংসা কধনাল ॥৮২
ঢাকের ডুড়্ ডুড়ি শুনি যোজনেক পথে।
শুনিয়া জুড়ায় হিয়া সানাহি শবদে ॥৮৩
বীনা বেনু কপিলাস বংশীর নিশান।
রবাব উপাঙ্গ পাখোয়াজ একতান ॥৮৪
নর্ত্তকে নাচয়ে গীত্ত গায়ে ত গায়ন।
শুভক্ষন করি কৈল মস্তক মুণ্ডন ৮৫
প্রতি অঙ্গ অলঙ্কারে ভূষিত করিল।
গন্ধ মাল্য চন্দনেতে সুবেশ রচিল ॥ ৮৬
যজ্ঞ স্থানে লৈয়া আইলা শচীর নন্দনে।
যথা বেদ ধ্বনি করে ব্রাহ্মনের গনে ॥ ৮৭
রক্ত বস্ত্র উপবীত পরাইল অঙ্গে।
রূপ দেখি ভুলি গেলা আপন অনঙ্গে ॥ ৮৮
গৌরচন্দ্র কর্ণে মন্ত্র কহে তার বাপ।
দণ্ড করে দেখি ডরে ডরাইল পাপ ॥ ৮৯
ভিক্ষা মাগয়ে প্রভু আশ্রম আচার।
সন্ন্যাস আশ্রম সর্ব আশ্রমের সার ॥ ৯০
যুগধর্ম্মে সন্ন্যাস করিতে মনে ছিল;
উপবীত কালে তাহা মনেরে পড়িল ৯১
এইমন হইব বলি হইল আবেশ।
কলি সর্ব্ব জনে আমি ঘুচাইব ক্লেশ ॥ ৯২
পুলকিত সব অঙ্গ আপাদ মস্তক।
কদম্ব কেশব জিনি একটি পুলক ॥ ৯৩
করুন অরুন দুই দীঘল লোচন।
বাল দিনকর যেন অঙ্গের কিরন ॥ ৯৪
প্রেমারম্ভে মহাদম্ভ হুঙ্কার গর্জ্জন।
চমক লাগিল দেখি সকল ব্রাহ্মন ॥ ৯৫
সুদর্শন আদি যত পণ্ডিত প্রধান।
একত্র হইয়া সবে করে অনুমান ॥৯৬

সকল পণ্ডিত মেলি করয়ে বিচার।
মানুষ না হয় এই শচীর কুমার ॥৯৭
কোন দেবতার তেজ জানিল নিশ্চয়।
এ তেজ গোবিন্দ বিষ্ণু আর কারু নয় ॥৯৮
আমরা কি জানি প্রভুর চরিত্র আচারে।
অনুমান করি সবে বুদ্ধির বিচারে ॥৯৯
একজন বলে শুন আমার বচন।
না বুঝিয়ে—এই দঢ়—প্রভুর আচরণ ॥১০০
যে কিছু কহিয়ে শুন আপনার মর্ম্ম।
লোক নিস্তারিতে প্রভু যুগে যুগে জন্ম ॥১০১
কত কত অবতার কার্য্য অনুসারে।
যুগের স্বভাবে সবে চারি অবতারে ॥ ১০২
ধর্ম্ম সংস্থাপন আর অধর্ম বিনাশে।
সাধুজন পরিত্রাণে যুগে পরকাশে ॥১০৩
অসুর সংহার হেতু যত অবতার।
কার্য্য অবতার বলি নাম সে তাহার ॥ ১০৪
শ্রীরামচন্দ্রাদি যত অবতার দেখি।
কার্য্য অবতার—তার কার্য্যে পাই সাক্ষী ॥১০৫
ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ—যজ্ঞ তার ধর্ম্ম।
দূর্বাদল শ্যাম প্রভু—রাক্ষস ক্ষয় কর্ম্ম ॥১০৬
সকল ত্রেতায় নাহি হয় রঘুনাথ
রাবন বধিতে খেলে বানরের সাথ ॥১০৭
চৌদ্দ চৌযুগ সে রাবণের পরমাই।
কত কত ত্রেতা গেল দেখ দেখি ভাই ॥১০৮
এতেক বলিয়ে—সব ত্রেতা এক নহে।
কার্য্য অনুসারে বলি যখন যে হয়ে ॥১০৯
সত্যে শ্বেত তপো ধর্ম হংস নাম জানি।
নৃসিংহাদি অবতার কার্য্য অনুমানি ॥১১০
যুগ অনুরূপ বর্ণ ধর্ম সংস্থাপন।
যুগ অবতার বলি জানিয়ে সে জন ॥১১১

দ্বাপরে কৃষ্ণের কথা শুন একমনে।
একলা ঠাকুর সেই—নহে অন্য জনে ॥১১২
কার্য অবতার কিবা যুগ অবতার।
সর্ব্বকলা পূর্ণ সেই নন্দের কুমার ॥১১৩
পূর্ণ পূর্ণব্রহ্ম যারে বলে সর্বজনে।
গোপিকা লম্পট সেই জানিহ বৃন্দাবনে ॥১১৪
অবতার শিরোমনি কৃষ্ণ অবতার।
দ্বাপর ভিতরে এই দ্বাপর যে সার ॥১১৫
আর দ্বাপরেতে আছে অবতার দুই।
কার্য্য অবতার কিবা যুগাবতার এই ॥১১৬
যেই দ্বাপরেতে হয় কৃষ্ণ অবতার।
সেই কলিযুগে গৌরচন্দ্র অবতার ॥১১৭
যেন কৃষ্ণ অবতার তেন গৌরচন্দ্র।
এই দুই যুগ সব যুগের স্বতন্ত্র ॥১১৮
সর্ব দ্বাপরেতে নহে কৃষ্ণের বিহার।
সব কলিকালে নহে গোরা অবতার ॥১১৯
কতেক দ্বাপর কলি সত্য ত্রেতা যায়।
অংশ অবতার প্রভু হয় তা সবায় ॥ ১২০
এইত দ্বাপরেতে আর এই কলিযুগে ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণচৈতন্য মিলয়ে বড় ভাগে ।১২১
ব্রহ্মার দিবসে অবতার একবার ॥
দ্বাপরে আর কলিযুগে করেন বিহার ।১২২
* বৈবস্বত মন্বন্তরে শ্যাম গৌর হৈয়া।
দ্বাপরের পূজা কৈলা কীর্ত্তন করিয়া ।১২৩
ধন্য ধন্য কলিযুগ যুগের উপরি।
সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে সবে হৈলা অধিকারী ॥ ১২৪
আরে আরে দয়ার ঠাকুর গৌরচন্দ্র।
সঙ্কীর্ত্তনে পার কৈল পঙ্গু জড় অন্ধ ॥১২৫
আমারে বচনে যদি না যাও প্রতীত।
যে কিছু কহিল তার কহ সমুচিত ॥১২৬

যে যুগে যাহার যেই আছে বর্ণ ধর্ম্ম
যুগ অবতারে প্রভু করে সেই কর্ম ১২৮
দ্বাপরে ঠাকুর কৃষ্ণ-যুগ অবতার।
যুগধর্ম আচরনে কৈল সে আচার ॥ ১২৯
দ্বাপরে পরিচর্য্যা ধর্ম শাস্ত্র এই কহে।
যুগধর্ম সংস্থাপন কৈল প্রভু তাহে ॥ ১৩০
অবজ্ঞা না কর তবে বলোঁ এক বোল।
যুক্তি পর কহোঁ কথা না ঠেলিহ মোর ॥ ১৩১
আপনে ঠাকুর সেই স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
কার্য্য কিবা যুগধর্ম্ম সব তার তাঁর ॥ ১৩২
যুগ ধর্ম সংস্থাপনে কৈল যেবা কার্য্য।
সকল করিল প্রভু দেখিতে আশ্চর্য্য ॥ ১৩৩
রাধাকৃষ্ণ অবতার করিতে বিহার।
আপনে স্বতন্ত্র রাধা প্রকৃতি আকার ॥ ১৩৪
প্রকৃতি পুরুষ যেন দোঁহ আত্মা তনু।
দোঁহে এক তনু কার্য্য বুঝি হৈল ভিন্নু ॥ ১৩৫
রাধা নাম ধরে—কৃষ্ণ আরাধনা কাজ।
পরিচর্য্যা করে লৈয়া গোপিকা সমাজ ॥ ১৩৬
প্রেমভক্তি করে গোপী শত শত শাখা।
প্রকৃতি স্বরূপ সেই একলা রাধিকা ॥ ১৩৭
কৃষ্ণে সমর্পয়ে সব দেহের স্বভাব।
নিত্য নূতন তায় বাঢ়ে অনুরাগ ॥ ১৩৮
এই পরিচর্য্যা ধর্ম না বুঝিল কেহো।
এই কথা কহে যত ভাগবত সেহো ॥ ১৩৯
আর আর দ্বাপরেতে অংশে করে কর্ম।
ধর্ম সংস্থাপন করে না বুঝয়ে মর্ম ॥ ১৪০
ধম বলি দান ব্রত তপো ধর্ম কহি।
ধর্ম করি সমর্পনা করে সবে তা হি ॥ ১৪১

---

* বৈবস্বত মন্বন্তরে—বৈবস্বত মন্বন্তরে শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব বিষয়ে অথর্ব বেদে পুরুষ বোধন্যাম—

সপ্তমে গৌরবর্ণ বিষ্ণোরিত্যনেন স্বশক্ত্যা চৈক্যং মেত্য। প্রান্তে প্রাতরবতীর্য সহস্বৈঃ স্বমনূন্ শিক্ষয়তি ॥

অস্যব্যাখ্যা-সপ্তমে সপ্তম মন্বন্তরে বৈবস্বতে মনৌ গৌর বর্ণো, ভগবান স্বশক্ত্যা হ্লাদিনীশক্ত্যা ঐক্যং প্রাপ্য প্রান্তে কলৌযুগে প্রাতঃ প্রথম সন্ধ্যায়াং স্বৈঃ পার্ষদৈঃ সহ অবতীর্ণো ভূত্বা স্বং নিজজনান্ অনুশিক্ষয়তি হরে কৃষ্ণাদি উপদিশতি।

যুগসন্ধি বিষয়ে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের ৩ পরিচ্ছেদের বর্ণন—

পূর্ণ ভগবান কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র কুমার। গোলোকে ব্রজের সহনিত্য বিহার ॥
ব্রহ্মার একদিনে তিঁহো একবার। অবতীর্ণ হঞা করেন প্রকট বিহার ॥
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি চারিযুগ মানি। সেই চারিযুগে দিব্য একযুগ মানি॥
একাত্তর চতুর্যুগে এক মন্বন্তর। চৌদ্দ মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস ভিতর ॥
বৈবস্বত নাম এই সপ্ত মন্বন্তর। সাতাইশ চতুর্যুগে তাহার অন্তর ॥
অষ্টবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে। ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে ॥

যে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের অবতার, সেই কালিতে গৌরাঙ্গ আবির্ভূত হইয়া প্রকট বিহার করেন। সত্য ত্রেতা, দ্বাপর কলি এই চারটি যুগ, এরূপ একাত্তর চতুর্যুগে এক মনুর রাজত্ব কাল। চৌদ্দ মনুর রাজত্বকাল অতিক্রান্ত হইলে ব্রহ্মার এক দিন হয়। কলিযুগের আয়ুকাল-৪৩২০০০ বৎসর। দ্বাপর দ্বিগুন, ত্রেতা তিন গুন, সত্য চতুর্গুন হিসাবে একাত্তর চতুর্যুগে এক মন্বন্তর হয়। চতুর্দ্দশ মনুর নাম-স্বায়ম্ভুব, স্বরোচিব, উত্তম তাপস, রৈবত, বৈবস্বত, সাবর্নি, দক্ষ সাবর্নি ব্রহ্ম সাবর্নি ধর্ম সাবর্নি, রুদ্র সাবর্নি, দেব সাবর্নি, ইন্দ্র সাবর্নি

এইত কারনে প্রভু প্রকাশিল নিজ।
তবু না বুঝিল কেহো ধর্ম্মাধর্ম্ম বীজ ॥১৪১
কলি যুগ গৌরদেহ প্রকাশে আপনা।
যুগ অবতার কার্য্য প্রকাশয়ে প্রেমা ॥ ১৪২
রাধার বরনে অঙ্গ গৌর অঙ্গ হৈয়া।
রাধিকার ভাব রস অন্তরে করিয়া ॥ ১৪৩
সেই ভাবে কান্দে এই রসিক শেখর।
বিকসিত্ত কদম্ব পুলক কলেবর ॥ ১৪৪
সেই প্রেমে গরগর মাতোয়াল হৈয়া।
হুঙ্কার গর্জ্জন করে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ ১৪৫
সে গর্জন শুনি অচেতন কলিকাল।
চেতন পাইয়া সবে আনন্দ বিশাল ॥ ১৪৬
তেঁই রাধাকৃষ্ণ বলি নাচে কান্দে হাসে।
অন্ধকার দূরে গেল পাইল প্রকাশে ॥ ১৪৭
দ্বাপরে উপজে কৃষ্ণ প্রেমময় তন।
কলি অচেতন লোক করয়ে চেতন ১৪৮
প্রেম প্রকাশয়ে গোরা করি দীনভাব।
আপনা বিলায় আপে মানে কত লাভ ॥ ১৪৯
এ হেন ঠাকুর কোন্ কৈল ঠাকুরাল।
না ভজিতে প্রেম দেই নাহিক বিচার ॥ ১৫০
এতেকে বলিয়ে যুগ অবতার এই।
এই পুর্ণ অবতার প্রকাশিল সেই ॥ ১৫১
আর কলিযুগে নারায়ন অবতার।
শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপর যুগে নাম সে তাহার ॥ ১৫২
শুকপক্ষ পাখা জিনি বরন যাহার।
ইন্দ্র নীলমনি দ্যুতি কহে টীকাকার ॥ ১৫৩
এই কলিযুগে গৌরচন্দ্র পূর্ণ ব্রহ্ম।
অংশ প্রবেশিল ইথে কহিল এ মর্ম ॥ ১৫৪
পূর্ণ পূর্ণ অবতার চৈতন্য গোসাই।
এ হেন করুনানিধি আর কেহো নাই ॥ ১৫৫

কার্য্য অবতার যুগ অবতারে এক।
যুগ অনুরূপ তেঁই গৌর পরতেক ॥ ১৫৬
কলি পীত সঙ্কীর্ত্তন ধর্ম শাস্ত্রে কহে।
এই বিশ্বম্ভর প্রভু, কভু আন নহে ॥ ১৫৭
বিচারি পণ্ডিত সব দঢ়াইল হিয়া।
আপনা সম্বরে প্রভু কাল সে বুঝিয়া ॥ ১৫৮
সব সম্বরিল প্রভু তিলেকে তখন।
বিশ্বম্ভর গৌরহরি উঠল বচন ॥ ১৫৯
সব লোক কানাকানি অপরূপ কথা।
সাতে পাঁচে অনুমানি বায় যথা তথা ॥ ১৬০
আশ্চর্য্য থাকিল করো সন্দেহ হৃদয়।
কি দেখিল বিশ্বম্ভর চরিত্র আশয় ॥ ১৬১
লোক মুখে যে শুনিল বিশ্বম্ভর কথা।
সাক্ষাত দেখিল এই জগত করতা ॥ ১৬২
আনন্দে ভরল দেহ দেই জয় জয়।
ধন্য গোরা গুন গাথা এ লোচন গায় ॥ ১৬৩

শ্রীরাগ। দিশা ॥

ও কি হোরে গৌরাঙ্গ জয় জয় ॥ মূর্চ্ছ ॥
কিনা মোর গৌরাঙ্গ প্রেম অমিয়া আনন্দ।
কিনা মোর গৌরাঙ্গ ও কি আরে জয় জয় ১৬৫
আর একদিন প্রভু বসি নিজ ঘরে।
আপন অন্তর কথা পরকাশ করে ॥ ১৬৫
নিজ তেজ অমিয়া পুরিত সব দেহ।
নিরখি না পারি ঝলমল করে গেহ ॥ ১৬৬
মায়েরে দেখিয়া বৈল শুন মোর বোল।
এক মহাদোষ মুই দেখিয়াছি তোর ॥ ১৬৭
একাদশী তিথ অন্ন না খাইবে আর।
যতনে পালিহ তুমি এ বোল আমার ॥ ১৬৮
মেঘ গম্ভীর নাদে কহিল মায়েরে।
শুনি মাতা সবিস্মিতা-সম্ভ্রম অন্তরে ॥ ১৬৯

সঙ্কোচ সম্ভ্রম প্রেম ভরিল শরীরে।
পালিব তোমার আজ্ঞা-বলে ধীরে ধীরে ॥ ১৭০
শুনিয়া মায়ের বোল সন্তোষ হৃদয়।
ধর্ম্ম বুঝাইলা প্রভু অন্তর—সদয় ॥ ১৭১
সেইকালে এক দ্বিজ আসি আচম্বিতে।
আনি দিল গুয়া পান অতি শুদ্ধ চিতে ॥ ১৭২
হাসিয়া তখন প্রভু গুবাধ খাইল।
ক্ষনেক-অন্তরে পুন মায়ের ডাকিল ॥ ১৭৩
মায়েরে কহিল প্রভু-আমি যাই দেহ।
যতনে পালিহ তুমি নিজ সুত এহ ॥ ১৭৪
ইহা বলি ক্ষনার্দ্ধ নিশ্চেষ্ট হৈয়া রহি।
দণ্ড পরনাম করে লোটাইয়া মহী ॥১৭৫
নিঃশব্দে রহিলা পুন শচী ত্রাসিত।
গঙ্গাজল মুখে দেই হৃদয় ত্বরিত ॥১৭৬
ক্ষনেকে তখন প্রভু হইলা সম্বিত।
সহজরূপের তেজে ঘর আলোকিত ॥১৭৭
মায়েরে কহিলা প্রভু আমি যাই দেহ।
একথার তত্ত্ব কহিবারে আছে কেহ ॥১৭৮
মুরারী গুপ্ত বেত্তা প্রভুর অন্তরীন।
সর্ব্ব-তত্ত্ব-বেত্তা সেই ভকত প্রবীণ ১৭৯
দামোদর পণ্ডিত পুছিল তার স্থানে।
এ কথাক তত্ত্ব মোরে কহ মহাজনে ॥১৮০
কিবা মায়া কৈল প্রভু কিবা কোন শক্তি।
ইহার বিচার মোরে করি দেহ যুক্তি ॥১৮১
মুরারী কহয়ে-শুন শুন মহাশয়।
আমি কি সকল জানি কৃষ্ণের আশয় ১৮২
যে কিছু কহিয়ে নিজ বুদ্ধি অনুমানে।
যুক্তি সিদ্ধ হয় যদি রাখিহ পরানে ॥ ১৮২
শ্রবন দর্শন ধ্যান আর সঙ্কীর্ত্তনে।
হৃদয়ে প্রবেশে প্রভু নিজ ভক্তজনে ॥ ১৮৪
নিজ দেহ দেহ নহে—নির্গুন আকার।
গুনে সে গুনের ভোগ আচার বিচার ॥ ১৯৫
এতেকে ভকত দেহ দেহ করি মানে
স্বচ্ছন্দ বিহার তঁহি সব আচরনে ॥ ১৮৬
নিজ পূজা অধিক ভকত পূজা মানে।
পূজার সংগ্রহ তাতে জানে মনে মনে ॥ ১৮৭
আপনে ঠাকুর সেই তদধীন জন।
লোক আচরনে মায়া বলি দুইজন ॥ ১৮৮
আপনা অধিক কেনে মানয়ে ভকত।
এ কথা বুঝিতে নারে সকল জগত ॥ ১৮৯
রসময় বিগ্রহ লাবন্যময় দেহ।
সকল সম্পদ ময় নিরমিল সেহ ॥ ১৯০
বিলাস বিনোদ লীলা বিনে নাহি আর।
নির্গুন বলিয়া গালি দেই কোন ছার ॥১৯১
মায়ার কারনে আপে না হয় বেকত।
ভক্তদেহে বিলাস করয়ে অবিরত ॥১৯২
ভক্তের ভজন নিদ্রা শয়ন বিলাস।
তাহাতেই কৃষ্ণ সুখ হয়েত প্রকাশ ॥১৯৩
ভক্তজন আর জন আচরণ এক।
দেহের স্বভাবে এক দেখি পরতেক ॥১৯৪
পরতেক দেখি হয় মানুষ গেয়ানে।
কেথো কৃষ্ণ—মানুষ যে দেখিয়ে নয়ানে ॥১৯৪
কৃষ্ণ সর্বেশ্বরেশ্বর নিরগুন ব্রহ্ম।
মানুষ শরীরে করে প্রাকৃতের কর্ম ॥১৯৬
ইহা বলি নাহি মানে—অধম সে জন।
ভক্ত দেহে প্রভুদেহ জানয়ে উত্তম ॥১৯৭
এই অনুমান কথা মোর মনে লয়।
আপনে বুঝিয়া চিত্তে কর যে জুয়ায় ॥১৯৮

সদা কৃষ্ণময় তনু বৈষ্ণব জানিয়ে।
শ্রীবেদ পুরাণে ভাগবতে শুনিয়ে ॥১৯৯
যার পদ পাংশুতে পবিত্র সর্বজন।
গঙ্গাদি করিয়া তীর্থ সবার পাবন ॥২০০
হেন জনার দেহে যে অধম করে বাদ।
না বুঝিয়া সেইজন করে অপরাধ ॥২০১
এইমত দামোদর মুরারি গুপ্তে ॥
নিবড়িল কথা দোঁহে হরষিত চিত্তে ।২০২
আপনার দেহে প্রভু দেহ নাহি গনে।
ভকতের দেহ সে আপনা করি মানে ॥২০৩
এতেক বিচার গেল সেই দুই জনে।
শুনি আনন্দিত কহে এ দাস লোচনে ॥২০৪

বিভাষ রাগ ! দিশা
ওকি হোরে হয় হয় ॥ মূর্চ্ছা ॥
না হারে হয় হয় না হারে।
মোর প্রান দ্বিজ চাঁদ নারে হয় ॥ধ্রু ২০৫
সর্বজন শুন আর অপরূপ কথা ॥
যাহা শুনি সবার হৃদয়ে লাগে ব্যথা ।২০৬
গুরুর আশ্রমে সর্ব বেদতত্ত্ব জানি।
ঘরেরে আইলা জগন্নাথ দ্বিজমনি ॥২০৭
দৈব নিবন্ধে তাঁর জ্বর আইল দেহে।
বিপরীত জ্বর দেখি তরাস উঠয়ে ॥২০৮
শচীর কান্দনা অতি ব্যাকুল দেখিয়া।
প্রবোধ করয়েন প্রভু তত্ত্ব বুঝাইয়া ॥ ২০৯
মরন সবার মাত্রা আছয়ে নিশ্চয়।
ব্রহ্মা রুদ্র সমুদ্র পর্বত হিমালয় ॥২১০
ইন্দ্র,বরুন অগ্নি কালে সর্ব নাশে।
মরন লাগিয়া কেন পাইছ তরাসে ॥২১১

তোর বন্ধুগন যত আনহ এখন।
সবে মিলি কৃষ্ণনাম করাহ স্মরণ ॥২১২
বান্ধবের কার্য্য মৃত্যুকালে সত্য জানি।
স্মরন করায় প্রভু দেব যত্নমনি ॥২১৩
শুনিয়া কুটুম্ব বন্ধুজন সব আইলা।
প্রভুর বাড়ীতে আসি মিশ্রেরে বেড়িলা ॥২১৪
পরিণত বুদ্ধি যত বন্ধুগন ছিল।
কাল প্রত্যাসন্ন দেখি যুক্তি করিল ।২১৫
বিশ্বম্ভর বলেমাগো, কি কর বিলম্ব।
এইক্ষণে চাহি যত ইষ্ট কুটুম্ব ॥২১৬
ইহা বলি মায়ে পোয়ে ধরি নিলা তাঁরে।
বান্ধবের সঙ্গে গেলা জাহ্নবীর তীরে ॥২১৭
বাপের চরন ধরি কান্দে বিশ্বম্ভর।
সম্বরিতে নারে অশ্রু – গদ গদ স্বর ॥২১৮
আমরে এড়িয়া বাপ ! কোথা যাহ তুমি !
বাপ বলি আর ডাক নাহি দিব আমি ॥২১৯
আজি হৈতে শূন্য হৈল এ ঘর আমার।
আর না দেখিব বাপ ! চরন তোমার ॥২২০
আজি দশদিক শূন্য আন্ধিয়ার মোরে।
না পড়াবে যত্ন করি ধরি নিজ কোরে ॥২২১
ঐছন শুনিয়া বানী কহে জগন্নাথ।
সকরুন কণ্ঠ অতি নাহি সরে বাত ॥২২২
গদ গদ স্বরে বলে—শুন বিশ্বম্ভর।
কহিল না যায় মোর যে ছিল অন্তর ॥২২৩
রঘুনাথ চরণে সঁপিলু মুই তোমা।
তুমি পাছ কোনকালে পাসরিবা আমা ॥২২৪
ইহা বলি হরি হরি করয়ে স্মরন।
গঙ্গা জলে নাম্বাইল সকল ব্রাহ্মন ॥২২৫
গলায় তুলিয়া ছিল তুলসীর দাম।
চতুর্দ্দিকে বন্ধুগণে লয় হরিনাম ॥২২৬

চতুর্দ্দিকে হয় হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন।
হেনকালে দ্বিজোত্তমের বৈকুণ্ঠে গমন ॥২২৭
বৈকুণ্ঠে চলিলা দ্বিজ রথ আরোহনে।
ধরনী বিদার দেই শচীর ক্রন্দনে ॥২২৮
পতির চরণ ধরি কান্দে লোটাইয়া।
মো যাব আমারে লহ সঙ্গতি করিয়া ॥২২৯
এতকাল ধরি তোর সেবা কৈলুঁ আমি।
বৈকুণ্ঠে চলিলা তুমি আমা থুই ভূমি ॥২৩০
শয়নে ভোজনে মুই সেবা কৈলুঁ তোর।
আজি দশদিক শূন্য অন্ধকার মোর ॥১৩১
অনাথিনী হৈলুঁ তোর ছোট পুত লৈয়া।
নিমাই রহিবে কোথা কার মুখ চাইয়া ॥২৩২
জগত দুর্ল্লভ তোর তনয় নিমাই।
সকল পাসরি যাহ আমার গোসাঁই ॥২৩৩
মায়ের কান্দনা দেখি বাপের মরণে।
কান্দয়ে শচীর সুত অঝোর নয়নে ॥২৩৪
গজমতি হার যেন গাঁথিল সুতায়।
নয়ানে গলয়ে জল বিশাল হিয়ায় ॥২৩৫
ভক্তগনে ইষ্টগনে হাহাকার করে।
প্রভুর কান্দনায় কান্দে সকল সংসারে ॥২৩৬
শান্ত করাইল সবে মধুর বচনে।
সৃষ্টি নষ্ট হয় প্রভু তোমার ক্রন্দনে ২৩৭
নারীগনে প্রবোধ করিল শচীদেবী।
গোরাচান্দের মুখ দেখি সব পাসরিবি ॥২৩৮
আপনে সুধীর প্রভু সব সম্বরিয়া।
কাল যথোচিত কর্ম্ম করিল সৎক্রিয়া ॥২৩৯
তবে বেদবিধি মতে যে ছিল উচিত।
করিল বাপের কর্ম্ম কুটুম্ব-বেষ্টিত ॥২৪০
পিতৃভক্ত প্রভু তবে পিতৃযজ্ঞ কৈল।
ক্রমে ক্রমে যথাবিধি ব্রাহ্মণেরে দিল ॥২৪১
তোয়াধার অন্ন ভাজনাদি দ্রব্য যত।
ব্রাহ্মণেরে দিলা প্রভু পিতৃ-ভকত ॥২৪২
জগন্নাথ বৈকুণ্ঠ গমন এই কথা।
আপনে সে দ্বিজোত্তম গৌরচন্দ্রের পিতা ॥২৪৩
শ্রদ্ধাবন্ত জনে যদি এই কথা শুনে।
বৈকুণ্ঠে চলয়ে সেই গঙ্গায় মরণে ॥২৪৪
গোরাচাঁদ দেখি শচী ছাড়য়ে নিশ্বাস।
পিতৃশূন্য পুত্র পাছে পায়েন তরাস ॥২৪৫
বিদ্যারসে চিত্ত যদি ডুবয়ে ইহার।
তবে মনঃসুখে পুত্র গোঙায় আমার ॥২৪৬
হেন অদ্ভুত কথা শুন সর্ব্বজন।
গৌরাঙ্গ চরিত্র কিছু কহয়ে লোচন ॥২৪৭

ধানশী রাগ। দিশা।

আরে আরে হয় হয়।
গৌরাঙ্গ আমার হয় হয় ॥ধ্রু॥২৪৮
একদিন শচী গৌরহরি করে ধরি।
পড়িতে গৌরাঙ্গে দিল নিয়োজিত করি ॥২৪৯
সকল পণ্ডিত স্থানে পুত্র সমর্পিয়া।
বোলয়ে কাতরে দেবী বিনয় করিয়া ॥২৫০
পড়াইহ মোর পুত্র তোমরা ঠাকুর।
রাখিবে আপন কাছে না রাখিবে দূর ॥২৫১
পিতৃশূন্য পুত্র মোর-পিরীতি করিবে।
আপন তনয় হেন ইহারে জানিবে ॥২৫২
শুনিয়া পণ্ডিত সব সঙ্কোচ অন্তরে।
কহিতে লাগিলা কিছু বিনয় উত্তরে ॥ ২৫৩

মো সবার ভাগ্য এতদিনে সে জানিল।
কোটি সরস্বতী কান্ত আমরা পাইল ॥ ২৫৪
অখিলে পড়াবে ইহেঁ৷ নিজ প্রেম নাম।
সর্বলোক গুরু ইহেঁ৷ সবার প্রধান ॥ ২৫৫
আমরাহ পড়িব ইঁহার সন্নিধানে।
নিশ্চয় জানিহ মাতা এ সত্য বচনে ॥ ২৫৬
শুনি শচী দেবী কৈল বিনয় বচন।
পুত্র সমর্পিয়া আইলা আপন ভবন ॥ ২৫৭
হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
* পড়িবারে গেলা বিষ্ণুপণ্ডিতের ঘর ॥ ২৫৮
সুদর্শন আর * গঙ্গাদাস যে পণ্ডিতে।
পড়িলা জগত গুরু তা সবার হিতে ॥ ২৫৯
লোক আচরনে মায়া মানুষ বিগ্রহ।
পড়য়ে পড়ায় বিদ্যা লোক অনুগ্রহ ॥ ২৬০
পণ্ডিত শ্রীসুদর্শন ঘরে একদিনে।
পরিহাস করে প্রভু সতীর্থের সনে ॥ ২৬১
বঙ্গজের কথা কহে বড়ই রসাল।
অতি মনোহর হাসি আমিয়া মিশাল ॥ ২৬২
এইমত রঙ্গে ঢঙ্গে কতদিন গেল।
* বনমালী আচার্য্য দেখিব মনে হৈল ॥ ২৬৩

---

* পড়িবারে গেলা . . . গঙ্গাদাস যে পণ্ডিতে—শ্রীবিষ্ণুপণ্ডিত সুদর্শন পণ্ডিত ও গঙ্গাদাস পণ্ডিত এই তিন জনসে সমীপে মহাপ্রভু অধ্যয়ন। এতদ্বিষয়ে শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশ গ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায়ের বর্ণন—

প্রথমে শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের স্থানে ॥ দুই বর্ষে ব্যাকরন কৈলা সমাপনে ॥
দুইবর্ষে পড়িলাসাহিত্য অলঙ্কার। তবে গেলা শ্রীমান বিষ্ণুমিশ্রের গোচর ॥
তাঁহা দুইবর্ষে স্মৃতি জ্যোতিষ পড়িলা। সুদর্শন পণ্ডিতের স্থানে তবে গেলা ॥
তাঁর স্থানে ষড়দর্শন পড়িলা দুই বর্ষে ॥

* শ্রীগাঙ্গদাস—সুদর্শন পণ্ডিতের পূর্বাবতার বিষয়ে শ্রীগৌরগনোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থের ৫৭ শ্লোকের বর্ণন—

পুরাসীদ্রঘুনাথস্য যো বশিষ্ঠ মুনি গুরুঃ। সপ্রকাশ বিশেষেন গঙ্গাদাস সুদর্শনৌ ॥

পুরাকালে শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীগুরু বশিষ্ট মুনিই গঙ্গাদাস সুদর্শন রূপে আবির্ভূত হন। গঙ্গাদাসের পরিচয় বিষয়ে শ্রীচৈতন্য ভাগবতের অন্তখণ্ডে ৫ম অধ্যায়ের বর্ণন—

চতুর্ভুজ পণ্ডিত নন্দন গঙ্গাদাস। পূর্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের বিলাস ॥

তথাহি—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত আদিখণ্ডে ১১ পরিচ্ছেদে—

বিষ্ণুদাস নন্দন গঙ্গাদাস তিন ভাই। পূর্বে যাঁর ঘরে ছিলাঠাকুর নিতাই।

* বনমালী আচার্য্য—বনমালী আচার্য্যের পূর্ব্বাবতার বিষয়ে শ্রীগৌরগনোদ্দেশ দীপিকার ৪৮ শ্লোকের বর্ণন—

বিশ্বামিত্রেঽপি ঘটকঃ শ্রীরামোদ্বাহ কর্মনি।
রুক্মিণ্যা প্রেষিতো বিপ্রোযশ্চ শ্রীকেশবং প্রতি ॥ তাবরং বনমালী যৎ কর্মনাচার্ত্ততাং গতঃ ॥

শ্রীরামের বিবাহে ঘটক বিশ্বামিত্র ও রুক্মিনীর প্রেরিত ব্রাহ্মন কেশবের মিলনে বনমালী আচার্য্য রূপে আবির্ভূত হইয়া পূর্বানুরাগে শ্রীগৌরাঙ্গের বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করেন।

তারে দেখিবারে তার আশ্রমেতে গেলা।
দেখি সে প্রনিতি করি সম্ভ্রমে উঠিলা ॥ ২৬৪
করে ধরি তার সনে চলি যায় পথে।
কৌতুক রহস্য কথা কহিতে কহিতে ॥ ২৬৫
হেনকালে * বল্লভ সে আচার্য্যের কন্যা।
রূপে গুনে কুলে শীলে ত্রিজগতে ধন্যা ॥ ২৬৬
গঙ্গা স্নানে যায় দেবী সখীর সহিতে।
বিশ্বম্ভর হরি তারে দেখে আচম্বিতে ॥ ২৬৭
এক দৃষ্টে চাহে প্রভু বিস্মিত নয়নে।
দেখিয়া জানিল তার জন্মের কারনে ॥ ২৬৮
* লক্ষ্মী ঠাকুরানী তাহা ইঙ্গিতে বুঝিল।
প্রভু পাদ পদ্ম ধূলি শিরে করি নিল ॥ ২৬৯
আচার্য্য সে বনমালী বড়ই চতুর।
বুঝিল অন্তর কথা প্রেমের অঙ্কুর ॥ ২৭০
আর দিন বনমালী আচার্য্য আপনে।
আনন্দ হৃদয়ে গেলা শচীর চরনে ॥ ২৭১
হাসিয়া প্রনাম কৈল শচীর চরনে।
প্রনতি করিয়া কহে মধুর বচনে ॥ ২৭২
তোমার পুত্রের যোগ্য আছে এক কন্যা।
রূপে গুনে শীলে সেই ত্রিজগতে ধন্যা ॥ ২৭৩
বল্লভ আচার্য্য কন্যা অতি সুচরিতা।
যদি ইচ্ছা থাকে কহ হৃদয়ের কথা ॥ ২৭৪
তবে শচীদেবী শুনি আচার্য্য বচন।
এ অতি বালক মোর পড়ুক এখন ॥ ২৭৫
পিতৃ শূন্য পুত্র মোর পড়ুক কতদিন।
তাহাতে করহ যত্ন হউক প্রবীন ২৭৬
শুনিয়া আচার্য্য তবে সন্তোষ না পাইল।
বিরস বদন করি ঘরেরে চলিল ॥ ২৭৭
কাঁদিতে কাঁদিতে চলে ব্যাকুল অন্তরে।
হা হা গোরাচাঁদ বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে ॥
মোর ভাগ্যে না করিলে পতিত পাবন।
বাঞ্ছাকল্পতরু নাম ধর কি কারন ॥২৭৯
মোর বাঞ্ছা পূর্ণ যদি না কৈলে আপনে।
বাঞ্ছাকল্পত ু নাম ধরিবে কেমনে ॥ ২৮০
জয় জয় দ্রৌপদীর লজ্জাভয় হারী।
জয় গজরাজকে কুম্ভীর মুখে তারি ॥ ২৮১
জয় অজামিল গনিকার ত্রানদাতা।
আমারে সে ত্রান কর অখিলের পিতা ॥২৮২
এথা গুরু গৃহে প্রভু জানিল অন্তরে।
আচার্য্য শোকেতে যত হৈয়াছে কাতরে ২৮৩
আস্তে ব্যস্তে পুস্তক সম্বরি ভগবান্।
গুরু সম্ভাবিয়া প্রভু করিলা পয়ান্ ॥ ২৮৪
মাতাল কুঞ্জর যেন গমন সুন্দর।
গৌর তনু অলঙ্কারে করে ঝলমল ॥২৮৫
চাঁচর কেশের বেশ অখিল মোহন।
অধর বান্ধুলি ফুল মুকুতা দশন ॥২৮৬

---

* বল্লভ আচার্য্য—শ্রীবল্লভাচার্যের পরিচিতি বিষয়ে স্বরূপ চরিত গ্রন্থের বর্ণন—
বহুদিন হৈল এক শ্রীহট্টিয়া ব্রাহ্মন।
বৈদিক সদাচারী জিতেন্দ্রিয় হয় ॥
পরমপণ্ডিত হয় বিষ্ণু ভক্ত অতি।
সস্ত্রী ক নবদ্বীপে করয়ে বসতি ॥
মানিক মিশ্রের পুত্র বল্লভ আচার্য্য ॥

* লক্ষ্মীঠাকুরানী—শ্রীলক্ষ্মীঠাকুরানীর পূর্বাবতার বিষয়ে শ্রীগৌরগনোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থের বর্ণন—শ্রীজানকী রুক্মিনী লক্ষ্মীনা চতৎসুতাঃ ॥ জনক নন্দিনী সীতা ও দ্বারকার মহিষী রুক্মিনী দেবীর মিলনে লক্ষ্মীঠাকুরানীর আবির্ভাব।

চন্দনে চর্চ্চিত মনোহর অঙ্গ শোভা।
তনু সূক্ষ্ম-বসন-পিন্ধন মনোলোভা ॥২৮৭
কত কোটি কামের নৃপতি গৌরহরি ॥
কুলবতী কলঙ্ক বিথার দেহধারী ॥২৮৮
আচার্য্য লাগিয়া প্রভুর ত্বরিতে গমন।
বাঞ্ছা কল্পতরু নাম বলি এ কারণ ॥২৮৯
আচার্য্য কাঁদিয়া সে ডাকে পথে পথে।
হা হা গোরাচাঁদ বলি আইসে উর্দ্ধগাতে ॥২৯০
হেনকালে মহাপ্রভু গুরুগৃহ হৈতে।
আসিতে হইল দেখা আচার্য্য সহিতে ॥২৯১
আচার্য্য পড়িলা পায়ে দণ্ডবত হৈয়া।
তুলিলেন মহাপ্রভু হাসিয়া হাসিয়া ॥২৯২
নমস্কার করি কৈল গাঢ় আলিঙ্গন ॥
কোথা গিয়াছিলা কৈল মধুর বচন ॥ ২৯৩
আচার্য্য কহয়ে—শুন শুন বিশ্বম্ভর।
আমি গিয়াছিলুঁ এই তোমাদের ঘর ॥২৯৪
তোমার জননী দেবী অতি সুচরিতা।
গোচর করিলুঁ চিত্তে ছিল যেই কথা ॥১৯৫
তোমার বিভার যোগ্য আছে এক কন্যা।
বল্লভ আচার্য্য কন্যা সর্বগুনে ধন্যা ॥২৯৬
এ কথা তোমার মাতা শুনি শ্রদ্ধাহীন।
ঘরেরে চলিলুঁ আমি অন্তর মলিন ॥২৯৭
কিছু না বলিলা প্রভু শুনিয়া বচন।
মুচকি হাসিয়া ঘরে করিলা গমন ॥ ২৯৮
সে চাতুরী লাবন্য মধুর মন্দ হাসি।
হেরিয়া আচার্য্য মনে হৈল অভিলাষী ॥ ২৯৯
জানিলেন মোর কার্য্য অবশ্য হইব।
অন্তরে জানিল প্রভু বিবাহ করিব ॥ ৩০০
ঘরেরে আইলা আচার্য্য আনন্দিত হৈয়া।
প্রভুর চরিত্র সব হৃদয়ে ভাবিয়া ॥ ৩১১
ঘরে আসি জননীরে কৈল বিশ্বম্ভর।
বনমালী আচার্য্যেরে কি দিলা উত্তর ॥ ৩০২
বিমনা দেখিল আমি তারে পথে যাইতে।
সম্ভাষে না পাইলুঁ সুখ আচার্য্য সহিতে ৩০৩
তার অসন্তোষ কেনে করিয়াছ তুমি।
বিমনা দেখিয়া চিত্তে দুঃখ পাই আমি ॥ ৩০৪
শুনিয়া পুত্রের বানী শচী সুচতুরা।
ইঙ্গিত বুঝিয়া কৈল হৃদয় সত্বরা ৩০৫
ত্বরায় মানুষ গেল আচার্য্য আনিবারে।
সংবাদ শুনিয়া তেঁহো আইলা সত্বরে ॥৩০৬
আনন্দে পূরিত তনু গদগদ হৈয়া।
শচী কাছে উপনীত প্রনত হইয়া ৩০৭
দণ্ডবত করি কৈল চরণের ধূলি।
কি কারনে আজ্ঞা মোরে করিলা ঈশ্বরী ॥৩০৮
শুনি শচীদেবী তবে আচার্য্য বচন।
আদর করিয়া তারে কহেন তখন ॥৩০৯
পূর্ব্বে যে কৈলে তার করহ উদ্যোগ।
বিশ্বম্ভরের বিভা দিব-সবার সন্তোষ ॥৩১০
আমার অধিক স্নেহ তোর বিশ্বম্ভরে।
আপনে করিবে সব – কি বলিব তোরে ॥৩১১
বিশ্বম্ভর বিবাহ নিমিত্তে যে কহিলে।
আপনে উদ্যোগ কর-কহিল তোমারে ॥৩১২
ইহা শুনি বনমালী আচার্য্য -উত্তম।
পালিব তোমার আজ্ঞা কহিল বচন ॥৩১৩
ইহা বলি বল্লভ আচার্য-বাড়ী গেলা।
বল্লভ আচার্য্য অতি সম্ভ্রমে উঠিলা ॥৩১৩
বসিতে আসন দিল বিনয় করিয়া।
নিজ ভাগ্য মানি কিছু কহয়ে হাসিয়া ॥৩১৫

বলিল—আমার ভাগ্যে তোর আগমন।
কিবা কার্য্য আছে এবে কহ না কথন ॥৩১৬
বল্লভ মিশ্রের কথা শুনিয়া আচার্য্য।
প্রবন্ধ করিয়া কহে হৃদয়ের কার্য্য ॥৩১৭
সর্ব্বকাল আমারে করহ তুমি স্নেহ।
স্নেহ বন্দী হৈয়া আইলুঁ তোর গেহ ॥৩১৮
মিশ্র পুরন্দর সুত শ্রীবিশ্বম্ভর।
কুলে শীলে গুনে তেঁহ সর্ব্বাংশে সুন্দর ॥৩১৯
আমি কি কহিতে পারি তাঁর গুনের কথা।
একত্র সকল গুনে গড়িল বিধাতা ॥৩২০
কি কহিব তাঁর গুন—গায় সর্ব্বলোকে।
শুনিয়াছ তাঁর গুন সর্ব্বলোক মুখে ॥৩২১
তোমার কন্যার যোগ্য বর বিশ্বম্ভর।
কহিল সকল—যদি মনে লয় তোর ॥৩২২
এ কথা শুনিয়া মিশ্র মনে অনুমানি।
এ কথা আমার ভাগ্যে কহিলে যে তুমি ॥৩২৩
আমি ধনহীন—কিছু দিবারে না পারি।
কন্যামাত্র আছে মোর পরমা সুন্দরী ॥৩২৪
ইহাজানি আজ্ঞা যদি করেন আপনে।
কন্যা দিব বিশ্বম্ভর জামাতা রতনে ॥৩২৫
দেব-পিতৃগন মোর হইবে আনন্দে।
যবে মোর কন্যা বিভা দিব গৌরচন্দ্রে ॥৩২৬
অনেক তপের ফলে হব হেন কর্ম্ম।
তোরেধিক বন্ধু নাহি—কহিল এ মর্ম্ম ॥৩২৭
এই মোর মনঃ কথা রজনী দিবস।
বদনে প্রকট করি নাহিক সাহস ॥৩২৮
এইমতে দুইজনে কথা নিবড়িল।
আচার্য্য শচীর স্থানে পুন নিবেদিল ॥৩২৯
শুনিয়া সে শচীদেবী বড়তুষ্ট হৈল।
বনমালী আচার্য্যেরে আশীর্ব্বাদ কৈল ॥৩৩০
ইষ্ট কুটুম্ব আনি নিবেদিল কথা।
আনন্দে ভরল তনু অতি হরষিতা ॥৩৩১
কুটুম্ব বান্ধব যত সবে আজ্ঞা দিল।
বিচার করিয়া সবে ভাল ভাল বৈল ॥৩৩২

বরাড়ী রাগ। দিশা

মোর প্রান আরে দ্বিজ চাঁদ নারে হয়॥ ধ্রু॥ ৩৩৩
তবে শচী নিজসুত বদন চাহিয়া।
মধুর বচনে কিছু কহে ত হাসিয়া ॥৩৩৪
শুন শুন বিশ্বম্ভর মোর সোনার সুত॥
বল্লভ মিশ্রের কন্যা অতি অদভুত ।৩৩৫
তোর বিবাহের যোগ্য মোর মনে লয়॥
তেন পুত্রবধূ মোর কত ভাগ্যে হয় ।৩৩৬
বিচার করিয়া কর বিচিত্র সময়।
দ্রব্য আহরন কর যে উচিত হয় ॥৩৩৭
শুনিয়া মায়ের কথা বিশ্বম্ভর রায়।
আনিল সকল দ্রব্য যতেক জুয়ায় ॥৩৩৮
দৈবজ্ঞ আনিল আর উত্তম পণ্ডিত॥
করিল ত শুভদিন শুভ সময় অঙ্কিত। ৩৩৯
সেই শুভদিন, শুভ সময় আইল।
ব্রাহ্মন সজ্জন সব আনন্দে ধাইল ॥৩৪০
আনন্দে ভরল সব নদীয়া নাগরী।
উথলিল সুখসিন্ধু আপনা পাসরি॥ ৩৪১
আইও সুইও লৈয়া শচী করে শুভকার্য্য।
প্রভু অধিবাস করে সকল আচার্য্য ॥৩৪২
চতুর্দ্দিকে বেদধ্বনি করয়ে ব্রাহ্মন।
শঙ্খ দুন্দুভি বাজে মঙ্গল লক্ষণ ॥৩৪৩
দীপমালা পতাকা শোভিত দিগন্তরে।
সুগন্ধ চন্দন মালা অতি মনোহরে ॥৩৪৪
সকল ব্রাহ্মনে প্রভুর কৈল অধিবাস।
কোটি কাম জিনি রূপ হৈল পরকাশ ॥৩৪৫

ঝলমল করে অঙ্গ ছটা আলোকিত ॥
দেখিয়া ব্রাহ্মন সব ভেল চমকিত ॥৩৪৬
সুগন্ধি চন্দন মালা ব্রাহ্মনেরে দিল।
ঘন ঘন তাম্বুল দানে বড় তুষ্ট কৈল ॥৩৪৭
কন্যা অধিবাস করে বল্লভ আচার্য্য।
সুমঙ্গল কর্ম্ম করে লৈয়া দ্বিজ বর্য্য ॥৩৪৮
অনন্ত সৌরভ গন্ধ মাল্য সুচন্দন।
অধিবাসে ভূষা কৈল জামাতা রতন ॥৩৪৯
অধিবাসে সমাধান রজনীর শেষে।
পানী সহিব বলি হইল উল্লাসে ॥৩৫০
নানা বাদ্য এককালে হইল তরঙ্গ।
কুলবধু সবাকার ব্রত হৈল ভঙ্গ ॥৩৫১
যুবতী উমতী হৈলা নদীয়া নগরে।
গৌরাঙ্গ বিবাহ রস সমুদ্র হিল্লোলে ॥৩৫২
যূথে যূথে নাগরী চলিলা বিপ্রবধু।
অবনী মণ্ডল সে মণ্ডলী যেন বিধু ॥ ৩৫৩
কুরঙ্গ নয়নী চারু কুঞ্জর গামিনী ॥
ঝলমল অঙ্গতেজ মদন দাপুনি ।৩৫৪
কেশ বেশ বসন ভূষণ অনুপাম ॥
হেরিলে হেরিতে পারে মুনির পরাণ ।৩৫৫
হাসিতে দামিনী কাঁপে—বচন অমিয়া।
হাস পরিহাসে চলে ঢুলিয়া ঢুলিয়া ॥৩৫৬
গাইছে গৌরাঙ্গ গুন মধুর আলাপে।
স্বর পঞ্চ ধ্বনিতে অনঙ্গ অঙ্গ কাঁপে ॥৩৫৭
নাসায় বেশর শোভে মুকুতা হিল্লোলে।
নক্ষত্র পড়িছে যেন অরুন মণ্ডলে ৩৫৮
শচীর মন্দিরে আইলা কুলবধুগণ।
সবাকারে দিলা গন্ধ গুবাক চন্দন ॥৩৫৯

চলিলা নগরী সরে পানী সহিবারে।
মঙ্গল আনন্দ রস প্রতি ঘরে ঘরে ॥৩৬০

তুড়ী রাগ

সচন্দ্রিম রজনী চন্দ্রমুখী বালা।
সুস্বর সঙ্গীত গোগাইবে গোরালীলা ॥৩৬১
কে কে আগে যাইবে গো
গোরাগুন গাইবে গো
চলযাই পানী সাহিবারে ॥
হিয়া উথলে চিত্তকেবা পারে ধরিবারে ॥ধ্রু৩৬২
কেহো পট্ট বিল্যাসিনী কেহো পীতবাসে।
ঢুলিতে ঢুলিতে যায় অঙ্গের বাতাসে ॥৩৬৩
সুগন্ধি চন্দন মালা ঢাকি লেহ করে।
গোরা অঙ্গ পরশ করিব সেই ছলে ॥৩৬৪
কর্পূর তাম্বুল লেহ যত্ন করি হাতে।
করে কর ধরি গোরার দিব হাতে হাতে ।৩৬৫
শচী আগে আগে করি যাইব পাছে পাছে।
আসিতে যাইতে গো দাঁড়াব গোরার কাছে ॥
৩৬৬
আইও সুইও মিলিয়া কৌতুক রঙ্গরসে।
পানী সাহিল গুন গায় এ লোচন দাসে ॥৩৬৭

চতুর্থ অধ্যায়

ভাটিয়ারী রাগ।

লক্ষ্মীপ্রিয়া সহ বিবাহ।

আনন্দে-সানন্দে সেই রাত্রি সুপ্রভাতে।
যথাবিধি কর্ম্ম করে অতি হরষিতে ॥১

স্নান দান কর্ম্ম কৈল যে বিধি উচিত।
দেবপূজা পিতৃপূজা করিল বিহিত ॥২
নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ কৈল যে বিধি বিধান।
সকল সম্পূর্ণ ভোজ্য ব্রাহ্মানেরে দান ॥৩
নর্ত্তকেরে দিল দ্রব্য অ র ভাটগনে
সবার সন্তোষ কৈল নানাদ্রব্য দানে ॥৪
দ্রব্যের অধিক মানে মধুর বচন।
দেখিয়া জুড়ায় হিয়া চন্দ্রিম বদন ॥৫
প্রবোধ করিল যার সেই অনুমান।
বিবাহ উচিত প্রভু পুন করে স্নান ॥৬
নাপিতে নাপিত ক্রিয়া কৈল যেই কালে।
অঙ্গ উদ্বর্ত্তন করে কুল বধূ মিলে ॥৭
সুধাকর ময় গোরা রূপের পাথার।
ডুবিল তরুণীর মন না জানে সাঁতার ॥৮
পরশে অবশ অঙ্গ হৈল সবাকার।
গদগদ বচন — নয়ানে জলাধার ॥৯
হেরইতে পহুঁ-মুখ কি ভাব উঠিল।
মরমে মদন-স্বরে ঢলিয়া পড়িল ॥
কেহো বাহু ধরি রহে অথির হইয়া।
কেহো রহে উদ্বর্ত্তন শ্রীঅঙ্গে লেপিয়া ॥১১
কেহো বুকে পদ যুগ ধরিয়া আনন্দে।
ভুজলতা দিয়া যে বান্ধিল পরবন্ধে ॥১২
কেহো চিত্তার্পিত হৈয়া নেহারে গৌরাঙ্গে।
কেহো জল দেই শিরে মদন-তরঙ্গে ॥১৩
উন্মত্ত হইয়া কেহ হাসে ঘনে ঘনে।
সতীত্ব নাশিল হেরি গৌরাঙ্গ-বদনে ॥১৪
অভিষেক কৈল প্রভুর সুরনদী জলে।
দেখি সর্ব্বজনভাসে আনন্দ-হিল্লোলে ॥১৫
স্নান সমাধিয়াপ্রভু বসিলা আসনে।
বেড়িল নাগরীগন শচীর নন্দনে ॥১৬

নানাবিধ বাদ্য বাজে সুমধুর ধ্বনি।
চতুর্দিকে হুলাহুলি জয় জয় ধ্বনি ॥১৭
তবে শচীদেবী লই আই-সুই ও যত।
আদরে পুজিল যার যেই সমুচিত ॥১৮
সবারে পূজিলা গৃহাগত বন্ধু যত।
কহিল সবারে দেবী হৃদয় বেকত ॥১৯
পতিহীন মুই ছার — পুত্র পিতৃহীন।
তো সবার পূজা আমি কি করিব দীন ॥২০
এ বোল বলিতে শচী গদগদ ভাষ।
ভিজিল আঁখির নীরে হৃদয়ের বাস ॥২১
ঐছন কাতর বানী শচী যবে বৈল।
শুনি বিশ্বম্ভর পহুঁ হেঁট মাথা কৈল ॥২২
চিন্তিতে লাগিলা মোর পিতা গেল কোথা।
পুড়িতে লাগিল হিয়া পাইল বড় ব্যাথা ॥২৪
মুকুতা গাঁথিয়া যেন চক্ষে পড়ে পানী।
দেখিয়া তরস্তা হৈলা দেবী শচীরানী ॥২৪
আর যত নারীগন তার পাশে ছিল।
প্রভুর কান্দনা দেখি কান্দিতে লাগিল ॥২৫
শচী বলে কেনে বাছা বিরস বদন।
এহেন মঙ্গল কার্য্যে কান্দ কি কারন ॥২৬
সকল সংসারেমাত্র তুমি মোর ধন।
বিমরিষ হৈলে প্রান ছাড়িব এখন ॥২৭
শুনিয়া মায়ের বানী প্রভু বিশ্বম্ভর।
বাপের হুতাশে কণ্ঠ গদগদ স্বর ॥২৮
প্রাতঃকালে শশী যেন মলিন বদন।
নবীন মেঘের যেন গভীর গর্জ্জন ॥২৯
মায়েরে কহিল প্রভু — শুন মোর কথা ॥
কি লাগিয়া এতদুর তোয় মনোব্যাথা ॥৩০
কিবা ধন নাহি তোর কিবা পাইলে দুখ।
দীন-একাকিনী হেন কহ অতি রূখ ॥৩১

পিতা অদর্শন মোর স্মরাইলে তুমি।
কেমন করিছে হিয়া কি বলিব আমি ॥৩২
একজনে দু'বার দেহ গুবাক চন্দন।
প্রচুর করিয়া দেহ যত লয় মন ॥৩৩
সর্ব্বাঙ্গে লেপহ সবার সুগন্ধি চন্দনে।
যথেষ্ট করিয়া দেহ-চিন্তা নাহি মনে ॥৩৪
পৃথিবীতে কেহো যাহা নাহি করে লোকে।
ইঙ্গিতে করিব তাহা কহিল তোমাকে ॥৩৫
এ বোল শুনিয়া শচী কহে ধীরে ধীরে।
মধুর বচনে শান্ত কৈলা বিশ্বম্ভরে ॥৩৬
যেনরূপে আদেশ করিল বিশ্বম্ভর।
তেনরূপে তুষিল সে ব্রাহ্মন সকল ॥৩৭
হেনকালে বল্লভ আচার্য্য নিজঘরে।
ব্রাহ্মন সহিতে দেব পিতৃ পূজা করে ॥৩৮
আপন কন্যারে নানা অলঙ্কার দিল।
গন্ধ চন্দন মাল্যে সুবেশ করিল ॥৩৯
শুভক্ষন নিকট বুঝিয়া দ্বিজবর ॥
ব্রাহ্মন পাঠাইয়া দিল আনিবারে বর ॥৪০
এথা বিশ্বম্ভর পহুঁ বয়স্যের সঙ্গে।
অতি অদভুত বেশ করয়ে শ্রীঅঙ্গে ॥৪১
গন্ধ চন্দনে অঙ্গ করিল লেপন।
ললাটে তিলক যেন চাঁদের কিরন ॥৪২
মকর কুণ্ডল গণ্ডে করে ঝলমল।
মুকুতার হার শোভে হৃদয় উপর ॥৪৩
কাজরে উজোর রাতা কমল নয়ান।
ভুরু যুগ যেন দুই কামের কামান ॥৪৪
অঙ্গদ কঙ্কন দিব্য রতন-অঙ্গুরী।
ঝলমল অঙ্গ-তেজ চাহিতে না পারি ॥৪৫
দিব্য মালা পরিধান রক্তপ্রান্ত বাস।
গন্ধে মহ-মহ করে অঙ্গের বাতাস ॥৪৬
সুবর্ণ-দর্পন করে যেন পূর্ণচন্দ্র।
হেরি লোক নিজ হিয়া না হয় স্বতন্ত্র ॥৪৭
বধূগন বিকল হইল রূপ দেখি।
রূপ দেখি নারী না নিয়ড় করে আঁখি ॥৪৮
অথির নাগরীগন শিথিল বসন।
মথিল ভুজঙ্গ কুল খগেন্দ্র যেমন ॥৪৯
চিত্ত হরিয়া নিল সবার একু কালে।
মান-মীন ধরিয়া রাখিল রূপ জালে ॥
হরিনী নয়নীগন গৌরাঙ্গ দেখিয়া।
বলিতে না পারে সে ধরিতে নারে হিয়া ॥৫১
ভুরুভঙ্গি-আকর্ষনে রঙ্গিনীর গন।
দোলমান হৃদয় করয়ে অনুক্ষন ॥৫২
সে হাস্য-মাধুরী যার পশিল হিয়ায়।
মরমে মরিল সেই মদন ব্যথায় ॥৫৩
সে ভুজ বিলাস রস-পরশ লাগিয়া।
মানিনীর মানগন চলে লুকাইয়া ॥৫৪
মায়ে নমস্করি প্রভু চলে শুভক্ষনে।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি জয় হরিনামে ॥৫৫
দিব্যযানে চড়ে প্রভু বয়স্য-বেষ্টিত।
দেখি সর্ব্বলোক অতি হরষিত-চিত ॥৫৬
যাত্রা করি যায় প্রভু বয়স্যের সঙ্গে।
সম্মুখে নাটুয়া নাচে গায় সে গায়নে ॥৫৭
ব্রাহ্মনেতে বেদ পড়ে ভাটে রায় বার।
শিঙ্গা বরগোঁ বাজে ভেউর কাহাল ॥৫৮
নানাবিধ বাদ্য বাজে পড়াহ মৃদঙ্গ।
দোসরি মুহরি বাজে শুনিতে আনন্দ ॥৫৯
হরি হরি বোল শুনি জয় জয় নাদ।
আনন্দে নদীয়ার লোক ভেল উনমাদ ॥৬০
ঠেলাঠেলি ধায় লোক পথ নাহি পায়।
চমক লাগিল তথা নাগরী সভায় ॥৬১

কেহো কেশ নাহি বান্ধে না সম্বরে বাস।
দেখিবারে ধাওয়া ধাই ঘন বহে শ্বাস ॥৬২
কানাকানি সানাসানি নাহি আর লাজ।
ডাকাডাকি ধায় সব নাগরী সমাজ ॥৬৩
গরবী গরব সব দূরে তেয়াগিয়া ॥
গৌরাঙ্গ দেখিতে ধায় উলসিত হৈয়া ॥৬৪
পথ বিপথ কেহো না মানে রঙ্গিনী।
অনঙ্গ-তরঙ্গে সব ধাইল রমনী ॥৬৫
অন্তরীক্ষে দেবগন দিব্য যানে চায়।
গোরা অঙ্গ দেখিবারে অনুরাগে ধায় ॥৬৬
সুর বধূগন বিশ্বম্ভর মুখ চাহে।
চতুর্দ্দিকে দিব্য নারী সুমঙ্গল গায়ে ॥৬৭

——

বিহাগড়া রাগ।

জয় জয় জয় চৌদিকে সুখময়
গৌরাঙ্গ চাঁদের বিবাহ রে।
কুলবধূ মেলি দেই হুলাহুলি
আনন্দে মঙ্গল গাহ রে ॥৬৮
ন্যাস বেশ করি পাট শাড়ী পরি
কাজর দেই নয়ানে।
বিশ্বম্ভর-বিহা সব জন মেলি
সাজিয়া করল পয়ানে ॥৬৯
হার কেয়ূর কঙ্কন কঙ্কিনী
নূপুর পরল ঝাট।
অলকা নিকটে সিন্দুর ললাটে
চন্দন-বিন্দু তার হেঠ ॥৭০
তাম্বুল অধরে তাম্বুল বাম করে
লীলায় ঢুলি ঢুলি যায়।
দেখি বিশ্বম্ভর যেন পাঁচ শর
ধৈরয না ধরে হিয়ায় ॥৭১
তাম্বুল চর্ব্বনে হাসিয়া বয়ান
কুন্দ দশন বিকসি।
বান্ধুলি অধরে দশন মধু করে
পাশে মধু লোভে বসি ॥৭২
নাগরী সারি সারি চলিলা কুতুহলী
মরাল গমন সুঠাম।
মদন রস সব বিথার অন্তরে
থির বিশাল নয়ান ॥ ৭৩
নানা বাদ্য বাজে শত শঙ্খ গাজে
মৃদঙ্গ পড়াহ কাহাল।
আনন্দে দুন্দুভি বাজয়ে ডিণ্ডিমি
মুহুরি বাজয়ে রসাল ॥ ৭৪
বীনা কপিলাস বেনু মন্দভাষ
রবাব উপাঙ্গ পাখোয়াজে।
নদীয়া নগরে প্রতি ঘরে ঘরে
মঙ্গল বাধাই বাজে ॥৭৫
গৌর চন্দ্র মুখ দেখি সর্ব্বলোক
আনন্দ নদীয়া সমাজ।
কোটি কাম জিনি সে রূপ বাখানি
নিরখি না রহে লাজ ॥৭৬
ফুয়ল কবরী চীর না সম্বরি
ধায়ে উনমত্ত বেশা।
পাসরি পতি সুত বদন সবে কত
হিয়া পরি ফেলে কেশা ॥৭৭
ধনি ধনি ধনি কহে যে রমনী
আন না শুনিয়ে বানী।

চৌদিকে হাটে বাটে নাগরীর ঠাটে
দেখিতে করল উঠানি ॥৭৮
কেহো বীনা বায় কেহো গীত গায়
কেহো বা ধায় উল্লাসে ।
চৌদিকে জয় জয় মঙ্গল বিজয়
কহয়ে লোচন দাসে ॥৭৯

ভাটিয়ারি রাগ ।দিশা ॥

আলো দেখ অপরূপ গোরা ।
পরান পুতুলী নবদ্বীপে ॥ মূর্চ্ছা ॥৮০
ভয় নাহি হিয়ায়—যে বলে বলু লোকে ।
হেন মন করিছে-গোরা তুলিয়া রাখি বুকে ॥৮১
হেনমতে বল্লভ আচার্য্য বাটী গিয়া ।
জয় জয় শব্দ হৈল আকাশ ভরিয়া ॥৮২
শত শত দীপ জ্বলে উজ্জ্বল পৃথিবী ।
ঝলমল করে তাহে গোরা অঙ্গের ছবি ॥৮৩
তাে ত বল্লভ মিশ্র পা'দ্য আর্ঘ্য দিয়া ।
ঘরেতে আনিলা বর মঙ্গল করিয়া ॥৮৪
তবে সেই মহাপ্রভু ছোড়লাতে গিয়া ।
দাণ্ডাইলা পীঠোপরি উলসিত হৈয়া ॥৮৫
পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র জিনিয়া বদন ।
তাহাতে ঈষত হাসি অমিয়া মিলন ॥৮৬
তপত কাঞ্চন জিনি অঙ্গের কিরন ।
সুমেরু পর্ব্বত জিনি দেহের গঠন ॥৮৭
অঙ্গদ কঙ্কন ভুজে রতন অঙ্গুরী ।
অরুন কিরণ করতল ঝলমলি ॥৮৮
দিব্য সে মালতী মালা দোলে গোরা-অঙ্গে ।
সুমেরু উপরে যেন গঙ্গার তরঙ্গে ॥৮৯
মুকুটের নিকটে ললাট ভাল সাজে
কাম কোটি কাতর হেরিয়া রহে লাজে ॥৯০
শ্রবনে কুণ্ডল দোলে কি দিব তুলনা ।
দূর কৈল মানিনীর মানের বাসনা ॥৯১
হেনমতে মহাপ্রভু ছোড়লাতে আছে ।
বর উরথিতে আইওগন কাছে ॥৯২
করিয়া বিচিত্র বেশ পরি দিব্য বাস ।
হাতেতে উজ্জ্বল দীপ অন্তর উল্লাস ॥৯৩
আইওগন আগে পাছে কন্যার জননী ।
বর উরথিতে ধনী চলিলা আপনি ॥৯৩
সাত প্রদক্ষিন কৈল সাত দীপ হাতে ।
চরনে ঢালিল দধি হরষিত চিতে ॥৯৫
বর উরথিয়া ধনী চলিলা আলয় ।
শুভক্ষন হৈল সেই গোধূলি সময় ॥৯৬
তবে সেই বল্লভ আচার্য্য দ্বিজবর ।
কন্যা আনিবারে আজ্ঞা দিলেন সত্বর ॥৯৭
সুসজ্জিত সিংহাসনে বসি রূপবতী ।
অঙ্গের ছটার ঝলমল করে ক্ষিতি ॥৯৮
রতন প্রদীপ জ্বলে তার চারি পাশে ।
বদন জিতল পূর্ণচন্দ্র পরকাশে ॥৯৯
সর্ব অঙ্গে অলঙ্কার রতন কাঞ্চনে ।
অন্ধকার দূরে যায় যাহার কিরণে ॥১০০
প্রভু প্রদক্ষিন করি ফিরে সাত'বার ।
করজোড় করি শিরে করে নমস্কার।১০১
অন্তঃ পট ঘুচাইল দোঁহা দোঁহা দেখি ।
দোঁহে দোঁহে দেখি দোঁহার নাচে দুই আঁখি ॥ ১১২

চন্দ্র রোহিনী যেন একত্র মিলন ।
অন্যোন্যে কয়য়ে দোহে কুসুমের রন ॥১০৩

যেন হর পার্বতী দোঁহে হৈল মেলা।
ছামুনি ছাড়িল দোঁহে আনন্দে বিভোলা ॥১০৪
চৌদিকে হরিধ্বনি জয় জয় নাদ।
নাচয়ে সকল লোক হরিষে উন্মাদ ॥১০৫
তবে সে কমলাপতি বিশ্বম্ভর পঁহু।
একত্রে বসিলা বামপাশে করি বহু ॥১০৬
লজ্জা নম্রমুখী সে বসিল পহুঁ পাশে।
জামাতা পূজয়ে মিশ্র যে বিধান আছে ॥১০৭
যার পাদপদ্মে ব্রহ্মা পাদ্য নিবেদিয়া।
সৃষ্টির করতা হৈল প্রসাদ পাইয়া ॥১০৮
হেন সে পদারবিন্দে পাদ্য দেই মিশ্র।
যাহার ধেয়ানে ঘুচে সংসার তমিস্র ॥১০৯
মহেন্দ্র যাহারে দিল নৃপ সিংহাসন।
হেন জনে দেই মিশ্র পীঠের আসন ॥১১০
যে প্রভু বসন ধরে দিব্য পীতবাস।
তাহারে বসন দেই শুনিতে তরাস ॥১১১
এইমতে ক্রমে ক্রমে যে বিধি আছিল।
যজ্ঞ আদি যত কর্ম সব নিবড়িল ।১১২
বল্লভ আচার্য্য সম নাহি ভাগ্যবান।
আপনে বৈকুণ্ঠনাথ লৈল কন্যাদান ॥১১৩
কি কহিব বল্লভ মিশ্রের ভাগ্যরাশি।
যার ঘরে কৈলা প্রভু এ পঞ্চ গরাসি ॥১১৪
বর কন্যা এক গৃহে ভোজন করিল।
শত শত কুলবধু বাসরে মিলিল ॥১১৫
যুথে যুথে তরুণী আইল প্রভু কাছে।
বেঢ়িয়া রহিল বিশ্বম্ভর আগে পাছে ॥১১৬
সে বদন হাস্য চন্দ্র উদয় দেখিয়া।
লজ্জা তিমির সবার গেল পলাইয়া ।১১৭
বসিলা সুন্দরী সব প্রভুর সমীপে।
সে অঙ্গ বাতাসে রঙ্গিনীর অঙ্গ কাঁপে ॥১১৮
বসন বচন সব স্খলিত হইল।
নয়ান আলস যুত কাহারো হইল ॥১১৯
কেহো অঙ্গ পরশে অনঙ্গ রঙ্গ করে।
ঢুলিয়া পড়িলা বিশ্বম্ভরের উপরে ॥১২০
কেহো অনিমিষে থির নয়নে নিরীখে।
চকোর চাঁদের লাগি যেন রহে সুখে ॥১২১
নয়ন পঙ্কজে সবে গোরা মুখ পূজে।
নিজ দেহে পরশ লাগিয়া কেহো যাচে ॥১২২
পরাধীন রঙ্ক যেন মহাধন পাইয়া।
সম্বরিতে নাহি ঠাঁই ছাড়িতে নারে মায়া।
নাম বিপর্য্যয় কেহো করে বাসর ঘরে।
বিশ্বম্ভর শুনে ভোরা পরিহাস করে ১২৪
কেহে বোলে গোরাচাঁদ শুন মোর বোল।
গুয়াখানি দেহ লক্ষ্মী নিদে হৈল ভোর ॥ ১২৫
আপনে তুলিয়া দেহ লক্ষ্মীর বদনে।
দেখুক সকল সখী হরষিত মনে ॥ ১২৬
বিশ্বম্ভর কেশ কেহো আউলাইয়া বাঁধে।
বন্ধন আকুতি আর পরশের সাধে ॥ ১২৭
কেহোগুয়াখানি দেই গোরাচাঁদের মুখে।
হিয়া দরদর তার পায় বড় সুখে ॥ ১২৮
অঙ্গে ঢলি পড়ে কেহো হিয়া উতরোল।
লক্ষ্মীরে তুলিয়া দেই গোরাচাঁদের কোল ॥ ১২৯
কেহো বলে হেনভাগ্যবতী কেবা আছে।
গৌরচন্দ্র হেন পতি মিলিয়াছে কাছে ॥ ১৩০
কোন্ তপ কৈল—কোন কৈল ব্রত দান।
দেব আরাধনে কোন সাধিল গেয়ান ॥ ১৩১
কোন্ সতী পতিব্রতা আছে পৃথিবীতে
বিশ্বম্ভর রূপ দেখি স্থির থাকে চিতে ॥ ১৩২

মদন সদন জিনি বদন সুন্দর।
মানিনীর মান রতন হর চোর ॥ ১৩৩
ভুজদণ্ড অখণ্ড সে হেমদণ্ড জিনি
নিজ বুকে ধরিতে সাধ করে রমণী ॥ ১৩৪
লক্ষ্মী সে সকল অঙ্গ বিলাস করিব।
আমরা ইহার করে পরশ পাইব ॥ ১৩৫
এই আমাদের আশা হব ইহার দাসী।
তবে সে দেখিব নিতি গৌর রূপ রাশি ॥ ১৩৬

ভাটিয়রি রাগ দিশা

মোর প্রান আরে গোরাচাঁদ নারে হয় ॥ ধ্রু ১৩৭
এই মনে রঙ্গে ঢঙ্গে প্রভাত হইল।
প্রাতঃ ক্রিয়া কৈল প্রভু যে বিধি আছিল ॥ ২৩৮
বিহাহের পরদিনে কুশণ্ডিকা কর্ম।
ব্রাহ্মন ভোজন করে ব্রাহ্মনের ধর্ম্ম ॥ ১৩৯
সকল করিল প্রভু সেদিন তথায়।
আর দিন ঘর যাব কহিল কথায় ॥ ১৪০
ঘরেরে চলিল যবে আনন্দিত মনে।
পরিজনে পূজাকরে রতন কাঞ্চনে ॥ ১৪১
একাসনে বৈসে প্রভু লক্ষ্মী বাম পাশে।
চৌদিকে বেড়িল নারীগন তার কাছে। ১৪২
বল্লভ মিশ্রের হিয়া হরিষ বিষাদ।
যাত্রাকালে করে কন্যা বরে আশীর্ব্বাদ।
দূর্বা ধান্য গন্ধ মালা গুবাক চন্দন।
জামাতারে দিয়া কিছু করে নিবেদন ॥ ১৪৪
ধনহীন আমি ছার নাহি করি ভাগ্য।
কি দিব তোমারে দান কিবা তোর যোগ্য ॥ ১৪৫
কেবল আপন গুনে কৈলে অনুগ্রহ।
ধন্য করাইলে করি কন্যা পরিগ্রহ ১৪৬

আমি কি বলিব মোর কি আছে যোগ্যতা।
তোমার নিজগুনে তুমি আমার জামাতা ॥ ১৪৭
দেব পিতৃগন মোরে প্রসন্ন হইল।
যখন তোমারে নিজ কন্যা সমর্পিল ॥ ১৪৮
তোমার অভয় পাদ পদ্মেতে শরন।
লভিল না দিবে দুঃখ আমারে শমন ॥ ১৪৯
যে পদ ধেয়ানে পূজে ব্রহ্মাশিব আদি।
সে পদ পূজিল বিদ্যমানে যথাবিধি ॥ ১৫০
আর কিছু নিবো দিয়ে শুন বিশ্বম্ভর।
এ বোল বলিতে কণ্ঠে গদগদ স্বর ১৫১
ছলছল করে আঁখি করুনার জলে।
লক্ষ্মীকর ধরি ছিল গোর চাঁদ করে ॥ ১৫২
আজি হৈতে লক্ষ্মী তোরে কৈনু সমর্পন।
জানিয়া করিবে ইহার ভরন পোষন ॥১৫৩
মোর ঘরে ছিলা লক্ষ্মী ঘরের ঈশ্বরী।
আজি হৈতে তোর দাসী কুলের বহরী ॥ ১৫৪
মোর ঘরে ছিল এই স্বচ্ছন্দ আচারে।
আখটি করিয়া মায়ে করিত আহারে ॥ ১৫৫
মোর ঘরে আছিলা এ মা বাপের কোলে।
যথা তথা হৈতে আইলে ধরে গিয়া গলে ॥ ১৫৬
সবার দুলালী লক্ষ্মী আমি অপুত্রক।
ঘরে ইহা বহি নাহি বালিকা বালক ॥ ১৫৭
আমি কি বলিব এই তোর নিজ জন।
মোহে মুগ্ধ হৈয়া বলি এতেক বচন ॥ ১৫৮
এই যে বলিল সেহ আমি মূঢ়মতি।
কি করিবে মোর মায়া তুমি যার পতি ॥ ১৫৯
ত্রিভুবনে লক্ষ্মীসম নাহি ভাগ্যবতী।
আমি যত বলি সব এ মায়া পিরীতি ॥ ১৬০
এ বোল বলিয়া মিশ্র কৈল সম্বরন।
ঢল ঢল সকরুন অরুন নয়ন ॥ ১৬১

চলিলা সে মহাপ্রভু নিজপ্রিয়া বামে।
লক্ষ্মীর সহিত চড়ে মনুষ্যের যানে ॥ ১৬২
শঙ্খ দুন্দুভি বাজে জয় হরি বোল।
নানাবিধ বাদ্য বাজে আনন্দ হিল্লোল ॥ ১৬৩
ব্রাহ্মনেতে বেদ পড়ে ভাটে রায় বার।
সম্মুখে নাটুয়া নাচে আনন্দ অপার ॥১৬৪
বয়স্য বেষ্টিত প্রভু চলি যায় পথে ।
অন্তরীক্ষে দেবগন চলে দিব্য রথে ॥১৬৫
এথা শচী আনন্দিত আইস্ত সুইস্ত লৈয়া ।
পুত্র মহোৎসবে বুলে কৌতুক করিয়া ॥১৬৬
সশাখ মঙ্গল ঘট পাতিল দুয়ারে ।
নারিকেল ফল দিল তাহার উপরে ॥ ১৬৭
নির্ম্মঞ্ছন সজ্জ করে ঘৃত বাতি জ্বালে।
ঘরেরে আইলা প্রভু সেই শুভকালে ॥ ১৬৮
গৌরচন্দ্র নির্ম্মঞ্ছন করে নারীগন।
জয় জয় হুলাহুলি সুগীত নাচন ॥ ১৬৯
নানাবিধ বাদ্য বাজে আনন্দ অপার।
সর্বসুখময় হৈল শচীর আগার ॥ ১৭০
উঠিল মঙ্গল ধ্বনি আনন্দ অশেষ।
লক্ষ্মীকর ধরি প্রভু গৃহ পরবেশ ॥ ১৭১
পুত্র আর বধূ কোলে করে শচীদেবী !
দূর্বা ধান্য দিয়া বলে হস্ত চিরজীবী ॥ ১৭২
পুত্র মুখে চুম্ব দেই বধূ মুখ চাইয়া।
বধূ মুখে চুম্ব দেই পুত্র নিরখিয়া ॥ ১৭৩
সর্ব সুখ ময় হৈল শচীর আবাস।
গোরাগুন গায় সুখে এ লোচন দাস ॥ ১৭৪

সিন্ধুড়া রাগ।

এই মনে নিজ বান্ধব সহিত
সুখে নিবসয়ে পঁহু।
শচীর অন্তরে আনন্দ পাথার
দেখি গোরাচাঁদ মহু ॥ ১৭৫
নদীয়া বিনোদ গোরা
কেলি কুতুহলে ভোরা।
কামের কামান ভুরু নিরমান
বান কাছিতেছে তারা ॥ ধ্রু ॥ ১৭৬
বয়স্যের সঙ্গে রহস্য বিলাস
লীলারসময় তনু।
বিনি মেঘে মহী এ থির বিজুরী
সাজল কুসুম ধনু ॥ ১৭৭
বয়স্যের কান্ধে কর অবলম্বি
পুঁথি করি বামহাতে।
দিবসের অন্তে রম্য রাজপথে
সুরধনী তট তাতে ॥ ১৭৮
সুগন্ধি চন্দন অঙ্গে বিলেপন
বিনোদ বিনোদ ফোটা।
তাহার সৌরভে মনমথ ভোলে
ধাওল যুবতী ঘটা ॥ ১৭৯
চাঁচর কেশের বেশের মাধুরী
হেরিয়া কে ধরে চিত।
কোঁচার শোভায় লোভায় যুবতী
না মানে গুরুর ভীত ॥ ১৮০
নদীয়া নগরে নাগরী আগোর
রসের সাগর সবে।
গৌরচন্দ্র লীলা দেখিয়া ভুলিলা
দম্ভ চূর গেল তবে ॥ ১৮১

নাগরীর গুন আছয়ে বাখান
বঙ্কিম আঁখি কটাক্ষে।
লাজের মন্দিরে আগুনি ভেজায়া
লোভে পড়ে লাখে লাখে ॥ ১৮২
নদীয়া সুন্দরী আপনা পাসরি
রহল হিয়া ধেয়ানে।
লোচন দাস বলে সে সুখ হিল্লোলে
অই করি অনুমানে ॥ ১৮৩

পঞ্চম অধ্যায়

প্রভুর বঙ্গবিজয়

পঠ মঞ্জরী রাগ।

ভাল দেখ অপরূপ প্রান পুতলী নবদ্বীপে
আরে হয় ॥১
আর দিনে আর কথা শুন সর্বজন।
গৌর চন্দ্রের গুন গাথা নিতুই নুতন ॥ ২
গঙ্গা দেখিবারে গেলা বয়স্যের মেলা।
দিন অবসানে সন্ধ্যা হৈল রম্য বেলা ॥ ৩
গঙ্গার দুকূলে যত ব্রাহ্মন সজ্জন।
গঙ্গা নমস্করি নিতি করি কর়য় স্তবন ॥ ৪
কাঁখে কুম্ভকরি যায় পুরনারীগন।
নিরীখয়ে গঙ্গাদেবী বেকত বদন ॥ ৫
মিশ্র আচার্য্য ভট্ট পণ্ডিত অপার।
ধর্ম্মশীল কত কত উত্তম আচার ॥ ৬
সর্বজন দাণ্ডাইয়া চাহে গঙ্গা কূলে।
গঙ্গার নির্ম্মল জল শোভে নানা কুলে ॥ ৭
গন্ধ চন্দন মালা দিব্য কদলক।
যুবক যুবতী বৃদ্ধ পূজয়ে বালক ॥ ৮
ত্রৈলোক্য পাবনী গঙ্গা বহে মহাবেগে।
আপনা না ধরে দেবী প্রভু অনুরাগে ৯
উথলিল গঙ্গাদেবী বাঢ়িল সলিল।
কুল কুল শব্দে পঁহু অঙ্গ পরশিল ॥ ১০
পুন পরশের আশে বাঢ়ে গঙ্গা দেবী।
সন্দেহ লাগিল লোকে মনে মনে ভাবি ১১
প্রতিদিন দেখি গঙ্গা যেমন তেমন।
আজি অপরূপ তেজ শুনিয়ে গর্জ্জন ১২
মেঘ বরিষন নাহি বাঢ়য়ে সলিল।
খরতর স্রোত বহে নীর উথলিল ॥ ১৩
এই মনে অনুমান করে সর্বজন।
গঙ্গার ভকত এক আছয়ে ব্রাহ্মন ॥ ১৪
গঙ্গার প্রসাদে তার অন্তর নির্মল।
ভূত ভবিষ্যৎ বিপ্র জানয়ে সকল ॥ ১৫
গঙ্গা আরাধনা করে জপে হরিনাম।
গঙ্গা গৌরাঙ্গ যেন দেখে একঠাম ১৬
এই বাঞ্ছা সেই বিপ্র করিল হৃদয়ে।
গঙ্গাতীরে কুটিয় বান্ধিয়া সুখে রহে ॥ ১৭
গঙ্গা মহোৎসব দেখি বাঢ়িল উল্লাস।
চিন্তিতে চিন্তিতে তাহে ভেল পরকাশ ১৮
গঙ্গার সমীপে রহে দেখে আচম্বিত।
বিশ্বম্ভর মহাপ্রভু বয়স্য বেষ্টিত ॥১৯
গঙ্গা নিরীখয়ে প্রভু বড় অনুরাগে।
দ্বিগুন হইল দেহ অঙ্গের পুলকে ২০
করুনায় অরুন ছল ছল করে আঁখি।
দেখিয়া পাইল বিপ্র অন্তরের সাক্ষী ২১

এই সেই ভগবান্ কভু নহে আন।
চিন্তিতে চিন্তিতে গেলা বিপ্র বিদ্যমান॥ ২২
প্রভুর নিকটে গিয়া দাণ্ডাইয়া দেখে।
অবশ হৈয়াছে প্রভু গঙ্গা অনুরাগে ২৩
গঙ্গার হৃদয় প্রভু জানে মনে মনে।
আগুসরি করে গঙ্গা কর পরশনে॥ ২৪
কর পরশনে গঙ্গার না পূরিল আশ।
ঢেউ ছলে করে রাঙা চরন সম্ভাষ॥ ২৫
মূর্ত্তিমতী হৈয়া গঙ্গা প্রভু কাছে রহে।
করজোড় করিয়া চরন পদ্ম চাহে॥ ২৬
দেখিয়া ব্রাহ্মন পুলকিত সব অঙ্গ।
দেখহ সকল লোক গঙ্গা গৌরাঙ্গ ॥২৭
প্রভু পরশিল গঙ্গা চরন কমলে।
কৃতার্থ হইয়া গঙ্গা গেলা নিজ জলে ॥২৮
গৌরাঙ্গ-নিকটে গঙ্গা কেহো না জানিল।
ব্রাহ্মন অভীষ্ট ভরি নয়ানে দেখিল ॥২৯
সুরধনী-অনুরাগ পাইয়া গৌরহরি।
পুলকিত সব অঙ্গ কাঁপে থরহরি ॥৩০
বিভোর হইয়া প্রভু বলে হরিবোল।
আবেশের ভরে নিজ জনে দেই কোল ॥৩১
অরুন বরন ভেল প্রেমার আরম্ভে।
কদম্ব-কেশর জিনে পুলক কদম্বে ॥৩২
প্রভু অনুরাগে গঙ্গা হিয়া মাঝে রহে।
শত জলধারা আঁখি সাগরেতে বহে ॥৩৩
লোমে লোমে বহে নীর—লোকে বলে ঘর্ম্ম।
উথলিল প্রেমসিন্ধু-দ্রবময় ব্রহ্ম ॥৩৪
চৌদিকে সকল লোক হরি হরি বোলে।
উথলিল প্রেমসিন্ধু আনন্দ-হিল্লোলে ॥৩৫
চমকিত ভেল সব নদীয়া-সমাজ।
গঙ্গার ভকত বিপ্র বুঝিলেক কাজ ॥৩৬
সেই ভগবান প্রভু বিশ্বম্ভর দেবে।
দেখিয়া সে বাঢ়ে গঙ্গা— করে অনুভবে ॥৩৭
চরনে পড়িলা বিপ্র— করে আর্ত্তনাদ।
এতদিনে গঙ্গা মোরে কৈল পরসাদ ॥৩৮
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র যাহা না পায় ধেয়ানে।
হেন মহাপ্রভু আজি দেখিল নয়ানে ॥৩৯
ভূমে গড়াগড়ি যায় কান্দে আর্ত্তনাদে।
আপনা পাসরে বিপ্র প্রেমার আনন্দে ॥৪০
চতুর্দ্দিকে সব লোক দাণ্ডাইয়া রহে।
বেকত বদনে বিপ্র পূর্বকথা কহে ॥৪১
অবশ ব্রাহ্মন দেখি চলিলা ঠাকুর।
নিজ-ঘরে গেল হিয়া আনন্দ প্রচুর ॥৪২
আদি কথা কহে বিপ্র শুন সর্বজন।
যেমতে হইল গঙ্গাদেবীর জনম ৪৩
এখনে যে গঙ্গাদেবী বাঢ়ে যে কারনে।
সকল কহিয়ে—সবে শুন সাবধানে ॥৪৪
পূর্ব্বে এককালে মহামহেশ ঠাকুর।
কৃষ্ণগুন গায় মহা আনন্দ প্রচুর ॥৪৫
নারদ ঠাকুর গায়-গনেশ বাদক।
পুলকে পূরিত অঙ্গ আপাদ মস্তক ॥৪৬
সঙ্গীত সুতান তিনে গায় এক মেলে।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল শব্দ ব্রহ্মের হিল্লোলে ॥৪৭
একে সে মহেশ— তাহে কৃষ্ণের আবেশ।
নারদের বীনা—তাতে বাদক গনেশ ॥৪৮
অথির হইয়া প্রভু আইলা সেই ঠাঁই।
মহেশ নারদ মিলি যথা গুন গাই ॥৪৯
কহিল—না গাও গুন শুনহ মাহেশ।
তো সবার গান তত্ত্ব না বুঝোঁ বিশেষ ॥৫০

তোমার সঙ্গীত গানে নাহি রহে দেহ ।
আউলায় শরীর বন্ধ দ্রবময় লেহ ॥৫১
শুনিয়া ঠাকুর বানী হাসয়ে মহেশ ।
গাইয়া দেখিব তত্ত্ব ইহার বিশেষ ॥৫২
ইহা বলি গায় গুন অধিক উল্লাস ।
ব্রহ্মাণ্ড ভরিল শব্দে এ ভূমি আকাশ ॥৫৩
দ্রবিল শরীর প্রভুর ক্ষীন হৈল তন ।
তরাসে মহেশ কৈল গান সম্বরন ॥৫৪
সম্বরন কৈল গান—থির হৈল মতি ।
সেই সে কারুন্য জল লোকে আছে খ্যাতি ॥৫৫
সেই দ্রব ব্রহ্ম নাম করুনার জল ।
তীর্থরূপী জনার্দ্দন—ঘোষয়ে সকল ॥৫৬
দুর্ল্লভ দুর্ল্লভ এই সংসার ভিতর ।
কমণ্ডলু ভরি ব্রহ্মা রাখিল সে জল ॥৫৭
আছিল যে বলিরাজপ্রভুর ভকত ।
তারে অনুগ্রহ লাগি হৈগেল বেকত ॥৫৮
এ পাদ থুইতে প্রভু মাগিল পৃথিবী ।
ত্রিভুবন জোড়ে তাঁর ত্রপাদ পদবী ॥৫৯
আর পাদ দিল বলির মাথার উপর ।
ঐছন করুনা প্রভু নাহি দেখি আর ॥৬০
তবে অপরূপ গুন ত্রিপাদ মহিমা ।
ত্রিজগতে ধন্য হৈল যাহার করুনা ॥ ৬১
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল সেই পদনখ আগে ।
সেই পদে পাদ্য ব্রহ্মা দিল অনুরাগে ॥ ৬২
প্রভু পাদাম্বুজ জল পূজয়ে মস্তকে ।
ত্রিপাদ সম্ভবা গঙ্গা তেঁই বলে লোকে ৬৩
হেনই ঠাকুর মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর ।
দেখি সকল লোক নয়ান গোচর ৬৪
দেখি গঙ্গাদেবী পূর্ব্ব সোঙরন হৈল ।
প্রেম অনুরাগে গঙ্গা বাঢ়িতে লাগিল ৬৫
গঙ্গাপানে চাহে প্রভু অনুরাগ দিঠে ।
অমৃত অধিক গোরা অঙ্গ লাগে মিঠে ॥ ৬৬
চরন পরশে পুন তরঙ্গের ছলে ।
অনুভবে জানিল মো কহিল সবারে ॥ ৬৭
শুনিয়া সকল লোকে বাঢ়ল উল্লাস ।
গোরাগুন গায় সুখে এ লোচন দাস ৬৮

ধানশী রাগ দিশা ।

আরে আরে হয় হয় ॥ মূর্চ্ছা ॥

হেন অদভুত কথা শ্রবন মঙ্গল নামরে ।
শুন গোরাগুন গাথা ॥ ৬৯
আরে আমার গোরা পদ কমল মাধুরী ।
ভকত ভ্রমরা উড়ি পড়ে ঘুরি ঘুরি ॥ ৭০
এই মতে কত দিন গোঙাইল সুখে ।
বান্ধব সহিতে প্রভু আনন্দ কৌতুকে ॥ ৭১
একদিন মনে মনে কৈল আচম্বিতে ।
পূর্ব দেশে যাব আমি সর্বলোক হিতে ৭২
পাণ্ডব বর্জ্জিত দেশ সর্ব লোকে গায় ।
গঙ্গা হৈয়া গঙ্গা নহে এই সাক্ষী তায় ।৭৩
আমার পরশে পদ্মাবতী হৈব ধন্য ।
সর্ব লোক আমা বহি না জানিব অন্য ॥ ৭৪
ঐছন যুকতি প্রভু মনে অনুমানে ।
মায়েরে কহিল-যাব ধন উপার্জ্জনে ॥ ৭৫
যাত্রা করি যায় প্রভু সঙ্গে নিজ জন ।
ছট ফট করে শচী মায়ের জীবন ॥ ৭৬
কাতর হৃদয়ে শচী কহয়ে পুত্রেরে ।
শুন বাপ ! মোর বানী যে কহিতোমারে ॥ ৭৭

ধন উপার্জ্জনে দূর দেশে যাবে তুমি।
তোমা না দেখিলে সে কেমনে জীব আমি ৭৮
জল বিনু যেন মীন না ধরে পরান।
তোমা বিনু আমার তেমনে সমাধান ॥ ৭০
তোমার মুখ চন্দ্ররূপ মনেতে ভাবিয়া।
মরি যাব ওহে বাপ তোমা না দেখিয়া ৮০
মায়ের বচন শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর।
বিনয় করিয়া কৈল প্রবোধ উত্তর ॥ ৮১
আমার বিচ্ছেদে ডর না ভাবিহ তুমি।
নিকটে তোমার ঠাঁই আসিব সে আমি ॥ ৮২
লক্ষ্মীরে কহিল প্রভু হাসিয়া উত্তর।
মাতার সেবায় তুমি রহিবে তৎপর ৮৩
মায়ে যত কৈল কিছু না শুনিল পঁহু।
শুভ যাত্রা করি যায় হাসি লহু লহু ॥ ৮৪
চলিল সে মহাপ্রভু সঙ্গে নিজ জন।
কৌতুকে ভ্রময়ে মহা আনন্দিত মন ॥ ৮৬
যেখানে সেখানে যায় প্রভু বিশ্বম্ভর।
দেখিয়া সেখানের লোক হয়েত ফাঁপর ॥ ৮৬ ॥
সেরূপ দেখিয়া কেহো না লেউটে আঁখি।
কেহো বলে এই রূপ অহর্নিশি দেখি ৮৭
পুরনারীগন বলে দেখিয়া বদন।
সফল জনম আজি সফল নয়ন ॥ ৮৮
কোন ভাগ্যবতী মা য় ধরিল উদরে।
কভু নাহি দেখি হেন সুন্দর শরীরে ॥ ৮৯
হর গৌরী আরাধিয়া কোন ভাগবতী।
হেন রূপে হেন গুনে পাইয়াছে পতি ৯০
নবীন কাঞ্চন জিনি অঙ্গের কিরন।
সুমেরু পর্বত জিনি দেহের গঠন ॥ ৯১
সহজ রূপের নাহি ভুবনে তুলনা।
যজ্ঞ সূত্র অতিশয় তাহাতে শোভনা ॥ ৯২

মরি যাই হেরিয়া সুন্দর মুখের হাসি।
কুলবতী হৃদয়ে রহিল ইহা পশি ॥ ৯৩
দীঘল সুন্দর আঁখি পুণ্ডরীক জিনি।
অপরূপ তাহে চারু চঞ্চল চাহনি ॥ ৯৪
কোনো ভাগ্যবতী কৃষ্ণের রসতত্ত্ব জ্ঞাতা।
অনুমানি কহে সেই নির্যাস বারতা ॥ ৯৫
দেখি যেন রাধার বল্লভ হেন ঠাম।
রাধার বরন অঙ্গ দেখি বিদ্যমান। ৯৭
সকল যুবতী মেলি কহিতে লাগিলা।
শুনি বিশ্বম্ভর পঁহু উলটি চাহিলা ॥ ৯৭
সরস নয়ানে প্রভু চাহিলা সবারে।
প্রেমে গরগর তারা আপনা পাসরে ॥ ৯৮
পদ্মাবতী স্নান কৈল যে আছিল বিধি।
চরন পরশে গঙ্গাসম ভেল নদী ॥ ৯৯
পদ্মাবতী মহাবেগা পুলিন সংযুতা।
কুম্ভীর কচ্ছপ মীনে অতি সুশোভিতা ১০০
ব্রাহ্মন সজ্জন সব বৈসে তার তটে।
দিব্য পুরুষ নারী স্নান করে ঘাটে ১০১
বিশ্বম্ভর স্নানে পূতা ভেল পদ্মাবতী।
সর্বজনে পাপ হরে স্নান করে তথি ১০২
প্রেমভক্তি হয় কৃষ্ণ চরনার বিন্দে।
স্নান করে কভু যদি বৈষ্ণব না নিন্দে ॥ ১০৩
সেই পদ্মাবতী তটবাসী যত জন।
গৌরচন্দ্র দেখি শ্লাঘ্য করিল নয়ন ॥ ১০৪
তবে পদ্মাবতী তীরে ভ্রমে গৌরহরি।
সে দেশ পবিত্র কৈল শ্রীচরন ধরি ॥ ১০৫
শীতল চরন পাইয়া ধরনী শীতল।
পুলকিত হৈলা দেবী গেল অমঙ্গল ॥ ১০৬

সে দেশ তারিল আপে বহু যত্ন করি।
পাণ্ডাব বর্জ্জিত দেশ দূর কৈল হরি ॥ ১০৭
চাণ্ডাল পতিত কিবা সজ্জন দুর্জ্জন।
সবারে যাচিয়া প্রভু দিল হরিনাম।
শুচি বা অশুচি কিবা আচার বিচার।
না মানিয়া সবারে করিল ভব পার ॥ ১০৯
নাম সঙ্কীর্ত্তনে প্রভু নৌকা সাজাইয়া।
ভবনদী পার কৈল দুঃখিত দেখিয়া ॥ ১১০
যে জনারে পায় তারে ধরি কোলে করি।
কাণ্ডারীর রূপে পার কৈল গৌরহরি ॥ ১১১
এ হেন করুনা নাহি শুনি কোনো যুগে।
কোন অবতারে কোথা কেবা পাপ মগে ॥ ১১২
সবারে পবিত্র কৈল সমভাব করি।
রাধাকৃষ্ণ প্রেমের তারিল অধিকারী ॥ ১১৩
বিদ্যাদান কৈল প্রভু অশেষ বিশেষে।
পণ্ডিত হৈল সবে দিন পক্ষ মাসে ॥ ১১৪
দয়ার সাগর প্রভু সর্ব্ব লোক পতি।
করুনা প্রকাশি লোকে শুদ্ধ কৈল মতি ১১৫
এই মতে আছে প্রভু সজ্জন সমাজে।
এথা লক্ষ্মী শচী দেবী আছে নবদ্বীপে ॥ ১১৬
পতি ব্রতা লক্ষ্মী দেবী পতি গত প্রান।
আনন্দে শচীর সেবা করয়ে বিধান ॥ ১১৭
দেবতার সজ্জ করে গৃহ সমার্জ্জন।
ধূপদীপ নৈবেদ্য গন্ধ মাল্য চন্দন ১১৮
সব সজ্জ করি দেই দেবতার ঘরে।
তাহার চরিতে শচী আপনা পাসরে ১১৯
বশ ভেল শচীদেবী বধূর চরিতে।
পুলকিত দেহ শচীর বধূর পিরীতে ॥ ১২০

— —

বিভাষ রাগ। দিশা।
হয়রে হয় না হারে জয় জয় প্রভু প্রান হয় ॥ ধ্রু
১২১
এইমতে আছে শচী বধূর সহিত।
দৈবের নির্ব্বন্ধ যাহা না যায় খণ্ডিত ॥ ১২২
প্রভু না দেখিয়া লক্ষ্মী কাতর অন্তর।
প্রভুর বিরহ তার স্ফুরে নিরন্তর ॥ ১২৩
বিরহ হইল মূর্ত্তি সর্পের আকারে।
লক্ষ্মী ঠাকুরানী তাহা জানিল অন্তরে ॥ ১২৪
দংশিলেক মহাসর্প লক্ষ্মীর চরনে।
অস্তব্যস্ত হৈয়া শচী গনে মনে মনে ॥ ১২৫
দংশন জ্বালায় দেবী অথির হইল।
দেখি শচী দেবী মহাসঙ্কটে পড়িল ১২৬
ডাকিয়া আনিল ওঝা ঝাড়ে নানা মন্ত্রে।
জিজ্ঞাসা করিল নানা ঔষধের তন্ত্রে ॥ ১২৭
অনেক যতন কৈল না লেউটে বিষ।
বড় ভয় পাইল শচী হৈল বিমরিষ ১২৮
প্রাপ্তি কাল দেখি সবে ছাড়িল যতনে।
গঙ্গাজলে নামাইল হরি সঙরনে ॥ ১২৯
গলায় তুলিয়া দিল তুলসীর দাম।
চৌদিকে বৈষ্ণব সব লয় হরিনাম ॥১৩০
লক্ষ্মী গেলা প্রভু স্থানে না জানিল লোকে।
পরম অদ্ভুত সবে দেখে পরতেকে ॥১৩১
আকাশের পথে রথ আনিল গন্ধর্ব্ব।
হরি বলি দেহ ছাড়ি লক্ষ্মী গেলা স্বর্গ ॥১৩২
লক্ষ্মী অংশ কোনো শক্তি স্বর্গপুরী গেল।
দেখিয়া সকল লোক বিহ্বল হইল ॥ ১৩৩
বৈকুণ্ঠে চলিলা লক্ষ্মী আপন আলয়।
পরম লখমী যথা সর্ব্ব লক্ষ্মী ময় ১৩৪

তবে শচী দেবী এথা কান্দয়ে দুঃখিতা।
গুন বিনাইয়া কান্দে স্ত্রীগন বেষ্টিতা ১৩৫
নয়নে গলয়ে নীর ভিজে হিয়া বাস।
শিরে কর হানি ছাড়ে তপত নিঃশ্বাসে ১৩৬
সর্বগুনে শীলে লক্ষ্মী বধূ লক্ষ্মী সমা।
নদীয়া নগরে নাহি দিবারে উপমা ॥ ১৩৭
কেমনে ঘরেরে যাব একেশ্বরী আমি।
কি লাগিয়া মোরে দয়া পাসরিলা তুমি ১৩৮
দেব আরাধন সজ্জ থাকিল পড়িয়া।
আমার শুশ্রূষা কেনে গেলা ত ছাড়িয়া ১৩৯
আজি হৈতে শূন্য হৈল মোর গৃহ বাস।
বিভা করি বিশ্বম্ভর গেলাত প্রবাস ১৪০
আরে রে পাপিষ্ঠ সর্প কোথা ছিলে তুমি।
আমারে না খাইলা কেনে—জীত বধূ খানি ॥১৪১
মোর সেবা করিবারে বধূ নিয়োজিয়া।
বিদেশে চলিলা পুত্র নিশ্চিন্ত হইয়া ১৪২
কেমনে বা পুত্র মুখ চাহিব অভাগী।
কি করিব প্রান পোড়ে বধূকে না দেখি ॥ ১৪৩
এতেক বিলাপ দেখিয়ত বন্ধু গন।
সবে বলে শচী দেবী! কর সম্বরন ১৪৪
যার যে নির্বন্ধ আছে ঘুচাইবে কেহ
সকল সংসার মিথ্যা সব দেহ গেহ ১৪৫
তোমারে কি বুঝাইব তুমি সব জান।
জানিয়া শুনিয়া কেনে প্রবোধ না মান ১৪৬
শরীর ধরিলে কেহো মৃত্যু না এড়ায়।
ব্রহ্মাদি দেবতা যত তারা মৃত্যু পায় ১৪৭
কেহো আগে কেহো পাছে মরন সবার।
জনম মরন মাত্র সবার ব্যভার ॥ ১৪৮
সত্য এক বস্তু কৃষ্ণ বেদে মাত্র জানি।
হেন কৃষ্ণ যেনা ভজে সেই মূঢ় খানি ১৪৯
ইহা বলি প্রবোধিয়া সব বন্ধু গন।
হরি হরি বলি সবে সম্বরে ক্রন্দন ১৫০
তবে সবজন মিলি যে বিধি আছিল।
করিয়া সৎক্রিয়া সবে ঘরেরে চলিল ১৫১
কান্দিতে কান্দিতে শচী নিজঘর গেলা।
প্রবোধ করিলা সবে বন্ধুগন মেলা ॥ ১৫২
তবে ওথা কতদিন রহি বিশ্বম্ভর।
ঘরের চলিলা প্রভু হরিষ অন্তর ১৫৩
রজত কাঞ্চন বস্ত্র মুকুতা প্রবাল।
সকল বৈষ্ণব পূজা করিল অপার ১৫৪
ঘরেরে আইলা প্রভু নানা ধন লৈয়া।
মাত, স্থানে দিল ধন হরষিত হৈয়া ॥ ১৫৫
নমস্কার করি প্রভু নেহারে বদন।
বিরস বদন শচী না কহে বচন ॥ ১৫৬
পুনরপি পদ ধূলি লয় বিশ্বম্ভর।
মলিন বদন শচী না কহে উত্তর ১৫৭
যে কিছু আনিল ধন মায়ে নিবেদিয়া।
ধীরে ধীরে কহে প্রভু বিস্মিত হইয়া ১৫৮
কেন হেন মাতা! তোমার মলিন বদন।
তোমারে দুঃখিত দেখি পোড়ে মোর মন ১৫৯
এ বোল শুনিয়া শচী গদ গদ ভাষ।
ঝরয়ে আঁখির নীর ভিজে হিয়া বাস ॥ ১৬০
কহিতে না পারে কিছু সকরুন কণ্ঠ।
কহিল আমার বধূ গেলাত বৈকুণ্ঠ ১৬১
এ বোল শুনিয়া প্রভু বিরস অন্তর।
ছলছল করে আঁখি করুনার জল ১৬২
মায়েরে বলিলা প্রভু শুনহ বচন।
পূর্ব কথা কহি তার জন্মের কারন ॥ ১৬৩

ইন্দ্রের অপ্সরা নৃত্য করে এক কালে।
দৈবের নির্ব্বন্ধে পদ স্খলন হৈল তারে ॥১৬৪
তাল ভঙ্গ হৈল শাপ দিল সুরে শ্বরে।
পৃথিবীতে জন্মগিয়া মনুষ্যের ঘরে ॥ ১৬৫
শাপ দিয়া পুন দয়া ভেল দেবরাজে।
দুঃখ না পাইবা বৈল হৈব বড় কাজে ॥১৬৬
পৃথিবীতে অবতার হইব ঈশ্বর।
তার বধূ হৈবা তুমি দিল এই বর ॥ ১৬৭
তবে ত আসিবা বা তুমি এই ইন্দ্র পুরী।
কহিল সকল সেই ইন্দ্রের সুন্দরী ॥ ১৬৮
শোক না করিহ তুমি শুন মোর মাতা।
নির্বন্ধনা ঘুচে যেই লেখয়ে বিধাতা ॥১৬৯
পুত্রের বচন শচী শুনে সাবধানে।
না করিল শোক—কিছু না করিল মনে ॥১৭০
এ বোল বলিয়া বিশ্বম্ভর পাইল চিন্ত।
আত্ম সঙ্গোপন করে কহে নানা কথা ॥১৭১
কহয়ে লোচন দাস— শুনহ বিচিত্র।
লক্ষ্মী স্বর্গ আরোহন গৌরাঙ্গ চরিত্র ১৭৩

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রভুর দ্বিতীয় বিবাহ

গান্ধার রাগ ! দিশা।

ও কি হোরে গৌরাঙ্গ জয় জয় ॥ ধ্রু ॥ ১
হেন মতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
আনন্দে গোঙায় দিন শচীর কোঙর ॥ ২
সুখে নিবসয়ে বন্ধু বান্ধব সহিতে।
শচীর হৃদয়ে দুঃখ ভেল আচম্বিতে ॥ ৩
বধূশূন্য গৃহ দেখি পায়ে বড় চিন্তা।
বিশ্বম্ভরে বিভাদিব করে মনঃ কথা ॥৪
মনে অনুমান করি করিল নিশ্চয়।
আছে একখানি কন্যা যদি ভাগ্যে হয় ॥৫
* কাশীনাথ নামে দ্বিজ দেখিল সম্মুখে।
অন্তর কহিল শচী নিভৃতে তাহাকে ॥ ৬
* সনাতন পণ্ডিতের ঘরে যাহ তুমি।
প্রবন্ধ করিয়া কহ যে কহিয়ে আমি ॥ ৭
সর্ব্ব গুনে শীলে এই আমার তনয়।
তাহার কন্যার যোগ্য যদি মনে লয় ॥৮
এতেক বচন শচী দ্বিজেরে কহিলা।
শুনি কাশীনাথ দ্বিজ সত্বরে চলিল ॥৯

---

* কাশীনাথ পণ্ডিত—কাশীনাথ পণ্ডিতের পূর্ব্বাবতার বিষয়ে শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থের ৫০ শ্লোকের বর্ণন—

যশ্চ সত্রাজিতো বিপ্রঃ প্রহিতো মাধবং প্রতি। সত্যোদ্বাহায় কুলক শ্রীকাশীনাথ এব সঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণ সহ সত্যভামার বিবাহের ঘটক কুলকব্রাহ্মনই কাশীনাথ পণ্ডিত নামে আবির্ভূত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের বিবাহ কার্য্য সম্পাদনা করেন।

* সনাতন পণ্ডিত—সনাতন মিশ্রের পূর্বাবতার বিষয়ে শ্রীগৌর গণোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থের—৪৭ শ্লোকের বর্ণন

শ্রীসনাতন মিশ্রোহয়ং পুরা সত্রাজিতোনৃপঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণের শ্বশুর সত্রাজির সত্রাজিত রাজাই সনাতন মিশ্র নামে আবির্ভূত হন। তাঁহার বংশ পরিচয় বিষয়ে শ্রীপ্রেম বিলাস গ্রন্থের ১৯ বিলাসের বর্ণন—

পণ্ডিত শ্রীসনাতন বসি আছে ঘরে।
কাশীনাথ দ্বিজবর গেলা তথাকারে ॥১০
আইস আইস বলি দিল আসন বসিতে।
কি কাজে আইলা—কহে হাসিতে হাসিতে ॥১১
কাশীনাথ কহে শুন শুন হে পণ্ডিত।
কহিব সকল কথা যে হয় উচিত ॥১২
তুমি সর্বশাস্ত্র জ্ঞান—ধন্য পৃথিবীতে।
কি আছয়ে যতগুন তোর অবিদিতে ॥ ১৩
পরম-ধার্ম্মিক তুমি—বিষ্ণু পরায়ন।
নিজ-ধর্ম্মপর যেই—বলিয়ে ব্রাহ্মন ॥১৪
ঐছন জানিয়া শচী বিশ্বম্ভর মাতা।
ডাকিয়া কহিলা মোরে অন্তরের কথা ॥ ১৫
পাঠাইয়া দিলা মোরে তোমা বরাবর।
অবধান করি শুন যে কহি উত্তর ॥ ১৬
আপনা বলিয়ে তোর কহি নিজ মর্ম্ম।
আপনে বুঝিয়া কর যে জুয়ায় কর্ম্ম ॥ ১৭
তোমার কন্যার যোগ্য বর বিশ্বম্ভর।
কহিল সকল কথা যে দেহ উত্তর ॥ ১৮
শুনি সনাতন মিশ্র মনে অনুমানি।
বন্ধুর সহিত কথা দঢ়াইল বানী ॥ ১৯
কাশীনাথ পণ্ডিতেরে কহে সনাতন।
আপন অন্তর কহি—শুন মহাজন ॥ ২০
এই মনঃকথা মোর রজনী দিবস।
প্রকট বদনে কহি নাহিক সাহস ॥ ২১
আজি শুভদিন পরসন্ন ভেল বিধি।
জামাতা হইব বিশ্বম্ভর গুননিধি ॥ ২২
আপনার ভাগ্যতত্ত্ব জানিলাম তবে।
আপনে সে শচীদেবী গোচরিল যবে ॥ ২৩
মোর ভাগ্য সম ভাগ্য কাহার হইব।
পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দে কন্যা সমর্পিব ॥২৪
সদা যার পাদপদ্ম পূজে ব্রহ্মা শিব।
সে চরনে কন্যাদিয়া আমিহ অর্চিব ॥২৫
আগুসরি কাশীনাথ চলে দ্বিজোত্তমে।
কহিল—কহিও শচীদেবীর চরনে ॥২৬
সময় নির্ণয় করি পাঠাব ব্রাহ্মন।
শুভকার্য্য অনুবন্ধে করিহ যতন ॥ ২৭
পণ্ডিত শ্রী সনাতন কহিলা উত্তর।
কাশীনাথ দ্বিজোত্তন চলিলা সত্বর ॥২৮
শচীর চরনে আসি করি পরনাম।
কহিল সকল কথা তাঁর বিদ্যমান ॥ ২৯

দুর্গাদাস মিশ্র সর্ব্বগুনের আকর। বৈদিক ব্রাহ্মন বাস নদীয়া নগর ॥
তাঁহার পত্নীর নাম শ্রীবিজয়া নাম। প্রসবিলা দুইপুত্র অতি গুনধাম ॥
জ্যেষ্ঠ সনাতন কনিষ্ঠ পরাশর কালিদাস। পরম পণ্ডিত সর্ব গুনের আবাস ॥
সনাতনের পত্নীর নাম হয় মহামায়া। এককন্যা প্রসবিলা বিষ্ণুপ্রিয়া ॥
একমাত্র কন্যা আর না হইল সন্তান। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচন্দ্রে তাঁরে কৈল দান ॥
কালিদাস মিশ্র পত্নী বিধুমুখী নাম। প্রসবিলা পুত্ররত্ন সর্ব্বগুন ধাম ॥
একমাত্র পুত্ররাখি কালিদাস। পৃথ্বীছাড়ি স্বর্গলোকে করিলেন বাস ॥

কালিদাসের পুত্র মাধব দাস অদ্বৈত সমীপে দীক্ষা, শ্রীরূপ গোস্বামী সমীপে ভজন শিক্ষা ও শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল গ্রন্থ রচনা করেন।

অতি হরষিতা শচী উত্তর পাইয়া।
পুত্র বিবাহের কার্য্য করেন হাসিয়া ৩০
নানা দ্রব্য আহরন করে শচী ধন্যা।
কোনো ছলে দেখিবারে যায় সেই কন্যা ॥৩১
তবে সেই—সনাতন পণ্ডিত উত্তম।
কতদিন বহি তথা পাঠাইল ব্রাহ্মন ॥ ৩২
শচীর চরনে মোর কহিও বচন।
গোচরিহ পূরুবে যে কহিল ব্রাহ্মন ৩৩
মোর ভাগ্য আজ্ঞা যদি করে সেই কথা।
সত্বরে আসিহ কার্য্য করিবেন হেথা ৩৪
পর ব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দ শ্রীশচী নন্দন।
তারে কন্যা দিলে হবে সংসার মোচন ৫৩
শুনিয়া চলিলা বিপ্র শচীর ভবনে।
হাসিয়া প্রনাম কৈল শচীর চরনে ৩৬
পণ্ডিত শ্রীসনাতন পাঠাইলা মোরে।
নিজ মর্ম্ম নিবেদন করিতে তোমারে ॥ ৩৭
তার ভাগ্য অজ্ঞা যদি কর তুমি ধন্যা।
তব পুত্র বিশ্বম্ভরে দেই নিজ কন্যা।
ভাল ভাল বলি শচী অতি হরষিত।
আমার সম্মত কার্য্য করহ ত্বরিত ॥ ৩৯
এ বোল শুনিয়া দ্বিজ অতি হৃষ্ট মনে।
কহিতে লাগিলা কিছু মধুর বচনে ॥ ৪০
বিষ্ণুপ্রিয়া বিশ্বম্ভর হেন পতি পাব।
* বিষ্ণুপ্রিয়া'-নাম তার যথার্থ হইব ॥ ৪১
শ্রীকৃষ্ণেরে পতি যেন পাইল রুক্মিনী।
ঐছন হইব ইহা হিয়া অনুমানি ॥ ৪২
এ বোল শুনিয়া শচী অতি হরষিতা।
ব্রাহ্মন কহিল গিয়া পণ্ডিতেরে কথা ॥ ৪৩
পণ্ডিত শ্রীসনাতন বড় তুষ্ট হৈলা।
বিবাহ উচিত কর্ম্ম করিতে লাগিলা ॥৪৪

---

* বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পূর্ব্বাবতার বিষয়ে শ্রীগৌরগনোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থের ৪৮ শ্লোকের বর্ণন—ভুবোংশ রূপা পরমাঞ্চ বিষ্ণু প্রিয়াং। পৃথিবীর অংশরূপারূপে বিষ্ণুপ্রিয়ার আবির্ভাব। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সন্ন্যাসের পর বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর বৈরাগ্য ও প্রেমানুরাগ অনুরাগবল্লী আদিগ্রন্থে বর্ণিত রহিয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাসের পর সূর্য্যোদয়ের পূর্বে শচী মায়ের সঙ্গে গঙ্গাস্নান করিয়া গৃহে প্রবেশ করতঃ শ্রীশালগ্রাম ও শচীমায়ের সেবায় ব্রতী হইতেন। শচীমায়ের অন্তর্দ্ধানের পর বিষ্ণুপ্রিয়ার অবস্থিতি বিষয়ে অনুরাগবল্লী গ্রন্থের ২ মঞ্জরীর বর্ণন।

বাড়ীর বাহির দ্বার মুদ্রিত করিয়া।
ভিতরে রহিলা দাসী জনা কথো লয়া ॥
দুই দিগে দুই মই ভিতে লাগা আছে।
তাহে চড়ি দাসী আইসে যায় আগে পাছে ॥
ভিতরে পুরুষ মাত্র যাইতে না পায়।
দামোদর পণ্ডিত যায় প্রভুর আজ্ঞায় ॥

দামোদর পণ্ডিত প্রভুর সেবার গঙ্গাজল আনেন। আর দাসীগণ বহিরাচরনের জল আনেন। অন্তঃপুরে প্রাতঃস্নান করিয়া শাল গ্রাম সেবা অন্তে নির্জ্জনে নাম জপ করেন। প্রতি নামে একতণ্ডুল মৃৎপাত্রে রাখিয়া প্রেমানুরাগে তৃতীয়প্রহর জপ করেন। যাহা তণ্ডুল হয় তাহা রন্ধন করতঃ শালগ্রামে অর্পণ করেন। সেই প্রসাদ কিঞ্চিৎ গ্রহন করিয়া ভক্ত বৃন্দকে অর্পন করেন। নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণববৃন্দ অনাহারী থাকিয়া প্রসাদ গ্রহনের পর ভোজন করিতেন। সেই সময় বৈষ্ণববৃন্দের শ্রীচরন দর্শন ঘটিত।

নানা দ্রব্য অলঙ্কার করে মহামতি।
অধিবাস করিবারে করিল যুক্তি ॥৪৫
গনক আনিয়া কৈল বচন বিনয়।
বিষ্ণুপ্রিয়া-বিভা দিবা—করহ সময় ॥৪৬
গনক কহিল—শুন শুন হে পণ্ডিত।
আসিতে দেখিল গৌরচন্দ্র আচম্বিত ॥৪৭
তারে দেখি আনন্দিত ভেল মোর মন।
কৌতুকে তাহারে আমি যে কৈল বচন ॥৪৮
কালি শুভ অধিবাস হইব তোমার।
বিবাহ হইব শুন বচন আমার ॥৪৯
এ বোল শুনিয়া তেঁহো কহিল উত্তর।
কহ কোথা কার বিভা কেবা কন্যা বর ॥৫০
আমার সাক্ষাতে কথা কহিল কখন।
বুঝিয়া কার্য্যের গতি কর আচরন ॥৫১
গনকের মুখে শুনি এ সব বচন।
ধৈর্য্য অবলম্বি কিছু না কৈল তখন ॥৫২
সনাতন পণ্ডিত সে চরিত্র উদার।
বন্ধুগন লৈয়া করে অনুমান সার ॥৫৩
নানা দ্রব্য কৈলুঁ নানা কৈলুঁ অলঙ্কার।
কাহারে কি দোষ দিবা—করম আমার ॥৫৩
আমি কোন কিছু অপরাধ নাহি করি।
অকারনে আদর ছাড়িলা গৌরহরি ॥৫৫
গৌরাঙ্গ সম্বন্ধ-সুখ ধন হারাইয়া।
হাহা গৌরচন্দ্র বলি ভূমিতে পড়িয়া ॥৫৬
ফুকারি ফুকারি কান্দে—বলে হরি হরি।
তোমা না দেখিয়া বিশ্বম্ভর আমি মরি ॥৫৭
জয় পণ্ডিতের পরিত্রান বিশ্বম্ভরে।
রাখিলে ভীষ্মক-বাঞ্ছা বিদর্ভ নগরে ॥৫৮
জয় রুক্মিনীর বাঞ্ছা-রক্ষক মুরারি।
আনিলে সে অকুমারী যতেক সুন্দরী ॥৫৯

তা সবা করিলা বিভা জানি তার মর্ম্ম।
মোর কন্যা বিভা কর তুমি সত্য ধর্ম্ম ॥৬০
মোরে ঘৃনা না করিবে পতিত বলিয়া।
কত কত পতিতেরে নৈয়াছ তারিয়া ॥৬১
জয় বিশ্বম্ভর জগজন ত্রানদাতা।
জয় সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিধির বিধাতা ৬২
মুই সে অধমাধম মতি অতি মন্দ।
কভু না পাইলে তোর ভজনের গন্ধ ॥৬৩
অন্তরে জন্মিল দুঃখ-করিল উদ্গার
সন্তপ্ত হৃদয়ে কহে ব্রাহ্মনী তাহার ॥৬৪
কুলজা সলজ্জা কুলবতী পতিব্রতা।
সর্ব্বগুনে শীলে সেই বিষ্ণুর ভকতা ॥৬৫
স্বামি-দুঃখ দেখিয়া পাইল বড় দুখ।
লজ্জা পরিহরি কহে স্বামীর সন্মুখ ॥৬৬
আপনে সে বিশ্বম্ভর না করিল কাজ।
তোমারে কি দোষ দিবে নদীয়া-সমাজ ॥৬৭
আপনে সে না করিলা বিশ্বম্ভর হরি।
তোমার শকতি কিবা করিবারে পারি ॥৬৮
স্বতন্ত্র পুরুষ প্রভু সবার ঈশ্বর।
ব্রহ্মা রুদ্র ইন্দ্র আদি যাহার কিঙ্কর ॥৬৯
সে জন কেমতে তোমার হইবে জামাতা।
শান্ত কর মন—স্মর কৃষ্ণের বারতা ॥৭০
শকতি সম্ভবে নাহি—শোক অকারন।
বলিতে ডরাও—দুঃখ ঘুচাহ এখন ॥৭১
এতেক বচন যবে তার প্রিয়া কৈল।
পণ্ডিত শ্রীসনাতন দুঃখ সম্বরিল ॥৭২
বান্ধব সহিত এই যুক্তি নিয়ড়িল।
আমার কি দোষ—বিশ্বম্ভর না করিল ॥৭৩
ইহা বহি কারে কিছু না বলিল বানী।
অন্তরে দুঃখিত হইল ব্রাহ্মন ব্রাহ্মনী ॥৭৪

অন্তর চিন্তিত পুন খেদ উপজিল।
হা হা বিশ্বম্ভর-দেব মোরে লজ্জা দিল ॥৭৫
জয় জয় দ্রৌপদীর লজ্জা ভয়-হারী।
জয় জয় গজকে কুম্ভীর-মুখে তারি ॥৭৬
পাণ্ডবের পরিত্রান রুক্মিনী-জীবন।
জয় জয় অহল্যার দুষ্কৃতি মোচন ॥ ৭৭
এইমত বহু স্তব কৈল বিপ্রবর।
জানিল গৌরাঙ্গ প্রভু জগত ঈশ্বর ॥ ৭৮
তবেত সকল কথা শুনি বিশ্বম্ভর।
কেনে হেন হৈল—দুঃখ ভাবিল অন্তর ॥ ৭৯
আমার ভকত দোঁহে দুঃখ পাইল চিতে।
কৌতুকে কহিল কথা হাসিতে হাসিতে ॥ ৮০
প্রিয় একজন ছিল বয়স্যের মাঝে।
নিভৃতে কহিল তারে যত মনে আছে ॥ ৮১
কোনো কথাচ্ছলে যাহ পণ্ডিতের ঘর।
আমি নাহি জানি কহিও আপন উত্তর ॥ ৮২
কৌতুক রহস্যে আমি গনকে কহিল।
না বুঝিয়া কার্য্যে কোন অবহেলা হৈল ॥ ৮৩
কার্য্য অবহেলা—তাহে নাহিক অধিক।
সে দোঁহার চিত্তে দুঃখ—এ নহে উচিত ॥ ৮৪
মায়ে যে বলিল তাতে কি আছয়ে কথা।
তাহার উপরে আর কে করে অন্যথা ॥ ৮৫
মিছা কার্য্য—ক্ষতি মিছা দুঃখ ভাব চিতে।
করহ বিচার কার্য্য যে হয় উচিতে ॥ ৮৬
এতেক শিখাইয়া প্রভু ব্রাহ্মনে পাঠাইল।
সনাতন পণ্ডিতে সে সকল কহিল ॥ ৮৭

—

রামকেলি রাগ। দিশা।

হরি রামনারায়ন শচীর দুলাল হেম গোরা।
মোর প্রান আরে গোরাচান্দ নারে হয় ॥ ধ্রু ॥৮৮
তবেত পণ্ডিত অতি হরষিত মনে।
আনন্দে করয়ে শুভদিন শুভক্ষনে ॥৮৯
এথা প্রভু গৌরচন্দ্র ঐছন জানিয়া।
শুভদিন করে ঘরে গনক আনিয়া ॥ ৯০
চর্চ্চিয়া করল দিন সময় বিচিত্র।
শুভকাল শুভলগ্ন তিথি সুনক্ষত্র ॥ ৯১
অধিবাস কালে যত ব্রাহ্মন সজ্জন।
মিলিয়া করয়ে প্রভুর শুভ আয়োজন ॥ ৯২
আনন্দিত শচীদেবী আইও সুইও লৈয়া।
পুত্র মহোৎসব করে নানা দ্রব্য দিয়া ॥ ৯৩
তৈল হরিদ্রা আর ললাটে সিন্দুর।
খই কদলক আর সন্দেশ তাম্বুল ॥ ৯৪
আনন্দে মঙ্গল গায় যত আইওগণ।
প্রভু অধিবাস করে যতেক ব্রাহ্মন ॥ ৯৫
ধূপদীপ পতাকা শোভিত দিগন্তরে।
স্বস্তি বাচন পুর্ব্ব দেবপূজা করে ॥ ৯৬
ব্রাহ্মনেতে বেদ পড়ে বাজে শুভ-শঙ্খ।
নানাবিধ বাদ্য বাজে পটাহ মৃদঙ্গ ৯৭
চৌদিকেতে কুলবধূ দেই জয় জয়।
প্রভু-অধিবাস কৈল উত্তম সময় ॥ ৯৮
গন্ধ-চন্দন-মাল্যে পূজিল ব্রাহ্মন।
কর্পূর তাম্বূল আর ভুরি বিভুষণ ॥ ৯৯
হেনকালে শ্রীযুত পণ্ডিত সনাতন।
অতি শ্রদ্ধা যুত সেই উলসিত—মন ॥ ১০০
ব্রাহ্মন পাঠাইল আর বিপ্র-সাধ্বীগণ।
জামাতার অধিবাসকরিবারে মন ॥ ১০১

আপনে আপন—কন্যার অধিবাস করে।
ঝলমল করে অঙ্গ রত্ন অলঙ্কারে ॥ ১০২
দেব পূজা পিতৃপূজা করে যথাবিধি।
অধিবাস কালে জয় জয় নিরবধি ॥ ১০৩
ব্রাহ্মনেতে বেদ পড়ে বাজে শুভশঙ্খ।
আনন্দে দুন্দুভি বাজে বাজয়ে মৃদঙ্গ ॥ ১০৪
হেনমনে দুই জনের অধিবাস হৈল।
বধূগন রাত্রি শেষে জলকে সাহিল ॥ ১০৫
নানা বিধি বাদ্য বাজে জয় হুলাহুলি।
রস-ভরে রমনী চলিল ঢুলি ঢুলি ॥ ১০৬
রসের আবেশে মনে কত উঠে ভাব।
গৌরাঙ্গ মধুর্য্য-রস হৃদয়ের লাভ ॥ ১০৭
সুচন্দ্রিম রজনীতে সুমঙ্গলগীত।
বিষ্ণুপ্রিয়া বিবাহে সে করিল বিহিত ॥১০৮
এই মতে পানী সাহি কুলবধূগন।
প্রভাত সময়ে আইল শচীর ভবন ॥১০৯
প্রাতঃক্রিয়া করি প্রভু কৈল গঙ্গাস্নান।
নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ কৈল যে ছিল বিধান ॥১১০
দেব-পূজা পিতৃপূজা করি সমাধান।
বিবাহ-উচিত প্রভু কৈল পুন স্নান ॥১১১
নাপিতে নাপিত-ক্রিয়া করিল তখন।
অঙ্গ উদ্বর্ত্তন করে কুলবধূগন ॥১১২
গন্ধ আমলকী দেই তৈল হরিদ্রা।
শ্রীঅঙ্গ-পরশে কেহো সুখে গেল নিদ্রা ॥১১৩
কেহো পাদ-সম্মার্জ্জন করে হরষিতা।
বেকত-বদন কেহো লজ্জা রহে কোথা ॥ ১১৪
নয়নে গলয়ে কারো হরিষের নীর।
অঙ্গের বাতাসে কারো কাঁপয়ে শরীর ॥ ১১৫
উনমত্ত নারীগন করে অভিষেক।
পুরুষের মনঃকথা করে পরতেক ॥ ১১৬

অঙ্গ হেলি পড়ে কেহো গঙ্গাজল ঢালে।
জয় হুলাহুলি শুনি সুমঙ্গল-রোলে ॥ ১১৭
নদীয়া নগরে ভেল আনন্দ উৎসাহ।
সর্ব সুমঙ্গল - বিশ্বম্ভরের বিবাহ ॥ ১১৮
তবে সেই মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর রায়।
অঙ্গের সুবেশ করে যতেক জুয়ায় ॥ ১১৯
দিব্য রত্ন অলঙ্কার রক্তপ্রান্ত বাস।
মহ—মহ করে গোরা-অঙ্গের বাতাস ॥ ১২০
সহজে শ্রীঅঙ্গ গন্ধ আর দিব্য-গন্ধ।
চন্দন তিলক ভালে আর মুখচন্দ্র ॥ ১২১
নখচন্দ্র শোভা করে অঙ্গের অঙ্গুরী।
ঝলমল অঙ্গ তেজ—চাহিতে না পারি ॥ ১২২
অতি সুকোমল রাঙ্গা অধর বিম্বক।
শ্রবনে শোভয়ে গণ্ড কুসুম—কন্দক ॥ ১২৩
অঙ্গদ কঙ্কন করে—চরনে নূপুর।
দেখিয়া নাগরী হিয়া করে দুর্ দুর্ ॥ ১২৪
বেড়িয়া গৌরাঙ্গে যত নাগরীরগণ।
শশধর বেড়ি যেন তারার শোভন ॥ ১২৫
মদন মদাশে মত্ত হৈলা সব নারী।
লজ্জা ভয় তেজিয়া রহিলা মুখ হেরি ॥ ১২৬
পণ্ডিত শ্রীসনাতন এথা নিজ ঘরে।
নিজ-কন্যা ভুষা করে নানা অলঙ্কারে ॥ ১২৭
গন্ধ চন্দন মাল্যে করাইল বেশ।
যিনি বেশে অঙ্গ—ছটায় আলো করে দেশ ॥ ১২৮
বিষ্ণুপ্রিয়ার অঙ্গ—জিনি লাখবান-সোনা।
ঝলমল করে যেন তড়িত প্রতিমা ॥ ১২৯
ফনী জিনি বেনী শোভে মুনি মন মোহে।
কপালে সিন্দুর সে তুলনা দিব কাহে ॥ ১৩০
ভুরুর ভঙ্গিমা কিবা—সারঙ্গ মনোহর।
শুক ওষ্ঠ জিনি নাসা পরম সুন্দর ॥ ১৩১

কুরঙ্গ-নয়ন জিনি নয়ন-যুগল।
গৃধিনীর কর্ণ জিনি কর্ণ মনোহর ॥১৩২
অধর বান্ধুলি জিনি অনুপম শোভা।
দশন মোতিম যিনি ঝলমল আভা ॥১৩৩
কম্বু জিনিয়া কণ্ঠ জগ-মনোহারী।
সিংহ-গ্রীবা জিনিয়া সুন্দর-গ্রীবাধারী ॥১৩৪
বাহু যুগ কনক-মৃনাল-শোভা জিনি।
করতল রাঙা-পদ্ম জিনি অনুমানি ॥১৩৫
অঙ্গুলি চম্পক কলি জিনি মনোহর।
চন্দ্র জিনি নখ-শোভা অতি ঝলমল ॥১৩৬
বক্ষঃস্থল পরিসর সুমেরু জিনিয়া।
কেশরী জিনিয়া মাঝা অতি সে ক্ষীনিয়া ॥১৩৮
কামদেব রথচক্র জিনিয়া নিতম্ব।
উরুযুগ জিনি রামকদলক-স্তম্ভ ॥১৩৮
ত্রৈলোক্য জিনিয়া রূপ গড়িল বিধাতা।
ডগমগ করে পদতল পদ্ম রাত ॥১৩৯
নখচন্দ্র-পাঁতি জিনি অকলঙ্ক-চাঁদে।
ত'হার কিরনে আঁখি পাইল জন্ম আঁধে ॥১৪০
গন্ধ চন্দন মাল্যে করাইল বেশ।
বিনি বেশে অঙ্গ-ছটা আলো করে দেশ ॥১৪১
ত্রৈলোক্যে-মোহিনী কন্যা রূপেতে পার্ব্বতী।
অঙ্গের ছটায় ঝলমল করে ক্ষিতি ॥১৪২
হেনকালে শুভলগ্ন সময় বুঝিয়া।
বর আনিবারে বিপ্র দিলা পাঠাইয়া ॥১৪৩
ব্রাহ্মন প্রভুর আগে দাণ্ডাইয়া রহে।
পাঠাইল দ্বিজ মোরে—সবিনয়ে কহে ॥১৫৪
অঙ্গ-ঝলমল তেজ দেখিয়া ব্রাহ্মন।
আপনাকে ধন্য মানে—ধন্য সনাতন ॥ ১৪৫
কহিল প্রভুর আগে—শুন বিশ্বম্ভর।
নিকট হইল লগ্ন—চলহ সত্বর ॥১৪৬

আমি কি কহিতে জানি তোমার সম্মুখে।
তুমি দেব নারায়ন দেখি পরতেকে ॥১৪৭
তবে শুভক্ষনে সেই বিশ্বম্ভর পঁহু।
চড়িলা মনুষ্য-যানে হাসে লহু লহু ॥১৪৮
মাতৃ-পদ ধূলি প্রভু লৈল নিজ শিরে।
আইও-সুইও লৈয়া শচী আশীর্ব্বাদ করে ১৪৯
শঙ্খ দুন্দুভি বাজে ভেউর কাহাল।
দগড়ম মুহুরি বাজে ডিণ্ডিম রসাল ॥১৫০
বীনা বেণু কপিলাস রবার উপাঙ্গ।
মিলিয়া বাজয়ে পাখোয়াজ একসঙ্গ ॥১৫১
পড়াহ মৃদঙ্গ বাজে কাংস্য করতাল।
শিঙ্গা-বরগা বাজে সানাহি মিশাল ॥১৫২
নানাবিধ বাদ্য বাজে-নাম নাহি জানি।
সম্মুখে নটুয়া নাচে শুনি বেনুধ্বনি ॥১৫৩
গায়নেতে গীত গায় ভাট রায় বার।
বয়স্য বেষ্টিত প্রভু কৈল আগুসার ॥১৫৪
নদীয়া নগরে ঘরে ঘরে পড়ে সাড়া।
দেখিবারে ধায় লোক দিয়া বাহু নাড়া ॥১৫৫

বিহাগড়া রাগ।

পাট শাড়ী পরে নেতের কাঁচুলী
কানড়-ছান্দে বান্ধে খোপা।
মুকুতা গাঁথিয়া সোনায়ে বাঁধিয়া
পিঠে ফেলে রাঙ্গা থোপা ॥১৫৬
ধনি ধনি ধনি নদীয়া নগরী
আনন্দ-পাথারে নীত।
বিশ্বম্ভর-বিয়া চল দেখি গিয়া
গাব সুমঙ্গল গীত ॥১৫৭

কেহো ত কাপড় পাট শাড়ী পরে
কানে গন্ধরাজ চাঁপা।
গজেন্দ্র গমনে চলিতে না জানে
মৃগী-দিঠে চাহে বাঁকা ॥১৫৮

অঞ্জনে রঞ্জিত খঞ্জন নয়ান
চঞ্চল তারক-জোর।
গোরা-রূপ-পঙ্কে পঙ্কিল আলসে
অবলা চলিল ভোর।১৫৯

নগরে নগরে যতেক নাগরী
ধাইল ধ্বনি শুনিয়া।
চিকুরে চিরুনী চলিল তরুনী
চীর না সম্বরে ভুলিয়া ॥১৬০

নবীন যুবতি ছাড়ি পতি নতি
ছাড়ি কুল বন্ধু জন।
বসন ভুষন না সম্বরে মেন
সতত উমত হেন ॥১৬১

থির বিজুরী যেমত তেমন
গমন মরাল-বধূ।
সারি সারি সারি হাত ধরাধরি
যে হেন শারদ-বিধু ॥১৬২

কি নারী পুরুষ ধায় এক মুখ
কেহো কেহো নাহি মানে।
ঠেলাঠেলি পথে ধায় উনমতে
দেখিতে গৌরাঙ্গ-বদনে ॥১৬৩

নদীয়া নাগর আনন্দ সাগর
গৌরাঙ্গ নাগর ধন।
চৌদিকে ধাওয়াধাই বাজয়ে বাধাই
কুরঙ্গ রঞ্জিম যেন ॥১৬৪

বাল বৃদ্ধ অন্ধ পঙ্গূর ভঙ্গুর
আতুর দেখয়ে সাধে।
কেহো কেহো বন্ধু করে কর ধরি
ধায় থির নাহি বান্ধে ॥১৬৫

বদন দেখিয়া মদন বেদনে
অধীর হইলা নারী।
পশু পাখী তারা গৌরাঙ্গ দেখিয়া
রহে সবে সারি সারি ॥১৬৬

বয়স্যে বেষ্টিত দিব্য অলঙ্কৃত
মুকুট নিকট ললাটে।
লোচন বলে হরি ভুলল নাগরী
ঘুচল হৃদয় কপাটে ॥১৬৭

বরাড়ী রাগ। ধূলা খেলা জাত ॥

হেনমতে বিশ্বম্ভর গেলা পণ্ডিতের ঘর
দ্বিজবর আনন্দ পাথার।
পাদ্য অর্ঘ্য লৈয়া করে গেলা প্রভু বরাবরে
ধন্য ধন্য শচীর কুমার ॥১৬৮

তবে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া গৌরচন্দ্র থুইল লৈয়া
দাণ্ডাইলা ছোড়লা ভিতরে।
সর্বজনে হরি বলে শত শত দীপ জ্বলে
তাহে জিনে গোরা কলেবরে ॥১৬৯

উলসিত সর্বজনে হুলা হুলি ঘনে ঘন
শঙ্খ দুন্দুভি বাদ্য বাজে।
হোথা আইওগন মেলি সবে পাট শাড়ী পরি
প্রভু প্রদক্ষিন হেতু সাজে ॥১৭০

নির্ম্মঞ্ছন সজ্জ করি আইওগন আগুসরি
আগুসরে কন্যার জননী।
ভুমিতে না পড়ে পা উলসিত সর্ব্ব গা
দেখি বিশ্বম্ভর গুনমনি ॥১৭১

একে আইও রূপে জ্বলে উজ্জ্বল প্রদীপ করে
তাহে গোরা অঙ্গের কিরন।
সেই শ্রীঅঙ্গ গন্ধে আইও মরে উনমাদে
হিয়া রাখে অনেক যতন ॥১৭২

প্রভুর চৌদিকে ফিরি সাত প্রদক্ষিণ করি
দধি ঢালে চরনার বিন্দে।
ঘর চলিবার বোলে গোরা মুখ নেহারে
পালটিতে নারে অঙ্গ গন্ধে ॥১৭৩

পণ্ডিত শ্রীসনাতন করে বর বরণ
দিব্য বস্ত্র দিব্য অলঙ্কারে।
দিব্য গন্ধ চন্দন অঙ্গে করে লেপন
গলে দিল মালতীর মালে ॥১৭৪

সুমেরু সুন্দর তনু তাহে সুরধনী জনু
দ্বিধা হৈয়া বহে দুই ধারা।
পণ্ডিত দেখিয়া তা পুলকিত সর্ব্বগা
গোরা গলে মালতীর মালা ॥১৭৫

তবে সেই সনাতন মিশ্র দ্বিজ রতন
কন্যা আনিবারে আজ্ঞা দিল॥
রত্ন সিংহাসনে বসি ত্রৈলোক্যের স্বরূপসী
অঙ্গ ছটায় বিজুরী পড়িল।১৭৬

প্রভুর নিকটে আনি জগ মন মোহিনী
মহালক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া নাম।
তেরছ নয়ান বঙ্ক হেরি মুখ গৌরাঙ্গ
মন্দ মন্দ হাসি অনুপমা ॥১৭৭

প্রভু প্রদক্ষিণ করি সাতবার চৌদিক ফিরি
করজোড়ে করে নমস্কার।
অন্তঃপট ঘুচাইল চারি চক্ষে দেখা হৈল
দোঁহে করে কুসুম বিহার ॥১৭৮

উঠিল আনন্দ রোল সবে হরি হরি বোল
ছামুনি নাড়িল কন্যা কর।
সবে বলে ধনি ধনি যেন চান্দ রোহিনী
কেহো বলে পার্ব্বতী শঙ্কর ॥১৭৯

তবে বিশ্বম্ভর পঁহু মুচকি হাসিয়া লহু
বসিলা উত্তম সিংহাসনে।
সনাতন দ্বিজবরে কন্যা সম্প্রদান করে
পদাম্বুজে কৈল সমর্পনে ॥১৮০

যথাযোগ্য যে আছিল নানাদ্রব্য দান ছিল
একত্র বসিলা দুইজনে।
বিবাহ-অন্তরে দোঁহে সনাতন দ্বিজ গৃহে
এক-ঘরে করিলা ভোজন ॥১৮১

উলসিত আইওগন যুক্তি করে মনে মন
করে করি তাম্বুল কর্পূর।
দেখিব নয়ান ভরি শ্রীগৌরাঙ্গ-চাঁদ হরি
বাসর-ঘরে বসিলা ঠাকুর ॥১৮২

বিশ্বম্ভর বিষ্ণুপ্রিয়া বাসরে মিলিল গিয়া
আইওগণ করে অনুমান।
লক্ষ্মী হই বিষ্ণুপ্রিয়া বিষ্ণুবিশ্বম্ভর হৈয়া
পৃথিবীতে কৈল আগমন ॥ ১৮৩

নানাবিধ জানে কলা করে করি দিব্য মালা
তুলিদিল বিশ্বম্ভর গলে।
হিয়া অভিলাষ করে যে আছিল অন্তরে
মনঃকথা—বিকাইনু তোরে ॥ ১৮৪

কেহো গন্ধ চন্দন অঙ্গে করে লেপন
পরশিতে বাঢ়ে উনমাদ ॥
করি নানা পরসঙ্গে লুলিয়া পড়য়ে অঙ্গে
পূরাইল জনমের সাধ ॥ ১৮৫
পরম সুন্দরী যত সবে হৈলা উনমত
বেকত করয়ে মনঃকথা।
রসের আবেশে হাসে ঢুলি পড়ে গোরাপাশে
গরগর কামে উনমতা ॥ ১৮৬
বটাভরি তাম্বুলে দেই প্রভুর পদমূলে
করে দেই কুসুম অঞ্জলি।
তার মনঃকথা এই জন্ম জন্ম প্রভু তুই
আত্মসমর্পয়ে ইহা বলি ॥ ১৮৬
এইমতে রজনী গোঙাইলা গুনমনি
আইওগন ভাগ্যের প্রকাশে।
প্রভাতে উঠিয়া বিধি কৈল প্রভু গুননিধি
কুশণ্ডিকা কর্ম্ম সে দিবসে ॥১৮৮
তার পরদিনে পঁহু মুচকি হাসিয়া লহু
ঘরেরে চলিব বৈলবানী।
পরিজনে পূজা করে যার যেই মনে ধরে
জয় জয় ভেল শঙ্খধ্বনি ॥ ১৮৯
গুবাক চন্দন মালা করে করি দোঁহে গেলা
সনাতন তাঁহার ব্রাহ্মনী।
শিরে দিয়া দুর্ব্বাধন করে শুভ কল্যান,
চিরজীবী আশীর্বাদ বানী ॥ ১৯০
তবে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া তরল হইল হিয়া
দেখিয়া সে জনক জননী।
সকরুন কণ্ঠস্বরে আত্মনিবেদন করে
তোরে আমি কি বলিতে জানি। ১৯১

আপনার নিজ গুনে লৈলে মোর কন্যা দানে
তোর যোগ্য কিবা দিব আমি ॥ ১৯২
আর নিবেদিয়ে কথা তুমি মোর জামাতা
ধন্য আমি আমার আলয়।
ধন্য মোর বিষ্ণুপ্রিয়া তোর পাদ পদ্ম পাইয়া
ইহা বলি গদ গদ হয় ॥ ১৯৩
বাষ্প ছলছল আঁখি অরুন বদন দেখি
গদগদ আধ আধ বলে।
বিষ্ণুপ্রিয়া কর লৈয়া বিশ্বম্ভর করে দিয়া
ঢলঢল নয়নের জলে ॥ ১৯৪
তবে পহুঁ শুভক্ষনে চড়িলা মনুষ্য যানে
সর্ব্বজন হৃদয় উল্লাস।
নানাবিধ বাদ্য বাজে শঙ্খ দুন্দুভি গাজে
হরিধ্বনি পরশে আকাশ ॥ ১৯৪
সম্মুখে নাচুয়া নাচে যার যেই গুন আছে
সেইক্ষনে করে পরকাশ।
প্রভু যায় চতুর্দ্দোলে লোকে জয় জয় বোলে
উত্তরিলা আপন আবাস ॥ ১৯৬
শচী হরষিত হৈয়া নির্মঞ্ছন সজ্জ লৈয়া
আইত্ত গন সংহতি করিয়া।
জয় জয় মঙ্গল পড়ে সর্বলোক হরি বলে
নানা দ্রব্য নিছিয়া ফেলায় ॥ ১৯৭
সম্মুখে মঙ্গলঘট রায়বার পড়ে ভাট
বেদ ধ্বনি করয়ে ব্রাহ্মনে।
বিষ্ণুপ্রিয়ার করধরি বিশ্বম্ভর গৌর হরি
গৃহে পরবেশে শুভক্ষনে ॥ ১৯৮
শচী প্রেমে গরগর কোলে করি বিশ্বম্ভর
চুম্বদেই সে চাঁদ বদনে।

আনন্দে বিভোর হৈয়া আওইগন মাঝে গিয়া
বধূ কোলে শচীর নাচনে ॥ ১৯৯
আপনা পাসরে সুখে নানাদ্রব্য দিলা লোকে
তুষ্ট হৈলা যত সর্বজন।
বিশ্বম্ভর বিষ্ণুপ্রিয়া এক মেলি দেখিয়া
গোরা-গুন কহয়ে লোচন ॥ ২০০

— —

সপ্তম অধ্যায়

প্রভুর গয়াযাত্রা

বরাড়ী রাগ। দিশা।

মোর প্রান আরে গোরাচাঁদ নারে হয় ॥ ধ্রু ১
তবে সেই মহাপ্রভু আনন্দ কৌতুকে।
সুখে নিবসয়ে বন্ধু বান্ধব সহিতে ॥ ২
নবদ্বীপ পুর বাসী যতেক ব্রাহ্মন।
ধন্য ধন্য বলি সব সভায়ে কথন ॥ ৩
লৌকিক-সৎ ক্রিয়া-বিধি পড়ে শিষ্যগন।
আপনি পড়ায় প্রভু পুরুষ-রতন ॥ ৪
বৃহস্পতি জিনি কবি কাব্যরস জানে।
আপনি ঈশ্বর-স্তুতি কি বলি বচনে ॥ ৫
শিষ্যের মহিমা কেবা কহিবারে পারু।
আপনে পড়ায় যারে জগতের গুরু ॥ ৬
কোটি-সরস্বতী কান্ত প্রভু বিশ্বম্ভরে।
বিদ্যারসে কৃপা করে পণ্ডিত সকলে ॥ ৫
এই মতে লোক শিক্ষা করে বিশ্বম্ভর।
গয়া করিবারে যাব-করিলা অন্তর ॥ ৮
পিতৃ-পিণ্ডদান দিব গয়া-শিরোপরি।
গদাধর আদি বিষ্ণুপদে নমস্করি ॥ ৯
তা বলি শুভযাত্রা করিলা ঠাকুর।
সংহতি চলিলা বিপ্রগন মহাকুল ॥ ১০
শচীর অন্তর পোড়ে-গদগদ ভাষ।
পুত্রের নিকট গিয়া ছাড়য়ে নিঃশ্বাস ॥ ১১
প্রবাসে যাইছ তুমি শুন বিশ্বম্ভর।
তুমি না রহিলে অন্ধকার মোর ঘর ॥ ১২
অন্ধলের লড়ি তুমি-নয়ানের তারা।
এ দেহের আত্মা তোমা বহি নাহি মোরা ॥ ১৩
পিতৃগন নিস্তার করিতে যাবে তুমি।
আপনা লাগিয়া তোরে কি বলিব আমি ॥ ১৪
গয়া যদি যাবি বাপ! শুন রে নিমাই।
মোর নামে এক পিণ্ড দিস্ রে তথাই ॥ ১৬
এতেক বচন যবে বৈল শচী মাতা।
মধুর বচনে তাঁর প্রবোধয়ে ব্যথা ॥ ১৬
তোমার নিকটে যেন আছি নিরন্তর।
এমনি জানিবে মাতা-কহিল উত্তর ॥ ১৭
পুত্র-পিণ্ড লাগি প্রয়োজন সর্বলোক।
মোরে কৃপা আজ্ঞা কর-না করিহ শোক ॥ ১৮
চলিলা ত মহাপ্রভু * গয়া করিবারে।
সঙ্গে চলে প্রিয়গন হরিষ অন্তরে ॥ ১৯
যে পথে চলয়ে প্রভু শচীর নন্দন।
সে পথের লোক দেখি জুড়ায় নয়ন ॥ ২০

* গয়া করিবারে—শ্রীমন্মহাপ্রভু ১৪২৭ শকাব্দের বিংশতি বর্ষ বয়সে পৌষমাসে গয়াধামে পিতৃপিণ্ড প্রদান উদ্দেশ্যে গমন করেন। শ্রীগৌরাঙ্গের গয়াধামে গমন বিষয়ে শ্রীচৈতন্য চরিতকাব্যের ৪র্থ সর্গের ২১ শ্লোকের বর্ণন-
স জননী ভগিনীপতিনা গয়াং সমমুপৈতুমনাস্তদনন্তরম। জননীর ভগিনীপতি শ্রীচন্দ্রশেখরআচার্য্য সহিত গয়াধামে গমন করেন।

বাল বৃদ্ধ পঙ্গু জড় ধায় দেখিবারে।
পশু পক্ষী ধায় সব অশ্রু নেত্রে ঝরে ॥ ২১
কুলবধূ ধায় সব কুল ত্যাগ করি।
সবে বলে যায় দেখ ব্রজেরে শ্রীহরি ॥২২
ইহা বলি ধায় লোক না বান্ধয়ে কেশ।
উন্মত্ত করিলা প্রভু ভ্রমি সর্বদেশ ॥২৩
সর্বপথে এইমতে সর্বলোক ধায়।
সর্ব্বলোক প্রেমরস সাগরে ভাসায় ॥২৪
পথে যাইতে একঠাঁয় দেখে গৌরহরি।
কুরঙ্গ কুরঙ্গী কেলি করে এক এক মেলি ॥২৫
মৃগের কৌতুক দেখি ভেল কুতূহল।
প্রকৃত লোকের হেন হাসে খল খল ॥২৬
লোভ মোহ কাম ক্রোধে মত্ত পশুগন।
কৃষ্ণ না ভজিলে এইমত সর্বজন ॥২৭
সঙ্গিগনে হাসিয়া বুঝান ভগবান।
যে ভাব মানুষে সে পশুতে বিদ্যমান ॥২৮
কৃষ্ণজ্ঞান নাই মাত্র পশুর শরীরে।
মনুষ্যে না ভজে কৃষ্ণ পশু বলি তারে ॥২৯
এত বুঝাইয়া প্রভু জগতের গুরু।
চলিলা পথেতে প্রভু—বাঞ্ছা কল্পতরু ॥৩০
তবে সেথা চীর নামে আছে এক নদী।
স্নান দান কৈল প্রভু যেঁাআছিল বিধি ॥৩১
দেব পূজা পিতৃ পূজা করি হরষিতে।
মন্দারে উঠিলা প্রভু দেবতা দেখিতে ॥৩২
দেবতা দেখিয়া প্রভু নামিলা সত্বরে।
পর্বত নিকটে বাসা ব্রাহ্মনের ঘরে ॥৩৩
হেনকালে বিশ্বম্ভর সঙ্গের ব্রাহ্মন।
সে দেশের বিপ্র দেখি দোষে তার মন ॥ ৩৪
দেশ আচরন তারা করে যথাবিধি।
দেখিয়া ব্রাহ্মনগনে নাহি বিপ্র বুদ্ধি ॥ ৩৫
ব্রাহ্মনে অবজ্ঞা দেখি প্রভু বিশ্বম্ভর।
দ্বিজ ভক্তি প্রকাশিব করিলা অন্তর ॥ ৩৬
আচম্বিতে প্রভু-দেহে আইল মহাজ্বর।
জ্বর দেখি ত্রাস পায় সবার অন্তর ॥ ৩৭
বলিলা ঠাকুর-শুন শুন নিজ জন।
দেব-পিতৃ-কার্য্যে বিঘ্ন ভেল কি কারন ॥ ৩৮
না জানি কিমোর দোষে সঙ্গিগন দোষে।
শ্রেয়ঃ কার্য্যে বিঘ্ন হয়-বড় অসন্তোষে ॥ ৩৯
সর্ব বিঘ্ন নিবারন আছয়ে উপায়।
বিপ্র-পাদোদক-মোরে দেহ ত জুয়ায় ॥ ৪০
বিপ্র-পাদোদক পানে সর্ব্ব পাপ হরে।
এখনি পলাবে জ্বর-কি করিতে পারে ॥ ৪১
সেই খানে সেই দেশী আছিল ব্রাহ্মন।
আপনে উঠিয়া তার পাখালে চরন ॥ ৪২
বিপ্র-পাদোদক-পান কৈল বিশ্বম্ভর।
প্রকাশিল দ্বিজভক্তি-পলাইল জ্বর ॥ ৪৩
সঙ্গের সে দ্বিজবর বলে চাটুবানী।
আমার অন্তর দোষে দুঃখ পাইলে তুমি ॥ ৪৪
কুৎসিত আচার দেখি মোর মন দোষে।
মোর মন দোষে তুমি পাইলে অসন্তোষে ॥ ৪৫
এখনে ব্রাহ্মন ভক্তি প্রকাশিলে তুমি
অপরাধ কৈলুঁ-দোষ ক্ষমিবে আপনি ॥ ৪৬
তুমি সে ব্রহ্মণ্য-দ্বিজভক্তি-অধিকারী।
ভৃগু মুনি-পদচিহ্ন নিজ-বক্ষে ধারী ॥ ৪৭

তথাহি —৪সর্গ ৭৬ শ্লোকের বর্ণনঃ-

সন্ধ্যায়া ইত্যেবং অগৃহমগমজুরি করুন প্রভুঃ পৌষস্যান্তে সকল তনুভৃত্তাপশনঃ ॥ প্রভু পৌষমাসের অন্তে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

নিজ-ভক্ত-মহিমা প্রকাশো নিজ-মুখে।
জগতের নিস্তার করহ এইরূপে ॥ ৪৮
জয় বিশ্বম্ভর জয় জয় দ্বিজ রাজ।
তোমারে সেবিলে সিদ্ধ হয় সব কাজ ॥ ৪৯
নমো দ্বিজ-বল্লভ দয়ালু গৌরহরি।
নমো ধর্মসংস্থাপন-সর্ব অধিকারী ॥ ৫০
সঙ্গীর ব্রাহ্মণ বাক্য শুনি বিশ্বম্ভর।
ক্ষমা কৈল সবাকার দোষ বহুতর। ৫১
ইহারা পুজয়ে মধুসূদন ঠাকুর।
এ সকল ত্যাজ্য নহে—না ভাবিহ দূর ॥ ৫২
কৃষ্ণ না ভজিলে দ্বিজ নহে কদাচিত।
পুরানে প্রমান এই শিক্ষা আছে নীত ॥ ৫৩

তথাহি—শ্রীপদ্ম পুরানে।—

চণ্ডালোঽপি মুনেঃ শ্রেষ্ঠো বিষ্ণুভক্তি-পরায়নঃ।
বিষ্ণুভক্তি-বিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ।। ৫৪

ইহা বলি সঙ্গের ব্রাহ্মনে তুষ্ট হইয়া।
দোষ ক্ষমাইলা তাঁর করুনা করিয়া ॥ ৫৫
এইমতে প্রভু দ্বিজভক্তি প্রকাশিয়া।
পুনঃ পুনা-নদী তীর্থে উত্তরিলা গিয়া ॥ ৫৬
স্নান দেবার্চ্চন তথি করিলা তখন।
পিতৃ কার্য্য সমাধিয়া করিলা গমন ॥ ৫৭
তবে ত উত্তম তীর্থ—রাজগিরি নাম।
ব্রহ্মকুণ্ডে গিয়া প্রভু কৈল স্নান-দান ॥ ৫৮
দেবপূজা পিতৃ পূজা করিলা তথায়।
বিষ্ণুপদ দেখিবারে চলিলা ত্বরায় ॥ ৫৯
যাইতে দেখিল পথে এক ন্যাসিবর।
মহাভাগবত নাম * পুরী সে ঈশ্বর ॥ ৬০
প্রনাম করিয়া তাঁরে কৈল বিশ্বম্ভর।
বড় ভাগ্যে দেখিল এ চরন যুগল ॥ ৬১
চরনে পড়িয়া বলে বচন কাতর।
করুন অরুন আঁখি করে ছলছল ॥ ৬২
কেমনে তারব আমি সংসার—সাগরে।
কৃষ্ণপাদাম্বুজে ভক্তি দেহ ত আমারে ॥ ৬৩
কৃষ্ণদীক্ষা বিনু দেহ অকারন লেখি।
পুরানে এ সব বাক্য—সাধু—মুখে সাক্ষী ॥ ৬৪

বিষ্ণুভক্তি পরায়ন হইলে চণ্ডালও মুনি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কিন্তু বিষ্ণুভক্তি বিহীন হইলে ব্রাহ্মন ও চণ্ডাল অপেক্ষা নিকৃষ্ট ॥ ৫৪ ॥

* ঈশ্বরপুরী শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ও শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের দীক্ষাগুরু। তাঁহার গুরু পরম্পরা যথা। নারায়ণ—ব্রহ্মা—নারদ ব্যাস—মাধ্বাচার্য্য পদ্মনাভ—নরহরি—মাধব—অক্ষোভ—জয়তীর্থ—জ্ঞানসিন্ধু—মহানিধি—বিদ্যানিধি—রাজেন্দ্র—জয়ধর্ম—পুরুষোত্তম—ব্যাসতীর্থ—লক্ষীপতি—মাধবেন্দ্র পুরী। তাঁহার পূর্ব্বাবতার বিষয়ে শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকার ২৭ শ্লোকের বর্ণন যথা—

তস্য শিষ্যোঽভবচ্ছ্রীমানীশ্বরাখ্য পুরী যতিঃ। কলয়ামাস শৃঙ্গারং যঃ শৃঙ্গার ফলাত্মকং।

শৃঙ্গার ফলস্বরূপ শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী রসভূপ হইয়া জগতে শৃঙ্গার রস বিস্তার করিয়াছেন। তিনি কল্পবৃক্ষের অঙ্কুর স্বরূপ চব্বিশ পরগনা জেলার অন্তর্গত হালিশহর গ্রামে তাঁহার জন্ম। পিতার নাম শ্যামসুন্দর আচার্য্য। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর সেবাগুনে সমস্ত প্রেম সম্পদ লাভ করিয়া শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গে অর্পন করতঃ ১৪৭৩ শকাব্দের ফাল্গুনী কৃষ্ণা দ্বাদশীতে অন্তর্দ্ধান করেন।

ঐছন শুনিয়া বানী পুরী সে ঈশ্বর।
নিভৃতে কহিলা তারে মহামন্ত্র বর ॥ ৬৫
গোপীনাথ—মহামন্ত্র পাইয়া বিশ্বম্ভর।
পুলকিত সবঅঙ্গ—হরিষ অন্তর ॥ ৬৬
নয়নে গলয়ে নীর—পুলকিত অঙ্গ।
রাধা রাধা' বলি প্রেম বাঢ়িল তরঙ্গ ॥ ৬৭
ব্রজের যতেক ভাব সব মনে হৈল।
বিশেষে মাধুর্য্য—রসে মন ডুবাইল ॥ ৬৮
রাধা—ভাবে আবিষ্ট হইয়া কলেবরে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে অতি উচ্চ স্বরে ॥ ৬৯
বৃন্দাবন গোবর্দ্ধন বলি ডাকে হাসে।
কালিন্দী যমুনা বলি গরজে উল্লাসে ॥ ৭০
ক্ষনে ডাকে বলরাম শ্রীদাম সুদাম।
ক্ষনে নন্দ যশোদা বলিয়া ডাকে নাম ॥ ৭১
ধবলী শাওলী বলি গরজে গভীর।
ক্ষনে সখি বলি প্রভু পড়য়ে অথির ॥ ৭২
ক্ষনে দাস্য ভাবে তৃন দশনে ধরিয়া।
ক্ষনে অহঙ্কার করে 'আমি সে' বলিয়া ॥ ৭৩
ধরিলুঁ পর্ব্বত আমি মারিলুঁ অঘাসুর।
মারিলুঁ পতনা আদি যতেক অসুর ॥ ৭৪
ক্ষনেক ত্রিভঙ্গ হৈয়া বংশীমুখে রহে।
ক্ষনে চমকিত হৈয়া চৌদিকেতে চাহে ॥ ৭৫
নয়নে গলয়ে নীর—গদগদ ভাষ।
মধুর বচনে করে গুরুর সম্ভাষ ॥ ৭৬
তোর পদ পরসাদে হইলুঁ কৃতার্থ।
আজি হৈতে জন্ম দেহ ভৈগেল যথার্থ ॥ ৭৭
ইহা শুনি ঈশ্বরপুরী নিজ সুখে।
ত্রিভঙ্গ মুরলী মুখ দেখয়ে প্রভুকে ॥ ৭৮
* মাধবেন্দ্র পুরীর কথা হৈল স্মরণ।
জানিল সে কৃষ্ণচন্দ্র প্রকট এখন।

---

* মাধবেন্দ্র পুরী—শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী শ্রীগৌরাঙ্গ প্রবর্ত্তিত বিশুদ্ধ ভক্তি ধর্মের আদি সূত্রধার। তাঁহার পুর্ব্বাবতার বিষয়ক বর্ণন যথা—শ্রীগৌর গনোদেশ দীপিকার২২ শ্লোক:—

কল্পবৃক্ষস্যাবতারো ব্রজধাম য তিষ্ঠতঃ। প্রীতি—প্রেয়ো-বৎসলতোজ্জলাখ্য ফলধারিনঃ ॥

প্রীত-প্রেয়ো-বৎসল-উজ্জল অর্থাৎ দাস সখ্য বাৎসল্য, মধুর নামক রসাল ফলধারী ব্রজস্থিত কল্পবৃক্ষের সহিত মন্ত্র স্বরূপ পৌর্ণমাসী ও মহামুনি সনক মিলিত হইয়া মাধবেন্দ্র পুরী নাম ধারন করেন।

মাধবেন্দ্র পুরী শ্রীহট্ট জেলায় পুর্ণিপাট গ্রামে কাশ্যপ গোত্রীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহন করেন। শৈশবে সর্ব্বশাস্ত্রে অশেষ বুৎপত্তি লাভ করেন। বৈরাগ্য উদয়ে পিতা বিবাহ দিলেন। কিছুদিন পর এক পুত্র জন্মিলে পত্নী বিয়োগ ঘটিল। তখন তিনি শিশুপুত্র বিষ্ণুদাস সহ কুমারহট্ট কুলিয়ার মধ্যবর্ত্তী বিষ্ণুপুর নামক স্থানে আসিয়া চতুষ্পাটী খুলিলেন, তথায় ঈশ্বর পুরী ও অদ্বৈতাদির সহ মিলন হইল। কতদিন পুরে অদ্বৈত সমীপে নিজপুত্র রাখিয়া তীর্থ ভ্রমণে গমন করেন। বৃন্দাবনে শ্রী গোপাল দেবের প্রকট করিয়া চন্দন উদ্দেশে ক্ষেত্রপথে শান্তিপুরে উপনীত হন। সে সময় অদ্বৈতাচার্য্য ও শ্রীবাস পণ্ডিতকে দীক্ষা প্রদান করিয়া ক্ষেত্র হইতে চন্দন গ্রহন করতঃ রেমুনায় শ্রীগোপীনাথ দেবের অঙ্গে অর্পণ করেন। তারপর ঝারিখণ্ডের হ্রদতীরে অষ্টমাস গলিত পত্র ভক্ষন করিয়া ভজন করতঃ শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শনাদি লাভ করেন। সে সময় পরমানন্দাদি সপ্তশিষ্য পৌছিলে বিষ্ণুমন্ত্রে পুরশ্চরন করতঃ তাহাদিগকে নবভাবে উদ্বুদ্ধ করেন। তারপর সশিষ্য এক চাক্রায় প্রভু নিত্যানন্দকে দর্শন করিয়া বৃন্দাবনে গমন করেন। পরে তীর্থ ভ্রমন কালে নিত্যানন্দ সহ মিলন করেন। ১৪১১ শকাব্দের ৭ ফাল্গুন শ্রীগৌরাঙ্গের

গুরুভক্তি প্রকাশিয়া চলিলা সে পহু।
ফল্গুনামা নদী দেখি হাসে লহু লহু ॥৮০
পূর্ব্ব-সঙরনে হৈল হরিষে বিষাদ।
সীত সঙরিয়া হৈল পরম প্রমাদ ॥৮১
দেব-পূজা পিতৃ-পূজা কৈলা স্নান-দানে।
প্রেত শিলায় পিণ্ডদান করিলা বিধানে ॥৮২
ব্রাহ্মনেরে দিল ধন পিতার উদ্দেশে।
উদীচী করিয়া কৈল দক্ষিন-মানসে ॥৮৩
উত্তর মানস করি জিহ্বালোল-তীর্থ।
দেব-পিতৃ-পূজা করি বিলাইল অর্থ ॥৮৪
তবে গয়া উত্তরিলা অতি হৃষ্ট মনে।
দেখিতে বাঢ়িল আর্ত্তি বিষ্ণুর চরনে ॥৮৫
ষোড়শ বেদিকায় প্রভু পিণ্ডদান করে।
উৎকণ্ঠা বাঢ়িল বিষ্ণুপদ দেখিবারে ॥৮৬
সর্বকার্য্য সমাধিয়া চলিলা ত্বরিতে।
বিষ্ণুপদ দেখিবারে হরষিত চিতে ॥৮৭
বিষ্ণুপদ-চিহ্ন আমি দেখিব নয়নে।
হরিষে অন্তর-কথা কহে মনে মনে ॥৮৮
এত ভাবি উত্তরিলা বিষ্ণুপদে আসি।
পরম-আনন্দে দণ্ডবত করি বসি ॥৮৯
বলয় গৌরাঙ্গ—শুন শুন সর্ব্বজন।
কেমন করয়ে বিষ্ণুপদ দেখি মন ॥৯০
বিষ্ণুপদ-চিহ্ন মুই দেখিনু নয়ানে।
দেখিয়া ত প্রেমোদয় না হইল কেনে ॥৯১
ইহা বলি মহাপ্রভু পাখালে বিষ্ণুপদ।
অভিষেক করি হৈল হিয়ার প্রসাদ ॥৯২

ভক্তি প্রকাশিয়া প্রভু বিশ্বম্ভর হরি।
প্রকাশ করয়ে গোরা প্রেম অধিকারী ॥৯৩
বিপুল পুলক ভেল প্রেমার আরম্ভ।
নয়নে গলয়ে ধারা ক্ষনে হয় স্তম্ভ ॥৯৪
বিভোল হইলা প্রভু পাদাব্জ দেখিয়া।
প্রেম-মহামহোৎসবে বুলয়ে নাচিয়া ॥৯৫
গয়া শিরে পিণ্ডদান পাদাব্জ-উপর।
পিতৃকার্য্য কৈল প্রভু হরিষ অন্তর ॥৯৬
আর দিনে মনঃকথা দঢ়াইল চিতে।
মধুপুরী যাত্রা প্রভু কৈল আচম্বিতে ॥৯৭
সঙ্গের ব্রাহ্মন গনে কহিল বচন।
বৃন্দাবন-দরশনে করহ গমন ॥৯৮
শুনিয়া সঙ্গতিগন কুণ্ঠিত হইলা।
যাইতে নারিব—ব্যয় অলপ হইলা ॥৯৯
প্রভু কহে—ভক্ষ্য সঙ্গে মনুষ্যের জন্ম।
না বুঝি বিফল হৈয়া করে নানা কর্ম্ম ॥১০০
সার্থক মনুষ্য-জন্ম কৃষ্ণ যদি ভজে।
না ভজিলে কৃষ্ণ দুঃখ সাগরেতে মজে ১০১
এইমত সবে বুঝাইয়া গৌরহরি।
গয়া হৈতে বৃন্দাবন প্রভু যাত্রা করি ॥১০২
সঙ্গিগন সঙ্গে করি চলিলা আপনি।
হেনকালে উঠি গেল আকাশের বানী ॥১০৩
নৌতুন মেঘের যেন গভীর গর্জ্জন।
বিশ্বম্ভরে সম্বোধিয়া কহিলা বচন ॥১০৪
শুন শুন মহাপ্রভু! অহে বিশ্বম্ভর।
ন যাইহ মধুপুরী—যাহ নিজঘর ॥১০৫

জন্মতিথি পুজনের কিছু পূর্ব্বে নবদ্বীপে আগমন করিয়া উৎসবে যোগদান করেন। তারপর বৈশাখ মাসে প্রভুর চূড়াকরন সমাপন করেন। তারপর কতদিন পরে শ্রীগোপাল দেবের স্মরন করিতে করিতে নিত্যলীলায় প্রবীষ্ট হন। রেমুনায় অদ্যাপি সমাধি বিদ্যমান।

সন্ন্যাস করিয়া তীর্থ করিবে পর্য্যটন।
সময়ের বশ হৈয়া যাবে বৃন্দাবন ॥১০৬
এইমছ দেব বানী শুনি নিজ কানে।
গমন নিরোধ কৈল সঙ্গের ব্রাহ্মনে ॥১০৭
লেউটিয়া মহাপ্রভু ঘরেরে চলিলা।
ক্রমে ক্রমে পদব্রজে নদীয়া আইলা ॥১০৮
নমস্কার করি প্রভু মায়ের চরনে।
ঘরেরে বিদায় দিলা যত সঙ্গিগনে ॥১০৯
পুত্র কোলে কৈল শচী আনন্দিত মনে।
হরিষে প্রেমার নীর ঝরে দুনয়নে ॥১১০
পুলকিত সব অঙ্গ কম্প কলেবর।
আনন্দে ধাইল সব নদীয়া নগর ॥১১১
বিষ্ণুপ্রিয়া হিয়া মাঝে আনন্দ হিল্লোল।
ধরিতে না পারে অঙ্গ—সুখের নাহি ওর ॥১১২
আনন্দে আইলা প্রভু আপন আবাস।
গোরাগুন গায় সুখে এ লোচন দাস।১১৩

—

বরাড়ী রাগ দিশা॥
দ্বিজ চাঁদ না হারে আরে হয় মূর্চ্ছা॥১১৪
নবদ্বীপ চরিত্র শুন অপরূপ কথা।
আমিয়া মাখিল বিশ্বম্ভর গুনগাথা ॥১১৫
লোক বেদ অগোচর নদীয়া চরিত।
শ্রবন মঙ্গল—হয় সবার পিরীত॥১১৬
শিব শুক নারদ লখিমী অনন্ত।
যেই সুখে আপনাকে মানে ভাগ্যবন্ত ॥১১৭

আলি ছার কি বলিব—অতি বুদ্ধিহীন।
ভালমন্দ নাহি জ্ঞান—নাহি নিশা দিন॥১১৮
পশুর চরিত্ত মোর আচরণ একে।
তা হতে অধম বলি লিখিয়ে আমাকে ॥১১৯
সব অবতার সার গোরা অবতার।
তাহাতে নদীয়া পুরে প্রেমার প্রচার ॥১২০
প্রনতি করিয়া বলোঁ বৈষ্ণব চরণে।
কৃপা কর গোরা গুন গাও মো বদনে॥১২১
অধম বলিয়া ঘৃনা না করিহ মোরে।
পতিতের ত্রান লোকে বলে তো সবারে ॥১২২
নিজগুনে দয়া করি কর পরমাদ।
গোরা গুন গাও মুখে—বড় লাগে সাধ ॥১২৩
গোরা পদ—কমলে মো করো পরনতি।
তিলেক করুনা দিঠে কর অবগতি ॥১২৪
শ্রীনরহরি দাস ঠাকুর আমার।
এই ভরসায় গুন মো বলোঁ তোমার॥১২৫
নহে বা অধমাধম মুই পাপী ছার।
তোর গুন বর্নিবারে কিবা অধিকার॥১২৬
অধিকারী নহোঁ মুই কারো পরমাদ।
তোর গুন গাইবারে বড় লাগে সাধ॥১২৭
যে হউ সে হউ কথা কহিব অবশ্য।
সাবধানে শুন সবে নদীয়া রহস্য॥ ১২৮
জানি বা না আনি কহি বড় প্রতি আশে।
আদি খণ্ড সায় কহে এ লোচন দাসে॥১২৯

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গলে আদিখণ্ড সমাপ্ত

——

॥ মধ্যখণ্ড ॥

প্রথম অধ্যায়

করুন শ্রীরাগ

জয় নরহরি গদাধর প্রাননাথ।
কৃপা করি কর প্রভু! শুভদৃষ্টিপাত ॥১
আদি খণ্ড সায় — মধ্যখণ্ডের আরম্ভ।
যা শুনিলে প্রেমধন পাবে অবিলম্ব ॥২
মধ্যখণ্ড কথা ভাই অমৃতের সার।
নদীয়া বিহার যাতে প্রেম প্রবর ॥৩
জগাই মাধাই পাপী যাতে উদ্ধারিলা।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম যারে তারে দিলা ॥৪
হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন যাহাতে প্রকাশ।
পতিত উদ্ধার হেতু যাহাতে সন্ন্যাস ॥৫
কহিব এসব কথা অমৃতের খণ্ড।
যা শুনিলে ঘুচে জীবের অন্তর পাষণ্ড ॥৬
নদীয়া আসিয়া প্রভু আনন্দিত চিত্তে।
সুখে নিবসয়ে বন্ধু বান্ধব সহিতে ॥৭
নবদ্বীপবাসী যত ব্রাহ্মন কুমার॥
সৎকুল সম্ভব তারা অতি শুদ্ধাচার ॥৮
বড়ই সুকৃতী তারা—ধন্য তিন লোকে।
আপনে ঠাকুর বিদ্যা দান কৈল যাকে ॥৯
একদিন সব শিষ্যগনে গৌরহরি।
বলিল সবারে প্রভু অনুগ্রহ করি ॥ ১০
পড় এক সত্য বস্তু-কৃষ্ণের চরন।
সেই বিদ্যা যাতে হরিভক্তির লক্ষন॥ ১১
তাহা বিনু আর সব অবিদ্যা-শাস্ত্রে কহে।
রাধাকৃষ্ণ-ভক্তি বিনা কেহো সঙ্গী নহে ॥ ১২
বিদ্যা-কুল-ধন-মদে কৃষ্ণ নাহি পায়।
ভক্তিতে সে অয়াসে পাই যত্নুয়ার ॥ ১৩
ভক্তিরসে বশ কৃষ্ণ—দেখহ বিচারি।
এত কহি শ্লোক পড়ে শাস্ত্র-অনুসারি ॥ ১৪
তথাহি পদ্যাবল্যাং ধৃতং দক্ষিনাত্য কবি-বাক্যং—
ব্যাধ স্যাচরনং ধ্রু বস্য চবয়ো বিদ্যা গজেন্দ্রস্যকা,
বংশঃ কো বিদুরস্য যাদবপতেরুগ্রস্য কিং পৌরুষং
কুব্জায়াঃ কিমু নাম রূপমধিকং কিংবা সুদাম্নোধনং
ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং ন চ গুনৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ
॥ ১৫
এইমতে শিষ্যগনে বুঝায় ঠাকুর।
প্রকাশিব নিজপ্রেম—আনন্দ প্রচুর ॥ ১৬
একদিন নিজগৃহে আছেন শুইয়া।
কৃষ্ণ প্রেমানন্দে কান্দে বিহ্বল হইয়া ॥ ১৭
রাধাভাবে ব্যাকুল হইয়া প্রভু ডাকে।
মাথুর—বিরহে—হাত মারে নিজ বুকে ॥ ১৮
আরে রে অক্রুর! মোর কৃষ্ণ নৈয়া গেলি।
ইহা বলি কান্দে প্রভু করিয়া বিকুলি ॥ ১৯
কুবুজা কুৎসিত মতি কৃষ্ণ নিল মোর।
শঠ রতি—লম্পট যুবতী মন—চোর ॥ ২০
ইহা বলি কান্দে প্রভু গরজে হুঙ্কার।
পুলকে আকুল অঙ্গ—ভাব চমৎকার ॥ ২১
বিস্মিত হইয়া শচী বিশ্বম্ভরে পুছে।
কি লগিয়া কান্দ বাপ! দুঃখ তোর কিসে ॥ ২২

ব্যাধের কি সদাচার, ধ্রুবের কি বয়স, গজেন্দ্রের কিবিদ্যা, বিদুরের কি বংশ মর্য্যাদা, যদুপতি উগ্রসেনের কি বীরত্ব, কুব্জার কি রূপ, সুদামা বিপ্রের বা কিধন ছিল, ভক্তি প্রিয় মাধব কেবল ভক্তের ভক্তিতে সন্তুষ্ট হন, গুনে নহেন ॥ ১৪

মায়ের বচন শুনি না দিল উত্তর।
রোদন করয় প্রভু—আনন্দে বিহবল ॥ ২৩
তবে সেই শচী দেবী মনে মনে গনে!
কৃষ্ণ—অনুগ্রহ প্রেম—জানিল লক্ষনে ॥ ২৪
বড় ভাগ্যবতী-শচী সব তত্ত্ব-জানে।
পুত্রের সম্মুখে-কহে মধুর-বচনে ॥ ২৫
শুন শুন আরে বাপ! মোর সোনার সুত।
জগত-দুর্ল্লভ তোর দেখি অদভুত ॥ ২৬
যথা যথা যাও তুমি পাও যত ধন।
আনিয়া আমার ঠাঁই কর সমর্পন ॥ ২৭
গয়াতে পাইলে কৃষ্ণপ্রেম-হেন ধন।
দেবতা-দুর্ল্লভ বস্তু-অমুল্য রতন ॥ ২৮
মায়েরে করুনা যদি থাকে তোর চিতে।
দেহ কৃষ্ণ প্রেম-ধন-ডরাও চাহিতে ॥২৯
এতেক বচন যদি শচীদেবী বৈল।
হৃদয়-দরবে প্রভু হাসিতে লাগিল ॥ ৩০
বৈষ্ণব-প্রসাদে প্রেম পাবে মাতা তুমি।
নিশ্চয় জানিহ—কথা কহিল ম আমি ॥ ৩১
বৈষ্ণব-গোসাঁই প্রেম দিতে নিতে পারে।
তাহা বিনা প্রেম আর কেহো দিতে নারে ॥ ৩২
এ বোল শুনিয়া শচী অতি হৃষ্ট-চিত।
তখানে পাইল প্রেমভক্তি আচম্বিত ॥ ৩৩
পুলকিত সব অঙ্গ—কম্প কলেবর।
নয়নে গলয়ে অশ্রু ধারা নিরন্তর ৩৪
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি ডাকে হৃদয় উল্লাস।
কনয়ে লোচন গোরার প্রথম প্রকাশ ॥ ৩৫

—

শ্রীরাগ—

ওরে বিশ্বম্ভর পহুঁ প্রেমে গর গর
আছয়ে ব্রাহ্মন-ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর ॥ ৩৬
তার ঘরে কান্দে প্রভু-প্রেমায় বিহ্বল।
নয়নে গলয়ে অশ্রু ধারা নিরন্তর ॥ ৩৭
নাসিকায় শ্লেষ্মা অতি গলে নিরন্তর।
নিরবধি ফেলে তাহা বিপ্র শুক্লাম্বর ॥ ৩৮
ভূমেতে লোটাইয়া কান্দে রজনী দিবস।
সন্ধ্যার সময়ে প্রশ্ন করেন বিবশ ॥ ৩৯
দিবসে পুছয়ে প্রভু—কত রাত্রি যায়।
সর্বজন বলে—দিবা রাত্তি নাহি হয় ॥ ৪০
তবে সেইমত প্রভু প্রেমেতে বিবশ।
রোদন করয়ে পুন অনন্দে অবশ ॥ ৪১
প্রহরেক রাত্রি গেলে দিন বলি পুছে।
দিবস না হয়ে—কহে যারা আছে কাছে ॥ ৪২
প্রেমায় বিভোর—নাহি জানে দিবা রতি।
কারো মুখে কৃষ্ণনাম শুনি পড়ে ক্ষিতি ॥ ৪৩
কৃষ্ণনাম-গুন গীত কেহো যদি-গায়।
শুনিয়া তখনি প্রভু ধরনী লোটায় ॥ ৪৪
ক্ষনে দণ্ডবত করি করে পরনাম।
ক্ষনে উচ্চস্বর করি গায় হরিনাম ॥৪৬
সকরুন কণ্ঠক্ষনে—কাঁপে কলেবর।
পুলকিত অঙ্গ—যিনি কদম্ব কেশর ॥৪৬
নিরন্তর পরবশ—ক্ষনেক প্রবোধে।
সেইক্ষনে স্নান-দান জন-উপরোধে ॥৪৭
সেইকালে পূজা করে অন্ন-নিবেদন।
ভোজন করয়ে প্রভু প্রসাদ তখন ॥৪৮
হেনমতে কৌতুকে সকল দিন যায়।
সকল রজনী নিজ-সুখে নাচে গায় ॥৪৯

হেনরূপে কৌতুকে সে রজনী-দিবস ।
লোক-শিক্ষা করে প্রভু ভুঞ্জে প্রেমরস ॥৫০
আপনে আপন-রস করে আস্বাদন ।
মূখ্য এই হেতু—কথা শুন সর্ব্বজন ॥৫১
জীব উদ্ধারন—হেতু গৌন করি মানি ।
এই হেতু বলি অবতার শিরোমনি ॥৫২
সব-অবতার লীলা দেহেতে প্রকাশ ।
সব-অবতার-সঙ্গী-সঙ্গে সব দাস ॥৫৩
নবদ্বীপে উদয় করিলা গৌরচন্দ্র ।
দূর কৈলা জগজন—হৃদয়ের অন্ধ ॥ ৫৪
করুনা-কিরনে কলিযুগ হৈল আলা ।
ঘুচিল সকল লোকের হৃদয়ের জ্বালা ॥ ৫৫
ভকত চকোর সব আসিয়া মিলিল ।
প্রেমামৃত-পান করি সবাই ভুলিল ॥ ৫৬
মিলিলেন গদাধর পণ্ডিত গোসাঁই ।
নরহরি মিলিয়া রহিলা তার ঠাঁই ॥ ৫৭
শ্রীনিবাস-মুরারি মুকুন্দ বক্রেশ্বর ।
* শ্রীধর-পণ্ডিত—নবদ্বীপে যার ঘর ॥ ৫৮
শ্রীমান সঞ্জয় আর পণ্ডিত ধনঞ্জয় ।
শুক্লাম্বর নীলাম্বর আদি মহাশয় ॥ ৫৯
শ্রীরাম পণ্ডিত আর মহেশ পণ্ডিত ।
হরিদাস নন্দন-আচার্য্য সুচরিত ॥ ৬০
রুদ্র পণ্ডিত আর পণ্ডিত দামোদর ।
অনেক মিলিলা সে গৌরাঙ্গ-অনুচর ॥ ৬১
নাম-ক্রমে লিখন না হয় তা সবার ।
সম্বরন নহে—গ্রন্থ হয়ে ত অপার ॥ ৬২
নানাদেশে যতেক আছিলা ভক্তগন ।
সবেই মিলিলা আসি প্রভুম চরন ॥ ৬৩
মহাপ্রেমে মত্ত হৈয়া সব ভক্তগন ।
মাতাইলা সব লোকে দিয়া প্রেমধন ॥ ৬৪
সমভাবে সব জীবে করুনা করিয়া ।
ভক্ত সঙ্গে নাচে প্রভু প্রেম-বিনোদিয়া ॥ ৬৫
তবে সেই বিশ্বম্ভর আর একদিনে ।
* শ্রীবাস-পণ্ডিত—আর তার ভ্রাতৃগনে ॥ ৬৬
এ সব-সহিতে প্রভু পথে চলি যায় ।
শুনয়ে বংশীর ধ্বনি না জানি কে গায় ॥ ৬৭

---

* শ্রীধরপণ্ডিত—শ্রীধরপণ্ডিত নবদ্বীপ বাসী শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ । দ্বাদশ গোপালের অন্যতম । তাঁহার পূর্ব্ব অবতার বিষয়ে শ্রীগৌরগনোদ্দেশ দীপিকাগ্রন্থের ১৩৩ শ্লোকের বর্ণন—

খোলবেচা তয়া খ্যাতঃ পণ্ডিতঃ শ্রীধর দ্বিজঃ । আসিদ্‌ব্রজে হাস্য কারী যো নাম্না কুসুমাসবঃ ॥

তথাহি শ্রীঅনন্তসংহিতা—শ্রীধরঃ শ্রীধর সমঃ পূর্বে শ্রীমধু মঙ্গলঃ ॥

ব্রজের কুসুমাসব ও মধুমঙ্গল মিলনে শ্রীধর পণ্ডিত প্রকট হইয়া থোড় মোচা লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ সহ কৌতুক লীলায় বিভোর থাকিতেন । শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীধরের লৌহপাত্রের জল ও সন্ন্যাসের পূর্বে তাঁহার দুগ্ধ লাউ ভক্ষনে শ্রীধরের মহিমা জগতে বিদিত করিয়াছেন ।

* শ্রীবাস পণ্ডিত—শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ ও পঞ্চতত্ত্বের একজন । তাঁহার বংশ পরিচয় বিষয়ে শ্রীপ্রেমবিলাসের ২৩ বিলাসের বর্ণন—

শ্রীহট্ট নিবাসী বৈদিক জলধর পণ্ডিত । নবদ্বীপ বাস করে ইহয়া সস্ত্রীক ॥
তাঁর পাঁচপুত্র হৈল পরম বিদ্বান । রূপগুনে শীলে ধর্মে অতি গুনবান ॥
সর্ব জ্যেষ্ঠ নলিন পণ্ডিত মহাশয় । যাঁর কন্যার নাম নারায়নী হয় ॥

শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত। শ্রীপতি পণ্ডিত আর শ্রীকান্ত পণ্ডিত॥
শ্রীকান্তের অন্য নাম শ্রীনিধি হয়। চারি সহোদর কৃষ্ণ ভক্ত অতিশয়॥
কুমার হট্টেতে বাস নবদ্বীপে আর। নবদ্বীপ কুমার হট্টে গতায়ত সবার॥
অধিক সময় নবদ্বীপে করয়ে বসতি। কখন কখন কুমার হট্টে করে অবস্থিতি॥

শ্রীবাস পণ্ডিতের পূর্বাবতার বিষয়ে শ্রীগৌর গনোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থের ৯০ শ্লোকের বর্ণন—শ্রীবাস পণ্ডিতো ধীমান যঃ পুরা নারদোমুনিঃ।

শ্রীহট্ট নিবাসী জলধর পণ্ডিতের পাঁচ পুত্র। নলিন; শ্রীবাস শ্রীরাম, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি, শ্রীগৌরাঙ্গের আত্মপ্রকাশের পূর্ব্বে মলিন পণ্ডিতের অন্তর্দ্ধান ঘটায় শ্রীবাসের চারভাই বলিয়া সমধিক প্রসিদ্ধ, নলিন পণ্ডিতের কন্যা নারায়নী দেবী যিনি ব্যাসাবতার শ্রীলবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের মাতা। মহামুনি নারদ শ্রীবাস পণ্ডিত রূপে নবদ্বীপ আবির্ভূত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ লীলায় বিহার করেন। শ্রীবাসে নারদ শক্তি আরোপ বিষয়ে শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকের ১ অঙ্কের বিশেষ ভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। শ্রীবাস পণ্ডিত কৈশোরে জাগাই মাধাই অপেক্ষা উশৃঙ্খলতায় কম ছিলেন না। একদা এক দৈবপুরুষ স্বপ্নে তাহাকে বলিলেন, তোমার পাপের জন্য আজ হইতে বর্ষপূর্ণ দিনে তোমার মৃত্যু। এইকথা শুনিয়া শ্রীবাসের ভাবান্তর ঘটল। এই পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেম। সহসা শাস্ত্র বিচারে যুগধর্ম শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তনের বাণী স্মৃতিপটে উদয় হইল। তদবধি শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। বর্ষপূর্ণ দিনে নিজের নিশ্চিত মৃত্যু উপলব্ধি করিয়া বন্ধু দেবানন্দ পণ্ডিতের ভবনে গিয়া ভাগবত শ্রবনে উপবীষ্ট হইলেন। সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপাতিত হইলেন। এতদ্বিষয়ে শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকের বঙ্গানুবাদের বর্ণন—

আনন্দে আছিনু কথা শুনিবার তরে। জ্ঞান নাহি ঢলিয়া পড়িনু সে সত্বরে॥
হেন কালে কেহ এক অপূর্ব্ব শরীর। প্রান যে আমার লৈয়া গিয়াছিল বাহির॥
পুনঃ তাহা আনি পর মায়ু সঞ্চারিয়া। জিয়াইয়া গেলা মোর মনে পড়ে ইহা॥

০ • • ০ ০

তোমাতে নারদ শক্তি প্রবেশ করিল। সে হেতু সে দেহ সর্ব শক্তিযুক্ত হৈল॥

কতদিনে শ্রীগৌরাঙ্গের আত্ম প্রকাশের পর প্রভু শ্রীবাস ভবনে মহাপ্রকাশ কালে ভক্তসমাজে এই তত্ত্ব বিদিত করেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেব দীক্ষা গ্রহন অন্তে নবদ্বীপে আসিয়া শ্রীবাস পণ্ডিতের ভবনে শ্রীনাম সংকীর্ত্তন লীলার সূচনা করিলেন। সমস্ত পার্ষদবর্গে আকর্ষন করিয়া একত্রিত করতঃ শক্তি সঞ্চার করেন। নদীয়া লীলা অন্তে প্রভু সন্ন্যাস গ্রহন করিলে গৌর বিহীন নদীয়া হইতে কুমারহট্ট বর্ত্তমান হালিসহর গ্রামে আসিয়া অবস্থান করেন। প্রভু নীলাচল হইতে বৃন্দাবন যাত্রাউপলক্ষ্যে কুমার হট্ট শ্রীবাস ভবনে আসিয়া শ্রীবাসের বিরহ নির্ব্বাপন করেম ও লীলা রঙ্গে তাঁহার গুপ্ত মহিমা ব্যক্ত করেন। শ্রীবাস ভবনে শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্য সংকীর্ত্তন বিহার করেন। এতদ্বিষয়ে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের অন্ত্যখণ্ডের ২ পরিচ্ছেদের বর্ণন—

এইমত শচীগৃহে সতত ভোজন। শ্রীবাসের গৃহে করে কীর্ত্তন নর্ত্তন॥
নিত্যানন্দের নৃত্য দেখে আসি বারে বারে। নিরন্তর আবির্ভাব রাঘবের ঘরে॥

গান্ধর্ব্বার ভাবে বংশীধ্বনি সে শুনিয়া।
কান্দিয়া কান্দিয়া বলে ডাকিয়া ডাকিয়া ॥ ৬৮
বিহ্বল হইয়া প্রভু দণ্ডবত করে।
রোদন করয়ে নানাবিধ প্রেমভরে ॥ ৬৯
অবশ হইলা প্রভু ভাবের আবেশে।
নিজ-জনে আশীর্বাদ করি অট্ট হাসে ॥ ৭০
শিষ্যগন সঙ্গে ক্ষনে অলৌকিক কহে।
ক্ষনে উনমাদ ক্ষনে নিঃশবদে রহে ॥ ৭১
শ্রীবাস পণ্ডিত আর রাম নারায়ন।
* মুকুন্দ সহিত গেলা শ্রীবাস ভবন ॥ ৭২
চৌদিকে বেড়িয়া ভক্ত মাঝে গৌরহরি।
মদে মাতোয়াল যেন কিশোর কিশোরী ॥ ৭৩
ক্ষনে উঠে ক্ষনে পড়ে ভূমিতে লোটায়।
হরি হরি' বলিয়া কান্দয়ে উচ্চরায় ॥ ৭৪
রাত্রিদিন প্রেমানন্দে পুলকিত তনু ॥
আন পরসঙ্গ নাহি কৃষ্ণ কথা বিনু ॥ ৭৫
এক কালে নিজ ঘরে আছে প্রেমে ভোরা।
রোদন করয়ে আঁখে বহে পাঁচ ধারা ॥৭৬
কি করিব কোথা যাব কোন উপায়।
শ্রীকৃষ্ণে আমার মতি কোন্ মতে হয় ॥ ৭৭
ইহা বলি রোদন করয়ে আর্ত্তনাদে।
কাতর বচন শুনি সব ভক্ত কাঁদে ॥ ৭৮
হেনকালে দৈববানী উঠিল সাদরে।
"আপনে ঈশ্বর তুমি—শুন বিশ্বম্ভরে ॥ ৭৯
প্রেম প্রকাশিতে মহী কৈলে অবতার।
নিজ করুনায় প্রেমা করিবে প্রচার ॥ ৮০
ধর্ম্ম-সংস্থাপন করি করিবে কীর্ত্তন।
খেদ করিহ—কার্য্য করহ-আপন ॥ ৮১
তোমার প্রসাদে কলি নিস্তারিব লোক।
নিজ-প্রেম দিয়া সব ঘুচাইবা শোক ॥ ৮২
সংশয় নাহিক ইথে-শুনহ বচন।
খেদ দূর করি কর নিজ-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৮৩
এতেক বচন যবে দৈব-মুখে শুনি।
অন্তর হরষ—কিছু না কহিল বানী ॥ ৮৪
তারপর দিনে শুন অপরূপ কথা।
অমিয়া-মাখিল বিশ্বম্ভর-গুনগাথা ॥ ৮৫

---

* মুকুন্দ—শ্রীমুকুন্দ শ্রীগৌরাঙ্গের কীর্ত্তনীয়াভাবে নবদ্বীপে অবস্থান করেন। মুকুন্দের পরিচয় বিষয়ে শ্রীপ্রেম বিলাস গ্রন্থের ২২ বিলাসের বর্ণন—

চট্টগ্রামদেশ চক্রশাল গ্রাম হয়।
সম্ভ্রান্ত দত্ত অম্বষ্ঠ তাহাতে বসতি করয় ॥
সেই বংশে জনমিলা দুই ভাগবত।
শ্রীমুকুন্দ দত্ত আর বাসুদেব দত্ত ॥
দুই ভাই কৃষ্ণভক্ত জানে সর্ব্বজন।
বাসুদেব জ্যেষ্ঠ মুকুন্দ কনিষ্ঠ হন ॥
দুঁহে আসি নবদ্বীপে করিলেন বাস।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভুর দুই প্রিয় দাস ॥
শ্রীমুকুন্দ দত্ত প্রভুর সমাধ্যায়ী হয়।
প্রভুর সঙ্গেতে বিচার হয সর্বদায় ॥
মুকুন্দ দত্তের স্বরূপ মধুকণ্ঠ হয।
বাসুদেব দত্তে মধুব্রত বোলি কয় ॥

তথাহি—শ্রীগৌরগনোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থের ১০০ শ্লোকের বর্ণন—

ব্রজে স্থিতৌ গায়কৌ যৌ মধুকণ্ঠ মধুব্রতৌ। মুকুন্দ বাসুদেবৌ তৌ দত্তৌ গৌরাঙ্গ গায়কৌ ॥

ব্রজের শ্রীকৃষ্ণের গায়ক মধুকণ্ঠ মধুব্রত মুকুন্দ ও বাসুদেব দত্তরূপে আবির্ভূত হইয়া শ্রী গৌরাঙ্গ সহ লীলায় বিহার করিয়াছেন।

মুরারি-গুপ্তেত ঘর গেলা একদিন।
পুলকিত সবঅঙ্গ—আবেশের চিন ॥ ৮৬
দেবতার ঘর-মধ্যে প্রবেশ করিল।
আবেশে বিহ্বল কিছু কহিতে লাগিল ॥ ৮৭
প্রেম-নীর-ধারা বহে নয়ন—সাগরে।
সুরনদী—ধারা যেন সুমেরু—শিখরে ॥ ৮৮
কহে—সব লোক হোর দেখ অপরূপ।
পর্ব্বত আকার এক বরাহ সম্মুখ ॥ ৮৯
মহাবেগে আইসে হের দেখহ বরাহে।
দন্ত—সারি আইসে মোরে মারিবারে চাহে ॥ ৯০
দুই দন্ত—সারি মোরে মারিবে শূকর।
ইহা বলি প্রবেশিলা দেবতার ঘর ॥ ৯১
বরাহ মূরতি প্রভু হইলা তখন।
কর চরনেতে মহীকরে পর্য্যটন ॥ ৯২
রাতুল শরীর—রাঙ্গা চরন লোচন।
মহা—পরাক্রম মহা—হুঙ্কার গর্জ্জন ॥ ৯৩
সেইখানে ছিল একপিত্তলের পাত্র।
উর্দ্ধমুখ দশনে ধরিল ক্ষন মাত্র ॥ ৯৪
পিত্তলের পাত্র ছাড়ি বিকাশে বয়ান।
মুরারিকে পুছে নিজ—রূপের আখ্যান ॥ ৯৫
বেদ উদ্ধারন রূপ ধরি ভগবান্।
বসিয়া কহয়ে প্রভু—পুরুষ—প্রধান ॥ ৯৬
কহত স্বরূপ মোর কি জানহ তুমি।
মুরারি কহয়ে—প্রভু! কি বা জানি আমি ॥ ৯৭

দণ্ডবত করি ভূমে কহিলা মুরারি।
শম্ভু না জানয়ে প্রভু! চরিত্র তোমারি ॥ ৯৮
ইহা বলি পড়িল গীতার এক শ্লোক।
প্রাকৃত প্রবন্ধে কহি শুন সর্ব্বলোক ॥ ৯৯
থাহি—শ্রীমদ্ভাগবত গীতায়াং (১০/১৫

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থত্বং পুরুষোত্তম।
ভুতভাবন ভুতেশ দেব দেব জগৎপতে ॥ ১০০
আপনে আপনা তুমি জান মহাপ্রভু।
তোমা বিনে তোমারে না জানে আর কেহু ॥ ১০১
তবে পুনরপি কহে সেই গৌর হরি।
বেদের শকতি আমা কি জানিতে পারি ॥ ১০২
মুরারি কহয়ে পুন কাতর বচনে।
তোর তত্ত্ব নাহি জানে সহস্র বদনে ॥ ১০৩
বেদে কি জানিব তোর আচরন তত্ত্ব।
কেহো নাহি জানে প্রভু! তোমার মহত্ত্ব ॥ ১০৪
ইহা শুনি হাসি কহে গৌরভগবান।
আমারে বিড়ম্বে বেদ—শুনহ আখ্যান ॥ ১০৫
তথাহি—শ্বেতাশ্বতরোপ নিষদি—
অপনি পাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্য চক্ষুঃ স শৃনোত্য কর্নঃ।
স বেত্তি বেদ্যং নহি তস্য বেত্তা
তমাহুরগ্র্যঃ পুরুষং পুরানং ॥ ১০৬
বেদে কহে আমি কর এ চরন—শূন্য।
হেন বিড়ম্বনা মোর নাহি করে অন্য ॥ ১০৭

হে পুরুষোত্তম, ভূত-জনক, ভূতপতি, দেব দেব জগতের পতি আপনি স্বয়ংই কেবল আপনাকে জানেন ॥ ১০০

যিনি হস্তপদ বিহীন হইয়াও দৌড়াইতে ওগ্রহন করিতে সক্ষম, চক্ষুহীন হইয়া দেখিতে সমর্থ, বর্ণ রহিত হইয়া শ্রবনে সমর্থ তিনি সমস্ত জানেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না, ব্রহ্মবিগন তাঁহাকে পুরান পুরুষ অর্থ্যাৎ আদিও শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া থাকেন ॥ ১০৬

ইহা বলি হাসে প্রভু—প্রসন্ন বদন।
নাহি জানে বেদ আমা—কহিল বচন ॥১০৮
তবে ত কহিল বৈদ্য করি পরনাম ॥
করুনা করহ প্রভু—দেহ প্রেমদান ॥১০৯
ঠাকুর কহিল পুন—শুনহ মুরারী।
আমারে পিরীত কর—এই প্রেমা তোরি ১১০
ভজিবে পরম ব্রহ্ম—নরাকৃতি তনু।
ইন্দ্রনীল বরন—ত্রিভঙ্গ করে বেনু ॥১১১
নবগোরোচনাগর্ভ গর্ব্ব ভঙ্গ ত্যজি।
বৃষভানুসুতা নাম মূল যে প্রকৃতি ॥১১২
নব বরাঙ্গনা কত বল্লবী বল্লভে।
সমর্পিবে নিজ তনু—নন্দসুতে পাবে ॥১১৩
চিন্তামনি ভূমি রত্ন মন্দির সুন্দর।
কল্পবৃক্ষ রত্ন বেদী তাহার উপর ॥১১৪
কামধেনুগন তথা অচিন্ত্য প্রভাব।
অভীষ্ট করয়ে পূর্ণ যে করে যে ভাব ॥১১৫
তার অঙ্গ ছটা নিরাকার ব্রহ্ম বলি।
জানিবে এ সব তত্ত্ব কৃষ্ণের মাধুরী ॥১১৬
এইমত সব ভক্তে বলিলা ঠাকুর।
শুনিয়া সবার হিয়া আনন্দ প্রচুর ॥১১৭
তখন মুরারী কহে প্রভুর চরনে।
রঘুনাথ রূপ প্রভু দেখিব নয়ানে ॥১১৮
এতেক কহিতে মাত্র দেখে সেই ক্ষনে।
দুর্ব্বাদল শ্যাম রাম জানকী জীবনে ॥১১৯
লক্ষ্মন ভরত আর শত্রুঘ্নাদি যত।
দেখিয়া মুরারী হৈল আনন্দে পূরিত ১২০
বাহ্য দূরে গেল ভূমে পড়ি গড়ি যায়।
পদ্ম হস্ত দিয়া প্রভু শান্ত কৈল তায় ॥১২১
বর দিল প্রেমে পরিপূর্ণ হও তুমি।
তুমি হনুমান সেই রামচন্দ্র আমি ॥১২২
এবোল বলিয়া প্রভু চলিলা মন্দিরে।
আর দিনে শ্রীনিবাস পণ্ডিতের ঘরে ॥১২৩
সব নিজ জন প্রভু সংহতি করিয়া।
বসিয়া কহয়ে নিজ প্রেম প্রকাশিয়া॥১২৪
হরি হরি বোল বলে অন্তরে কৌতুক।
নিজ-জনে কহে—শুন শুন অপরূপ ॥১২৫
সেই রাধাকৃষ্ণ সবে পাইবা যেমতে।
সেই কথা কহি এবে—শুন এক চিতে ॥১২৬
ইহা বলি নারদীয় পড়ে এক শ্লোক।
ইহার মরম-ব্যাখ্যা নাহি জানে লোক ॥১২৭

তথাহি—শ্রীবৃহন্নারদীয়—

হরের্ণাম হরের্ণাম হরের্ণামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥১২৮

নাম—রূপী—নাম—এক আদি যে পুরুখ
কলি মূর্ত্তিমন্ত আছে—না জানে মূরখ ॥১২৯
নামরূপী ভগবান জানি কেবল।
দ্বিধা ঘুচাইতে ব্যাস বলে তিনবার ॥১৩০
তিনবার বহি আর আছে একবার।
দুরাশয় পাপিলোক সব বুঝাবার ॥১৩১
হরিনাম-মন্ত্রে হয় কৈবল্য তাহার।
কেবল কৈবল্য অর্থ জানিহ বিচার ॥১৩২
নামমাত্র নামাভাস স্পষ্টার্থ ইহার।
কৈবল্য সে মুখ্য হয় শাস্ত্র পরচার ॥১৩৩
নামাভাসে মোক্ষ হয়—সত্য শাস্ত্রবানী।

কলিকালে কেবল মাত্র হরিনাম, হরিনাম, হরিনাম। তদ্ভিন্ন আরঅন্য গতি নাই আর অন্য গতি নাই, আর অন্য গতি নাই ॥ ১২৮

নামোদয়ে প্রেমানন্দ—পুরানে বাখানি ॥১৩৪
ইহা বহি আন দেব ভজে যেইজন।
তার গতি নাই—তিনবার এ বচন ॥১৩৫
গো-গোপী-গোপাল সঙ্গে ধ্যান হরিনাম ;
জানিবে এ সব অর্থ বেদের প্রমান ॥১৩৬
এতেক বলিল প্রভু বরাহ আবেশে।
নাম সঙ্কীর্ত্তন করে নাচে প্রেমবশে ॥ ১৩৭
যে শুনয়ে গোরা-গুন নদীয়া বিহার।
অবিলম্বে কৃষ্ণপ্রেম উপজে তাহার ॥১৩৮
দশনে ধরিয়া তৃন কহয়ে লোচন॥
গৌরপদ বিনু মোর নাহি অন্য ধন ॥১৩৯

—

ধানশী রাগ।

নবদ্বীপে নিতুই পূর্নিমার চাঁদ গোরা।
প্রকাশয়ে নিজ-প্রেম-অমিয়ার ধারা ॥১৪০
পিয়ই চরনামৃত ভকত-চকোরা।
অবাধ করুনায় প্রেম প্রকাশয়ে গোরা ॥১৪১
আর একদিনে কথা শুন অপরূপ।
নিজ ঘরে বসি—তেজ কোটী-কাম-রূপ ॥১৪২
সিংহগ্রীব কম্বুকণ্ঠ কমল-নয়ন।
করয়ে প্রকট ঘন গম্ভীর গর্জ্জন ॥১৪৩
এ ঘরে কি দেখি চারি পাঁচ ছয়-মুখ॥
দেখিতে বাড়য়ে মোর অন্তর-কৌতুক ॥১৪৪
শ্রীনিবাস-পণ্ডিত আছিল প্রভু কাছে।
শুনিয়া উত্তর দিল যে বিধান আছে ॥১৪৫
তোমা দেখিবারে সব দেব আগমন।
ব্রহ্মা আদি চারি পাঁচ ছয় সে বদন ॥১৪৬
প্রেমার সমুদ্র তুমি দেহ প্রেমধন।
তোরে প্রেমধন মাগে সব দেবগন ॥১৪৭
তবে সেই মহাপ্রভু বসি দিব্যাসনে।
এক-ভক্ত-অঙ্গে-অঙ্গ-পদ আর জনে ॥১৪৮
শ্রীবাস পণ্ডিত আদি যত ভক্তগন।
চরনে পড়িয়া তারা করয়ে রোদন ॥১৪৯
বর মাগোঁ—তোর পদাম্বুজমধু-প্রেমা।
দেহ মো সবারে প্রভু করুনার সীমা ॥১৫০
তবে বিশ্বম্ভর প্রভু বলে মেঘ-নাদে।
লেহ তো সবারে দিল প্রেম-পরসাদে ॥১৫১
তৎকালে হইল প্রেম সব দেবতার।
ভাবময় শরীর হইল চমৎকার ॥১৫২
হা রাধা-গোবিন্দ বলি নাচে দেবগন।
দেখিয়া বৈষ্ণবগন হরষিত মন ॥১৫৩
দেবগন নাচে দেবীগন করি সঙ্গে।
অশ্রু পুলক স্বেদ প্রেমার তরঙ্গে ॥১৫৪
ক্ষনে ভুমে পড়ি যায় চরনে পড়িয়া
ক্ষনে উদ্ধবাহু নাচে হরি বোল বলিয়া ॥ ১৫৫
ক্ষনে স্তব করে গৌর গোবিন্দ বলিয়া।
ক্ষনে দণ্ডবত করে চরনে পড়িয়া ॥ ১৫৬
ক্ষনে পদ মস্তকে ধরিয়া দেবগন।
বর মায়গ—তোর পদে হউ মোর মন। ১৫৭
তথাস্তু বলিয়া প্রভু বলে বারবার।
প্রেমধন পরিপূর্ণ হউ তো সবার ॥ ১৫৮
দেবগন প্রেম পাই গেলা নিজ স্থান।
দেখিয়া সকল ভক্ত আনন্দিত মন ॥ ১৫৯
এতেক করুনা কৈল ভকত বৎসল।
করুনা প্রকাশ দেখি বলে শুক্লাম্বর ॥ ১৬০
শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী বড় পবিত্র।
তীর্থ পূত কলেবর—মধুর চরিত্র ॥ ১৬১

প্রভু আগে কহে কথা—নাহি করেভয়।
প্রেম লোভে কহে কথা যত মনে লয়॥ ১৬২
শুন শুন ওহে প্রভু! গৌর ভগবান্!
এতদিনে হৈল মোর প্রসন্ন নয়ান॥ ১৬৩
নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছি আমি।
অনেক যন্ত্রনা দুঃখ কতই না জানি॥ ১৬৪
মধুপুরী দ্বারাবতী কৈলুঁ পর্য্যটন।
দুঃখিত হৈয়াছি আমি—দেহ প্রেমধন॥ ১৬৫
এবোল শুনিয়া প্রভু কহিলা উত্তর।
মোর এক বোল তুমি শুন শুক্লাম্বর॥ ১৬৬
সে বনে কতেক আছে শৃগাল কুক্কুর।
আমার কি হৈল তাতে—কহিল ঠাকুর॥ ১৬৭
হৃদয়ে যাবত কৃষ্ণ উদয় না করে।
তাবত তীর্থের অনুগ্রহ নাহি তারে॥ ১৬৮
কৃষ্ণ প্রেম বিনু ধর্ম্ম কোনো কিছু নহে।
পড়িয়া দেখ ইহা শাস্ত্র সব কহে॥ ১৬৯

তথাহি—

মীনঃ স্নানপরঃ ফনী পবনভুক্ মেষোঽপি পর্ণাশনঃ
শশ্বদ্ভ্রাম্যতি চক্রিগৌরপি বকোধ্যানে
সদাতিষ্ঠতি।
গর্ত্তে তিষ্ঠতি মূষিকোঽপি গহনে সিংহঃ সদা বর্ত্ততে
কিংতেষাং ফলমস্তি হন্ত তপসা সদ্ভাব সিদ্ধিং বিনা
॥ ১৭০

তথাহি—শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে—

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং॥ ১৭১

এ বোল শুনিয়া বিপ্র ভূমিতে পড়িল।
কাতর হইয়া কান্দে—আরতি বাঢ়িল॥ ১৭২
অনুগত-আর্ত্তি প্রভু সহিবারে নারে।
অরুন-অরুন ভেল-গৌর-কলেবরে॥ ১৭৩
প্রেমদিল প্রেমদিল-ডাকে আর্ত্ত-নাদে।
শুক্লাম্বর বিপ্র পাইল প্রেম-পরসাদে॥ ১৭৪
তৎকাল হৈল প্রেমে কম্প কলেবর।
পুলকিত ভেল অঙ্গ-নেত্রে বহে জল॥ ১৭৫
হরষিত হৈয়া তবে কৃষ্ণনাম লয়।
সকল রজনী ভেল কৃষ্ণরসময়॥ ১৭৬
হরিষে করয়ে নাম-গুন-সঙ্কীর্ত্তন।
দেখিয়া সকল ভক্ত অতি হৃষ্ট মন॥ ১৭৭
পণ্ডিত শ্রীগদাধর—সর্বগুন ধাম।
প্রভু-কাছে থাকে—নিরন্তর লয় নাম॥ ১৭৮
রজনী শুতিয়া ছিলা প্রভুর সংহতি।
পরিতোষে বৈল প্রভু দেখিয়া আরতি॥ ১৭৯
পাইবে দুর্ল্লভ প্রেম রজনী প্রভাতে।
মনোরথ-সিদ্ধি হৈব বৈষ্ণব-প্রসাদে॥ ১৮০

মৎস্য জলে বাস করে বলিয়া নিত্য স্নান পরায়ন। সর্প বায়ুভুক মেষপত্র ভোজী কলুদ বলদ নিয়ত ভ্রমনশীল, বক মৎস্য ধরিতে সর্ব্বদা ধ্যানমগ্ন, ইন্দুর ও গর্ত্তবাসী এবং সিংহ সর্ব্বদা বনবাসী হইলে ও তপস্যা ব্যাতিরেকে তাহাতে কোন ফল লাভ হয় না॥১৭০

হরিকে আরাধনা করিলে তপস্যার কি প্রয়োজন? হরিকে আরাধনা না করিলে তপস্যায় কি হইবে। অন্তরে বাহিরে হরি না থাকেন, তবেই বা শুধু তপস্যায় কি ফল লাভ হইবে॥১৭১

হইা বলি অঙ্গ মালা দিলা তার গলে।
প্রভাতে আইলা সবে প্রভু দেখিবারে ॥ ১৮১
সবারে কহিল প্রভু রজনী-চরিত।
কথাছলে প্রেম পাইল গদাধর-প গুত ॥ ১৮২
অতি হৃষ্ট মনে স্নান কৈল গঙ্গাজলে।
প্রেমায় অবশ তনু—টলমল করে ॥ ১৮৩
জগন্নাথদেব পুজা করিলা বিধানে।
পুন পূজা করে নিজ প্রভু বিদ্যমানে ॥ ১৮৪
সুগন্ধি চন্দন অঙ্গে করয়ে লেপন।
দিব্য মালা গলে দিয়া করয়ে স্তবন ॥ ১৮৫
এইমত প্রতিদিন করে পরিচর্য্যা।
শয়ন মন্দিরে করে শয়নের শয্যা ॥ ১৮৬
চরন নিকটে নিতি করয়ে শয়ন।
নিরন্তর শ্রদ্ধাভক্তি পর তার মন ॥ ১৮৭
প্রভুর সম্মুখে কহে অমৃত বচন।
শুনি বিশ্বম্ভর প্রভু আনন্দিত মন ॥ ১৮৮
তাহার অমৃত বানী সিঞ্চয়ে অন্তরে।
নাচিবারে যায় প্রভু ধরি তার কর ॥ ১৮৯
নরহরি ভুজে আর ভুজ আরোপিয়া।
শ্রীবাসের ঘরে নাচে রাস বিনোদিয়া ॥ ১৯০
গৌরদেহে শ্যাম তনু দেখে ভক্তগন।
গদাধর রাধা রূপ হইলা তখন ॥ ১৯১
মধুমতী নরহরি হৈলা সেই কালে।
দেখিয়া বৈষ্ণব সব হরি হরি বলে ॥ ১৯২
বৃন্দাবন প্রকাশ হইল সেই স্থানে।
গো-গোপী গোপাল সঙ্গে শচীর নন্দনে ॥ ১৯৩
পূর্বে সখাসখীগন যেরূপে আছিলা।
রস আস্বাদনে প্রভু সঙ্গে ভক্ত হৈলা ॥ ১৯৪
অভিনব কামদেব শ্রীরঘুনন্দন।
অপ্রাকৃত মদন বলিয়া যে গণন ॥১৯৫
তারা সব পূর্ব দেহ ধরি প্রভু কাছে।
আবরন ক্রমে তারা প্রভু বেড়ি নাচে ॥ ১৯৬
দেখি অষ্ট অবতার সঙ্গী সব কাঁদে।
নবদ্বীপ উদয় করিল ব্রজ চাঁদে ॥ ১৯৭
ক্ষনে গৌর লীলা গদাধর করি সঙ্গে।
ক্ষনে শ্যাম লীলা রাধা রাসরস রঙ্গে ॥ ১৯৮
চমৎকার লীলা দেখি সব ভক্তগন।
হরি হরি জয় জয় বলে ঘনে ঘন ॥ ১৯৯
দিন-অবসানে সন্ধ্যা—রম্য দিগন্তর।
আচম্বিতে মেঘারম্ভ গগন উপর ॥ ২২০
ঘন ঘন গরজে গম্ভীর মেঘ নাদ।
দেখিয়া বৈষ্ণব গন গনিল প্রমাদ ॥ ২০১
বিঘ্ন উপসন্ন দেখি সবেই দুঃখিত।
কেমনে ঘুচয়ে বিঘ্ন চিন্তা পর চিত ॥ ২০২
মেঘগন প্রেম পরসাদ নিতে আইলা।
গৌর লীলা দেখি প্রেমে গর্জ্জিতে লাগিলা ॥ ২০৩
তবে মহাপ্রভু সে মন্দিরা করি করে।
নাম গুন সঙ্কীর্ত্তন করে উচ্চ স্বরে ॥ ২০৪
দেব লোক কৃতার্থ করিব হেন মনে।
ঊর্দ্ধ মুখে চাহে প্রভু আকাশের পানে ॥ ২০৫
দূরে গেল মেঘগন—প্রকাশ আকাশ।
হরিষে বৈষ্ণব সবার বাড়িল উল্লাস ॥ ২০৬
নিরমল ভেল শশি রঞ্জিত রজনী।
অনুগত গীত গায় নাচয়ে আপনি ॥ ২০৭
মেঘ গন নিজরূপ ধরি প্রভু কাছে।
নাচিয়া বুলয়ে তারা ভক্ত পাছে পাছে ॥ ২০৮
প্রেমদানে বিচার নাহি করে গৌর হরি।
মেঘে কি বলিব—দিল ত্রিজগত ভরি ॥ ২০৯
আপনে ঠাকুর নাচে ভক্তগন—সনে।
সবারে নাচায় প্রেমে শচীর নন্দনে ২১০

প্রেমার আবেশে নাচে মহানট রাজে।
পদাম্বুজে মুখর মঞ্জীর ঘন বাজে ॥ ২১১
বিপ্র সাধ্বীগন জয় জয় দেই সুখে।
আকাশেতে দেবগন দেখয়ে কৌতুকে ॥ ২১২
প্রেমায় বিহ্বল সব নাচে ভক্তগন।
না জানি কি কৈল তপ কতেক জনম ॥ ২১৩
তাহার কারনে নাচে ঠাকুরের সনে।
আমোদ করয়ে তারা পাইয়া প্রেমধনে ॥ ২১৪
করুনায় ছাইল প্রভু এ ভূমি আকাশ।
শুনি আনন্দিতে কহে এ লোচন দাস ॥ ২১৫

——

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্যাম গড়া রাগ„

সুমেরু শিখর জনু সুন্দর দীঘল তনু
প্রেমভরে করে টলমল।
পুলকিত সব গা আপাদ মস্তক পা
রাঙা দুটি আঁখি ছল ছল ॥ ১
আনন্দিত নদীয়া—নগর।
ভালরঙ্গে নাচেরে শচীর কোঙর ॥ ধ্রু ২
শ্রীনিবাস চারি ভাই আনন্দে মঙ্গল গাই
হরিদাস হরি হরি বোলে।
কিশোর কিশোরী যেন গৌরগুন গর্জ্জন
হুহুঙ্কার প্রেমার হিল্লোলে ॥ ৩
মুরারি মুকুন্দ দত্ত গুন গায় অবিরত
উলসিত পুলকিত গায়।
প্রেম মকরন্দ আশে পদ অরবিন্দ পাশে
যেন মত্ত ভ্রমর বেড়ায় ॥ ৪
চৌদিকে জয় বোল মাঝে নাচে হেম গৌর
আনন্দে বিভোর সর্ব্ব জনা।
যেদিকে সেদিকে চাই আনন্দিত সবঠাঁই
দশদিকে প্রেমার কান্দনা ॥ ৫
কেহ কেহ দুঁহে মেলি প্রেমানন্দে কোলাকুলি
কেহো যশোগানে হয় ভাট।
পড়িয়া চরন তলে পণ্ডিত গোসাঁই বলে
পসারিলে অপরূপ হাট ॥ ৬
সোনার মুকুতা জনু পুলকে গাঁথিল তনু
অনুরাগে অরুন বদন।
রসের আবেশে হাসে অলসল আবেশে
প্রকাশয়ে অন্তরের ধন ॥ ৭
ক্ষনে আলৌকিক বল যেন মদ – মাতোয়ালে
ক্ষনে বলে—মুই ভগবান্।
ক্ষনে পরনাম করে ক্ষনে আশীর্ব্বাদ করে
জনে জনে দেই প্রেমদান ॥৮
প্রেম প্রকাশয়ে প্রভু যাহা নাহি শুনি কভু
নবদ্বীপে লাগিল তরাস।
কি নারী পুরুষ সব দেখি গোরা অনুভব
ভূলি গেল—কয় লোচন দাস ॥৯

——

ধানশী রাগ। তরজা ছন্দ।

অমিয়া মথিয়া কেবা নবনী তুলিল গো
তাহাতে গড়িল গোরা দেহ।

জগত ছানিয়া কেবা রস নিঙ্গাড়িছে গো
এক কৈল শুধুই সুনেহা ॥১০

অনুরাগের দধিখানি প্রেমার সাঁচনা দিয়া
কেবা পাতিয়াছে আঁখি দুটি।

তাহাতে অধিক মন্থ লহু লহু কথাখানি
হাসিয়া বলয়ে গুটি গুটি ॥১১

অখণ্ড পীযুষ ধারা কেনা আউটিল গো
সোনার বরণ হৈল চিনি।

সেচিনি মারিয়া কেবা ফেনি তুলিল গো
হেন বাসোঁ গোরা অঙ্গখানি ॥১২

বিজুরী কাটিয়া কেবা গাখানি মাজিল গো
চান্দে মাজিল মুখখানি।

লাবন্য কাটিয়া কেবা চিত্র নিরমান কৈল
অপরূপ রূপের বলনি ॥১৩

সকল পূর্নিমার চাঁদে বিকল হইয়া কাঁদে
কর পদ পদুমের গন্ধে।

কুড়িটি নখের ছটায় জগত করেছে আলা
আঁখি পাইল জনমের অন্ধে ॥১৪

এমন বিনোদ রায় কোথাও দেখিয়ে নাই
অপরূপ প্রেমার বিনোদে।

পুরুষ প্রকৃতি ভাবে কান্দিয়া বিকল গো
নারী বা কেমনে মন বান্দে ॥১৫

সকল রসের রসে বিলাস হৃদয়খানি
কে না গড়াইল রঙ্গ দিয়া।

মদন কাটিয়া কেবা বদন গড়িল গো
বিনি ভাবে মো মলুঁ কাঁদিয়া ॥১৬

ইন্দ্রের ধনুক আনি গোরার কপালে গো
কেনা দিল চন্দনের রেখা।

কুরূপা সুরূপা যত কুলের কামিনী গো
দুই হাত করিতে চাহে পাখা ॥১৭

রঙ্গের মন্দিরখানি নানা রত্ন দিয়াগো
গড়াইল বড় অনুবন্ধে।

লীলা বিনোদ কলা ভাবের বিলাস গো
মদন বেদনা ভাবি কান্দে ॥১৮

না চাহে আখির কোনে সদাই সবার মনে
দেখিবারে আঁখি পাখী ধায়।

আঁখির পিয়াস দেখি মুখের লালস গো
আলসল জর জর গায় ॥১৯

কুলবতী কুল ছাড়ে পঙ্গু ধায় উভরড়ে
গুন গায় অসুর পাষণ্ড।

ভূমিতে লোটায়া কান্দে কেহ থির নাহি বান্ধে
গোরাগুন অমিয়া অখণ্ড ২০

ধাওরে ধাওরে বলি প্রেমানন্দে কুলাকুলি
কেহ নাচে কেহো অট্ট হাসে॥

সুশীলা কুলের বহু, সে বলে সকল যাউ
গোরা গুন রূপের বাতাসে ॥২১

নদীয়া নগর বধূ হেরি গোরা মুখবিধু
ঝরঝর নয়ন সদাই॥

অনুরাগে বুক ভরে পুলকিত কলেবরে
মন মাঝে সদাই ধেয়াই ॥২২

যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র কিবা মনে ভাবে রাত্রি দিবা
গোরাগুনে লাগি গেল ধান্ধা ॥

আখিল ভুবন পাতি ভুমিতে লোটাইয়া কান্দে
সদাই সোঙার রাধা রাধা ॥২৩

লখিমী বিলাস ছাড়ি প্রেম অভিলাযী গো
অনুরাগে রাঙ্গা দুটি আঁখি।

রাধার যেয়ানে হিয়া বাহির না হয় গো
এবে গোরা তনু তার সাথী ॥২৪
দেখরে দেখরে লোক গোরা কিবা অপরূপ
ত্রিজগত নাথ—নাথ হৈয়া।
অকিঞ্চন জন সঙ্গে কি জানি কি ধন মাঙ্গে
কিবা সুখে বুলয়ে নাচিয়া ॥২৫
জয়রে জয়রে জয় হেন প্রেম রসালয়
ভাঙ্গি বিলাইল গোরারায়।
নির্জীব জীবন পাইল পঙ্গু গিরি ডিঙ্গাইল
আনন্দে লোচন গুন গায় ॥

বরারাগ। দিশা

হরি রাম নারায়ন শচীর দুলাল হেম গোরা ॥ ধ্রু ২৭
আর দিনে আর কথা শুন অদভুত।
নিতুই নূতন প্রকাশয়ে শচী সুত ॥ ২৮
অতি অপরূপ কথা—লোকে অবিদিত।
অধম জনের মনে না লাগে প্রতীত ॥ ২৯
প্রকাশয়ে কেবল নিগূঢ় ঠাকুরাল।
নিজ জনে কহে—দেখ মিছা এ সংসার ॥ ৩০
ইহা বলি আপন-প্রসঙ্গে করে আন।
পাসরিল সর্বজনে—লয় হরিনাম ॥ ৩১
নিজ নাম সঙ্কীর্ত্তনে মাতল অন্তর।
ভুমিতে লোটাইয়া কান্দে প্রেমায় বিহ্বল ॥ ৩২
আচম্বিতে উঠি কহে দিয়া করতালি।
নিজ জনে প্রকাশয়ে নিজ ঠাকুরালি ॥ ৩৩
হের দেখ আম্রবীজ আরোপিল আনি।
আমার অর্জ্জিত তরু হইবে আপনি ॥ ৩৪
তখন কহয়ে সব জনে আচম্বিত।
এখনি রুইল বীজ ভেল অঙ্কুরিত ॥ ৩৫
দেখিতে দেখিতে ভেল এক মঞ্জরিত।
হইল উত্তম শাখা ভেল মুকুলিত ॥ ৩৬
দেখ দেখ সর্বলোক! অপরূপ আর।
মুকুলিত হৈল দেখ তরুটি আমার। ৩৭
তখনি হইল ফল পাকিল সকালে।
অঙ্গুলি-সঙ্কেতে প্রভু দেখায় সবারে ॥ ৩৮
পড়িয়া আনিল ফল দেখে সর্বলোকে।
নিবেদন করি দিল ঈশ্বরের মুখে ॥ ৩৯
তিলেকে সকলে-আর-না দেখয়ে কিছু।
ফলমাত্র আছে—বৃক্ষ মিথ্যা হৈল পাছু ॥ ৪০
ঐছে মায়া ঈশ্বরের—কহে সর্ব্বলোকে।
এত জানি না মজিহ এ সংসার সুখে ॥ ৪১
মোর মায়াবলে সৃষ্টি সকল সংসার।
না বুঝি সকল লোক বলে আপনার ॥ ৪২
মোর মায়া-দড়ি কেবা ছিঁড়িবারে পারে।
সবে এক পথ আছে মায়া জিনি বারে ॥ ৪৩
যত যত দেহ ধর্ম্ম—কর্ম্ম করে লোকে।
সর্ব্ব কর্ম্ম আরোপন করে যদি মোকে ॥ ৪৪
যদি দেহ-সমর্পন কৃষ্ণ-পদে হয়।
কার্ম্মকর্ম্ম-শুভাশুভ-বন্ধ নাহি রয় ॥ ৪৫
এ ভক্তি পরম-তত্ত্ব সমর্পন—গনি।
কৃষ্ণে সমর্পিলে-ভেদ না রহে আপনি ॥ ৪৬
সব সমর্পিলে কৃষ্ণ পাই সর্বথায়।
সকল পুরানে গীতা ভাগবতে গায় ॥ ৪৭
নহে বা সকল কর্ম হয় অনর্থক।
কৃষ্ণে সমর্পিলে হয় সংসার সার্থক ॥ ৪৮
হেন অদভুত গোরাচাঁদের প্রকাশ।
শুনি আনন্দিত কহে এ লোচন দাস ॥ ৪৯

শ্রীরাগ ।

ওকি হোয়ে গৌর জয় জয় ॥ ধ্রু ৫০

হেনই সময়ে বৈদ্য মুরারী দেখিয়া ।
কহিল সে মহাপ্রভু হাসিয়া হাসিয়া ।
তুমি নাহি ব্রহ্ম-বিদ্যা মান ইহা শুনি ।
ভালত মুরারী বৈদ্য তোমারে বাখানি ॥ ৪২
ইহা বলি এই শ্লোক পড়িত্রা ঠাকুর ।
শুনিয়া সকল লোক আনন্দ প্রচুর ॥ ৫৩

তথাহি—শ্রীচৈতন্য চরিত মহাকাব্য ধৃত
(পদ্ম পুরান বচন) ।

রমন্তে যোগিনোহনন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি ।
ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভি ধীয়তে ।

তবে পুন ভগবান্ সেই গৌর হরি ।
বৈদ্যেরে কহিল কিছু অনুগ্রহ করি ॥ ৫৫
চতুর্ভুজ-ধ্যান তুমি বড় করি মান ।
দ্বিভুজ-ধেয়ানে তোর হৈল অল্প-জ্ঞান ॥ ৫৭
সকল সম্পদ চাহ আপনার হিত ।
দ্বিভুজ ভজহ কৃষ্ণ মজাইয়া চিত ॥ ৫৮
কৃষ্ণের প্রকাশ নারায়ন—শাস্ত্রে কহে ।
নারায়ন হৈতে কৃষ্ণ—হেন বাক্য নহে ॥ ৫৯
ঐছন করুনা-বানী কহে বিশ্বম্ভর ।
শুনিয়া সাদরে বৈদ্য প্রনত—কন্ধর ॥ ৫৯
"সুরনদী-জলে স্নান করি করো কাম ।
বৈষ্ণবের পদধূলি—প্রসাদ-প্রধান ॥ ৬০
তোর পাদ পাদ্ম মোর শিরে রহু ছত্র ।
দাস্য—অভিষেক কর—এই চাহি মাত্র ॥ ৬১
আমি কি জানিয়ে প্রভু নিজ ভাল মন্দ ।
নিরন্তর অন্তরে বাহিরে মদ-গন্ধ ॥ ৬২
নিজ গুনে করুনা করিলা প্রভু যবে ।
নিজ দাস্য-প্রসাদ করহ মোরে তবে ॥ ৬৩
তুমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিগ্রহ-আনন্দ ।
সেই-নন্দ সুত তুমি অবতার-কন্দ ॥ ৬৪
এ বোল শুনিয়া প্রভু অন্তর-সন্তোষে ।
পদ—অরবিন্দ তার মস্তকে পরশে ।
সর্ব্বাঙ্গে পুলক ভেল—সজল-লোচন ।
গদ গদ স্বরে স্তব করিল বিস্তর ।
জয় মহামহেশ্বর কারনের পর ॥ ৬৭
তবে সেই মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর হরি ।
কহিতে লাগিলা কিছু দেখিয়া মুরারি ॥ ৬৮
শুন শুন ওহে বৈদ্য ! আমার বচন ।
এড় গীতা-অধ্যাত্ম-চরচা তোর মন ॥ ৬৭
জীবারে বাসনা যদি থাকয়ে তোমার ।
কৃষ্ণ-প্রেমানন্দে যদি সাধ থাকে আর ॥ ৭০
অধ্যাত্ম-চরচা তবে কর পরিত্যাগ ।
গুন-সঙ্কীর্ত্তন কর কৃষ্ণে অনুরাগ ॥ ৭১
নটবর-শেখর সুন্দর শ্যাম তনু ।
ইন্দ্রনীলমনি-কান্তি করে বর-বেনু ॥ ৭২
পীতাম্বর-ধর বনমালা যার গলে ।
সে প্রভুকে নাহি ভজ গোপীগন-মেলে ॥ ৭৩
শুনিয়া মুরারি-গুপ্ত-প্রভু-আজ্ঞাবানী ।
কাতর হইয়া কান্দে পড়িয়া ধরনী ॥ ৭৪
প্রভুর চরনে-করে-বিনয় বিস্তর ।
লঙ্ঘিবারে নারি প্রভু সংসার দুস্তর ॥ ৭৫
ব্রহ্মা মহেশ্বর কিবা লখিমী অনন্ত ।
জিনিতে না পারে মায়া বড়ই দুরন্ত ॥ ৭৬

যোগীগন অনন্ত মহিমাময় সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমাত্মায় রমন করেন । ঐ পরমাত্মা রাম এই পদে কথিত হন বলিয়া রাম শব্দে পরং ব্রহ্ম বুঝায় ॥৫৪

পরম প্রবল মায়া কে জিনিতে পারে।
তোমার প্রসাদ বিনা প্রভু বিশ্বম্ভরে ॥ ৭৭
আমি মহাধম—কিবা শকতি-আমার।
সংসার জিনিয়া পদ ভজিব-তোমার ॥ ৭৮
দুঃখিত দেখিয়া যদি দয়া কর মোরে।
করুনা-বিগ্রহ প্রভু! ভজোঁ মো তোমারে ॥ ৭৯
এতকাল গুপত আছিল প্রেমধন।
প্রকট করিলা প্রভু! করুনা—কারন ॥ ৮০
তোর পদ-অরবিন্দ-মকরন্দ প্রেম।
পিবউ আমার মন-মধুকর যেন ॥ ৮১
এইবর দেহ মোর করুনা-সাগর।
ঘৃনা না করিহ মোরে- মো অতি পামর ॥ ৮২
ঐছন কাতর-বানী শুনিয়া ঠাকুর।
করুনা বাঢ়িল হিয়া আনন্দ প্রচুর ॥ ৮৩
হাসিয়া কহয়ে প্রভু—শুনহ মুরারী।
অচিরে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে তোহারি ॥৮৪
তবে সেই শ্রীনিবাস পণ্ডিত ঠাকুর!
অতি মহাশুদ্ধমতি ভক্ত সুচতুর ॥৮৫
কৃষ্ণসেবা করে নিতি লৈয়া ভ্রাতৃগন।
সর্ব্বভাবে ভজে বিশ্বম্ভরের চরন ॥৮৬
কৃষ্ণনাম-গুন-সঙ্কীর্ত্তন করে নিতি।
অনুজ রামের সনে বড়ই পিরীতি ॥৮৭
জ্যেষ্ঠ সেবা-পরায়ন শ্রীরাম পণ্ডিত।
দুই ভাই মিলি গায় কৃষ্ণগুন-গীত ॥৮৮
শ্রীবাস-শ্রীরাম প্রভুর প্রিয় দুইজন।
তার ঘরে ক্রীড়া করে আনন্দিত-মন ॥৮৯
তার ঘরে নাচে প্রভু তা সবার সনে।
কপিল ঠাকুর যেন বেঢ়ি ঋষিগনে ॥৯০
হেনমতে কৌতুকে আনন্দে দিন যায়।
শত শত শিষ্যগনে আনন্দে পড়ায় ॥৯১
শিষ্যে শিষ্যে মিলি তারা করে অনুমান।
তাহাতে আছিল এক বড়ই অজ্ঞান ॥৯২
শ্রীকৃষ্ণ বলিয়ে যারে সেহ মায়া এক।
অবোধ ব্রাহ্মন পুত্র ইহা বলিলেক ॥৯৩
শুনিয়া ঠাকুর দুই কর দিল কানে।
তখনি চলিলা প্রভু সুর নদী স্নানে ॥৯৪
স বসনে শিষ্যবর্গ সনে গঙ্গাস্নান।
সপুলক ঘনঘন লয় হরিনাম ॥৯৫
পাপিষ্ঠ অধম ছার পাষণ্ড চরিত্র।
দুর্ব্বচনে কর্ণ মোর কৈল অপবিত্র ॥৯৬
ইহা বলি ঘনঘন লয় হরিনাম।
কহয় লোচন গোরা সর্ব্বগুনধাম ॥৯৭

তৃতীয় অধ্যায়

ভাটিয়ারী রাগ।

হরি নারায়ন শচীর দুলাল গোরাচাঁদ।
বান্ধল জীবে মন দিয়া প্রেম-ফাঁদ ॥১
আর অপরূপ কথা কহিব এখন।
সাবধানে শুন সবে ছাড়ি অন্য মন ॥২
গোরবগুন কহিতে পুলক বান্ধে গায়।
অখণ্ড -পীযূষ গোরা গুনের প্রভায় ॥৩
শ্রীনিবাস আদি শিষ্যবর্গ করি সঙ্গে।
অদ্বৈত আচার্য্য দেখিবারে হৈল রঙ্গে ॥৪
কেহো গীত গায়—কেহো লয় হরিনাম।
হরি হরি বোল বোলে—নাহিক উপাম ॥৫
আপনে ঠাকুর নাচে—ভক্তগন গায়।
আপনা না জানে সবে প্রেমের প্রভায় ॥৬

আপাদ মস্তক পুলক রাঙ্গা দুটী আঁখি।
টলমল করে তারা গোরা মুখ দেখি ৭
মালসাট্ মারে কেহো হুহুঙ্কার নাদে।
ভূমিতে লোটাইয়া সব পারিষদ কাঁদে ॥৮
এইমনে আনন্দে সানন্দে ধায় পথে।
অদ্বৈহ আচার্য গোসাঁই দেখিবার চিতে ॥৯
অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঁই দেখিলা ত গিয়া।
দণ্ড পরনাম করে ভূমিতে পড়িয়া ॥১০
সম্ভ্রমে আচার্য্য গোসাই পড়িলা চরনে।
স্তুতি করে অতিশয় কাতক বচনে ॥১১
আমা হেন কোটী অদ্বৈতের শিরোমনি।
প্রনতি করিয়া বলে লোটাইয়া ধরনী ॥১২
অন্যোঅন্যে দোঁহু দোঁহা আলিঙ্গন করে।
দোঁহারে সিঞ্চিল দোঁহে নয়নের জলে॥১৩
আসনে বসিয়া প্রভু কহে নিজ কথা।
মনোহর পাপহর প্রেমভক্তি দাতা ॥১৪
আচার্য্য গোসাঁই তবে বলিলা বচন।
পাষণ্ডীকে গালি দিতে রাঙা দুলোচন ॥১৫
পাষণ্ডী বলয়ে কলিযুগে ভক্তি নাই।
সাক্ষাতে দেখুক আসি চৈতন্য গোসাই ১৭
এ বোল শুনিয়া প্রভুর প্রফুল্ল অধর।
কহিতে লাগিলা মেঘ গম্ভীর উত্তর ॥১৭
ভক্তি নাহি কলিযুগে আর আছে কি?
ভক্তিমাত্র আছে তেঁই সংসার সে জী॥১৮
কলিযুগে ভক্তি নাহি—যে বলে বচন।
নিরর্থক জন্ম তার—শুন সর্ব্বজন॥১৯
কলিযুগে কৃষ্ণভক্তি পরমস্ব মায়া।
কলিযুগ হেন কোন যুগে নাহি দয়া ॥২০
হেনই সময়ে সে পণ্ডিত শ্রীনিবাস।
কহিতে লাগিলা কিছু অন্তরে তরাস ॥২১

সম্মুখে দেখহ প্রভু পাষণ্ডী ব্রাহ্মণ।
কৃষ্ণ মহোৎসবে বাধা দিবেক এখন ॥২২
এ মহাপাষণ্ড এ অতি দুরাচার।
বিদ্যা অভিমানে করে মহা অহঙ্কার ॥২৩
তবে মহাপ্রভু কথা কহিল তাহারে
এথা না আসিবে ওরে দুষ্ট দুরাচারে ॥২৪
না আইল ব্রাহ্মন সে মায়া বিমোহিত।
ক্রীড়া করে মহাপ্রভু আনন্দিত চিত্ত ॥২৫
শ্রীনিবাস ভুজে এক ভুজ আরোপিয়া।
গদাধর করে ধরি বাম কর দিয়া ॥২৬
নরহরি অঙ্গে প্রভু শ্রীঅঙ্গ হেলিয়া।
শ্রীরঘুনন্দন মুখ কান্দয়ে হেরিয়া ॥২৭
শ্রীরাম পণ্ডিত অঙ্গে দিয়া পদাম্বুজ।
ক্রীড়া করে গোরাচাঁদ আচার্য্য সম্মুখ ॥২৮
চৌদিকে বৈষ্ণব করে গুন সঙ্কীর্ত্তন।
মধ্যে নাচে মহাপ্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥২৯
যেন রাস মহোৎসবে বেড়ি গোপীগন।
কীর্ত্তনের মাঝে এইমত সুশোভন ॥৩০
এইমনে কতক্ষনে নৃত্য অবসানে।
হরষিত অদ্বৈত আচার্য্য সীতা সনে ॥৩১
তবে তার ঘরে প্রভু ভোজন করিল।
লেপিল চন্দন অঙ্গে মালা পরাইল ॥৩২
অদ্বৈত আচর্য্য ধন্য আপনা মানিল।
আমারে প্রভুর দয়া এবে সে জানিল ॥৩৩
অদ্বৈতের গন কান্দে চরনে পড়িয়া।
বিশ্বম্ভর কোলে করে সবারে ধরিয়া ॥৩৪
নিজ নামগুনে প্রভু নাচিয়া গাইয়া।
ঘরেতে আইলা প্রভু নিজ-জন লৈয়া ॥৩৫
হেনমতে দিনে দিনে বাঢ়ে পরকাশ।
শুনিয়া আনন্দ হিয়া এ লোচন দাস ॥৩৬

বরাড়ী রাগ

বালাই লৈয়া মরি গোরার নিছনি লৈয়া।
বিলাইল প্রেমধন জগত ভরিয়া ॥ ধ্রু ॥৩৭
আর দিন মহাপ্রভু বসি নিজ ঘরে।
অধ্যাত্ম তত্ত্বের কথা কহিছে সবারে ॥৩৮
একমাত্র কৃষ্ণ স্বামী সৃষ্টিরূপ স্থিতি।
আপনে সে এক আত্মারূপে আছে ক্ষিতি ॥৩৯
ইহা বলি হস্ত মেলি পুন করে মুষ্টি।
দেখায় সবারে এইমত মোর সৃষ্টি ॥৪০
পুন কহে তত্ত্ব সত্তামাত্র স্বরূপণ।
ভাবের আবেশ তাতে শুন সর্বজন ॥৪১
তথাপি সদ্রূপে সেই করিয়ে যতন।
একজন বিনে মুক্ত না হয় কখন ॥৪২
বিষম সংসার বন্ধ জিনিতে না পারে।
মুক্ত বন্ধ হয় যদি এক জ্ঞান করে ॥৪৩
মুক্তি বিনু কৃষ্ণ-জ্ঞান নাহি হয় কভু।
এতেকে বলিয়ে শুন জ্ঞান গম্য প্রভু ॥৪৪
হের দেখ মোর করে এ পাঁচ আঙ্গুলি।
মধুতে মিশ্রিত এক—ঘৃণাকর চারি ॥৪৫
দুর্গন্ধ লাগিয়া তাহা না চাহে নয়নে।
একাঙ্গুলি মধু জিহ্বালিহায় যতনে ॥৪৬
এক অব্যয় সেই ভগবান মাত্র।
তিঁহ বহি মুক্ত করিবারে নাহি পাত্র ॥৪৭
এইমনে জ্ঞান যোগ কহি নানা বিধি।
ক্ষনেক রহিলা নিঃশবদে গুননিধি ॥৪৮
দয়া করি পুন কহে সর্বতত্ত্ব সার।
শ্রীকৃষ্ণ ভকতি বিনে কিছু নাহি আর ॥৪৯
জ্ঞান গম্য কৃষ্ণ ইহা বুঝাইল সবারে।
কৃষ্ণ-পদাম্বুজে-প্রেমভক্তি সর্ব সারে ॥ ৫০
এই জ্ঞান হৈলে হয় কৃষ্ণে দঢ় মতি।
মতি দৃঢ়া হৈ'লে হয় ভক্তি অহৈতুকী ॥ ৫১
কৃষ্ণ পাদম্বুজ-ধ্যান করয়ে তখন।
হরি হরি বলি করে পাদাব্জ-স্মরন ॥ ৫২
রাধা-সঙ্গে-চিদানন্দ শ্যামল ত্রিভঙ্গী ॥
মদন মোহন নটবর বহু-রঙ্গী ॥ ৫৩
বৃন্দাবন মাঝে নব-রত্তন-মন্দির।
বল্লব-সুন্দরীসব বেঢ় মনোহর ॥ ৫৪
কোকিল ময়ূরী সার শুক অলিকুলে।
প্রফুল্লিত বৃন্দাবন শোভে নানা ফুলে ॥ ৫৫
চিন্তামনি ভূমি—কল্পতরুগন যত।
কামধেনু গন সে সুরভিগন-যুথ ॥ ৫৬
যমুনা-বেষ্টিত মনোহর অতি শোভা।
সে রস-লাবন্য দেখি লক্ষ্মী-মনোলোভা।
উঠিল-প্রেমার ধারা বহে দু'নয়ানে।
পুলকিত কলেবর—অরুন বয়ানে ॥ ৫৮
ক্ষনে হাসে ক্ষনে কান্দে ক্ষনে নাচে গায়।
কহিল সবারে প্রভু গদ-গদ-ভাষায় ॥ ৫৯
ঐছন আমার যেই যেই ভক্তগন।
নিজ-গুনে পবিত্র করয়ে ত্রিভুবন ॥ ৬০
ইহা বলি হৃষ্ট হৈয়া নিজ-ভক্তগনে।
নাচায় সবারে প্রভু—নাচয়ে আপনে ॥ ৬১
এইমনে সুখে নিরসয়ে নবদ্বীপে।
নিজ ভক্তগন সনে গঙ্গার সমীপে ॥ ৬২
অদ্বৈত আচার্য্য-গোসাঁই তার পরদিনে।
নবদ্বীপে আইলা বিশ্বম্ভর-দরশনে ॥ ৬৩
গিয়া ছিলা মহাপ্রভু শ্রীনিবাস ঘরে।
আগমন চাহি আচার্য্য স্নান-পূজা করে ॥ ৬৪
শ্রীনিবাস-ঘরে প্রভু আনন্দিত-মনে।
দণ্ড-অগ্রে পুষ্প দিয়া কহিল বচনে ॥ ৬৫
গদা-পূজা কৈল-এই দুষ্ট-নাশিবারে।
আমার-ভকত-হিংসা যেই যেই করে ॥ ৬৬

ইহাতে নাশিব আমি সেই সেই-জনে।
সবা-বিদ্যমানে এই-কহিল বচনে ॥ ৬৭
মোর ভক্ত-দ্বেষী-এক-আছে দুষ্ট জন।
কুষ্ঠ ব্যাধি হৈবে তার অনেক জনম ॥ ৬৮
পৈশাচ-নরকে বাস করাইব আমি।
বিড়ভুজ শূকর সেই হইবে আপনি ॥ ৬৯
তাহার শিষ্যেরে আমি করাইব দণ্ড।
আমার গদায় সব নাশিব পাষণ্ড ॥ ৭০
বনেরে যাইব বলি ছিল মোর মন।
এথাই-আমার হৈল সেই মহাবন ॥ ৭১
বাঘ্র সদৃশ কেহো—কোহো বা পাষান।
বৃক্ষ সমান কেহো তৃনের সমান ॥ ৭২
পশুর সদৃশ করি গনি কোনোজন।
এতেকে বলিয়ে—মোরে এই মহাবন ॥ ৭৩
অদ্বৈত আচার্য্য এথা আইলা হেনশুনি।
এথা না আইলা—তথা যাইব আপনি ॥ ৭৪
হেনই সময়ে আচার্য্য আইলা আচম্বিত।
প্রভুর সম্মুখে আসি হৈলা উপনীত ॥ ৭৫
পাদাম্বুজ সান্নিকটে উপায়ন দিয়া।
দণ্ড পরনাম করে ভূমেতে পড়িয়া ॥ ৭৬
তার কর ধরি প্রভু বোলয়ে বচন।
এথা আগমন মোর তোহার কারন ॥ ৭৭
মোর পাদ পদ্ম নিজ-মস্তক ধরিয়া।
তুলসী মঞ্জরী দিয়া পূজিলা কান্দিয়া ॥ ৭৮
ভাগবত চিত্ত তুমি—হুঙ্কারে আনিলা ॥ ৭৯
তোমার পিরীতি লাগি সবে মোরে পাইলা।
ইহা বলি মহাপ্রভু খট্টায় বসিল।
নাচহ' বলিয়া আচার্য্যেরে আজ্ঞা কৈল ॥ ৮০
তবে সেই অদ্বৈত আচার্য্য দ্বিজবর।
দশ অবতার গীতে নাচিলা বিস্তর ॥ ৮১
শ্রীবাস পণ্ডিত আদি যত ভক্ত গন।
আনন্দে বিভোর—করে গুন সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৮২
তা দেখিয়া মহাপ্রভু গৌর ভগবান্।
হৃষ্ট হৈয়া বৈল তারে প্রসন্ন বয়ান।
এ তোর বালক সব প্রেম মাগে মোরে ॥ ৮৩
দিল প্রেমভক্তি দান কহিলা আচার্য্য।
এ বোল শুনিয়া হৃষ্ট হইল আচার্য্য।
অন্তরে জানিল—মোর সিদ্ধ হৈল কার্য্য ॥ ৮৫
আচার্য্য কহয়ে—প্রভু! শুনহ বচন।
এই সব জন তোর পদ পরায়ন ॥ ৮৬
ভকত বৎসল তুমি করুনা সাগর।
প্রেমধন দিয়া সব ভক্ত রক্ষা কর ॥ ৮৭
তবে সেই সব জন প্রভু কাছে গিয়া।
বসিলা আসন করি প্রভুকে বেড়িয়া ॥ ৮৮
সচন্দ্রিকা রজনী—শোভিক দিগন্তর।
আচার্য্যে দেখিয়া পুন কহিল উত্তর ॥ ৮৯
কমলাক্ষ। তুমি মোর পরম ভকত।
তোমার কারনে আইলুঁ—হৈলুঁ বেকত ॥ ৯০
মোর গুনগীত নৃত্যে হও তুমি সুখী।
সব জন ভক্তি পর হউ ইহা দেখি ॥ ৯১
এ বোল শুনিয়া সেই শ্রীবাস পণ্ডিত।
এক নিবেদন প্রভু! শুন মোর বোল।
কহিতে ডরাঙ—পুন চিত উতরোল ॥ ৯৩
একটি সন্দেহ পুছোঁ হৃদয়ের কার্য্য।
তোমার কি ভক্ত এই অদ্বৈত আচার্য্য ॥ ৯৪
ইহা শুনি ক্রোধ মুখ গৌর ভগবান।
ভর্ৎসিতে লাগিলা ক্রোধে অরুন নয়ান ॥ ৯৫
উদ্ধব অক্রুর—মোর প্রিয় দুইজন।
আচার্য্যে বাসহ তুমি তা সবার ন্যূন ॥ ৯৬

ভারত বয়াষে এই আচার্য্য সমান।
আমার ভকত আছে হেন কোন জন ॥ ৯৭
এতেকে বলিয়ে—তুমি অজ্ঞান ব্রাহ্মন।
আচার্য্য-সমান মোর ভক্ত নাহি আন ॥ ৯৮
বৈষ্ণবের রাজা সেই—মোর আত্মা বলি।
জগতের কর্ত্তা—তারিবারে আইলা কলি ॥ ৯৯
শাস্ত্রে মহাবিষ্ণু বলি করে নিরূপন।
সে জন অদ্বৈত—ভক্ত-অবতার জান ॥ ১০০
এতেকে কহিয়ে আমি সুদৃঢ়-বচন।
আচার্য্যের স্তুতি ভক্তি কর সর্ব্বক্ষন ॥ ১০১
এ বোল শুনিয়া বিপ্র অন্তরে তরাস।
নিঃশব্দ হইয়া রহে—মুখে নাহি ভাষ। ১০২
তবে সেই গৌরহরি বলে পুনর্ব্বার।
অধ্যাত্ম-চরচা তোরা না করিবি আর ॥ ১০৩
যদি বা অধ্যাত্ম-বাদে দেখি শুনি তোমা।
তবে পুন তো-সবারে নাহি দিব প্রেমা ॥ ১০৪
জ্ঞান-কর্ম উপেখিলে কৃষ্ণ প্রেম হয়।
ইহা জানি জ্ঞান-কর্ম্ম-না কর আশ্রয় ॥ ১০৫
এ বোল শুনিয়া কহে শ্রীবাস-পণ্ডিত।
এই বর দেহ তোহা পাসরউ-চিত ॥ ১০৬
মুরারি কহয়ে আমি অধ্যাত্ম না জানি।
প্রভু কহে—কমলাক্ষ হৈতে জান তুমি। ১০৭
শুদ্ধ-চিত্তে কৃষ্ণচন্দ্রে কর দৃঢ় ভক্তি।
ভক্তি রস নিকটে চেটিকা হয় মুক্তি ॥ ১০৮
এ বোল শুনিয়া সবে আনন্দিত মন।
অন্তরে করিল—আজ্ঞা করিব পালন ॥ ১০৯
শ্রীহরি-পদাম্বুজ-মধুমত্ত তারা।
আনন্দে নাচয়ে সব দেবতার পারা ॥ ১১০
হেন অদভুত কথা নদীয়া বিহার।
কহিল লোচন গোরা-প্রেমের প্রচার ॥ ১১১

সিন্ধুড়া রাগ।

অরুন কমল-আঁখি তারক ভ্রমর-পাখী
ডুবুডুবু করুনা মকরন্দ।
বদন পূর্নিমার চান্দে ছটায় পরান কান্দে
অহে কত প্রেমার আরম্ভ ॥ ১১২
আনন্দ নদীয়াপুরে টলমল প্রেম-ভরে
শচীর দুলাল-চন্দ নাচে।
জয় জয় মঙ্গল পড়ে দেখিয়া চমক লাগে
মদন মোহন নটরাজে ॥ ১১৩
পুলক ভরিল গায় ঘর্ম্ম বিন্দু বিন্দু তায়
লোম চক্রে সোনার কদম্ব।
প্রেমার আরম্ভে তনু জিনি প্রভাতের ভানু
আধ বনী রাখে কম্বুকণ্ঠ ॥ ১১৪
শ্রীপাদ-পদুম-গন্ধে বেঢি দশ নখচান্দে
উপরে কনক—বঙ্করাজ।
যখন ভাতিয়া চলে বিজুরী ঝলমল করে
চমকিত অমর সমাজ ॥ ১১৫
সপ্তদ্বীপ মহীমাঝে তাহে নবদ্বীপ সাজে
তাহে নব প্রেমার প্রকাশ।
তাহে নব গৌরহরি হরি সঙ্কীর্ত্তন করি
আনন্দিত এ ভূমি আকাশ।
সিংহের শাবক যেন গভীর গর্জ্জন হেন
হুঙ্কার হিল্লোলে প্রেমসিন্ধু।
হরি হরি বোল বোলে জগত পড়িল ভোলে
দু'কূল খাইল কুলবধূ। ১১৭
অঙ্গের ছটায় যেন দিনকর প্রদীপ হেন
তাহে লীলারসের বিলাস।
কোটি কুসুম ধনু জিনিয়া বিনোদ তনু
তাহে করে প্রেমার প্রকাশ ॥ ১১৮

লাখ লাখ পূর্ণিমার চাঁদ জিনিয়া বদন ছাঁদ
তাহে চারু চন্দন চন্দ্রিমা।
নয়ন অঞ্চল জলে ঝর ঝর অমিয়া ঝরে
জনম মুগধে পায় প্রেমা ॥ ১১৯
মাত্তিল কুঞ্জর গতি ভাবে গর গর অতি
ক্ষনে হাসে চমকিয়া চায়।
কামিনী মোহন বেশ হেরিয়া ভুলিল দেশ
মদন বেদন হরি পায় ॥ ১২০
কিদিব উপমা তার করুনা বিগ্রহ সার।
হেনরূপে মোর গোরারায়।
প্রেমায় নদীয়ায় লোকে দিবানিশি নাহিতাকে
আনন্দে লোচন গুন গায় ॥ ১২১

চতুর্থ অধ্যায়

যথা রাগ।

মোর প্রান আরে গোরা চাঁদ নারে হয় ॥ ধ্রু ১
তবে নিজ ঘরে প্রভু বসি দিব্যাসনে।
চৌদিকে বেড়িয়া আছে নিজভক্ত জনে ॥ ২
শ্রীবাসে দেখিয়া প্রভু কৈল এক উক্তি।
তোমার নামের তুমি কি জান ব্যুৎপত্তি ॥ ৩
শ্রীল ভকত্তির তুমি কেবল আবাস।
এতেকে বলিয়ে তোর নাম সে শ্রীবাস ॥ ৪
তবেত কহিল প্রভু দেখি গোপীনাথে।
আমার ভকত তুমি বুল মোর সাথে ॥ ৫
মুরারি দেখিয়া প্রভু বলে পুনর্ব্বার।
পড়হ আপন শ্লোক শুনিব তোমার ॥ ৬
এ বোল শুনিয়া সেই মুরারি চতুর।
পড়য়ে কবিত্ব নিজ শুনয়ে ঠাকুর ॥৭
তথাহি—মুরারি গুপ্ত কৃত শ্রীচৈতন্য চরিতে।
দ্বিতীয় প্রক্রমে সপ্তম সর্গে—
রাজৎকিরীট মনিদীধিতি দীপিতাশ
মুদ্যদ বৃহস্পতি কবি প্রতিমে বহন্তং।
দ্বেকুণ্ডলেহঙ্ক রহি তেন্দু সমান—বক্ত্রং
রামং জগত্ত্রয় গুরুং সততং ভজামি ॥ ৮
উদ্যদ বিভাকর—মরীচি বিবোধিত অ—
নেত্রং সুবিম্ব—দশনচ্ছদ চারুনাসং।
শুভ্রাংশু রশ্চি পরিনির্জ্জিত চারুহাসং
রামং জগত্ত্রয় গুরুং সততং ভজামি ॥৯
এই মতে রঘুবীরাষ্টক শ্লোক শুনি!
মুরারি মস্তকে পদ দিলা ত আপনি ॥ ১০
'রাম-দাস' বলি নাম লিখিলা কপালে।
মোর পর সাদে তুমি 'রাম দাস' হৈলে ॥ ১১

যাঁহার সুদীপ্ত মুকুটস্থ মনির জ্যোতিতে দিক্ সকল সমুজ্জল হইয়াছে, যিনি বৃহস্পতি ও শুক্র সদৃশ দীপ্তিমান কুণ্ডদ্বয় ধারন করিয়াছেন এবং যাহার বদন্ মণ্ডল নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রতুল্য সুস্নিগ্ধ ও সমুজ্জল, সেই ত্রিজগদ্গুরু শ্রীরামচন্দ্রকে আমি সতত ভজনা করি ॥৮

যাঁহার নয়ন যুগল উদীয়মান সূর্য্য কিরন, বিকশিত পদ্মের ন্যায় প্রফুল্ল ও সুমনোহর, যাঁহার ওষ্ঠদ্বয় প্যাকা তেঁলাকুঁচো ফলের ন্যায় লালবর্ণ যাঁহার নাসিকা পরম মনোহর এবং যাঁহার হাস্য চন্দ্র কিরনের স্নিগ্ধ মাধুর্য্যকে পরাভুত করিয়াছে-সেই ত্রিজগদ্গুরু শ্রীরামচন্দ্রকে আমি সর্বদা ভজনা করি ॥৯

রঘুনাথ বিনে তুমি তিলেক না জীয়।
মুই তোর রঘুনাথ—জানিহ নিশ্চয়॥ ১২
ইহা বলি রাম রূপ দেখাইল তারে।
জানকী সহিত সাঙ্গোপাঙ্গ সব মেলে॥ ১৩
স্তব করে মুরারি পড়িয়া পদতলে।
জয় জয় রঘুবীর শচীর কোঙরে॥ ১৪
বার বার উঠে পড়ে লোটায় ধরনী।
বহুবিধ স্তব করে অনুনয় বানী॥ ১৫
মুরারিকে কৃপাকরি বলিলা বচন।
আমার ভকতি বিনু না জানিহ আন॥ ১৬
যদি তোর ইষ্ট আমি হই রঘুনাথ।
তথাপিহ রস আস্বাদিহ রাধানাথ॥ ১৭
সঙ্কীর্ত্তন ধর্ম্মে রাধাকৃষ্ণ গাও যাইয়া।
করিহ আমাতে ভক্তি—শুনমন দিয়া॥
ইহা বলি শ্লোক এক পড়িলেক নিজ।
মোর এক শ্লোক শুন শ্রীনিবাস দ্বিজ॥ ১৯

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

ন সাধয়ন্তি মাং যোগোন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগোযথাভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥২০

পড়িয়া কহিল শুন শুন সর্ব্ব জন।
তোমরা করিহ এইমত আচরন॥ ২১
শ্রীনিবাস পণ্ডিতের কথা অনুসরি।
করিহ আমাতে ভক্তি সুখপাবে বড়ি॥ ২২
শ্রীরাম পণ্ডিত শুন আমার বচন।
তোমার জ্যেষ্ঠের সেবা—আমার অর্চ্চন॥ ২৩
এতেক জানিয়া কর শ্রীবাসের সেবা।
ইহা হৈতে পাবে তুমি মোর পদ প্রভা॥২৪
এতেক কহিল প্রভু ভকত বৎসল।
করুন অরুন আখি করে ছলছল॥ ২৫
তবে সেই শ্রী নিবাস পণ্ডিত চতুর।
নিবেদন কৈল দুগ্ধ ভূঞ্জয়ে ঠাকুর॥২৬
গন্ধ চন্দন মাল্য সুবাসিত ধূপ।
নিবেদন করি দিল নৈবেদ্য-সম্মুখ॥২৭
গ্রহন করিল প্রভু আনন্দিত-মনে।
অবশেষ দিল যত নিজ ভক্তগনে॥২৮
এইমত কৌতুকে সকল নিশা গেল।
প্রভাতে উঠিয়া প্রভু ঘরেরে চলিল॥২৯
স্নান দেবার্চ্চন সবে কৈল নিজ-ঘরে।
পুনরপি গেলা পাদাম্বুজ দেখিবারে॥৩০
হাসিয়া কহিল প্রভু শুন অদভুত।
আইলা শ্রীপাদ * নিত্যানন্দ অবধূত॥৩১
তাহার মহিমা তত্ত্ব কে কহিতে জানে।
বড় পুণ্যভাগা আজি দেখিব নয়ানে॥৩২
হের রাম নারায়ন মুরারি মুকুন্দ।
সত্বরে জানহ কোথা আছে নিত্যানন্দ॥৩৩
হেনরূপে মহাপ্রভু আজ্ঞা যবে কৈল।
সত্বরে চলিয়া গ্রাম—দক্ষিনে চাহিল॥৩৪

হে উদ্ধব! আমার প্রতি বর্দ্ধিত ভক্তি আমাকে যেরূপ বশীভূত করিতে পারে, যোগ, সাংখ্য ধর্ম, কর্ম বেদ পাঠ, তপস্যা, অথবা বৈরাগ্য আমাকে তদ্রূপ করিতে পারে না॥২০

* নিত্যানন্দ অবধূত—প্রভু নিত্যানন্দ ১৩৯৫ শকাব্দে (১৪৭৩খৃঃ) মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে রাঢ় দেশের একচাক্রা গ্রামে (বর্ত্তমান বীরচন্দ্রপুর) হাড়াই পণ্ডিতের পুত্ররূপে আবির্ভূত হন। মাতার নাম পদ্মাবতী। হাড়াই পণ্ডিতের সাত পুত্র। নিত্যানন্দ, কৃষ্ণানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, পূর্ণানন্দ, প্রেমানন্দ, ও বিশুদ্ধানন্দ।

বিচার করিয়া লাগ না পাইল তার ।
পাদাম্বুজ সন্নিকটে আইলা পুনর্ব্বার ॥৩৫
করজোড় করি কহে ঠাকুরের আগে ।
বিচার করিয়া প্রভু—না পাইল লাগে ॥৩৬
পুনরপি কহে প্রভু— শুন সর্বজন ।
বিচার করহ সবে আপন আশ্রয় ॥৩৭
প্রভুর আজ্ঞায় সবে চলিলা সত্বর ।
একে একে গেলা সবে আপনার ঘর ৩৮
সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যা করি একত্র হইয়া ।
প্রভু বিদ্যমানে সবে মিলিলা আসিয়া ॥৩৯
পথে যাইতে মুরারী বলিয়া ডাকে পহুঁ ।
না দেখিলে অবধূত—বলি হাসে লহু ॥
নন্দন আচার্য্য ঘরে আছ মহাশয় ।
আমিহ যাইব তথা—কহিল নিশ্চয় ॥৪১
এ বোল শুনিয়া সবে হরষিত হৈয়া ।
চলিলা ঠাকুর সঙ্গে জয় জয় দিয়া ॥৪২
পথে যাইতে ঘন ঘন হরি হরি বোল ।
অঙ্গ পুলকিত—কণ্ঠে গদ গদ বোল ॥৪৩

নয়নে গলয়ে নীর সাত পাঁচ ধারা ।
চলিতে না পারে প্রেমে সোনার কিশোরা ॥৪৪
ক্ষনে সিংহ পরাক্রমে পদ চারি যায় ।
মত্ত করিবর যেন উলটি না চায় ॥৪৫
নব জলধরে যেন গম্ভীর নিনাদ ।
ঘনঘন হুহুঙ্কার—আনন্দ উন্মাদ ॥৪৬
এইমনে আনন্দে সানন্দে চলি যায় ।
দেখিল ত অবধূত নিত্যানন্দ রায় ॥৪৭
আরক্ত গৌরাঙ্গ কান্তি পরম সুন্দর ।
ঝলমল অলঙ্কারে অঙ্গে মনোহর ॥৪৮
কটিতটে পীতবাস বিরাজিত শোভা ।
শিরে লটপটি পাগ চম্পকের আভা ॥৪৯
চলিতে নূপুর পদে ঝনঝনি শুনি ।
কুরঙ্গ নয়নী চিত্ত তরল সন্ধানী ॥৫০
হাসিতে বিজুরী যেন খসিয়া পড়িছে !
কামিনী আপন লাজ তাহাতেই দিচ্ছে ॥৫১
মেঘ যিনি গরজে—গম্ভীর নাদ শুনি ।
কলি মত্ত হাতীর দমন সিংহমনি ॥৫২

নিত্যানন্দের পূর্ব্বপুরুষ বিবরন—নারায়ন ভট্ট—আদি বরাহ—বৈনেতয়—সুবুদ্ধি—বিবুধেশ-গুহ—গঙ্গাধর—সুহাস—শকুনি—মহেশ্বর—মহাদেব—তিকু—নৈঙ্গুর—(গাঙ্গ, সোম, সিধু, লখাই, মিহির) মিহির—ভাস্কর—পুষ্কর—হৃষ্টীধর— মালাধর—বৃষকেতু—চন্দ্রকেতু—সুন্দরামল্ল—হাড়ো ওঝা (হাড়াই পণ্ডিত)—নিত্যানন্দ—বীরচন্দ্র ওকন্যা গঙ্গাদেবী । বীরচন্দ্র পুত্র গোপীজন বল্লভ, রাধাকৃষ্ণ, রামচন্দ্র, কন্যা ভুবন মোহিনী । গোপীজন বল্লভ পুত্র—রাম. নারায়ন, রামলক্ষ্মন, রাম গোবিন্দ । শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন সত্বা সন্ধিনী শক্তি সর্ব্বানুরূপ সেবার মূরতি মূল সঙ্কর্ষন প্রভু নিত্যানন্দরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ লীলার বিহার করিয়াছেন । প্রভু নিত্যানন্দ দ্বাদশ বর্ষ বয়সে শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর সহিত তীর্থ ভ্রমনে গমন করেন । শ্রীপাদঈশ্বর পুরীর সমীপে দীক্ষাদি গ্রহন করিয়া বিংশতি বর্ষ তীর্থ ভ্রমন অন্তে নবদ্বীপে গৌরাঙ্গ সহ মিলিত হন । গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস করিয়া নীলাচলে অবস্থান করিলে গৌরাঙ্গ আদেশে গৌর দেশের ঘরে ঘরে নান প্রেম প্রচার করেন ।

আর সূর্য্যদাস পণ্ডিতের কন্যা বসুধা ও জাহ্নবা দেবীকে বিবাহ করিয়া খড়দহে শ্রীপাট স্থাপন করেন । গৌরাঙ্গ আদেশে গৌড় দেশের ঘরে ঘরে নাম প্রেম প্রচার করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তর্দ্ধানের আটবর্ষ পরে খড়দহের শ্যামসুন্দরে অপ্রকট হন । পরে ভক্ত অনুরোধে পুনঃ প্রকট হইয়া একচাক্রায় বঙ্কিম দেবে অপ্রকট হন ।

গাভিল কুঞ্জর যেন গমন সুন্দর।
প্রসন্ন বদনে প্রেমধারা নিরন্তর ॥৫৩
পুলকে আকুল অঙ্গ প্রেমে ডগমগি।
কম্প স্বেদ আদি ভাবে রস অনুরাগী ॥৫৪
কলিদর্প দমন কনক দণ্ড করে।
রাতা উপতল করতল মনোহরে ॥৫৫
অঙ্গদ কঙ্কন হার কেয়ূর কিঙ্কিনী।
গণ্ডযুগ কুণ্ডল যেমন দিনমনি ॥৫৭
পড়িয়া পড়িয়া উঠে—বোলয়ে সাম্ভাল।
সবারে পুছয়ে—কাঁহা কানাইয়া গোয়াল ॥৫৭
অলৌকিক বাল্যভাবে ক্ষনে কান্দে হাসে॥
মধুদেহ বলি ক্ষনে রেবতী প্রশংসে ॥৫৮
ক্ষনে যুগপদ করি লাফে লাফে যায়'
এক বলে আর করে বুঝন না যায় ॥৫৯
অঙ্গের সৌরভে যত যুবতীর গন।
কুলবতী মদ ভারা ছাড়িলা তখন ॥৬০
ভূমিতে পড়িয়া প্রভু পরনাম করে।
করিল বিনয় স্তুতি মধুর অক্ষরে ॥৬১
পড়িলেন প্রভুপদে নিত্যানন্দ রায়।
দোঁহার চরন দোঁহে ধরিবারে চায় ॥৬২
দোঁহে আলিঙ্গন করে কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
কতি ছিলা বলি কান্দে শ্রীমুখ চাহিয়া ॥৬৩
সকল অবনী আমি ফিরিয়া চাহিনু।
কোথাহ তোমার মুই লাগি না পাইনু ॥৬৪
শুনিলাম গৌড়দেশে নবদ্বীপ পুরে।
লুকাইয়া রৈয়াছে তথা নন্দের কুমারে ॥৬৫
চোর ধরিবারে মুই আইলাঙ এথা।
ধরিয়াছি চোর—আর পলাইবা কোথা ॥৬৬
ইহা বলি নিত্যানন্দ হাসে কান্দে নাচে।
গৌরাঙ্গ আনন্দে কান্দে নিত্যানন্দ কাছে ॥৬৭

বলিদর্প দমন পাইলুঁ নিত্যানন্দ।
তারিমু পতিত পঙ্গু জড় আদি অন্ধ ॥৬৮
নিত্যানন্দ প্রতাপে পবিত্র ত্রিভুবন।
না জানে পাষণ্ডী মূঢ় দুরাচার জন ॥৬৯
সবাই পড়িবে পাছে নিত্যানন্দ ফান্দে।
এই কথা কহিলেন প্রভু গোরাচান্দে ॥৭০
ভূমিতে লোটাইয়া প্রভু পরনাম করে।
কহিল মঙ্গল কথা বিনয় অক্ষরে ॥৭১
হরিগুন সঙ্কীর্ত্তন করয়ে আনন্দে।
আপনে নাচায়ে সঙ্গে করি নিত্যানন্দে ॥৭২
নৃত্য সম্বরিয়া সে বসিলা দুই জনে।
আনন্দিত সর্বলোক দেখয়ে নয়নে ॥৭৩
তবে নিত্যানন্দ পদ অরবিন্দ ধূলি।
আপনি আনিয়া দিলা ভক্ত শিরোপরি ॥৭৪
নিত্যানন্দ পদধুলি লইয়া ভক্তগন।
প্রেমে গরগরচিত—ঝরয়ে নয়ন ॥৭৫
এইমনে কৌতুকে রহিয়া কতক্ষণ।
ঘরেরে চলিলা প্রভু শচীর নন্দন ॥৭৬
পথে যাইতে কহে নিত্যানন্দের মহিমা।
ত্রিভুবনে দিতে নাহি তাঁহার উপমা ॥৭৭
শুন শুন সর্বজন আমার বচন।
কৃষ্ণ প্রেমভক্তি এই নহে সাধারণ ॥৭৮
আগে জ্ঞান হয় তবে উপজে ভকতি।
তবে সে জনমে সর্বভোগে বিরকতি ॥৭৯
এই মনে দিনে দিনে বাঢ়ে অনুদিন।
কৃষ্ণ অনুরাগ বাঢ়ে—হয় পরাধীন ॥৮০
আরদিন মহাপ্রভু আপনার ঘরে।
আমন্ত্রন দিলা নিত্যানন্দ ন্যাসিবরে ॥৮১
ভিক্ষা অনন্তরে অঙ্গ লেপিল চন্দনে।
দিব্যমালা নিবেদিল পূজার বিধানে ॥৮২

তাঁহার কৌপীন লৈয়া খণ্ড খণ্ড করি।
চিরিয়া বান্ধিল প্রভু ভক্ত শিরোপরি ॥৮৩
তাঁহার চরনোদক ভক্তে পিয় ইল।
অবধুত দেখি সবার আনন্দ বাঢ়িল ॥৮৪
নাচে গায় সবে করে হুঙ্কার গর্জ্জন।
প্রেম পরিপূর্ণ দেখে অনন্ত ভুবন ॥৮৫
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু পরম উল্লাসে।
গৌরচন্দ্র মুখ হেরি অট্ট অট্ট হাসে ॥৮৬
পদতালে ধরনী সে থির নাহি হয় ॥
ভুমিকম্প হেন সবে মানিল নিশ্চয় ॥৮৭
নাচে গৌরচন্দ্র প্রভু সবার ঠাকুর।
ক্ষনে ক্ষনে বাঢ়ে প্রেম হিল্লোল প্রচুর ॥৮৮
দেখিয়া ত শচীদেবী আনন্দিত চিত।
নিত্যানন্দ দেখি বিশ্বরূপ পরতীত ॥৮৯
বধূ সঙ্গ গৃহে করে পরম মঙ্গল।
হুলাহুলি জয়ধ্বনি করে সুমঙ্গল ॥৯০
নিত্যানন্দে দেখি আই বিশ্বরূপ ঠান।
একদিঠে চাহে, দেখি হরিষ পরান ॥৯১
গৌরচন্দ্রে বলে কথা, শুন বাপ মোর!
বিশ্বরূপ সেই পুত্র সহোদর তোর ॥৯২
নিত্যানন্দ নাম ধরি আইলা নবদ্বীপে।
মোর বাপ বিশ্বম্ভর রাখহ সমীপে ॥৯৩
কহিতেই দেবী ভাবে আনন্দ প্যাথারে।
ডুবি নিত্যানন্দে চাহে কোলে করিবারে ॥৯৪
আইস বাপ বিশ্বরূপ, চুম্বি মুখ তোর।
হরিষে না জানি চিত কি করিছে মোর ॥৯৫
কহে গৌরচন্দ্র— মা গো! নহ উত্তরোল।
রাখহ গোপতে কথা শুন মোর বোল ॥৯৬
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু আইর চরনে।
দণ্ডবত পরনাম করয়ে যতনে ॥৯৭
চরনের ধূলি লয় দুহাতে করিয়া।
আইর সন্তোষে নাচে হরিষ হইয়া ॥৯৮
কতক্ষনে হইলেন স্থির সবে মেলি।
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু মহাকুতূহলী ॥৯৯
নিত্যানন্দ দেখি শচীর জুড়ালো নয়ান।
পিরীতি পাগল হৈয়া হেরয়ে বয়ান ॥১০০
প্রভু বলে—নিজপুত্র বলিয়া জানিবে।
আমার অধিক করি ইহারে পালিবে ॥১০১
পুত্রভাবে শচী নিত্যানন্দ-মুখ চাহে।
মোর পুত্র হৈলা তুমি— শচীদেবী কহে ॥১০২
মোর বিশ্বম্ভরে কৃপা করিবে আপনে।
আজি হৈতে তোরা দুই আমার নন্দনে ॥১০৩
বলিতে বলিতে শচীর নেত্রে অশ্রু ঝরে।
পুত্রভাবে শচী নিত্যানন্দ কোলে করে ॥১০৪
নিত্যানন্দ মাতৃভাবে শচীর চরনে।
দণ্ডবত করি বলে মধুর-বচনে ॥১০৫
মাতা! যে কহিলে তুমি সেই সত্য হয়।
তোর পুত্র হই আমি—জানিহ নিশ্চয় ॥১০৬
পুত্র-অপরাধ কিছু না নইবে মাতা।
তোর পুত্র বটি মুই জানিবে সর্ব্বথা ॥১০৭
নিত্যানন্দের মাতৃভাব পাই শচীরানী।
নয়নে গলয়ে নীর—গদগদ বানী ॥১০৮
এইমনে স্নেহরসে হৈল গরগর।
দুই পুত্র দেখি শচীর জুড়ালো অন্তর ॥১০৯
আর দিন শ্রীরাম-পণ্ডিত ভিক্ষা দিল।
তাহার আশ্রমে অবধূত ভিক্ষা কৈল ॥১১০
অনেক সন্তোষ পাইল পণ্ডিতের ঠাঁই।
ভিক্ষা করি সেই দিন বঞ্চিলা তথাই ॥১১১
সেইক্ষনে মহাপ্রভু গৌর-ভগবান্।
শ্রীবাস আশ্রমে গেলা প্রসন্ন বয়ান ॥১১২

দেবালয়ে প্রবেশিয়া বসি দিব্যাসনে।
কহিল—আমারে এই দেখ বিদ্যমানে ॥১১৩
এ বোল শুনিয়া নিত্যানন্দ-ন্যাসিবর।
সাদরে নিরীখে বিশ্বম্ভর কলেবর ॥১১৪
তত্ত্ব না বুঝিল কিছু বিশেষ তাহার।
কি কার্য্য কহিল প্রভু ইঙ্গিত-আকার ॥১১৫
তবে পুনরপি মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
নিজ-জন দেখি কিছু কহিল উত্তর ॥১১৬
সব জন হও এই মন্দির বাহিরে।
বিস্ময় হইল সব বৈষ্ণব-অন্তরে ॥১১৭
মন্দির বাহির হৈলা আজ্ঞা পালিবারে।
ইঙ্গিতে কহিল কার্য্য—কে বুঝিবে তারে ১১৮
তবে নিত্যানন্দে কৈল—আমার কারনে।
কৈলে পরিশ্রম—এবে দেখহ নয়নে ॥১১৯
ষড়ভুজ শরীর প্রভু দেখাইল আগে।
তবে চতুর্ভুজ রূপ দুই ভুজ তবে ॥১২০
দেখিয়া ঐছন রূপ অতি অদভুত।
পুর্ব্ব সঙরিলা নিত্যানন্দ-অবধূত ॥১২১
দেখিল—আমার প্রভু প্রকাশ হইলা।
এক অঙ্গে তিন অবতার দেখাইলা ॥১২২
রাম-কৃষ্ণ-গৌরাঙ্গ দেখিল দিব্য তনু।
পশ্চাৎ দেখিল নব কৈশোর রাধাকানু ॥১২৩
হরিষে নাচয়ে প্রভু আনন্দ অপার।
দিগ্বিদিক নাহি জানে প্রেমের পাথার ॥১২৪
হেন অদভুত কথা শুন সর্ব্বজন।
গোরা-গুন গাথা সুখে কহয়ে লোচন ॥১২৫

—·—

যথা রাগ।

হরি রাম নারায়ন শচীর দুলাল হেম-গোরা।
নিত্যানন্দ সুখোৎসবে নাচে ভক্তগোরা ॥১২৬
পরম অদ্ভুত কথা লোকে অবিদিত।
শুনহ ভকত সব হৈয়া একচিত ॥১২৭
ষড়ভুজ দেখয়ে নিত্যানন্দ সুবিলাসী।
বাঢ়ে নিত্যানন্দ সুখ-অমিয়ার রাশি ॥১২৮
ঊর্দ্ধ দুই হস্তে দেখে ধনু আর শর।
মধ্য দুই হস্তে বক্ষে মুরলী অধর ॥১২৯
অধো হস্তদ্বয়ে শোভে কমণ্ডুল দণ্ড।
মালসাট্ মারে দেখি পরম প্রচণ্ড ॥১৩০
রাম-কৃষ্ণ-গৌরাঙ্গ মাধুরী মনোহর।
কিশোর-শেখর রসময় কলেবর ॥১৩১
দেখি নিত্যানন্দ প্রভু সন্তোষ অন্তর।
লীলাবেশে হৈলা গৌর রসে গরগর ॥১৩২
তবে প্রভু গভীর গরজে ঘন ঘন।
মত্ত বলদেবে যেন অঙ্গের গঠন ॥ ১৩৩
সে রূপ দেখিতে কামদেব মূরুছায়।
তুলনা দিবারে কিবা আছয়ে ধরায় ॥ ১৩৪
জিনিয়া রাতুল পদ্ম চরন যুগল।
ভকত ভ্রমর লোভে মহাকুতুহল ॥ ১৩৫
কনক—নূপুর তাহে শোভে মনোহরে।
দশচন্দ্র বিরাজিত অঙ্গুলী উপরে ॥ ১৩৬
উলট—কদলী উরু সুন্দর নিতম্ব।
নীল ধটী পরিপাটী রভস তরঙ্গ ॥ ১৩৭
ত্রিবলী বলিত চারু নাভি সুগভীর।
রসিক নাগরী চিত দেখিয়া অধীর ॥ ১৩৮
পরিসর উচ্চ বক্ষে মুকুতার দাম।
গজমতি হার হেরি মূরুছায় কাম ॥ ১৩৯

কম্বু কণ্ঠ গণ্ডস্থল কনক—দর্পন।
লাজ ধৈর্য্য ছাড়ে হেরি কুলবতীগণ ॥ ১৪০
কর্ণে সুকুণ্ডল যেন সুর্য্যের মণ্ডলে।
পদ্মিনীর গন হেরি প্রফুল্লিত জলে ।১৪১
শিরোপরি পাগড়ী শোভয়ে লটপটি।
মধু-ভরে টলে রাঙ্গা উপতল দিঠি ॥
শ্রীদাম সুদাম দাম বসুদাম ভাইয়া।
বারুনী বারুনী ডাকে মহামত্ত হইয়া ॥১৪৩
চন্দনে চর্চ্চিত চারু ললাটে তিলক।
ভুরুযুগ জিনিলেক কামের ধনুক ॥১৪৫
কোটি চন্দ্র নিছনিয়ে সে চন্দ্র বদন।
প্রেমধারা নয়নে সে সুধা বরিষন ॥১৪৫
লৌহ-দণ্ড শ্রীহস্তে যে পাষণ্ড দলিতে।
শ্রীহল মূষল যেন শত্রু বিনাশিতে ॥১৪৬
কোনো ক্ষনে ধবলী শাঙলী বলি ডাকি।
ভাই কানাই মধু আন আমার নিকটে ॥১৪৭
হরি হরি বলে ক্ষনে মেঘের শবদে।
ভাইয়া ভাইয়া বলে ক্ষনে পরম-উন্মাদে ॥১৪৮
ক্ষনে ভক্তিরস সুখে লীলা অনুসরে।
পরস্পর দোঁহে মেলি পরনাম করে ॥১৪৯
পড়িলেন প্রভু-পদে নিত্যানন্দ-রায়।
গৌরচন্দ্র! প্রেমানন্দ-দেহ ত আমায় ১৫০
নিত্যানন্দ পদে পড়ে শ্রীগৌরাঙ্গ-রায়।
দোঁহের চরন দোঁহে ধরিবারে চায় ১৫১
গদাগদ বলে গোরা—দাদারে বলাই।
আমারে ছাড়িয়া ভাই! ছিলে কোন ঠাঁই ॥ ১৫২
এই বেশে কোন্ দেশে কতেক ভ্রমিলে।
পাঁচনী গুঞ্জার মালা কোথা বা রাখিলে ॥ ১৫৩
কিবা ছিলাম-কি হৈলাম কি করিল ধাতা।
কোথা নন্দ-পিতা-কোথা যশোমতী মাতা ॥ ১৫৪
কালিন্দীর তীরে তীরে চরাইতা গাই।
তাহা কিছু পড়ে মনে দাদা রে বলাই ॥ ১৫৫
হেনমতে দুই প্রভুর হৈল মিলন।
আনন্দেভে গুন গায় এ দাস লোচন ॥ ১৫৬

—

পঞ্চম অধ্যায়

ভুড়া রাগ।

আর অপরূপ কথা কহিব এখন।
না দেখিল না শুনিল হেন আচরন ॥ ১
সকল লোকের নাথ-ক্ষিতি-অবতার।
ভাগ্য করি না মানহ কেনে আপনার ॥ ২
চাতুরী-না ঘুচে ছার পাষণ্ডী-হিয়ায়।
জড়িত অন্তর তার এ বিষ্ণু-মায়ায় ॥ ৩
নির্ম্মল হইবে যদি শুনে গোরাগুন।
ভব ব্যধি নাশিবারে এই সে কারন ॥ ৪
একদিন রাত্রি যায় তৃতীয় প্রহর।
আচম্বিত রোদন করয়ে বিশ্বম্ভর ॥ ৫
বিস্মিত হইয়া শচী পুছেন পুত্রেরে।
কি লাগিয়া কান্দ বাপ কহনা আমারে ॥ ৬
তোমার কান্দনা শুনি পোড়য়ে শরীর।
করিতে না পারি হিয়া-বুকে বাজে তীর ॥ ৭
শুনিয়া মায়ের কথা নিঃশবদে রহে।
শয্যায় শুতিয়াযে দেখিল স্বপ্ন কহে ॥ ৮
নবীন নীরদ-কান্তি দেখিলুঁ পুরুখ।
ময়ুর পাখার চূড়া দেখিল সম্মুখ ॥ ৯
কঙ্কন কেয়ুর হার চরনে নূপুর।
ললাটে চন্দন চাঁদ—কিরন প্রচুর ॥ ১০

পীত বস্ত্র পরিধান বংশী বাম করে ।
দেখিলুঁ বালক এক হরিষ অন্তরে ॥ ১১
রোদন করয়ে আঁখে গলে অশ্রুধার ।
না কহিও কেহো যেন নাহি শুনে আর ১২
ঐছন বচন শুনি শচী হরষিতা ।
বিশ্বম্ভর-মুখোদিত অমৃতের কথা ॥ ১৩
বিশ্বম্ভর পুলক-পূরিত সব দেহ ।
ঝলমল করে অঙ্গ-ছটা সব গেহ ১৪
হেনকালে নিত্যানন্দ অবধূত রায় ।
আচম্বিতে প্রভুপাশ মিলিলা তথায় ॥ ১৫
আসিয়া দেখিল প্রভুর সুন্দর শরীর ।
তেজোময় মহাবাহু—এ নাভি গভীর ॥ ১৬
দক্ষিন-করেতে গদা—বাম করে বেনু ।
করতলে পদ্ম-বাম করতলে ধনু ॥ ১৭
তপত কাঞ্চন-কান্তি-হৃদয়ে কৌস্তুভ ।
মকর-কুণ্ডল কর্ণে শোভে গণ্ডযুগ ॥ ১৮
মরকত-দ্যুতি হার শোভয়ে গলায় ।
অদভুত বেশ দেখে অবধূত রায় ॥ ১৯
চতুর্ভুজ তনু দেখে—মুরলিকা নাই ।
সেই মত রূপ সব চরিত্র-নিমাই ॥ ২০
ক্ষনেক অন্তরে দেখে দ্বিভুজ আকার ।
লোক অনুগ্রহ রূপ চরিত্র তাহার ॥ ২১
এ রূপ দেখিয়া সেই অবধূত রায় ।
নিজ জনে আলিঙ্গন দিয়া নাচে গায় ॥ ২২
আবেশে নাচয়ে প্রভু বিবশ হইয়া ।
প্রেম মহাজলনিধি প্রকাশ করিয়া ॥ ২৩
শ্রীনিবাস নারায়ন শ্রীরাম মুরারি ।
ইহাঁ সঙ্গে তোমরা চলহ জনা চারি ॥ ২৪
অদ্বৈত আচার্য্য বাড়ী যাব অবধূত ।
তাহারে জানাইহ—ইহোঁ বড় অদভুত ॥ ২৫
হেনমনে মহাপ্রভু আজ্ঞা যবে কৈল ।
শুনি সবজনহিয়া আনন্দ হইল ॥ ২৬
নিত্যানন্দ সঙ্গে সবে চলিলা সত্বর
আনন্দ হৃদয়ে গেলা আচার্য্যের ঘর ॥ ২৭
প্রনাম করিয়া কথা কহিল সকল ।
শুনিয়া আচার্য্য সুখে নাচয়ে বিহ্বল ॥২৮
দোঁহে দোঁহা আলিঙ্গন করয়ে আনন্দে ।
আচার্য্য নাচয়ে সুখে—নাচে নিত্যানন্দে ॥২৯
আনন্দ সমুদ্রে ডুবি রহিলা নির্ভরে ।
ঘন ঘন হুহুঙ্কার উঠয়ে হিল্লোলে ॥৩০
দোঁহে গুপ্ত কথা কহে গৌরাঙ্গ-চরিত ।
কহিতে শুনিতে দোঁহে উনমত-চিত ॥৩১
এইমনে আনন্দে আছিলা দিন দুই ।
আনন্দে বৈষ্ণব সব হরিগুন গাই ॥৩২
অদ্বৈত-চরনে পুন নিবেদন করি ।
সত্বরে চলিলা দেখিবারে গৌরহরি ॥৩৩
প্রভুর সম্মুখে আসি পরনাম করি ।
করজোড় করি সব কহয়ে মুরারী ॥৩৪
আচার্য্যের ঘরে যত ভৈগেল রহস্য ।
শুনি আনন্দিত প্রভু উপজিল হাস্য ॥৩৫
তারপরদিনে পুন আপনে আচার্য্য ।
পদাম্বুজ দেখিবারে আইলা দ্বিজবর্য্য ॥৩৬
শ্রীনিবাস পণ্ডিতের ঘরে মহাপ্রভু ।
দেবতার ঘর মধ্যে বসি হাসে লহু ॥৩৭
দিব্যাসনে পহুঁ বসি আছে মহাসুখে ।
ঝলমল করে ঘর অঙ্গের ছটাকে ॥৩৮
তপত কাঞ্চত জিনি শ্রীঅঙ্গের ছবি ।
প্রেমায় অরুন যেন প্রভাতের রবি ॥৩৯

দিব্য অলঙ্কার মালা সুগন্ধি চন্দন।
পুর্ণিমার চন্দ্র যিনি সুন্দর বদন ॥৪০
গদাধর নরহরি দুই দিকে রহে।
শ্রীরঘুনন্দন প্রভুর মুখ পানে চাহে ॥৪১
চৌদিকে বেড়িয়া ভক্তগন তার পাশে।
নক্ষত্র বেড়িল যেন দ্বিজরাজ হাসে ॥৪২
নিত্যানন্দ বসিয়া সন্মুখে প্রেমানন্দে।
বদন হেরিয়া ঘনঘন হাসে কান্দে ॥৪৩
হেন সময়ে যে আচার্য্য দ্বিজচাঁদ।
ঘন ঘন হুহুঙ্কার ছাড়ে সিংহনাদ ॥৪৪
পুলকে ভরল অঙ্গ আপাদ মস্তক।
একত্রে না ধরে তার অন্তর কৌতুক ॥৪৫
নিবেদন কৈল দ্বিজ নানা উপায়ন।
পদাম্বুজে দিল নানা বসন ভুষন ॥৪৬
তুলসী মঞ্জরী দিয়া পূজিল চরন!
সুগন্ধি মালতী মালা সুগন্ধি চন্দন ॥৪৭
দণ্ড পরনাম করে ভূমিতে পড়িয়া।
আপনে সে মহাপ্রভু তুলিলা ধরিয়া ॥৪৮
পূজা পরিগ্রহ করি গৌর ভগবান।
অবশেষ দিল নিজ ভক্তগনে দান ॥৪৯
সেই মালা বস্ত্রালঙ্কার শোভে শ্রীঅঙ্গে।
হরি হরি বলি নাচে তা সবার অঙ্গে ॥৫০
অদ্বৈত আচার্য্য আর নিত্যানন্দ রায়।
শ্রীনিবাস মুরারি মুকুন্দ গুন গায় ॥৫১
সকল বৈষ্ণব মেলি আনন্দ উল্লাসে।
আপনা পাসরে সবে রসের আবেশে ॥৫২
সবে সবা পরশংসে বলি ধন্য ধন্য।
তুচ্ছ করি মনে সুখ কৈবল্য নির্ব্বিঘ্ন ॥৫৩
দিবা নিশি নাহি জানে প্রেমানন্দ সুখে।
নিয়ত বিহ্বল তারা অন্তর কৌতুকে ॥৫৪
সূর্য্যোদয়ে নৃত্যারম্ভ—হয়ে ত রজনী।
সন্ধ্যায় নাচয়ে সে অবধি দিনমনি ॥৫৫
হেনমনে রাত্রিদিনে প্রেমানন্দে ভোরা।
নৃত্য অবসানে সবে আজ্ঞা দিলা গোরা ॥৫৬
স্নান দেবার্চ্চন সবে কর নিজ ঘরে।
পুনরপি আইস সবে ভোজন উত্তরে ॥৫৭
সেইমতে সর্বজনে ক্রিয়া সমাধিয়া।
পাদাম্বুজে সন্নিকটে মিলিলা আসিয়া ॥৫৮
হেনই সময়ে মহাশয় হরিদাস।
কৃষ্ণনামে নিরন্তর অন্তর উল্লাস ॥৫৯
কৃষ্ণপাদাম্বুজ মধুময় মত্তভৃঙ্গ।
রসের আবেশে হয় তরুনিম সিংহ ॥৬০
আচম্বিতে নবদ্বীপে মিলিলা আসিয়া।
আইস আইস বলি প্রভু সম্ভাষে হাসিয়া ॥৬১
নির্ভর প্রমায় কৈল গাঢ় আলিঙ্গনে।
আদেশিল মহাপ্রভু বসিতে আসনে ॥৬২
সুচতুর হরিদাস পরনাম করে।
আপনে ঠাকুর তারে তোলে ধরি করে ॥৬৩
সুগন্ধি চন্দন অঙ্গে লেপিল তাহার।
অঙ্গের প্রসাদ মালা দিল আপনার ॥৬৪
ভোজন করিতে আজ্ঞা দিলেন ঠাকুর।
ভোজন করিল মহাপ্রসাদ প্রচুর ॥৬৫
এইমনে হরি নাম গুন সঙ্কীর্ত্তনে।
বিলসয়ে মহাপ্রভু আনন্দিত মনে ॥৬৬
হরিদাস অদ্বৈত আচার্য্য নিত্যানন্দ ॥
শ্রীনিবাস আদি যত ভক্তগন-সঙ্গ ॥৬৭
প্রেমানন্দ কৌতুকে গোঙায় দিনরাতি।
আচার্য্যে বিদায় দিল—ঘরে যাহ আজি ॥৬৮

আজ্ঞা পাইয়া অদ্বৈত আচার্য্য ঘর গেলা।
যে দেখিল যে শুনিল সেই সুখে ভোলা ॥৬৯
তবে সেই নিত্যানন্দ অবধূত রায়।
প্রভু বিষমনে তেঁহ হইলা বিদায় ॥৭০
তাঁর সঙ্গে অনুব্রজি চলিলা ঠাকুর।
প্রেমে পালটিতে নারে—গেলা অতিদূর। ৭১
ছাড়িয়া যাইতে নারে অবধূত রায়।
অনেক যতনে তেঁহো করিলা বিদায় ॥৭২
বিদায় সময়ে প্রভু কহে এক বানী।
এ সবারে দেহত কৌপীন একখানি ॥৭৩
প্রভুর বচনে সে ঠাকুর অবধূত।
সবাকারে দিলেন কৌপীন অদভুত ॥৭৪
আপনে কৌপীন প্রভু নিল ত হাসিয়া।
নিজ ভক্তগনে দিল সবারে চিরিয়া ॥৭৫
কৌপীন প্রসাদ তারা পাইয়া কৌতুকে!
আনন্দ করিয়া সবে বান্ধিলা মস্তকে ॥ ৭৬
নিত্যানন্দ পদাম্বুজে লইয়া বিদায়।
প্রভুর সঙ্গেতে তারা নিজ ঘরে যায় ॥ ৭৭
ঘরেরে আইলা সবে দুঃখিত হৃদয়ে।
বাষ্প-ছলছল আঁখি বসিলা আলয়ে ॥ ৭৮
কতক্ষনে সবে স্নান দেবার্চ্চন করি।
সন্ধ্যাকালে আইলা দেখিবারে গৌরহরি ॥ ৭৯
নিত্যানন্দ আসি আচার্য্য-গোসাঁইর স্থানে।
হরিষে গৌরাঙ্গ কথা কহে রাত্রিদিনে ॥ ৮০
তার পরদিনে এক কথা শুন সবে।
শ্রীকৃষ্ণ চরনে প্রেমভক্তি পাবে তবে ॥ ৮১
লোক-বেদ-অবিদিত অপরূপ কথা।
অমৃতের সার এই গোরা-গুন গাথা ॥ ৮২
দেখি নিজ জনে প্রভু আলিঙ্গন দিয়া।
আপনার গুন শুনি বুলয়ে নাচিয়া ॥ ৮৩
চতুর্দ্দিকে সব জন সুখে নাচে গায়।
আনন্দে বিভোর মাঝে নাচে গোরারায় ॥ ৮৪
আচম্বিতে শ্রীনিবাস কর ধরি করে।
কতি গেলা নাহি জানি প্রভু বিশ্বম্ভরে ॥ ৮৫
চতুর্দ্দিকে সবজন নাচিতে গাহিতে।
মধ্যে মহাপ্রভু নাই—না পাব দেখিতে ॥ ৮৬
সবজনে উপজিল অন্তরে তরাস।
কান্দয়ে সকল লোক গনয়ে হুতাশ ॥৮৭
ভূমিতে লোটাইয়া কান্দে স্থির নাহি বান্ধে।
নদীয়ার লোক সব গনিল প্রমাদে ॥৮৮
ধাওয়াধাই সবলোক—চাহে ঘরে ঘরে।
আঁখি মেলি বারে নারে নয়ানের জলে ॥ ৮৯
বিষ খাই সব জন মরিব আমরা।
কি লাগিয়া কতি গেলা মোর প্রান গোরা ॥ ৯০
এতেক বিলাপ করে সব নিজ জন।
শুনিয়া ধাইল শচী হৈয়া অচেতন ॥৯১
বসন সম্বরে নাহি না বান্ধবে চুলি।
বুকে কর হানি ধায় উন্মত্ত পাগলী ॥৯২
বাপ বাপ ডাকে শচী আরে বিশ্বম্ভর।
ঘরেতে আইস বেলা হৈল দ্বিপ্রহর ॥৯৩৯৩
কুলেতে প্রদীপ মোর নদীয়ার চান্দ।
নয়ানের তারা মোর কেবা কৈল আন্ধ ॥৯৪
সবজন—আরতি দেখিয়া বিপরীত।
ভকত—বৎসল প্রভু আইলা আচম্বিত ॥৯৫
ঘোর অন্ধকারে যেন সুর্য্যের উদয়।
প্রকাশ করিল প্রভু বৈষ্ণব হৃদয় ॥৯৬
চরনে পড়িয়া কেহো কান্দে আর্ত্তনাদে।
শ্রীমুখ দেখিয়া কেহো নাচে উনমাদে ॥৯৭

কেহো বলে মহাপ্রভু তোর পদ বিনে।
অন্ধকার দশদিক না দেখি নয়নে ॥৯৮
উন্মত্ত পাগলী নচী পুত্র কোলে করে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল বদন কমলে ॥৯৯
আন্ধলের লড়ি মোর নয়ানের তারা।
এ দেহের আত্মা তোমা বহি নাহি মোরা ॥১০০
শূন্য হৈয়াছিল মোর সকল সংসার।
গোরাচান্দ উদয়ে ঘুচিল অন্ধকার ॥ ১০১
মুরারি * মুকুন্দ দত্ত আর হরিদাস।
বিনয় করিয়া কহে—শুন শ্রীনিবাস ॥১০২
তোমা বহি নাহিক প্রভুর প্রিয়দাস।
তোমার প্রসাদে এই চরন প্রকাশ ॥ ১০৩
আমি সব তোমারে কি কহিবারে জানি।
আপন বলিয়া দয়া করিবে আপনি ॥ ১০৪
ইহা বলি সবে মেলি হরিগুন গায়।
পিরীতি পাগল হৈয়া নাচে গোরারায় ॥ ১০৫
হেন অপরূপ কথা শুন সর্ব্বজন।
নবদ্বীপে পরচার পিরীতি রতন ॥ ১০৬
ত্রিজগতে দুর্ল্লভ প্রভুর প্রেমভক্তি।
হেন জন কেবা আছে লভিবারে শক্তি ১০৭
লখিমী অনন্ত কিবা শিব সনাতন।
যে প্রেমভক্তির কেহো না জানে মরম ॥১০৮
হেন প্রেমভক্তি প্রভু করে পরকাশ।
আনন্দ হৃদয়ে কহে এ লোচন দাস ॥১০৯

——

ধানশী রাগ

হেনমতে নবদ্বীপে বিহরে ঠাকুর।
আপনা পাসরি প্রেম প্রকাশে প্রচুর ॥১১০
স্বতন্ত্র হইয়া হয়ে ভকত অধীন।
সবারে যাচয়ে প্রেমা যেন অতি দীন ॥১১১
আচম্বিতে একদিন ধন্য রম্য বেলে।
নিজজন—সঙ্গে ক্রীড়া করে সন্ধ্যাকালে ॥১১২
সবার অঙ্গের বস্ত্র নিলা ত কাড়িয়া।
আনন্দে হাসয়ে সবে বিনগ্ন করিয়া ॥১১৩
সব জন লজ্জায় অবশ ভেল তনু।
করে আচ্ছাদয়ে অঙ্গ—চাটু করে পুনু ॥১১৪
বস্ত্র দেহ বস্ত্র দেহ ত্রিজগত রায়।
এমন করিতে প্রভু তোরে না জুয়ায় ॥১১৫
এ বোল শুনিয়া প্রভুর অধিক উল্লাস।
ক্ষনেক অন্তরে সব জন দিল বাস ॥১১৬
এই মনে বিহারে রসিক শিরোমনি।
সর্ব্বজনে রস দাতা—সব রস জাহি ॥১১৭

* মুকুন্দ দত্ত—শ্রীমুকুন্দ দত্ত শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের পার্ষদ ও কীর্ত্তনীয়া। তাঁহার পরিচয় বিষয়ে শ্রীপ্রেম বিলাস গ্রন্থের ২২ বিলাসের বর্ণন—

চট্টগ্রাম দেশে চক্রশাল গ্রাম হয়। সম্ভ্রান্ত দত্ত অম্বষ্ঠ তাহাতে বসতি করয় ॥
সেই বংশে জনমিলা দুইভাগবত। শ্রীমুকুন্দ দত্ত আর বাসুদেব দত্ত ॥
দুই ভাই কৃষ্ণ ভক্ত জানে সর্বজন। বাসুদেব জ্যেষ্ঠ মুকুন্দ কনিষ্ঠ হন ॥
দুহে আমি নবদ্বীপে করিলেন বাস। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দুই প্রিয় দাস ॥
শ্রীমুকুন্দ দত্ত প্রভুর সমাধ্যায়ী হয়। প্রভুর সঙ্গেতে বিচার হয় সর্ব্বদায় ॥
মুকুন্দ দত্তের স্বরূপ মধুকণ্ঠ হয়। বাসুদেব দত্তে মধুব্রত বোলি কয় ॥

বস্ত্র দিয়া তুষ্ট কৈলা সব নিজ জনে।
আপনে নাচয়ে সুখে নাচে ভৃত্যগনে ॥১১৮
লীলাগতি চলে প্রভু লোকে অলক্ষিত।
তার নিজ জনে জানে তাহার ইঙ্গিত ॥১১৯
শ্রীনিবাস হরিদাস মুরারি মুকুন্দ।
ইঙ্গিত বুঝিয়া গায়—বাঢ়ে প্রেমানন্দ ॥১২০
আনন্দ বিহ্বল নিজ-গনে নাচে গায়।
হেনকালে আইলা পুন অবধুত রায় ॥১২১
অবধুত আইলা বলি পড়ে জয় জয়।
আনন্দে সকল লোক সুমধুর গায় ॥১২২
মত্ত করিবর যেন গমন মন্থর।
হরি হরি ধ্বনি শুনি অবশ অন্তর ॥১২৩
পথ আগোলিয়া চলে অঙ্গ হেলাইয়া।
পদ দুই গিয়া রহে চৌদিকে চাহিয়া ॥১২৪
পুলকিত সব অঙ্গ আপাদ মস্তক।
কদম্ব কেশর জিনি একটি পুলক ॥১২৫
বক্র গ্রীবার দিক নেহারে রাঙ্গা আঁখে।
ক্ষনে উনমাদে ধায় ক্ষনে উচ্চ ডাকে ॥১২৬
এইমত শত শত লোক পাছে ধায়।
আনন্দে বিভোর গেলা যথা গোরারায় ॥১২৭
নিত্যানন্দ দেখি প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর।
দৃঢ় আলিঙ্গন করে—প্রেমে গরগর ॥১২৮
দোঁহার নয়নে ঝরে প্রেমানন্দ নীর।
আনন্দে বিভোর দোঁহে অথির শরীর ॥১২৯
আনন্দে নাচয়ে দোঁহে সঙ্গে ভক্তগন।
কৃষ্ণ-বলরাম-সঙ্গে যেন শিশুগন ॥১৩০
নৃত্য-অবসানে প্রভু কহিল সবারে।
নিত্যানন্দ-পাদ-প্রক্ষালন করিবারে ॥১৩১
নিত্যানন্দ-পাদোদক লেহ শিরোমনি।
পাইবে পরম প্রেমা-আনন্দ লহরী ॥১৩২
হেনমতে মহাপ্রভু আজ্ঞা যবে কৈল।
শুনিয়া সবার মনে আনন্দ বাঢ়িল ॥১৩৩
একে চায়—আরে পায় প্রভু-আজ্ঞাবানী।
মস্তকে ধরিল পাদ প্রক্ষালন পানী ॥১৩৪
তা অবধূত প্রভুর আজ্ঞা বানী শুনি।
রক্তিম নয়ানে ছলছল করে পানী ॥১৩৫
উঠিয়া আনন্দে সব জনে করে কোলে।
উথলিল প্রেমসিন্ধু আনন্দ হিল্লোলে ॥১৩৬
প্রেমায় বিহ্বল সবে—করয়ে ক্রন্দন।
হৃদয়ে ধরয়ে অবধূতের চরন ॥১৩৭
প্রেম-মহামহোৎসব বাঢ়িল অপার।
অন্তরে ঝলমল করে—বাহ্যেতে বিকার ॥১৩৮
ঐছন দেখিয়া প্রভু গৌর ভগবান।
অন্তর-সন্তোষে চাহে—প্রসন্ন বয়ান ॥১৩৯
সব জন স্তব পড়ে বেড়ি চারিপাশে।
হেনকালে আচম্বিতে আইলা হরিদাসে ॥১৪০
শুদ্ধ ফটিকের মালা ধরিয়া গলায়।
হেনমনি মুখর মঞ্জীর রাঙ্গা পায় ॥১৪১
পুলকিত সব অঙ্গ-সজল-নয়ন।
প্রেমে টলমল তনু হুঙ্কার গর্জ্জন ॥১৪২
নির্ভর প্রেমায় নাচে প্রভুর সম্মুখে।
ব্রহ্মাণ্ডে না ধরে তার প্রেমানন্দ সুখে ॥১৪২
নাচিতে নাচিতে ব্রহ্মা মূর্তিমান হৈয়া।
দণ্ডবত করে প্রভুর চরনে পড়িয়া ॥১৪৪
চতুর্ম্মুখে স্তব করে বেদ উচ্চারিয়া।
শান্ত হও বলি প্রভু তোলে কোলে লৈয়া ॥১৪৫
শান্ত হৈয়া হরিদাস নাচে কান্দে হাসে।
দিগবিদিক নাহি—প্রেমানন্দে ভাসে ॥১৪৬

হেনকালে অদ্বৈত আচার্য্য আচম্বিত।
প্রভুর সম্মুখে আসি হৈলা উপনীত ॥১৪৭
ঠাকুর উঠিয়া কৈল বন্দন তাঁহার।
সবজন উঠিয়া করিল নমস্কার ॥১৪৮
পাদ্য অর্ঘ্য আচমন দিয়া ব্যবহারে।
আদেশিল আপনে ভোজন করিবারে ॥১৪৯
সম্ভ্রমে পাইল তবে আচার্য্য গোঁসাই।
আজ্ঞা শিরে করি অন্ন ভুঞ্জিলা তথাই ॥১৫০
হেনমতে সব নিজ জন সঙ্গে পহুঁ।
নিভৃতে বসিয়া ঘরে হাসে লহু লহু ॥১৫১
নিজজন সঙ্গে প্রভু নিজ কথা কহে।
যে কারনে কৈল প্রভু পৃথিবী বিজয়ে ॥১৫২
নিজভাব আস্বাদন—অধর্ম্ম বিনাশ।
ধর্ম-সংস্থাপন—নাম সংকীর্ত্তন—প্রকাশ ॥১৫৩
দেশে দেশে প্রকাশ করিব ঘরে ঘরে ।১৫৪
ব্রজভাব-দাস্য সখ্য বাৎসল্য শৃঙ্গারে ॥
ভুঞ্জাবে অধিক রাধাকৃষ্ণ প্রেমধন।
আপনি ভুঞ্জিব ভুঞ্জাইব ত্রিভুবন ॥১৫৫
সুরাসুর গনে দিব এই প্রেমধন।
চণ্ডাল যবন মূর্খ স্ত্রী বালক জন ॥১৫৬
বৃন্দাবন সুখ আমি নদীয়া আনিয়া।
দেশে দেশে ভুঞ্জাইব তো-সবারে লৈয়া ॥১৫৭
অতি অপরূপ কথা নদীয়া বিহার।
একত্র সেসব কথা করিব প্রচার ॥১৫৮
গদাধর নরহরি বৈসে দুইপাশে।
শ্রীরঘুনন্দন পদ নিকটে বিলাসে ॥১৫৯
অদ্বৈত আচার্য্য আর নিত্যানন্দ রায়।
আপনে ঠাকুর নিজ-গুন গাথা গায় ॥১৬০
মুরারী মুকুন্দ দত্ত আর শ্রীনিবাস।
হরিদাস আদি যত প্রেমার আবাস ॥১৬১
শুক্লাম্বর * বক্রেশ্বর শ্রীমান সঞ্জয়।
শ্রীধর পণ্ডিত আদি যত মহাশয় ॥১৬২
একোজন-মহিমা কহিতে পারে কেবা।
যা—সবারে লৈয়া অবতরে গৌর দেবা ॥১৬৩
উপমা দিবারে নাহি নদীয়া প্রকাশ।
আনন্দ হৃদয়ে কহে এ লোচন দাস ॥১৬৪

---

* বক্রেশ্বর—শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শিষ্য। এতদ্বিষয়ে শ্রীগদাধর শাখা নির্ণয়ের বর্ণন—

উৎকলে চৈর তৈলঙ্গে কীর্ত্তর্যস্য বিরাজিতো। প্রেমবন্যাযুতং বন্দে শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতম্ ॥

তাঁহার পূর্বাবতার বিষয়ে শ্রীগৌরগনোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থের ৭১—৭৩ শ্লোকের বর্ণন—

কৃষ্ণব্যোহনিরুদ্ধো যঃস বক্রেশ্বর পণ্ডিতঃ। কৃষ্ণাবেশজনৃত্যেন প্রভোঃ সুখমজীজনৎ ॥
সহস্র গায় কাম্যহং দেহীত্বং করুনাময়। ইতি চৈতন্য পাদেষ উবাচ মধুরং বচঃ ॥
স্বপ্রকাশ বিভেদেন শশিরেখাতমারিশাং ॥

তথাহি—শ্রীধ্যান গোস্বামী কৃতং—

বক্রেশ্বর সমাখ্যাতঃ রসরূপ স্বভাবতঃ। সিদ্ধাখ্যা তস্য কথিতা তুঙ্গবিদ্যাভিধাতু যা ॥
কৃষ্ণ সখা মধ্যে নাম্না তুঙ্গবিদ্যেতি বিশ্রুতা। পণ্ডিতো ভক্তি যোগেন নিত্যং বক্রেশ্বরং ভজে ॥

শ্রীকৃষ্ণের বূহ অনিরুদ্ধ, তুঙ্গবিদ্যা সখির সহিত শশিরেখা সখীর মিলনে বক্রেশ্বর পণ্ডিতের আবির্ভাব। তিনি একভাবে চব্বিশ প্রহর নৃত্য করিতে পারিতেন। তিনি পুরীধাম শ্রীরাধাকান্ত মঠের সেবা পরিচালনা করিতেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

গুর্জ্জরী রাগ। দিশা।

প্রান গোরাচাঁদ মোর হয়।

না হারে হারে আরে হয় ॥মূর্চ্ছা।

হরি রাম নারায়ন শচীর দুলাল হেম গোরা ॥১

কহিব অপূর্ব্ব কথা শুন সর্বজন।

শুনিলে সকল পাপ হবে বিমোচন ॥২

নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র আপন আবাসে।

শিষ্যগন সঙ্গে আছে বিনোদ বিলাসে ॥৩

নিজ-ভক্তগন সব করি একমেলি।

নিজগুন সঙ্কীর্ত্তন প্রেমানন্দে ভুলি ॥৪

হাসিয়া কহিল প্রভু ভক্ত সবাকারে।

এই মোর হরিনাম দেহ ঘরে ঘরে ॥৫

নবদ্বীপে বাল বৃদ্ধ বৈসে যতজন।

চণ্ডাল দুর্গতি আর সজ্জন দুর্জ্জন ॥৬

সবারে শিখাও হরিনাম গ্রন্থি করি।

অনায়াসে সব লোক যাউ ভব তরি ॥৭

শুনিয়া সকল ভক্ত কহিল প্রভুরে।

না পারিব হরিনাম দিতে ঘরে ঘরে ॥৮

এই নবদ্বীপে এক আছয়ে দুরন্ত।

অতি দুরাচার মহাপাপে নাহি অন্ত ॥৯

মহাপাপী ব্রাহ্মন সে আছে দুই ভাই।

নবদ্বীপের ঠাকুর সে জগাই মাধাই ॥১০

ব্রাহ্মনী যবনী গুর্ব্বঙ্গনা নাহি এড়ে।

সুরাপান পাইলে সকল কর্ম্ম ছাড়ে ॥১১

দেবগুরু ব্রাহ্মন হিংসয়ে নিরন্তর।

বাহির হৈলে বিনি বধে নাহি যায় ঘর ॥১২

ব্রহ্ম বধ গো-বধ স্ত্রী-বধ শত শত।

লিখিতে না পারি পাপ করিয়াছে কত ॥১৩

গঙ্গাকুলে বৈসে—গঙ্গাস্নান নাহি করে।

দেবতা পূজয়ে নাহি আজন্ম ভিতরে ॥১৪

নিরন্তর স্বজনে-বান্ধবে করে দণ্ড।

কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তনে বড়ই পাষণ্ড ॥১৫

সহস্র কায়স্থ যদি শত জন্ম লেখে।

তথাপি তাহার পাপ অন্ত নাহি দেখে ॥১৭

একদিন আছে প্রভু নিজ-জন মেলে।

কথার প্রসঙ্গে তার কথা হেনকালে ॥১৭

কহিল সকল লোক প্রভু-বিদ্যমানে।

শুনিয়া রুষিলা প্রভু গনে মনে মনে ॥১৮

অরুন বদন ভেল রাঙ্গা দুটি আঁখি।

যে কহিলে তোমরা অন্তরে পাই সাক্ষী ॥১৯

অজামিল-নামে পাপী আছিল ব্রাহ্মন।

মরিবার কালে নাম লৈল নারায়ন ॥২০

পুত্র-স্নেহে নারায়ন নাম লৈল সেহ।

বৈকুণ্ঠে চলিলা দ্বিজ পাইয়া দিব্য দেহ ॥২১

তাহার অধিক পাপী জগাই মাধাই।

উহার নিস্তার হবে কেমন উপায় ॥২২

তাহার লাগিয়া মোর অন্তর কাতর।

যে কিছু কহিয়ে—সবে শুনহ উত্তর ॥২৩

হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন—কলিযুগ-ধর্ম্ম।

নাম গুন সঙ্কীর্ত্তনে সাধিব সব কর্ম ॥২৪

আনহ যেখানে যেবা আছে ভক্তগন।

মিলিয়া করিব আজি নাম সঙ্কীর্ত্তন ॥২৫

গায়ন বায়ন লই মৃদঙ্গ করতাল।

উচ্চস্বরে হবে নাম কীর্ত্তন রসাল ॥২৬

নগরে বেড়াব আজি কীর্ত্তন করিয়া।

আইল সকল ভক্ত এ বোল শুনিয়া ॥২৭

অদ্বৈত আচার্য্য আর তাঁর নিজ জন।
অবধূত নিত্যানন্দ প্রসন্ন বদন ॥২৮
হরিদাস শ্রীনিবাস লৈয়া চারিভাই।
মুরারি মুকুন্দ দত্ত পণ্ডিত গদাই ॥২৯
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য আর শুক্লাম্বর।
সর্ব্বজন মিলি আইলা ঠাকুরের ঘর ॥৩০
যেখানে আছিল ভক্তগন যত যত।
প্রভুর বাড়ীতে আসি হইল একত্র ॥৩১
একত্র লইয়া সবে সঙ্কীর্ত্তন করি।
বিষয়ে করিলা বিশ্বম্ভর গৌরহরি ॥৩২
নদীয়া নগরে ভেল আনন্দ হিল্লোল।
গগনে উঠিল ধ্বনি—হরি হরি বোল ॥৩৩
করতাল মৃদঙ্গ আর কীর্ত্তনের রোলে।
চতুর্দ্দিকে শুনি মাত্র হরি হরি বোলে ॥৩৪
নিজ ঘরে শুতি আছে জগাই মাধাই।
নিজ মদে মত্তনিদ্রা যায় দুই ভাই ॥৩৫
সেই পথে কীর্ত্তন করিয়া প্রভু যায়।
নদীয়ার লোক সব দেখিবারে ধায় ॥৩৬
জাগিল ত দুই ভাই কীর্ত্তনের বোলে।
মুখ তুলি চাহে ক্রোধে ধর ধর বোলে ॥৩৭
রাঙ্গা দু'নয়ন করি চাহে ক্রোধ দিঠে।
কি না ধ্বনি শুনি কর্ণে—মাইল যেন জাঠে ॥৩৮
হৃদয়ের শেল যেন একটি শবদ।
জীতে সাধ থাকে যদি হউ নিশঃবদ ॥৩৯
তাহার কাছের লোক কহে তার আগে।
সম্বরণ কর গোসাঁই ক্রোধ কর কাকে ॥৪০
আজ্ঞা পাইলে যাব এখন নিষেধ করিব।
কাহার শকতি আর এ পথে আসিব ॥৪১
জগন্নাথ সুত দ্বিজ নিমাই পণ্ডিত।
কীর্ত্তন করয়ে সব ব্রাহ্মন বেষ্টিত ॥৪২

নিষেধ করহ তারা যাউ আন পথে।
নিশবদে রহু যদি সাধ থাকে জীতে ॥৪৩
মিছা গোল করি মরে নাহি জানে মূল।
মোয় হাতে হারাইবে জাতি প্রান কুল ॥৪৪
ইহা বলি পাঠাইল আপনার দূত।
কহয়ে ঠাকুর আগে—শুনে সচী সুত ॥৪৫
অধিক করয়ে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন।
বাহু তুলি হরি হরি বোলয়ে সঘন ॥৪৬
দ্বিগুন করিয়া প্রেমা বাঢ়ায় উল্লাস।
হরি হরি বোল ধ্বনি পরশে আকাশ ॥৪৭
পাপিষ্ঠ হৃদয় তারা সহিবারে নারে!
চলিলা সে দুইভাই বাহির দুয়ারে ॥৪৮
ক্রোধে রাঙ্গা আঁখি তার অরুন বদন।
পরিতে পরিতে যায় অঙ্গের বসন ॥৪৯
টলমল করি যায়—ক্রোধে অচেতন।
থাক্ থাক্ বলি করে তর্জ্জন গর্জ্জন ॥৫০
রাঙ্গা দু নয়ন করি বলে ক্রোধ ভরে।
নাশিব বৈষ্ণব সব নদীয়া নগরে ॥৫১
সম্মুখে দাঁড়াইয়া তারা চারি পানে চায়।
আপনা চিনিয়া যাহ—বড় ডাকে কয় ॥৫২
আরে রে বামনা তোর জীতে লাগে শনি॥
ইহা বলি দুর্ব্বচনে পাড়ে গালি ধ্বনি ॥৫৩
ক্রোধ দেখি নদীয়ার লোক তরাসিত।
চরি পানে চাহি সবে হৈলা মহাভিত ॥৫৪
তাৰ্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া তবে দুই ভাই চলে।
বাহু তুলি ভক্তগন হরি হরি বলে ॥৫৫
অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঁই আর নিত্যানন্দ।
শ্রীনিবাস হরিদাস মুরারি মুকুন্দ ॥৫৬
আপনে ঠাকুর সেই বিশ্বম্ভর রায়।
নিজগন সঙ্গে করি হরি গুন গায় ॥৫৭

দ্বিগুন করিয়া গায়—বাড়ায় উল্লাস।
হরি হরি বোল ধ্বনি পরশে আকাশ ॥৫৮
হরি গুন গায় মুখে নাহি অবসাদ।
জগাই মাধাই ক্রোধে করে পরমাদ ॥৫৯
হরিনাম দুই ভাই সহি বারে নারে।
বেগেতে ধাইল তারা ভক্ত মারিবারে ॥৬০
দীন দয়ার্দ্র চিত্ত নিত্যানন্দ রায়।
অশ্রুপূর্ণ লোচনেতে দোঁহা পানে চায় ॥৬১
সে করুন আঁখি দেখি পাপী না গলিল।
তবে সে সম্মুখে নিতাই গৌর দাঁড়াইল ॥৬২
দেখি জগাইর মন গেল দরবিয়া।
দাঁড়ায়ে রইল জগা স্তম্ভিত হইয়া ॥৬৩
মাধাই ক্রোধেতে ধায় হাতে লৈয়া দণ্ড।
সম্মুখে পাইল ভাঙ্গা কুম্ভ একখণ্ড ॥৬৪
কলসীর কানা সে ফেলিয়া মারে রোখে।
নির্ভরে লাগিল নিত্যানন্দের মস্তকে ॥৬৫
বিষম বাজিল কানা—রক্ত পড়ে ধারে।
দেখি সর্ব-নিজ-জন হাহাকার করে ॥৬৬
ফুটিল মুটকী শিরে—ব্যথা নাহি গনে।
গৌর বলি নাচে নিতাই হরষিত মনে ॥৬৭
মারিলি কলসীর কানা সহিবারে পারি।
তোদের দুর্গতি আমি সহিবারে নারি ॥৬৮
মারিলি মারিলি ভাল তাহে ক্ষতি নাই।
সুমধুর হরিনাম মুখে বল ভাই ॥৬৯
নিত্যানন্দ—সব অঙ্গে রক্ত পড়ে ধারে।
প্রেমানন্দ নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গে নেহারে ॥৭০
প্রেম ভরে মহাপ্রভু নিতাই কোলে নিল।
আপন বসন দিয়া রক্ত মুছাইল ॥৭১
তবে ত ঠাকুর বড় চিত্তে পাইয়া দুখ।
ডাকিয়া কহয়ে সেই পাপিষ্ঠ সম্মুখ ॥৭২
তোমরা দোঁহার অধিক দুবাচার নাহি ॥
পাপ বলি যার নাম সঞ্চারে এ মহী ॥৭৩
সকল করিলি—মাত্র না করিলি এক।
এখনে করিলি তাহা এই পরতেক ॥৭৪
ইহা বলি গৌর রহে নিত্যানন্দ কাছে।
আপন বসন তার শিরে বান্ধিযাছে ॥৭৫
নিত্যানন্দ শ্রীপাদের জানেন মহত্ত্ব।
ভুমিতে পড়য়ে পাছে তাঁহার রকত ॥৭৬
পৃথিবীর অমঙ্গল তবে জানি হয়ে।
মস্তকে বান্ধিল বস্ত্র প্রভু এই ভয়ে ॥৭৭
তখনে সে মহাপ্রভুর ক্রোধ উপজিল।
সুদর্শন চক্র বলি স্মরন করিল ॥৭৮
সুদর্শন বলি প্রভু ডাকে বার বার।
শুনিয়া মুরারি গুপ্ত ছাড়য়ে হুঙ্কার ॥৭৯
মুরারি কহয়ে—শুন প্রভু বিশ্বম্ভর।
আজ্ঞা পাও এ দুই পাঠাও যম ঘর ॥৮০
শুনি নিত্যানন্দ ধরেন মুরারির হাতে।
হেনকালে সুদর্শন আইল সাক্ষাতে ॥৮১
ডাকিয়াছে সুদর্শনে ক্রোধে গৌরহরি।
দাণ্ডাইলা সুদর্শন কর জোড় করি ॥৮২
কি কারনে আজ্ঞা মোরে করিলা ঈশ্বর।
জয় জয় মহাপ্রভু শচীর কোঙর ॥ ৮৩
প্রভু বলে—জগাই-মাধাইরে সংহর।
নিত্যানন্দে মারি ব্যথা দিলেক অন্তর ॥ ৮৪
শুনি সুদর্শন আগ্নি প্রলয় হইয়া।
জগাই-মাধাই-পানে চলিলা ধাইয়া ॥ ৮৫
জগাই মাধাই তেজ দেখি সুদর্শন।
কাঁপিতে লাগিল অঙ্গ তরসিত মন ॥ ৮৬
সুদর্শন দেখি প্রভু নিত্যানন্দ হাসে।
কি করিলা ভগবান্—ঐশ্বর্য্য প্রকাশে ৮৭

দয়ার সাগর মোর নিত্যানন্দ-রায়।
না মারিহ বলি সুদর্শনে নিবারয় ॥৮৮
করুনাতে উদ্ধার করিব ত্রিভুবন।
দীন-হীন পতিত পামর দুষ্টজন ॥৮৯
জগাই মাধাই তারি দীনবন্ধু হব।
পতিত পাবন—নামের গরিমা রাখিব ৯০
ইহা বলি নিত্যানন্দ বিনয় করিয়া।
কহিলেন প্রভু-আগে চরনে ধরিয়া ॥৯১
এ দুই পতিতে প্রভু মোরে দেহ দান।
পতিত পাবন-নাম থাকুক ব্যাখান ॥৯২
আর আর যুগে দৈত্য সংহারি উদ্ধার।
সশরীরে এই দুইর করহ নিস্তার ॥৯৩
করজোড়ি প্রভুরে বোলয়ে নিত্যানন্দ।
না হলো নিস্তার কলি-পাষণ্ড-দুরন্ত ॥৯৪
সঙ্কীর্ত্তন-আরম্ভে সে তোমার অবতার।
কেমনে করিবে কলি জীবের নিস্তার ॥৯৫
শুনি নিত্যানন্দ-বানী প্রভু গৌরচন্দ্র।
কান্দিতে লাগিলা কোলে করি নিত্যানন্দ ॥৯৬
প্রভু বলে—নিত্যানন্দ পতিত পাবন।
তোমারে ভজিলে জীব পায় প্রেমধন ৯৭
তোমা হৈতে হবে কলি জীবের নিস্তার।
তোমা বহি কৃপার সমুদ্র নাহি আর ॥৯৮
তোর বশ হও মুই—সর্ব্বশাস্ত্র কহে।
যে তুমি কহিলে তাহা করিব নিশ্চয়ে ॥৯৯
একবার নিত্যানন্দ বলে জন্ম ধরি।
সে জন পবিত্র হৈল—সে লোক আমারি ১০০
ধন্য ধন্য গৌরচন্দ্র প্রভু দয়াময়।
ধন্য ধন্য নিত্যানন্দ রোহিনী-তনয় ॥১০১
তবে ঘরে গেলা প্রভু নিজ গন লৈয়া।
জগাই মাধাই রহে বিস্মিত হইয়া ॥১০২
মহাপ্রভুর দরশন সঙ্কীর্ত্তন-শব্দে।
নির্ম্মল হইয়া তারা রহে এক স্তব্ধে ॥১০৩
মনে মনে অনুমান করয়ে অন্তরে।
বিচার করয়ে মহাপ্রভুর উত্তরে ॥১০৪
হেন পাপ নাহি যাহা মোরা নাহি করি।
যাহা করি তাহো সন্ন্যাসীরে মারি ॥
চিন্তিতে চিন্তিতে হৈল অন্তর নির্ম্মল।
দেখ দেখ মহাপ্রভুর করুনার বল ॥১৯৬
কাতর হইয়া দোঁহে ধায় উর্দ্ধমুখে।
চমক লাগিল দেখি নদীয়ার লোকে ॥১০৭
মহাপ্রভুর দ্বারে গিয়া হল উপনীত।
ঠাকুর ঠাকুর বলি ডাকে বিপরীত ॥১০৮
নিজ-জন লৈয়া প্রভু বসি আছে ঘরে।
কে মোরে ডাকয়ে দেখ বাহির দুয়ারে ॥১০৯
এখনি আমার ঠাঁই আনহ মুরারী।
আজ্ঞা পাই দোঁহারে আনিলা কোলে করি ॥১১০
প্রভুরে দেখিয়া তারা অতি আর্ত্তনাদে।
চরনে পড়িয়া তবে দুই ভাই কাঁদে ॥১১১
পতিত পাবন প্রভু করুনার সিন্ধু।
সর্ব্বলোক নাথ সে বিশেষে দীনবন্ধু ॥১১২
করুনা সাগর প্রভু সদয় হৃদয়।
আর্ত্তজন—আর্ত্তি দেখি তখনি দ্রবয় ॥১১৩
তুলিয়া পুছিল—শুন জগাই মাধাই।
কি কারনে কান্দ—কেনে আইলা মোর ঠাঁই ॥১১৪
নবদ্বীপের রাজা হও তোমরা দুইজন।
চতুর হইয়া কেনে কান্দহ এখন ॥১১৫
এ বোল শুনিয়া বলে জগাই মাধাই।
তোমার কৃপার মোরা আইলুঁ তোমা ঠাঁই ॥১১৬
গো-বধ স্ত্রী-বধ পাপ করিয়াছি যত।
লেখা-জোখা নাহি নর বধ কৈলুঁ কত ॥১১৭

ধিক্ যাউ আমার নদীয়ার ঠাকুরাল।
ব্রহ্মহত্যা গুরুহত্যায় এ দেহ আমার ॥১১৮
ব্রাহ্মনী যবনী গুর্ব্বঙ্গনা নাহি এড়ি।
চণ্ডালিনী আনি করি কাহুকে না ছাড়ি॥ ১১৯
হিংসা বহি নাহি করি জগতের লোকে।
দেবকর্ম্ম পিতৃকর্ম্ম নাহি বাসে মোকে॥ ১২০
তোর কাছে মুই ছার আর কিবা বলি।
যত পাপ কৈলুঁ তত শিরে নাহি চুলি॥ ১২১
অজামিল মহাপাপী বলে সর্ব্বজন।
আমারে অধিক নহে—কহিল বচন॥ ১২২
পুত্র স্নেহে 'নারায়ন' নামে লৈল সেহ।
বৈকুণ্ঠে চলিলা দ্বিজ পাইয়া দিব্যদেহ॥ ১২৩
নিস্তার করিল তারে নাম নারায়নে।
আমা নিস্তারিতে নারে আসিয়া আপনা॥ ১২৪
আমার নিস্তার নাহি মো জান আপনা।
আমারে কি গুনে তুমি করিবে করুনা॥ ১২৫
সহস্র কায়স্থ যদি শত জন্ম গনে।
তবু আমা দোঁহা পাপ না হয় গননে॥ ১২৬
এতেকে কাতর বানী শুনিয়া ঠাকুর।
অকৈতব দেখি দয়া বাড়িল প্রচুর॥ ১২৭
আর্ত্তজনার আর্ত্তি দেখি ঠাকুরের আর্ত্তি।
কৃপা-পারাবার প্রভু দয়াময় মূর্ত্তি॥১২৮
করুনা সাগর করি করুনা—প্রকাশ।
করে ধরি লৈয়া গেলা জাহ্নবীর পাশ॥ ১২৯
ধাইল নদীয়ার লোক দেখিতে কৌতুক।
করুনা প্রকাশে প্রভু অতি অপরূপ॥ ১৩০
ব্রাহ্মন-সজ্জন সব দাণ্ডাইয়া চাহে।
সবা-বদ্যমানে প্রভু দয়াবানী কহে॥ ১৩১
তোর পাপ পরিগ্রহ করিব ত আমি।
আপনা সকল পাপ উৎসর্গহ তুমি॥ ১৩২
ইহা বলি হাত পাতে তুলসীর তরে।
তুলসী না দেই তারা দুই ভাই ডরে॥ ১৩৩
দয়া করি কহে পুন গৌর ভগবান।
জগাই মাধাই তোরা পাপ দেরে দান॥ ১৩৪
জগাই মাধাই বলে—শুন প্রভু তুমি।
আমার যতেক পাপ-লিখিতে না জানি॥ ১৩৫
আমি মহাধমাধম পাপাশয় পাপ।
তোর পাপ দিতে ডরে হিয়া মোর কাঁপ॥ ১৩৬
এ বোল শুনিয়া আঁখি করে ছলছল।
মেঘের গম্ভীর নাদে বলে হরি বল॥ ১৩৭
পুনরপি পাপ দান চাহে-কর পাতে।
জগাই মাধাই সে তুলসী দিল হাতে॥ ১৩৮
চতুর্দ্দিকে ভেল ধ্বনি-হরি হরি বোল।
জগাই মাধাই-ধরিপ্রভু দেই কোল॥ ১৩৯
নিস্তারিলা দুইভাই জগাই মাধাই।
এ হেন পাতকী প্রভু পরশিতে পাই॥ ১৪০
প্রেমে গদগদ স্বর—আধ আধ বলে।
বসন ভিজিয়া গেল নয়ানে জলে॥ ১৪১
পুলকে ভরিল অঙ্গ কম্প কলেবরে।
চরনে পড়িয়া তারা কহয়ে কাতরে॥ ১৪২
এ হেন ঠাকুর আর আছে কোন্ জন।
দয়ার সাগর মহা-পতিত পাবন॥ ১৪৩
জগাই মাধাই-হেন পাতকী নিস্তারে।
শ্রী অঙ্গ-পরশে-তারা নাচে প্রেম ভরে॥ ১৪৪

জগাই-মাধাই-পাপ-পরিগ্রহ করি।
আপনে নাচয়ে প্রভু বিশ্বম্ভর হরি॥ ১৪৫
ঐ হেন করুনা-নিধি কে আছে ঠাকুর।
দোষনা দেখয়ে—দয়া করে এত দূর॥ ১৪৬

জীবের উদ্ধার করি নাচয়ে উল্লাসে।
এ বড় ভরসা বান্ধে এ লোচন দাসে ॥ ১৪৭

—

ধানসী রাগ।

প্রভু রে দ্বিজ চাঁদ নারে হয়।
জগত উদ্ধার লাগি পাতে নানা ফাঁদ ॥
আরে হয় ॥ ১৪৮

গদাধর-গৌরাঙ্গ নরহরি জয় জয়।
শুনিলে গৌরাঙ্গ কথা প্রেম লভ্য হয় ১৪৯
আর-দিনে আর অপরূপ কথা শুন।
নবদ্বীপে প্রকাশ পরম মহাধন ॥ ১৫৯
নিজ-গৃহে বান্ধব সহিতে আছে পঁহু।
প্রকাশয়ে বদন কমলে কথা লহু ॥ ১৫১
অমিয়া-মধুর ধারা বহে অনিবার।
সিনাইল ভকত-বেকত মাতোয়ার ॥ ১৫২
এই মনে আছে পহু আনন্দ কৌতুকে।
আচম্বিতে আইল তথা এক যে ভিক্ষুকে ॥ ১৫৩
* বনমালী নাম তার—পুত্র এক সঙ্গে।
বিপ্র কুলে জন্ম—বৈসে পূর্ব্বদেশ বঙ্গে ॥ ১৫৪
দারিদ্র্য-জ্বালায় দগ্ধ আইল এই দেশে।
গৌরচন্দ্র দেখি বিপ্র পাইল সন্তোষে ॥ ১৫৫
দেখিলত গৌরচন্দ্র ভকত বেষ্টিত।
পুত্রের সহিত বিপ্র ভেল আনন্দিত ॥ ১৫৬
পুত্রের সহিত বিপ্র অনুমান করে।
কহিতে না পারে—কণ্ঠ গদ গদ-স্বরে ॥ ১৫৭
ভালই-হইল আমি ভৈগেল দরিদ্র।
ভিক্ষা করিবারে আইলুঁ হইলুঁ পবিত্র ॥ ১৫৮
নিশ্চয় জানিলুঁ—গৌরচন্দ্র—ভগবান্।
অনুভাবে জানিলুঁ এ কভু নহে আন ॥ ১৫৯
জনম সফল আজি হৈল হেন বাসি।
দেখিলুঁ নয়নে বিশ্বম্ভর গুনরাশি ॥ ১৬০
দেখিতে নয়ন হিয়া জুড়ালো আমার।
নিবাইল-দুরন্ত দরিদ্র জ্বালা ছার ॥ ১৬১
অমিয়া-আহারে যেন সন্তোষ অন্তর।
গৌরচন্দ্র দেখিয়া সিঞ্চিল কলেবর ॥ ১৬২
তবে গৌর ভগবান্ দেখিয়া তাহারে।
করুন-নয়ানে চাহে ব্রাহ্মন-দোঁহারে ॥ ১৬৩
সুখে হরিগুন গায় সে দোঁহার সনে।
প্রভুর প্রসাদে তারা পাইল প্রেমধনে ॥ ১৬৪
আনন্দে নাচয়ে বিপ্র—নাচে তার পুত্র।
তিলেকে ঘুচিল তার এ সংসার সূত্র ॥ ১৬৫
হেন মহাপ্রভু গোরা করুনার সিন্ধু।
ইহার অধিক আর নাহি দীনবন্ধু ॥১৬৬
তার পরদিনে প্রভু সঙ্কীর্ত্তন-মাঝে।
নাচয়ে ঠাকুর বিশ্বম্ভর নটরাজে ॥১৬৭
হেনকালে সে দুই ব্রাহ্মন আচম্বিত।
দেখিল বালক এক চমকিত চিত ॥১৬৮

---

* বনমালী—শ্রীবনমালী পণ্ডিতের পূর্ব্বাবতার বিষয়ে শ্রীগৌর গনোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থের ১১৪ শ্লোকের বর্ণন—

ভিক্ষুকো বনমালী যঃ সুদামাসীদ্দ্বিজঃ পুরা। ধনং প্রাপ্য প্রভোঃ সঙ্গে দুঃখং সত্বা ভ্রমদ যতঃ ॥

পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের সখা সুদামা বিপ্রই বনমালী পণ্ডিত রূপে আবির্ভূত হইয়া পূর্ব্ব ভাবানুরাগে গৌরাঙ্গসহ বিহার করেন। ভকত বৎসল গৌর সুন্দর পূর্ব্ব ভাব উদ্দীপনে ভকত বাৎসল্য প্রদর্শন করেন।

গৌর-শরীরে প্রভু ভেল শ্যামতনু ।
কটি পীত-ধটী শোভে করে বর বেণু ॥১৬৯
ময়ূর-পাখার চূড়া ঘন উড়ে বায় ।
সেইরূপ দেখে যত অনুগত গায় ॥১৭০
রাধা সঙ্গে বৃন্দাবন-বিপিনের মাঝে ।
দেখিলেন শ্যাম কলেবর নটরাজে ॥১৭১
যমুনা তথাই দেখে গোবর্দ্ধন গিরি ।
বহুলা ভাণ্ডীর মধুবন আদি করি ॥১৭২
গো গোপী গোপাল দেখে আবরন তার ।
নবদ্বীপে দেখিলেন মদন গোপাল ॥১৭৩
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হৈয়া পড়িল ব্রাহ্মন ।
পুলকে পূরিল অঙ্গ—সজল নয়ন ॥১৭৪
ঘনঘন অহঙ্কার—মারে মালসাট্ ।
এই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি পাতাইল হাট্ ॥১৭৫
তবে মহাপ্রভু কৈল নৃত্য সম্বরন ।
দরিদ্র সে ধন্য হৈল পাইয়া প্রেমধন ॥১৭৬
শুন সব জন হেন গোরা গুন গাথা ।
করুনা প্রকাশে এই নবীন-বিধাতা ১৭৭
ধর্ম্ম বন্ধ ঘুচাইয়া প্রেমধন দেই ।
এমন ঠাকুর আর আছে কোন ঠাঁই ॥১৭৮
সংসারের বহি সৃজে আপন সংসার ।
সবিষয়া প্রেমভক্তি বিষয়ের পার ॥১৭৯
দিব্যমালা চন্দন প্রসাদ পরে নিতি ।
মমতা নাহিক—সব জনের পিরীতি ॥১৮৪
নিঃসঙ্গ হইয়া সঙ্গ বিনে নাহি জীয়ে ।
অকর্ম হইয়া কর্ম করয়ে বিধিয়ে ॥১৮১
বেদের বিচার বিধি যে আছে উচিত ।
সকল করয়ে সেই কার্য্যে বিপরীত ॥১৮২
ঐছন প্রকাশে নিজ-প্রেম ভক্তি ধন ।
এতেকে বলিয়ে নব বিধাতা রতন ॥১৮৩
এহেন করুনা সিন্ধু মোর গোরারায় ।
অনায়াসে সব জন পরধন পায় ॥১৮৪
এ হেন ঠাকুর আর নাহি প্রেমদাতা ।
কহয়ে লোচন ভজ নবীন বিধাতা ॥১৮৫

—

সপ্তম অধ্যায়

যথা রাগ ।

যে দেখেছে গোরারূপ একবার ।
পাসরিতে নারে আর ।
ঝুরি মরে জনম অবধি রে ॥ধ্রু॥১
তবে আর একদিন শুন অপরূপ ।
শ্রীবাসপণ্ডিত ঘরে আনন্দ কৌতুক ॥২
পিতৃকর্ম্ম করে সেই শ্রীবাস-পণ্ডিত ।
শুনয়ে সহস্রনাম অতি শুদ্ধ চিত ॥৩
হেনকালে সেই ঠাই গেলা গৌরহরি ।
শুনয়ে সহস্রনাম মনোরথ পূরী ।৪
শুনিতে শুনিতে ভেল নৃসিংহ আবেশ ।
ক্রোধে রাঙ্গা দুনয়ন ঊর্দ্ধ ভেল কেশ ॥৫
পুলকিত সব অঙ্গ—অরুন বরন ।
ঘন ঘন হুহুঙ্কার সিংহের গর্জ্জন ॥৬
আচম্বিতে গদা লৈয়া ধাইল সত্বরে ।
দেখিয়া সকল লোক কাঁপিল অন্তরে ॥৭
পলায় সকল লোক—না বান্ধয়ে কেশ ।
সহিতে না পারে সে প্রভুর ক্রোধাবেশ ॥৮
পলায়ন পর লোক দেখি নরহরি ।
অনেকে ছাড়িল গদা আবেশ সম্বরি ॥৯

সর্ব্ব অবতার বীজ শচীর নন্দন।
যখন যে পড়ে মনে হয়ে ত তেমন ॥১০
ভাব সম্বরিয়া প্রভু বসিলা আসনে।
বিস্মিত হইয়া কিছু বলিলা বচনে ॥১১
না জানি কি অপরাধ ভৈ গেল আমার।
কিবা চিতে অনুমান ভেল-তো-সবার ॥ ১২
এ বোল শুনিয়া সবে বলিলা বচন।
কি তোমারা অপরাধ—কি কহ কথন ॥ ১৩
শ্রীবাস কহিল—তোমা দেখিল যেজন।
তাহার হইল সর্ব্ব-বন্ধ-বিমোচন ॥ ১৪
তার পরদিনে কথা শুন সর্ব্বজন।
আচম্বিতে আইল এক শিবের গায়ন ॥ ১৫
নমস্কার করি গৌরহরির চরনে।
মহেশের গুন গায় আনন্দিত মনে ॥ ১৬
শিব শিব বলি ডাকে পরম-উল্লাসে।
শিবের ভকতি তার দেহে পরকাশে ॥ ১৭
শুনি আনন্দিত মন ভৈগেল ঠাকুর।
শিব-গুন শুনি সুখ বাড়িল প্রচুর ॥ ১৮
শিবের আবেশে নৃত্য করয়ে তখন।
আপনা পাসরে সুখে শিবের গায়ন ॥ ১৯
তার সম ভাগ্য বান্ নাহি কোনো জন
আপনে ঠাকুর কৈল স্কন্ধে আরোহন ॥ ২০
স্কন্ধে করি আনন্দে সে নাচয়ে গায়ন।
আবেশে হৈল প্রভুর রকত লোচন ॥ ২১
শিবের আবেশে কহে শিবের কথন।
খটক ডম্বরু—মুখে শিঙ্গার গর্জ্জন ॥ ২২
রাম কৃষ্ণ বলিয়া সে ডাকে কাঁদে হাসে।
ক্ষনেক কান্দয়ে গোরা শিবের আবেশে ॥ ২৩
শ্রীবাস-পণ্ডিত সেই সর্ব্ব-তত্ত্ব জানে।
শিব-স্তব পড়ে তেঁহ সাবধান-মনে ॥ ২৪
পড়য়ে মহেশ-স্তব-শ্রীমুকুন্দ দত্ত
আনন্দে নাচয়ে তারা জানে সব তত্ত্ব ॥ ২৫
গায়নের কান্ধে হৈতে নামিলা ঠাকুর।
হরি পরায়ন হরি গায়েন প্রচুর ॥ ২৬
আনন্দে নাচয়ে যেন মদে মাতোয়ার।
হরিগুন গায় সুখে আনন্দ পাথার ॥ ২৭
করুনা সমুদ্র করে করুনা প্রকাশ।
শুনিতে আনন্দে ভোরা এ লোচন দাস ॥ ২৮

যথা রাগ।

আমার গৌরাঙ্গের গুনে কেবা নাহি কান্দে।
অখিল জীবের মন প্রেম দিয়া বান্ধে ॥ ধ্রু ২৯
আর অপরূপ শুন তার পরদিনে।
বান্ধবে বেষ্টিত প্রভু নৃত্য অবসানে ॥ ৩০
ভূমিতে পড়িয়া প্রভু দণ্ডবৎ করে।
আনান্দ সকল লোক হরি হরি বলে ॥ ৩১
হেনই সময়ে এক ব্রাহ্মন আসিয়া।
প্রভু পদাম্বুজ ধূলি লইল হাসিয়া ॥ ৩২
গৌর ভগবান্ সত্বরে উঠিলা দেখি।
ব্রাহ্মন চরিত্র দেখি দুঃখিত হইল ॥৩৩
মহা অনুতাপ করি বিরস বদন।
অসন্তোষে নাসিকায় নিশ্বাস সঘন ॥ ৩৪
সত্বরে উঠিয়া প্রভু ধাইল আচম্বিতে।
জাহ্নবীর জলে ঝাঁপ দিলেন ত্বরিতে ॥ ৩৫
জল মগ্ন হৈল প্রভু না পাই দেখিতে।
সব নিজ জন ঝাঁপ দিল পাছে তাতে ॥ ৩৬
নদীয়ার লোকসব গনিল প্রমাদ।
কান্দয়ে সকল লোক করয়ে বিষাদ ॥ ৩৭

পুত্র পুত্র করি ধায় শচী তার মাতা।
ঝাঁপ দিতে চাহে বিশ্বম্ভর হরি যথা ৩৮
উন্মতী পাগলী শচী কান্দে উভ রায়।
হা কান্দ কান্দনায় কান্দে ভূমিতে লোটায় ॥ ৩৯
ঐছন প্রমাদ দেখি অবধূত রায়।
প্রভুর উদ্দেশে ঝাঁপ দিলেন গঙ্গায় ॥ ৪০
জলে মগ্ন হৈয়া প্রভুর ধরিলেন হাতে।
ধরিয়া তুলিল গঙ্গা কূলে আচম্বিতে ॥ ৪১
দেখিয়া সকল লোক অতি আনন্দিত।
সব নিজ জন কান্দে পাইয়া পিরীত ॥ ৪২
শচীদেবী কান্দে কোলে করি বিশ্বম্ভর।
শ্রীনিবাস-মুরারী-মুকুন্দ-শুক্লাম্বর ॥৪৩
গদাধর নরহরি কান্দে পদে ধরি।
বাসুদেব জগদানন্দ কান্দে মুখ হেরি ॥৪৪
হরিদাস আদি যত যত নিজ-জন।
গৌরমুখ দেখি কান্দে ভরাসিত মন ॥৪৫
আর যত জন দুঃখ পাইয়াছে বিস্তর।
গৌর-মুখ দেখি সবে সুখে গেলা ঘর ॥৪৬
তবে সব জন মিলি প্রভু বিশ্বম্ভর।
মুরারি গুপ্তের ঘর গেলা ত সত্বর ॥৪৭
ক্ষনেক থাকিয়া তথা চলিলা ত্বরিতে।
* বিজয় মিশ্রের ঘর গেলা আচম্বিতে ॥৪৮

রজনী বঞ্চিয়া প্রভু উঠিলা প্রভাতে।
গঙ্গার উত্তর কূলে গেলা আচম্বিতে ॥৪৯
ভ্রমন করয়ে—তার না বুঝিয়ে মন।
ভরাস পাইলা সঙ্গে ছিলা যত জন ॥৫০
ব্রাহ্মন-সজ্জন আর যত নিজ গনে।
সবে মিলি নিবেদিল বিনয় বচনে ॥৫১
পরসন্ন হও প্রভু গৌর গুন নিধি।
করুনা করহ প্রভু! —মোরা অপরাধী ॥৫২
কৃপা করহ মহাপ্রভু! ছাড় অতি রোষ।
এমন কতেক নিবে সেবকের দোষ ॥৫৩
করুনা সাগর প্রভু! করুনা-বিগ্রহ।
করুনার অবতার লোক অনুগ্রহ ॥৫৪
এখন বিমুখ কেনে হও ত আপনে।
আমরা কি জানি তোর চিত-আচরনে ॥৫৫
ঘরেরে আইসহ প্রভু! ঘুচাহ প্রমাদ।
নিজ অনুগত জনে করহ প্রসাদ ॥৫৬
এতেক বিনয় যবে কৈল নিজ জন।
সদয়-হৃদয় প্রভু দ্রবিলা তখন ॥৫৭
ঘরেরে আইলা প্রভু আনন্দিত মনে।
নিজ-গুন গায় নিজ-অনুগত সনে ॥৫৮
নদীয়া নগরে ভেল আনন্দ উল্লাস।
গোরাগুন গায় সুখে এ লোচন দাস ॥৫৯

---

* বিজয় মিশ্র—শ্রীবিজয় মিশ্র নবদ্বীপ বাসী। অদ্বৈত প্রভুর শিষ্য। তাঁহার পূর্ব্বাবতার বর্ণনে কবি কর্ণপুর গৌর গনোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থে নবনিধির মধ্যে রত্নবাহু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্বিষয়ে শ্রীচৈতন্য গনোদ্দেশের বর্ণন—

মালাধর নামে দাস ছিল নন্দীশ্বরে।
নন্দীশ্বরে কৃষ্ণ কার্য্য কৃত বহুমতে।
এবে সে বিজয় দাস সেই নাম ধরে॥
সেইমত এবে দৃষ্ট প্রভুর ভেটিতে॥

রত্নবাহু ও মালাধরের মিলনে বিজয় দাসের আবির্ভাব। শ্রীগৌরাঙ্গের বিদ্যাবিলাস কালে বিজয় দাস প্রভুর ছাত্র ছিলেন। প্রভুকে বহু গ্রন্থ লিখিয়া দেওয়ায় তিনি আখরিয়া বিজয় নামে সর্বজন প্রসিদ্ধ ছিলেন। প্রভু তাঁহার ভবনে আসিয়া প্রভূত অপ্রাকৃত লীলার বিস্তার করেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবতের মধ্য খণ্ডের ২৫অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণন রহিয়াছে।

রবাড়ী রাগ। দিশা।

হয়রে হয় আরে হয় ॥মূর্চ্ছা॥
নিছনি যাই রে গোরা-রূপের বালাই লৈয়া।
বিলাইল প্রেমধন জগত ভরিয়া ॥৬০
শোক ছাড়ি হৃষ্টমনে তবে গৌরহরি।
নিজ জন সঙ্গে গেলা শ্রীবাসের বাড়ি ॥৬১
শ্রীনিবাস হরিদাস আদি যত জন।
বসিয়া ঠাকুর-কাছে নিরীখে বদন॥
হেনকালে মহাপ্রভু সবা-সন্নিধানে।
কহয়ে অন্তর-কথা—শুনে সর্বজনে ॥৬৩
ধন জন যৌবন—সকল অকারন।
নাভজিনু সত্য বস্তু—কৃষ্ণের চরন ॥৬৪
নিরন্তর দগধে সংসারে মোর হিয়া।
না করিলুঁ কৃষ্ণ-কর্ম্ম হেন দেহ পাইয়া ।৬৫
সংসারে দুর্ল্লভ এই মানুষ-শরীর।
কৃষ্ণ ভজিবারে তরে পুরুষ নারীর ॥৬৬
কৃষ্ণ না ভজিলে এই মিছা সব দেহ।
পতি-সুত পিতামাতা সব মিছা গেহ ॥৬৭
মায়েরে ছাড়িয়া আমি যাব দিগন্তর।
কহিল সবারে এই মরম উত্তর ॥৬৮
সর্বলোক বলে কেনে বিরুদ্ধ করিয়ে।
মুরারি কহয়ে ইহা শুনিতে মরিয়ে ॥৬৯
কেহো বা বলয়ে ইহা শুন মহাপ্রভু।
আমরা ত কারো মুখে নাহি শুনি কভু ॥৭০
এ বোল শুনিয়া সেই গৌর ভগবান।
মুরারিরে ধরি দিল আলিঙ্গন দান ॥৭১
মুরারি করিয়া কোলে সান্তাইল ঘরে।
প্রভু আলিঙ্গনে বৈদ্য আপনা পাসরে ॥৭২
পুলকিত সব অঙ্গ আপাদ মস্তক।
পড়িলা ত প্রাচীন আছিল এক শ্লোক ৭৩

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৮১/১৬)
কাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ।
ব্রহ্ম বন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ ॥ ৭৪

এ বোল শুনিয়াসে প্রকাশে ঠাকুরাল।
কোটি-রবি-কিরন জিনিয়া উজিয়ার ॥ ৭৫
আসনে বসিয়া কহে বচন মধুর।
এই আমি চিদানন্দ—নাভাবিহ দূর ॥ ৭৬
এ বোল শুনিয়া সবে আনন্দে বিহ্বল।
পুলকে ভরিল তা-সবার কলেবর ॥ ৭৭
শ্রীনিবাস-পণ্ডিত সেই উত্তম আচার।
গঙ্গাজলে-অভিষেক করয়ে তাহার ॥ ৭৮
অভিষেক করি পূজা করে যথাবিধি।
তাহার পূজায় তুষ্ট হৈলা গুননিধি ॥ ৭৯
আনন্দে সকল লোক হরি গুন গায়।
ভকত-বদন হেরি নাচে গোরা রায় ॥ ৮০
নরহরি-পাদপদ্ম ধরি শিরোপার।
কহয়ে লোচন দাস গৌরাঙ্গ-মাধুরী ॥ ৮১

যথা রাগ।

তার পরদিনে কথা অপূর্ব কথন
সাবধানে শুন সবে কহিব এখন ॥৮২
শিখায় সকল লোকে লোক-শিক্ষা গুরু।
করুনা-সাগর-প্রেমভক্তি-কল্পতরু ॥ ৮৩
নিজ-জন বুঝাবারে-করে যত কার্য্য।
সংহতি করিয়া আদি অদ্বৈত আচার্য্য ॥ ৮৪
শ্রীনিবাস হরিদাস মুরারি-মুকুন্দ।
গদাধর শুক্লাম্বর রাম আদি অন্ত ॥ ৮৫

রঘুনন্দন নরহরি শ্রীমুকুন্দ দাস।
বাসু ঘোষ জগদানন্দ আদি সর্ব দাস ॥৮৬
যতেক ভকত সব সংহতি করিয়া।
দেবালয়ে যায় প্রভু হরষিত হৈয়া ॥ ৮৭
নেত ধটী পরিধান কান্ধেতে কোদালি।
করে সমার্জ্জনী লয় নিজ জন মেলি ॥ ৮৮
সঙ্গের যতেক জন ধরে সেই বেশ।
হাতে ঝাঁটা কান্ধে কোদাল উভ বান্ধে কেশ ॥৮৯
দেবালয় মার্জ্জনা করিতে যায় প্রভু। ॥ ৯০
হেন অদভুত কথা নাহি শুনি কভু ॥ ৯০
কৃষ্ণের হুড়িডপ হৈয়া বুলে দ্বারে দ্বারে।
সকল বৈষ্ণব মেলি সমার্জ্জনা করে ॥ ৯১
এইমতে লোক-শিক্ষা করায়ে ঠাকুর।
ভজহ সকল লোক যে হও চতুর ॥৯২
প্রেমভক্তি-দাতা আর নাহি কোনো জন।
জানিয়া ভজহ গৌরচন্দ্রের চরন।
যুগে যুগে কত কত অবতার আছে।
ভজিলে সে ভজে তার অনুরূপ পাছে ॥৯৪
আর কেহো নাহি করে হেন ঠাকুরালি।
ভক্তি বুঝাবারে করে কান্ধেতে কোদালি ॥ ৯৫
না ভজিলে ভজে হেন জন কোন্ যুগে।
ঘরে ঘরে বুলি কেবা প্রেমভক্তি মাগে ॥ ৯৬
ভজিলে সেভজে সেই বড়ই ঠাকুর।
ভক্ত সে কহয়ে ইহা—আনে কহে দুর ॥৯৭
বিচার না করে পাত্রাপাত্র কোনো দেশে।
বৃন্দাবন ধন দিয়া সভারে সন্তোষে ॥ ৯৮
ধর্মাধর্ম্ম পর প্রেম যাচই সবারে।
তারিল সবারে প্রভু শচীর কুমারে ॥ ৯৯
ব্রহ্মা মহেশ্বর কিবা লখিমী অনন্ত।
আপনে বলিতে নারে গৌরগুন অন্ত ॥ ১০০
না ভজিলে ভজে এই বড়ই ঠাকুর।
তেকারনে গোরাগুনে সদা মন ঝুর ॥ ১০১
গৌরাঙ্গ চরন গুন স্মরন প্রবল।
সংসার তারিতে সবে মাত্র এই বল ॥ ১০২
গোরা পদ ভজ ভাই! না করিহ হেলা।
সংসার তারিতে সবে এই মাত্র ভেলা ॥ ১০৩
এ হেন ঠাকুর কোহো নাহি হয় আর।
কহয়ে লোচন—সবে গোরা অবতার ॥১০৪

ধানশী রাগ।

হরি রাম নারায়ন শচীর দুলাল হেমগোরা ॥ধ্রু১০৫
আর অপরূপ শুন গৌরাঙ্গ চরিত।
শুনিলে পাইবে ইথে বড়ই পিরীত ॥১০৬
নিজ-জন সনে পহুঁ পথে চলি যায়।
কৃষ্ণ কথা রসে অঙ্গ আবেশে দোলায় ॥১০৭
সেই পথে ছিল কুষ্ঠ ব্যাধি একজনে।
বিনয় করিয়া কহে গৌরাঙ্গ চরনে ॥ ১০৮
ভূমিতে পড়িয়া সেই পরনাম করে।
কাতর হইয়া কিছু সবিনয়ে বলে ॥ ১০৯
সব লোকে প্রভু! তুমি জনার্দ্দন।
তুমি সে পুরুষোত্তম তুমি সনাতন ॥ ১১০
তুমি দেব দেবেশ্বর ত্রিজগত বন্ধু।
আমার উদ্ধার কর করুনার সিন্ধু ॥ ১১১
পতিত পাবন শুনি আইলুঁ তোর ঠাঁই।
তারহ আমারে তুমি সবার গোসাঁই ॥ ১১২
ওহে অকিঞ্চন নাথ শচীর দুলাল।
তারহ আমারে প্রভু! গৌরাঙ্গ গোপাল ॥ ১১৩
আমার অধিক পাপী নাহি ত্রিভুবনে।
দুঃসহ কুষ্ঠ ব্যাধি কর পরিত্রানে ॥ ১১৪

এ বোল শুনিয়া প্রভু রুষিলা অন্তরে।
কোপ দৃষ্ট্যে চাহে কুষ্ঠ ব্যাধি বরাবরে ॥ ১১৫
ঠাকুর কহয়ে—শুন পাপ দুরাচার।
বৈষ্ণবের নিন্দা তুই কৈলি কেনে ছার ॥ ১১৬
সংসারের যত জীব সবে মোর মিত্র।
বৈষ্ণবের দ্বেষ করে সেই মোর শত্রু ১১৭
আপন নিন্দার আমি কভু নাহি দুখী।
শ্রীবাসের নিন্দায় কেমনে হব সুখী ॥১১৮
অকথ্য বচন তুই কহিলি তাহারে।
শত জন্ম ভুঞ্জিলেও না ঘুচাব তোরে ॥ ১১৯
বৈষ্ণবের অপরাধ করে যেন জন।
তার পরিত্রান আমি না করি কখন ॥ ১২০
বাহিরে পরান দেখ এই মোর দেহ।
বৈষ্ণব অন্তরে প্রান—নাহিক সন্দেহ ॥ ১২১
বৈষ্ণবের নিন্দা করে যে অধম জন।
নরক পড়য়ে—তার নাহিক শরন ॥ ১২২
বৈষ্ণবের সেবা করে মোর করে দ্বেষ।
তার পরিত্রান করি ঘুচাইয়ে ক্লেশ ॥ ১২৩
তুই সে পাতকী মহাপামর দুরন্ত।
কতকাল নরক ভুঞ্জিবি—নাহি অন্ত ॥ ১২৪
এ বোল শুনিয়া বিপ্র কাতর হইল।
ভূমিতে পড়িয়া কাকু করিতে লাগিল ॥ ১২৫
জয় জয় মহাপ্রভু কৃপা কর মোরে।
পতিত-পাবন বলি বেদে বলে তোরে ॥ ১২৬
পতিত পাবন নাম যদি সে ধরিবে।
আমার নিস্তার তবে অবশ্য করিবে ॥ ১২৭
কত কত উদ্ধারিলে মহাপাপিগন।
আমার উদ্ধার কর কমল লোচন ॥১২৮
আমার সমান পাপী নাহি ত্রিভুবনে।
দুঃখ পাই—কুষ্ঠ-ব্যাধি কর পরিত্রানে ॥ ১২৯

তখনে করুনা প্রভুর হৈল হৃদয়ে।
তথাপি বৈষ্ণব বশ—স্বতন্ত্রত নহে ॥১৩০
তবে সেই প্রভু গেলা শ্রীবাস-আলয়।
ষসিয়া সকল কথা কহে মহাশয় ॥ ১৩১
পথেতে দেখিল কুষ্ঠ-ব্যধি-একজন।
অপরাধ ভুঞ্জিল সে অনেক জনম ॥ ১৩২
এবে তোর অপরাধে গলিত-দিব্য-দেহ।
তাহারে দেখিয়া মোর না জাগিল নেহ ॥ ১৩৩
'পরিত্রান কর—ডাকে সেই কুষ্ঠ-ব্যাধি।
কে করিবে পরিত্রান তোর অপরাধী ॥১৩৪
কৃপাদৃষ্ট্যে যদি তুমি চাহ বা তাহারে।
তোমার কৃপায় ভবে পায় সে নিস্তারে ॥ ১৩৫
এ বোল শুনিয়া তবে শ্রীবাস পণ্ডিত।
কহে হাসি—প্রভু ! সব কহ বিপরীত ॥ ১৩৬
মুই মহাধম ছার—মোর হেন বল।
মোর ছলে পাতকীরে পরিত্রান কর ॥ ১৩৭
মোর ঠাঁই তার দোষ ঘুচিল সর্ব্বথা।
প্রসন্ন হইলুঁ আমি—ঘুচাও তার ব্যথা ॥ ১৩৮
প্রভু বলে—শ্রীনিবাস শুন মোর কথা।
সব লৈয়া যাও চলি কুষ্ঠব্যাধি যথা ॥ ১৩৯
তবে সবে মিলি সুখে সেই ঠাঁই গেলা।
শ্রীবাসের পাদোদক তার গায়ে দিলা ॥১৪০
পাদোদক-বিন্দু, সে লাগিল তার গায়।
স্বর্ণকান্তি হৈল দেহ—বেয়াধি পলায় ॥১৪১
মহানন্দে তবে তার হৃদয় পূরিল।
হরি হরি বলি সুখে নাচিতে লাগিল ॥১৪২
পাইল শ্রীবাস কৃপা পরম ঔষধি।
সেইক্ষনে নিস্তারিল সেই কুষ্ঠব্যাধি ॥১৪৩
দিব্য দেহ লভি তার আনন্দ অপার।
গৌরাঙ্গ বলিয়া ধায় আরতি বিথার ॥১৪৪

মহাপ্রেমে মত্ত হৈয়া করয়ে হুঙ্কার ।
ক্ষনে মূর্চ্ছা যায় ক্ষনে প্রলাপ অপার ॥১৪৫
কোথা গেলা গৌরচন্দ্র অন্তরের চান্দ ।
এমন কে তারে ভব ব্যাধি মহা আন্ধ ॥১৪৬
এথা গৌরচন্দ্র শ্রীনিবাস -ঘর হৈতে ।
কুষ্ঠব্যাধি দেখিবারে চলিলা ত্বরিতে ॥১৪৭
পথে কুষ্ঠ ব্যাধি সনে হৈল দরশন ।
ধরিয়া পড়িলা ভুমি প্রভুর চরন ॥১৪৮
তুলিয়া তাহারে প্রভু কৈলা আলিঙ্গনে ।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম দিলা সেইক্ষনে ॥১৪৯
হাসে কান্দে নাচে গায় গড়াগড়ি যায় ।
গদাধর-বন্ধু বলি নাচিয়া বেড়ায় ॥১৫০
সব ভক্ত আনন্দিত তাহারে দেখিয়া ।
চমৎকার হৈল দেখি সকল নদীয়া ॥
শুন সর্বজন বিশ্বম্ভরের চরিত
শুনিলে সে প্রেমভক্তি পাইবে ত্বরিত ॥১৫২
তবে সেই মহাপ্রভু অন্তর উল্লাস ।
নাচে সেই বিপ্র—দেহে প্রেমার প্রকাশ ॥১৫৩
দেখিয়া ত মহাপ্রভু করে হরি নাদ ।
নিস্তারিল কুষ্ঠব্যাধি কৈল পরসাদ ॥১৫৪
অতি অপরূপ কথা নদীয়া প্রকাশ ।
শুনিতে আনন্দে ভোরা এলোচন দাস ॥১৫৫

অষ্টম অধ্যায়

সন্ন্যাস সূত্র

যথা রাগ ।

তবে আর একদিন প্রভু নৃত্য করে ।
তখনে আছিল এক ব্রাহ্মন দুয়ারে ॥১
হেনই সময়ে আর আইল ব্রাহ্মন ।
গৌরচন্দ্র নৃত্য দেখিবারে করি মন ॥২
দ্বারেতে যে ছিল তারে আসিতে না দিল ।
দুঃখিত হইয়া বিপ্র নিজ ঘরে গেল ॥৩
আনন্দয়ে নাচয়ে প্রভু কিছু না জানিল ।
কীর্ত্তন সমাপি সবে বিশ্রাম করিল ॥৪
তার পরদিনে প্রভু গঙ্গা স্নান করে ।
আচম্বিতে সেই বিপ্র দেখিল প্রভুরে ॥৫
দেখিল যে গঙ্গা স্নান করে বিশ্বম্ভর ।
ক্রোধ দৃষ্ট্যে চাহে বিপ্র কাঁপে কলেবর ॥৬
প্রভুরে দেখিয়া বলে সক্রোধ বচন ।
তোর ঘরে গেলুঁ তোরে দেখিবারে মন ॥৭
তোর নৃত্য দেখিবারে বড় ছিল সাধ ।
পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মন এক তাতে দিল বাধ ॥৮
না দিল যাইতে মোরে বাহির দুয়ারে ।
তেমনি হইবে তুমি সংসার বাহিরে ॥৯
ইহা বলি উপবীত ছিণ্ডিলেক ক্রোধে ।
ক্রোধে অচেতন বিপ্র—নাহি পর বোধে ॥১০
দ্বার মানা কৈল মোরে আমি নাহি সহি ।
শাপ দিল—হও তুমি সংসারের বহি ॥১১
এ বোল শুনিয়া প্রভুর হরিষ অন্তর ।
ব্রাহ্মনের শাপ মোরে হৈল মহাবর ॥১২
শাপসে স্বীকার যবে কৈল ভগবানে ।
শুনিয়া ব্রাহ্মন ভয় পাইল বড় মনে ॥ ১৩
আমি কি করিব প্রভু যে বোলাইলে তুমি ।
তুমি সর্ব্ব-পরিপূর্ণ-সর্ব্ব অন্তর্যামী ॥ ১৪
কুতর্কের গন সব বিস্তার করিবে ।
সন্ন্যাস করিয়া তা-সবারে প্রেমদিবে ॥ ১৫

সন্ন্যাসী বলিয়া গুরু তোমারে বলিবে।
সেই নম্রভাবে প্রেম তা সবারে দিবে ॥ ১৬
পরম চতুর শিরোমনি গৌর হরি।
বিলাইবে পূর্ব্ব-প্রেমভাণ্ডার উঘাড়ি ॥ ১৭
তোমার প্রতিজ্ঞা—এই ব্রহ্মাণ্ড ডুবাবে।
দুর্জ্জন সুজন একো জনে না এড়িবে ॥ ১৮
আমি সে বঞ্চিত হৈলুঁ তোর প্রেম-বানে।
কি হইবে মোর গতি পতিত-পাবনে ॥ ১৯
শুনি প্রভু বলে—শাপনহে মোর বর
মোর বাঞ্ছা পূর্ণ কৈলে—নাহি তোর ডর ॥ ২০
শুনিয়া পড়িলা বিপ্র প্রভুর চরনে।
তুলিয়া ত মহাপ্রভু কৈল আলিঙ্গনে ॥২১
প্রভু—আলিঙ্গনে বিপ্র প্রেমায় আকুল।
গর গর কৃষ্ণ প্রেমে হইলা তরল ॥ ২২
বিপ্রের মানস পূর্ণ কৈল ভগবান।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেমতারেদিলদান ॥২৩
হেন চিত্র লীলা করে গৌরাঙ্গ সুন্দর।
বুঝিতে নাপারে দুষ্ট অন্তর-পামর ২৪
তবে-সেই মহাপ্রভুর অন্তর উল্লাস।
কাতর-অন্তরে কহে এ লোচন দাস ॥২৫

—

যথা রাগ

প্রভু কে সে ব্রহ্ম শাপ লোক-মুখে শুনি।
আচম্বিতে কাঁপি উঠে শচীর পরানি ॥২৬
ধক ধক প্রান পোড়ে বৃত্তান্ত না জানে।
নিবারিতে নারে অশ্রু ঝরে দু নয়ানে ॥২৭
ব্যাকুল হইয়া শচী পুছে সর্ব্বজনে।
প্রভুরে সে ব্রহ্মশাপ সবার বদনে ॥২৮
শুনিয়া মূর্চ্ছিত হৈয়া পড়িলা তথায়।
চেতন পাইয়া শচী কান্দে উভরায় ॥ ২৯
কান্দিতে কান্দিতে আইলা আপনার ঘর।
ক্ষনেক অন্তরে গৃহে আইল বিশ্বম্ভর ॥ ৩০
গৌর মুখ দেখি মায়ের শোক উথলিল।
কান্দিতে কান্দিতে শচী পুছিতে লাগিল ॥৩১
শুনরে নিমাই বাপ কিবা কথা শুনি।
তোমারে ব্রাহ্মন নাকি দিল শাপ বানী ॥ ৩৩
কোন্ অপরাধ তুমি কৈলে তার স্থান।
কেমন ব্রাহ্মন তার কি কঠিন প্রান ॥৩৩
তোর মুখ দেখি তার দয়া নাহি হৈল।
আমার বধের ভাগী কোন্ জন হৈল ॥৩৪
এ ঘর করন-মোর সব তোমা লৈয়া।
অভাগী শচীর প্রান যায় বিদরিয়া ॥ ৩৫
সবার দুলাল তুমি—মোর আঁখি তারা।
বিধির বিপাকে পাছে তোমা হই হারা ॥৩৬
অমিয়া সিনান করি দেখি তোর মুখ।
দারুন বচন শুনি ফাটে মোর বুক ॥ ৩৭
অভাগী শচীর ভাগ্যে না জানি কি হব।
তোর অমঙ্গল হৈলে পরানে মরিব ॥ ৩৮
এ বোল শুনিয়া তবে গৌরাঙ্গ-সুন্দর।
মায়েরে কহয়ে কিছু প্রবোধ উত্তর ॥ ৩৯
শুন গো জননি! তুমি আমার বচন।
কি লাগিয়া রোদন করহ অকারন ॥ ৪০
মোর অপরাধ নাহি ব্রাহ্মনের স্থানে।
মোরে যে শাপিল বিপ্র সেহ অকারনে ॥ ৪১
বিনি অপরাধে শাপ লাগিব বা কেনে।
নিশ্চয় জানিহ মাতা এ সত্য-বচনে ॥ ৪২
ইহা বলি গেলা প্রভু জাহ্নবীর তীরে।
সুরনদী স্নান করি আইলা নিজ ঘরে ॥ ৪৩

ঘরে আসি মহাপ্রভু পরম-সাদরে।
কৃষ্ণ পূজার্চ্চনা করে হরিষ অন্তরে ॥৪৪
পূজা করি স্তব পাঠ পড়ি কতক্ষন।
তুলসীরে জল দিলা প্রেমাবিষ্ট-মন ॥৪৫
প্রনাম করিয়া প্রভু কৈলা জলপান।
সাদরে নিরীখে শচী পুত্রের বয়ান ॥৪৬
কোটি চান্দ যিনি গোরার বদন-প্রকাশ।
গৌরাঙ্গ চরিত্র কহে এ লোচন দাস ॥৪৭

——

নবম অধ্যায়

হলধর আবেশ
বিভাস রাগ। দিশা।
জয় জয় গোরাচাঁদে

নদীয়া উদয় কলিকালে ॥ মূর্চ্ছা ॥
নাহারে আমার প্রভুর কথা শুন।
এতিন ভুবন আলো কৈল যার গুন ॥
না হারে গৌরাঙ্গ-চান্দের কথা শুন ॥
কি আরে হয় হয় ॥ ধ্রু ॥১
আর কথা কহি শুন বড় অপরূপ।
নদীয়া নগরে নিতি নূতন কৌতুক ॥২
নিজ-ঘরে বৈসে প্রভু আনন্দিত মনে।
চৌদিকে বেঢ়িয়া বৈসে যত নিজ জনে ॥৩
আচম্বিতে এক ধ্বনি উঠিল গগনে।
মধুদেহ বলি ডাকে মেঘের গর্জ্জনে ॥৪
সেইখানে ধরে প্রভু হলায়ুধ রূপ।
সুনীল বসন শ্বেত পর্ব্বত স্বরূপ ॥৫
সুন্দর চরন আর কমল লোচন।
অদ্ভুত দেখিয়া সবে হৃষ্ট হৈলা মন ॥৬
সর্বজন প্রেমদাতা প্রেম বিলসয়।
আপন-আবেশ ধরি নাচে মহাশয় ॥৭
হরিগুন গায় সব নিজ জন সনে।
সেইক্ষনে গেলা অদ্বৈত আচার্য্যের স্থানে ॥৮
তথা গিয়া কহেপ্রভু গদগদ ভাব।
'মধু দেহ মধু দেহ' বলি অট্ট হাস ॥৯
দেহের বরন যেন বাল দিননাথ।
মধু দেহ মধু দেহ বলি ঘন পাতে হাত ॥১০
তোয পূর্ণ ভোজন ধরিয়া নিজ করে।
মধুপান করি তোলে রসের উদ্গারে ॥১১
টলমল করি নাচে যেন মাতোয়াল।
হেউ হেউ করি তোলে রসের উদ্গার ॥১২
ক্ষনে পড়ে ক্ষনে উঠে ক্ষনে কান্দে হাসে।
অধর মিটাই ক্ষনে অট্ট অট্ট হাসে ॥১৩
দেখিয়া সকল লোক করয়ে স্তবন।
হলধর বলি কেহো ধরয়ে চরন ॥১৪
তবে সেই মহাপ্রভু লীলা বলরাম।
কহয়ে অমৃত কথা অতি অনুপাম ॥১৫
শ্রীকৃষ্ণ নহিয়ে আমি—বলে হব সুখী।
অদ্ভুত সুপেয় মধু আনি দেহ দেখি ॥১৬
সেইখানে এক দ্বিজ ছিল দাঁড়াইয়া।
ইহ মল্ল বলি ফেলে আঙ্গুলে ঠেলিয়া ॥১৭
আঙ্গুলি ঠেলায় বিপ্র পড়ে বহুদূর।
লজ্জা সে পাইল বিপ্র ফেলিল ঠাকুর ॥১৮
প্রভাতে আবেশ—ভেল সায়াহ্ন সময়।
লীলা বলরাম ক্রীড়া করে মহাশয় ॥১৯
নরহরি পাদপদ্ম শিবের ভূষণ।
ধন্য গোরা গুন গায় এ দাস লোচন ॥২০

তার পরদিনে শুন অপরূপ আর।
নাচয়ে ঠাকুর বলদেব—অনুকার ॥২১
আচম্বিতে আর্ত্তনাদ করি পাইল মোহ।
বলরাম স্মরণে নয়ানে বহে লোহ ॥২২
ভূমিতে লোটায় মহাপ্রভু মুক্ত কেশে।
মুখে জল দেই সর্বজন পাই ক্লেশে ॥ ২৩
ক্ষনেকে লভিল সংজ্ঞা গদাধর দেখি।
কহিল কাতর-বানী ইঙ্গিতে সে লখি ॥ ২৪
তুমি সে আমার বন্ধু প্রান-সম জানি।
তোর প্রেম-বশ আমি শুন দ্বিজমনি ॥ ২৫
তোর নাথ হও মুই—তুমি মোর প্রান।
গদাইর গৌরাঙ্গ আমি—কর অবধান ॥ ২৬
মোর যত ভাব তোতে নহে অগোচর।
আমার অন্তর শক্তি তোর কলেবর ॥ ২৭
রাত্রিদিন মোর সঙ্গ তিলেক না ছাড়।
তোমা বিনে মোর কথা জানে কে বা দঢ় ॥ ২৮
মোর প্রিয় বন্ধু যত সব ভক্ত জন।
আনহ সবারে আমি দেখিব এখন ॥ ২৯
আজ্ঞা পাইয়া গদাধর পণ্ডিত সবারে।
আনিল আচার্য্যরত্ন আদি যত আরে ॥ ৩০
আসিয়া দেখিল যত মহোত্তম জন।
বিভোর হইল সবে সজল-লোচন ॥ ৩১
কহিল আচার্য্য রত্ন-মধুর বচন।
কহনা আপনে বাপ! ইহার কারন ॥ ৩২
শুনিয়া তাঁহার বানী কহে বিশ্বম্ভর।
কহিতে না পারে কণ্ঠ গদগদ-স্বর ॥ ৩৩
অতি সুবিহ্বল কহে আধ আধ বোলে।
শ্বেত গিরি হলায়ুধ দেখিল মো-কোলে ॥ ৩৪
সুবর্ণ-সমান শোভে—সূর্য্য-সম আভা।
ঝলমল করে অতি অলঙ্কার-শোভা ॥ ৩৫
কহিতে কহিতে সেই প্রভু পুনর্বার।
দেখে বলদেব শ্বেত পর্বত-আকার ॥৩৬
তবে সেই মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর রায়।
সেইমত আবেশেতে পুন নাচে গায় ॥ ৩৭
সকল বৈষ্ণব-জন আনন্দে বিহ্বল।
বলরাম-প্রেমে সবে করে টল মল ॥ ৩৮
আনন্দে ভরল সব দিগবিদিগে।
হইল ত দিন রাত্তি—আবেশ না ভাঙ্গে ॥ ৩৯
তার পরদিনে হৈল অদ্ভুত নর্ত্তন।
চৌদিকে বেড়িল যত ভক্ত মহাজন ॥ ৪০
পদতল-ভরে মহী করে টলমলে।
ঢুলায় করুন আঁখি—আধ আধ বলে ॥ ৪১
মত্ত করিবর যেন গমন মন্থর।
চলিতে না পারে প্রেমে—আনন্দ নির্ভর ॥ ৪২
যেন পহুঁ-আবেশ—আবেশ তেন সঙ্গী।
নাচয়ে বিহবল প্রভু—বলরাম-রঙ্গী ॥ ৪৩
নাচিতে গাইতে ভেল সায়াহ্ন—সময়।
আচম্বিতে বদনে বারুনী-গন্ধ কয় ॥ ৪৪
বারুনীর দিব্য-গন্ধে ভেল আমোদিত।
চৌদিকে নেহারে সবে হইয়া চমকিত ॥ ৪৫
দশদিক আমোদিত বারুনীর গন্ধে।
মাতল ভকত অতি প্রেমার উন্মাদে ॥ ৪৬
হেনকালে শ্রীরাম পণ্ডিত দ্বিজবর্য্য।
যে দেখিল—শুন তার অনুভব-কার্য্য ॥ ৪৭
আচম্বিতে দিব্য দিব্য পুরুষ-রতন।
সেইখানে দিব্যবেশে হৈল উপসন্ন ॥ ৪৮
কারোএক কর্ণে-পদ্ম—কমললোচন।
এক কর্ণে কুণ্ডল—ধরে নীলিম বসন ॥ ৪৯
পীতবস্ত্র পাগড়ি বান্ধিয়া লটপটি।
কহিতে না পারি রূপ—বেশ পরিপাটি ॥৫০

বনমালী নামে এক ব্রাহ্মন তথাই।
কহিব তাহার কথা শুন সর্ব্বভাই॥ ৫১
দেখিলেন কাঞ্চন নির্ম্মিত কলেবর।
রত্নে বিভূষিত যেন সুমেরু সুন্দর॥৫২
দেখি অতি হৃষ্ট-চিত তনু পুলকিত।
দেখিয়া সকল লোক হৈল চমকিত॥ ৫৩
হলায়ুধ বেশে নাচে তিন লোক নাথ।
সকল ভকত জন নাচে তার সাথ॥ ৫৪
অন্তরীক্ষে দেবগন হরষিত-মনে।
সন্তোষ-হৃদয়ে গেলা নিজ নিজ স্থানে॥ ৫৫
এইমনে আনন্দে গোঙাই দিবা নিশি।
সুরনদী-স্নানে প্রভু যায় হাসি হাসি॥ ৫৬
সকল বৈষ্ণবগন করি একমেলে।
করয়ে মর্জ্জন-কেলি জাহ্নবীর জলে॥ ৫৭
নিজজন সনে পহুঁ হাস পরিহাসে।
কৌতুকে করয়ে ক্রীড়া তা-সবার রসে॥ ৫৮
স্নান সমাধিয়া প্রভু উঠিলা সত্বর।
প্রভু নমস্করি সবে গেলা নিজ-ঘর॥ ৫৯
নিজালয়ে গিয়া প্রভু আছে মহাসুখে।
প্রভাতে আইলা সবে প্রভুর সম্মুখে॥ ৬০
সবারে কহিল প্রভু—শুন এক বানী।
গদ গদ কহিতে—বেকত আধ খানি॥ ৬১
বরাহ-ঠাকুর মোরে আলিঙ্গন দিল।
হলায়ুধ মোর হিয়া প্রবেশ করিল॥ ৬২
নয়ানে অঞ্জন ভেল মুরলী বদন।
কহিল অমৃত—কথা—শুন নিজ-জন॥ ৬৩
কহিল সে মহাপ্রভু শ্রীবাসে দেখিয়া।
মোর বাঁশী দেহ চাহে শ্রীহস্ত পাতিয়া।
তবে সেই শ্রীনিবাস পণ্ডিত ঠাকুর।
কহিল তাহারে—তেঁহ ভক্ত সুচতুর॥৬৫
শুন শুন মহাপ্রভু এই তোর ঘরে।
রাখিল ভীষ্মক-কন্যা মুরলী তোমারে॥৬৬
কপাট লাগিল রাত্রে ঘরের দুয়ারে।
এখনি পাইবা বাঁশী—কহিল তোমারে॥৬৭
এই মনে ক্ষনে ক্ষনে আনন্দ কৌতুক।
নদীয়া বিহার এই বড় অপরূপ॥৬৮
যে জানয়ে কৃষ্ণরস সে জানে মরম।
নদীয়া বিহার প্রেম—এই বড় ধন॥৬৮
যে না জানে তারে মুই করিয়ে মিনতি।
হেলা না করিহ— গোরা গুনে দেহ মতি ৭০
মন দিয়া বুঝ ভাই! কি আছে ইহাতে।
ত্রিজগত-নাথ প্রভুর লাগ পাবে হাতে॥৭১
না ভজিলে নাহি নাহি নাহিক নিস্তার।
এলোচন দাস ইহা বলে বার বার॥৭২

যথা রাগ।

তার পরদিনে প্রভু বসি দিব্যাসনে।
কহিতে লাগিলা কিছু নব ভক্তগনে॥৭৩
মোর এই সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞের মহিমা।
সব শাস্ত্রে কহে ইহার মহিমা গরিমা॥৭৪
সব ধর্ম্ম-সার এই সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম।
বিশেষ জানিবে কলিযুগে এই কর্ম॥৭৫
পঞ্চম সে বেদ হৈতে প্রকাশ ইহার।
শিব তেঁই পঞ্চমুখে গায় অনিবার॥৭৬
নারদ বীনায় গাই বুলয়ে নাচিয়া।
শুক সনকাদি ভক্ত বুলয়ে গাইয়া॥৭৭
বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ এই বেদ লৈয়া।
গোপী সঙ্গে নাচি বুলে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥৮০
নিত্য বৃন্দাবনে স্থিতি পঞ্চম জানিবে।
তেঁই শিব গান করে মহা-প্রেমভাবে॥৭৯

তথাপি গাইয়া শিব ওর না পাইল ।
হেন বেদ কলিযুগ প্রকাশ হইল ॥৮০
গান যেই করে সেই প্রবোধ হইয়া ।
গানরূপে বেদের উচ্চারে মহাদয়া ॥৮১
সব-লোক-কর্ণ গর্ত্ত-কুণ্ড পরিসর ।
জিহ্বা—স্রুব ধ্বনিরস—ঘৃত মনোহর ॥৮২
অন্তরে প্রবিষ্ট হৈয়া ভাব অগ্নি জ্বালে ।
অগ্নি শিখা পুলকাশ্রু কম্প কলেবরে ॥৮৩
সর্ব্বপাপ মুক্ত হৈয়া সব জন নাচে ।
সালোক্যাদি মুক্তি তার ফিরে পাছে পাছে ॥৮৪
কদাচ না দেখে সেই নয়ানের কোনে ।
নাচিয়া বুলয়ে কৃষ্ণ-রস আস্বাদনে ॥৮৫
যে যজ্ঞ বেড়িয়া রহে বৈষ্ণব আচার্য্য ।
জানিবে কীর্ত্তন-যজ্ঞ সর্ব্ব যজ্ঞ-আর্য্য ॥৮৬
ইহাতে জন্মিল এই প্রেম মহাধন ।
ইহার গৃহস্থ—নিত্যানন্দ—আবরন ॥৮৭
গদাধর পণ্ডিত এই প্রেমের গৃহিনী ॥
এই তত্ত্ব জানিদে সকল ভক্তমনি ॥৮৮
অদ্বৈত আচার্য গোসাঁই আমারে আনিয়া ।
সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ স্থপে সুদৃষ্টি হইয়া ॥ ৮৯
শ্রীনিবাস নরহরি আদি ভক্তগন ।
তো-সবারে লৈয়া মোর যজ্ঞের স্থাপন ॥ ৯০
এই যজ্ঞ কালিকালে দেহ ঘরে ঘরে ।
তরুক সকল লোক পতিত পামরে ॥ ৯১
এ বোল শুনিয়া ভক্ত কান্দিয়া কান্দিয়া ।
প্রভুর চরনে পড়ে ঢলিয়া ঢলিয়া ॥ ৯২
সবারে করিলা কোলে গৌর-ভগবান্ ।
শুনি আনন্দিত কথা লোচন গান ॥ ৯৩

—

দশম অধ্যায়

নাটকাভিনয়

বরাড়ী রাগ—ধূলা খেলা জাত ॥

আর অপরূপ কথা শুন গোরা-গুন গাথা
লোক-বেদ অগোচর বানী
রসের আবেশে করে ভক্তি যোগ পরচারে
করুনা বিগ্রহ-গুনমনি ॥ ১
শুন কথা মনদিয়া আন কথা তেয়াগিয়া
অপরূপ করিবারে খেলা
নিজ জন সঙ্গে করি শ্রীল-বিশ্বম্ভর-হরি
শ্রীচন্দ্র শেখর বাড়ী গেলা ॥ ২
কথা-পরসঙ্গে কথা গোপি কার গুন গাথা
কহিতে সে গদ গদ ভাষ ।
অরুন বয়ান ভেল দুনয়ানে ঝরে নীর
রসাবেশে রসের প্রকাশ ॥ ৩
কমলা যাহার পদ সেবা করে অবিরত
হেন প্রভু গোপিকার তরে ।
পরসঙ্গে হয় ভোরা হেন ভক্তি কৈল তারা
কথা মাত্র সে আবেশ ধরে ॥ ৪
তবে বিশ্বম্ভর হরি গোপিকার বেশ ধরে
শ্রীচন্দ্র শেখরচার্য্য ঘরে ।
নাচয়ে আনন্দে ভোলা শ্রীবাস হৈলই বেলা
নারদ আবেশ ভেল তারে ॥ ৫
প্রভুকে প্রনাম করে বিনয় বচনে বলে
দাস করি জানহ আমারে ।
এমন কহিয়া বানী তবে সেই মহামুনি
গদাধর পণ্ডিতেরে বলে ॥ ৬
শুনহ গোপিকা তুমি যে কিছু কহিয়ে আমি
তোর পূর্ব কথা কিছু জান ।

অপূর্ব্ব কহিয়ে আমি জগতে দুর্ল্লভ তুমি
তোর কথা শুন সাবধান ॥ ৭
শুন তো সবার কথা কহি আমি গুনগাথা
গোকুলে জন্মিলা জনে জনে।
ছাড়ি নিজ পতিব্রত সেবা কৈলে অবিরত
অভিমত পাই বৃন্দাবনে ॥ ৮
প্রধান প্রকৃতি তুমি কৃষ্ণ শক্তি রাধা তুমি
কি জানি তা কহিবারে আমি।
রমনীর শিরোমনি কৃষ্ণপ্রেম সোহাগিনী
তোর তত্ত্ব কি বলিতে জানি ॥ ৯
ঐছন করিলে ভক্তি কেহ না জানয়ে যুক্তি
পরম নিগূঢ় তিন লোকে।
ব্রহ্মা মহেশ্বর দেবা লখিমী অনন্ত কিবা
তারে থিক পরসাদ তোকে ॥ ১০
প্রহ্লাদ নারদ শুক সনাতন সনক
না জানয়ে তোর ভক্তি লেশ।
ত্রৈলোক্য লখিমী পতি চাহে তোর পিরীতি
অঙ্গে ধরয়ে বর বেশ ॥ ১১
লখিমী যাহার দাসী তোর প্রেম অভিলাষী
হৃদয়ে ধরয়ে অনুরাগ।
সকল ভুবন পতি ভুলাইয়া সে পিরীতি
ধনি ধনি তোহারি সোহাগ ॥ ১২
তোরা যে জানিলি তত্ত্ব প্রভু গুন মহত্ত্ব
পিরীতে বান্ধিলি ভাল মতে।
উদ্ধব অক্রূর আদি সবে তোর পরসাদী
অনুগ্রহ না ছাড়িহ চিতে ॥ ১৩
এতেক কহিল বানী শ্রী নিবাস দ্বিজমনি
শুনি আনন্দিত সব জন।

সকল বৈষ্ণব মিলি করি সবে কোলাকুলি
দেখে বিশ্বম্ভরের চরন ১৪
নাচয়ে আনন্দে ভোরা প্রেমে গরগর তারা
হেনকালে আইলা হরিদাস।
দণ্ড এক করি করে সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলে
শুন গাহ পরম উল্লাস ॥১৫
হরি গুন সঙ্কীর্ত্তন কর ভাই অনুক্ষন
ইহা বলি অট্ট অট্ট হাসে।
হরি গুন গানে ভরা দু নয়নে বহে ধারা
আনন্দে ফিরয়ে চারিপাশে ॥১৬
শুনি হরিদাস বানী সকল বৈষ্ণব মনি
অমৃত সিঞ্চিল সব গা।
হরষেতে নাচে গায় মাঝে নাচে গোরারায়
কান্দিয়া ধরয়ে রাঙ্গা পা ॥ ১৭
তবে সর্ব্ব গুন ধাম অদ্বৈত আচার্য্য নাম
আইলা সব বৈষ্ণবের রাজা।
রূপে আলোকিত মহী সম্মুখে দাণ্ডায় চাহি
প্রভু-অংশে জন্ম—মহাতেজা ॥১৮
হরি হরি বলি ডাকে চমক লাগিল লোকে
আনন্দে নাচয়ে প্রেম ভরে।
পুলকিত সবগা আপাদ-মস্তক যা
প্রেমবারি দুনয়ানে ঝরে ॥ ১৯
বিশ্বম্ভর শ্রীচরন নেহারয়ে ঘনে ঘন
হুহুঙ্কার মারে মাল সাট্।
সকল বৈষ্ণব মিলি প্রেমানন্দে কোলাকুলি
পসারিল অপরূপ হাট্ ২০
সকল বৈষ্ণব জনে অতি আনন্দিত মনে
প্রেমার সাগরে দিল ডুব।

সকল ভকত মেলি আপনে গৌরাঙ্গ হরি
প্রকাশয়ে সংসারের শুভ ॥২১

এখনে কহিয়ে শুন সাবধানে সর্বজন
গোপিকা আবেশ বশ প্রভু।

হৃদয়ে কাঁচলি পরে শঙ্খ কঙ্কন করে
দুটি আঁখি রসে ডুবুডুবু ॥ ২২

পট্ট বসন পরে নূপুর চরনে ধরে
মুঠে পাই ক্ষীন মাঝা খানি।

রূপে ত্রিজগত মোহে উপমা বা দিব কাহে
গোপীবেশ ঠাকুর আপনি ॥ ২৩

আলোক অঙ্গের তেজে বায়ু বহে মলয়জে
তাহে নব মালতীর মালা।

সুমেরু শিখরে যেন সুরনদী ধারা হেন
গোরা অঙ্গে বহে দুই ধারা ॥ ২৪

সকল বৈষ্ণব মাঝে নাচে মহানট রাজে
রসের আবেশে ভাব ধরে।

নাচিতে নাচিতে পুন লখিনী পড়িল মন
সে আবেশে গেলা দেব ঘরে ॥ ২৫

ঘরে সাম্ভাইয়া আর্ত্তি দিব্য চতুর্ভুজ মূর্ত্তি
দেখি দাণ্ডাইল তার কাছে।

আধ নয়ানে চায় আধ পদে চলি যায়
বসনে ঢাকিল আঁখি পাছে ॥ ২৬

তবে সব নিজ জনে পড়ি তান শ্রীচরনে
বিনয় বচনে করে স্তুতি।

শ্রীস্তব পড়য়ে কোহো আনন্দে বিভোর সেহো
বর মাগে—দেহ প্রেমভক্তি ॥ ২৭

সর্বজন স্তব করে শুনি প্রভু বিশ্বম্ভরে
অদ্যা শক্তি পড়ি গেল মনে।

সেইত আবেশ ধরে সর্বজন চমৎকারে
স্তব পড়ে কত সুর গনে ॥ ২৮

তবে স্তব কৈল সবে সুর কৃত মহাস্তবে
তুষ্ট হৈয়া বলে আদ্যাশক্তি।

দেবতা আসনে বসি কহে লহু লহু হাসি
দেখিবারে আইলুঁ প্রেমভক্তি ॥ ২৯

তো সবার নৃত্য গীতে আইলুঁ দেখিবার চিতে
কহিলুঁ আপন অভিলায়।

এ বোল শুনিয়া পুন কহে সেই সব জন
নিজ ভক্তি কর পরকাশ ॥ ৩০

এ বর মাঙ্গিল যবে অদ্যাশক্তি বলে তবে
শুন শুন শুন সবজনে।

আমি চণ্ডী পরচণ্ড সবে হবে প্রচণ্ড
এই বর দিল সর্ব্বজনে ॥ ৩১

এ বোল শুনিয়া তবে পরনাম সবে করে
দণ্ডবত ভূমিতে পড়িয়া।

তবে সেই ঈশ্বরী হরিদাস করে ধরি
কোলে বসাইল সে হাসিয়া ॥ ৩২

বসিয়া তাহার কোলে হরিদাস হাসি দোলে
পাঁচ বরিষের যেন শিশু।

আশ্চর্য্য দেখিয়া মনে আনন্দিত সব জনে
হরিষ পাইলা পক্ষী পশু ॥ ৩৩

সেইক্ষনে একজন কহিল এই বচন
মুরারিকে চাহ দয়া দিঠে।

এ তোমার নিজ-দাস এ বোল শুনিয়া হাস
অমৃত—মধুর মহামিঠে ॥ ৩৪

নয়ান-করুনা-জলে ঝর ঝর অমিয়া ঝরে
করুনায়ে অরুন মুখচন্দ্র।

হেনকালে শচীদেবী আপনে শ্রীপাদ সেবি
প্রেমানন্দে ভেল পরতন্ত্র ॥ ৩৫

তবে সেই কাত্যায়নী সর্ব্বজন কাছে আনি
নিজ-সুত করি হেন মানে।

পুত্র স্নেহ করে লোকে সবজন দেখিতাকে
প্রেম জল ঝরে দুনয়ানে ॥ ৩৬

হেনকালে সেইক্ষনে আসি এক ব্রাহ্মনে
প্রভু বলি ডাকে উচ্চনাদে।

আর্ত্তজন-আর্ত্তনাদে শুনিয়া ফুকারি কাঁদে
ভই গেল ঈশ্বর উন্মাদে ॥ ৩৭

আপনি ঈশ্বর হৈয়া নিজ-প্রেম প্রকাশিয়া
নিজ-গুনে করে ঠাকুরাল।

সব-জন হেরি হেরি দণ্ড পরনাম করি
ঈশ্বর আবেশে বারবার ॥ ৩৮

এইমনে সবনিশে গোঙাইল রসাবেশে
প্রভাতে চলিলা নিজঘর।

যতজন সঙ্গে যায় দেখে যেন গোরারায়
কেবল প্রচণ্ড দণ্ডধর ॥ ৩৯

হেনমতে গৌরহরি করুনা প্রকাশ করি
অখিল ভুবনে এককর্ত্তা।

করুনা-কারন আসি দীনভাব পরকাশি
আপে করে পৃথিবীর চিন্তা ॥ ৪০

হেন অপরূপ কথা শুনিয়া সংসার ব্যথা
না ঘুচয়ে যাহার অন্তরে।

না ঘুচিব কোন কালে যে ইথে সংশয় করে
তারে ধিক নাহিক পামরে ॥ ৪১

যুক্তি অনুভব শাস্ত্র তিনে এই কহে মাত্র
সাক্ষাতে না দেখে পরচার।

বিচার না করে ইহা না ছিল তা হৈল সিয়া
কেমনে তার হৈব নিস্তার ॥ ৪২

গোরা-অবতারে যেন করুণা প্রকাশ হেন
নাহি হয় নাহি হবে আর।

যে বলু সে বলু লোকে অনুভব কহি তাকে
মনে মনে করুক বিচার ॥ ৪৩

এই ম'ত্র মোর চিন্তা অন্তরে মরম ব্যথা
হেন অবতার না প্রকাশে।

তা লাগি কান্দয়ে হিয়া কাহারে কহিব ইহা
গুন গায় এ লোচন দাসে ॥ ৪৪

—

বরাড়ী রাগ

মোর প্রান আরে গোরাচান্দ নারে হয় ॥ ৪৫ ॥ধ্রু
কহিব অপূর্ব্ব কথা—লোক অগোচর।
কভু নাহি দেখি যাহা জগত-ভিতর ॥ ৪৬
তিলেক সন্দেহ কিছু না করিহ চিতে।
প্রকাশ করিল প্রভু সব-জন-হিতে ॥৪৭
চন্দ্রশেখরের বাড়ি নাচিয়া গাইয়া।
ঘরেতে আইলা প্রভু আনন্দিত হৈয়া ॥৪৮
আনন্দিত শ্রীচন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য্য।
তাহার বাড়ীর কথা কহিব আচার্য ॥৪৯
নাচিয়া আইল প্রভু—তাহার ছটাকে।
উদয় করিল যেন চান্দ লাখে লাখে ।৫০
অদ্ভুত শীতল শোভা অমৃত অধিক।
চাহিতে না পারি যেন চৌদিকে তড়িত ।৫১
হৃদয় আহ্লাদ করে দেখি হেন সাধে ॥
আঁখি মেলিবারে নারি—তেজে করে বাধ ।৫২

চমক লাগিল সে নদীয়া পুরজনে।
কিবা অপরূপ সে দেখিল এতদিনে ॥৫৩
আসিয়া বৈষ্ণব জনে পুছে সর্বজন।
কি জান সন্দর্ভ কথা কহ না কথন ॥৫৪
সকল বৈষ্ণব বলে—আমরা কি জানি।
নাচিয়া আইলা বিশ্বম্ভর গুনগনি ॥৫৫
এই মাত্র জানি—কিছু না জানিয়ে আর।
লোক বেদ অগোচর চরিত্র তাহার ॥৫৬
সাতদিন অবিচ্ছিন্ন ছিল তেজোরাশি।
তেজের ছটায় নাহি জানি দিবাশিশি ॥৫৭
নিতুই নূতন অতি অপরূপ কর্ম।
প্রকাশে শচীর সুত সর্বময় ধর্ম্ম ॥৫৮
তার পরদিনে শ্রীনিবাস দ্বিজবর।
পুছয়ে ঠাকুর-আগে হৃদয় উত্তর ॥৫৯
কলিযুগে হরিনাম গুন-সঙ্কীর্ত্তন।
পূর্ণফল বলে কেনে আর যুগে ন্যূন ॥৬০
শুনিয়া ঠাকুর কহে—শুন শ্রীনিবাস।
বড় কথা সুধাইলে—কহিব বিশেষ ॥৬১
সত্যযুগে পূর্ণ ধর্ম্ম ধ্যান মাত্র সাধি।
ত্রেতায় সাধয়ে যজ্ঞধর্ম্ম উদার ধী ॥৬২
দ্বাপরে কৃষ্ণের পূজা—কহিল এ ধর্ম।
কলিযুগে শক্ত কেহো নহে এই কর্ম্ম ॥৬৩
আপনে ঠাকুর নামরূপী ভগবান।
কলিযুগে সর্বশক্তিময় হরিনাম ॥৬৪
সত্য আদি তিনযুগে যত সবজন।
ধ্যান-যজ্ঞার্চ্চনা বিধি সেবে নারায়ন ॥৬৫
পাপ কলিযুগে জীবের দুরন্ত চরিত।
এইত কারণে দয়া ভেল বিপরীত ॥৬৬
আপনে ঠাকুর নিজ-সঙ্কীর্ত্তন রূপে।
অনায়াসে সর্ব্ব সিদ্ধি সাধি কলিযুগে ॥৬৮
সত্য আদি যুগে যাহা সাধি মহাদুখে।
প্রভুর কৃপায় সুখে সাধি কলিযুগে ॥৬৮
নরহরি পদপদ্ম ধরি শিরোপরি।
কহয়ে লোচন দাস গৌরাঙ্গ মাধুরী ৬৯

—

একাদশ অধ্যায়

॥ যথারাগ ॥

সন্ন্যাস প্রসঙ্গ

এই মনে আনন্দে সানন্দে দিন যায়।
আচম্বিতে খেদ উঠে প্রভুর হিয়ায় ॥১
নারিল নারিল এথা থাকিবারে আমি।
দেখিবারে যাব আমি বৃন্দাবন ভূমি ॥২
কতি মোর কালিন্দী যমুনা বৃন্দাবন।
কতি মোর বহুলা ভাণ্ডীর গোবর্দ্ধন ॥৩
কতি গেলা আরে মোর ললিতাদি রাধা।
কতি গেলা আরে মোর এ নন্দ যশোদা ॥৪
শ্রীদাম সুদাম মোর রহিল কোথায়।
ধবলী শাওলী বলি অনুরাগে ধায় ॥৫
ক্ষনে দন্তে তৃন ধরি করুনা করিয়া।
ফুকারি ফুকারি কান্দে চৌদিকে হেরিয়া ॥৬
এ ভব সংসার আমি কেমনে তরিব।
সে নন্দ নন্দন পদ কোথা গেলে পাব ॥৭
ইহা বলি ছিণ্ডিল গলার উপবীত।
কৃষ্ণের বিরহে দুঃখ ভেল বিপরীত ॥৮
হরি হরি বলি ডাকে ছাড়য়ে নিঃশ্বাস।
অশ্রু ধারা গলে কিছুনা কহে বিশেষ ॥৯

পুলকে পূরিত তনু—অরুন বদন।
দেখিয়া মুরারি কিছু কহয়ে বচন ॥ ১০
শুন শুন মহাপ্রভু গৌর ভগবান।
তোমার অশক্য নাহি পরিনাম ॥১১
থাকিতে চলিতে তুমি পারহ সর্ব্বথা।
তথাপি আমার বোলে না দিবে অন্যথা ॥ ১২
তুমি যদি এখনে চলিবে দিগন্তর।
স্বতন্ত্র হইব সব বৈষ্ণব অন্তর ॥১৩
স্বতন্ত্রে করিথ সবে যাহ মনে লয়।
পুন প্রবেশিব সবে সংসার আশ্রয় ॥১৪
যতেক করিলে নাথ! কিছুই না হৈল।
নিশ্চয় করিয়া প্রভু! তোমারে কহিল ॥ ১৫
এ বোল শুনিয়া প্রভু নিশবদে রহে।
খণ্ডিতে নারিলেন মুরারি-যাহা কহে ॥ ১৬
তবে আর কতদিন গেলত কৌতুকে।
নয়ন ভরিয়া দেখে নদীয়ার লোকে ॥ ১৭
জননীর হৃদয় নয়ন স্নিগ্ধ করি।
বিষ্ণুপ্রিয়া-সঙ্গে ক্রীড়া করে গৌরহরি ॥ ১৮
স্বজন-বান্ধব-সঙ্গে আছে মহাসুখে।
সবারে সন্তোষে যত আছে-নবদ্বীপে ॥ ১৯
সকল বৈষ্ণব সনে কীর্ত্তন-বিলাস।
পুর নারীগন দেখি করয়ে হুতাশ ॥ ২০
ত্রৈলোক্য মোহন রূপ—তাহে নাগরিমা।
বিনোদ-বিলাস-রস-লাবণ্যের সীমা ॥ ২১
আর তাহে ঝলমল আভরন-শোভা।
সুন্দর লম্বিত কেশে মালতীর গাভা ॥২২
চন্দন-তিলক পরিপাটী মনোহর।
রক্তপ্রান্ত বাস—বেশ ত্রৈলোক্য-সুন্দর ॥ ২৩
নিজ-পরিজন আর পুরজন সব।
সবে সে দেখয়ে যার যেই অনুভব ॥২৪
হেনমতে নিজ-জন সঙ্গে আছে পঁহু।
স্বপ কহে সবাকারে হাসি লহু লহু ॥ ২৫
শুন সর্বজন স্বপ্ন দেখিল রজনী।
আচম্বিতে মোর ঠাঁই আইল দ্বিজমনি ॥ ২৬
মোর কর্ণে কহিল সন্ন্যাস-মন্ত্র এক।
এখনো আমার মনে আছে পরতেক ॥ ২৭
যাবত আমার কর্ণে প্রবেশিল মন্ত্র।
সে অবধি মোর হিয়া না হয় স্বতন্ত্র ॥ ২৮
কেমনে ছাড়িয়া আমি প্রিয় প্রাননাথ।
তাহারে ছাড়িয়া বা সাধিব কোন্ কাজ ॥ ২৯
ইন্দ্রনীল মনি জিনি পরম সুন্দর।
মোর বক্ষঃস্থলে বসি হাসে নিরন্তর ॥ ৩০
শুনিয়া মুরারি-গুপ্ত কহিল উত্তর।
সে মন্ত্রের ষষ্ঠি-সমাস তুমি কর ॥ ৩১
এ বোল শুনিয়া প্রভু কহিল বচন।
তোমার বচনে মোর স্থির নহে মন ॥ ৩২
যতস্থির করি তত উঠয়ে রোদন।
না বলিহ মোরে কিছু—শুনহ বচন ॥ ৩৩
শব্দ-শক্তি করে হেন—কি করিব আমি।
লঙ্ঘিতে না পরি পুন যত কহ তুমি ॥ ৩৪
এ বোল শুনিয়া সবে অন্তর চিন্তিত।
কহয়ে লোচন দাস হৃদয় ব্যথিত ॥ ৩৫

ধানশী রাগ।

কি দোষে যাইছ ছাড়িয়া মায়েরে।
আরে দুখিনীর বাছা নিমাই রে। ধ্রু ॥ ৩৬
আর কতদিনে শ্রীকেশব ভারতী।
আইলা সন্ন্যাসি-বর-অতি শুদ্ধমতি॥ ৩৭

মহাতেজ ন্যাসিবর মহাভগবত।
পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কত পুণ্যের পর্বত ॥ ৩৮
আচম্বিতে আসিয়া দেখিলা বিশ্বম্ভর।
বিশ্বম্ভর দেখি হৃষ্ট হৈলা ন্যাসিবর ॥ ৩৯
উঠিয়া ঠাকুর কৈল চরন বন্দন।
সন্ন্যাসী দেখিয়া প্রেমে ঝরে দুনয়ন ৪০
প্রভু-অঙ্গ নিরীখয়ে সেই ন্যাসিরাজ।
মহাবুদ্ধি ন্যাসিবর বুঝিলেন কাজ ॥৪১
কেশব ভারতী গোঁসাই কহিল বচন।
তুমি শুক প্রহ্লাদ কি—হেন লয় মন ॥৪২
এ বোল শুনিয়া সেই প্রভু বিশ্বম্ভর।
কান্দয়ে—দ্বিগুন ঝরে নয়নের জল ॥৪৩
তবে পুন কহে ন্যাসী বিস্মিত হইয়া।
অনুমান করি মনে নিশ্চয় করিয়া ॥৪৪
তুমি প্রভু ভগবান্—জানিল নিশ্চয়।
সর্বলোক প্রান তুমি—নাহিক সংশয় ॥৪৫
এ বোল শুনিয়া প্রভু করয়ে রোদন।
কতদিনে পাব আমি কৃষ্ণের চরন ॥ ৪৬
কৃষ্ণে তোর অনুরাগ অতি বড় হয়।
তেকারনে যথা তথা দেখ কৃষ্ণময় ৪৭
কতদিনে কৃষ্ণ মুই দেখিবারে পাব।
তোমার এমন বেশ কবে মোর হব ॥ ৪৮
কৃষ্ণের উদ্দেশে মুই দেশে দেশে যাব।
কোথা গেলে প্রাননাথ কৃষ্ণ মুই পাব ॥ ৪৯
সন্ন্যাসীরে বেদ্য কথা কহি বিশ্বম্ভর।
দণ্ডবত হৈয়া প্রভু যান নিজ-ঘর ॥ ৫০
শ্রীবাসে দেখিয়া প্রভু কহিল উত্তর।
সন্ন্যাসীরে লৈয়া তুমি যাহ নিজ-ঘর ॥ ৫১
প্রভুর বচন শুনি শ্রীবাস ঠাকুর।
সন্ন্যাসী লইয়া ভিক্ষা দিলেন প্রচুর ॥ ৫২
ভিক্ষা করি সে দিন বঞ্চিয়া ন্যাসিবর।
যথা স্থানে প্রভাতে চলিলা যতীশ্বর ॥ ৫৩
প্রাতঃ কালে শ্রীনিবাস প্রভুর নিকটে।
সন্ন্যাসি-বিজয় কথা কহে কর পুটে ॥ ৫৪
এ বোল শুনিয়া প্রভু কাতর অন্তর।
সন্ন্যাসীরে মনে করি গেলা নিজ ঘর ॥ ৫৫
ঘরে গিয়া মনে মনে অনুমান করি।
সন্ন্যাস করিব—দঢ়াইলা গৌরহরি ॥ ৫৬
ইঙ্গিত আকারে তাহা বুঝিল মুকুন্দ।
প্রভু রখিবারে করে প্রকার প্রবন্ধ ॥ ৫৭
আইলেন যথা আছে সব ভক্ত গনে।
কান্দিয়া কহিল সব ভক্তের চরনে ॥ ৫৮
শুন শুন সর্বজন আমার উত্তর।
সন্ন্যাস করিব এই প্রভু বিশ্বম্ভর ॥ ৫৯
যাবত থাকেন দেখ নয়ন ভরিয়া।
শ্রীমুখের কথা শুন শ্রবন পূরিয়া ॥ ৬০
ছাড়িয়া যাইব প্রভু নিজ-গৃহ বাস।
জননী ছাড়িব আর সব নিজ দাস ॥৬১
এ বোল শুনিয়া সবে ব্যথিত হিয়ায়।
যুকতি বরিয়া মনে চিন্তয়ে উপায় ॥ ৬২
স্বতন্ত্র ঈশ্বর—না রহিব কারু বশে।
ইহা বলি ভক্তগন পড়িলা তরাসে ॥ ৬৩
ভুমিতে পড়িয়া কান্দে ধূলায় ধূসর।
প্রাননাথ আরে মোর প্রভু বিশ্বম্ভর ॥ ৬৪
হা হা মহাপ্রভু কোথা যাইবে এড়িয়া।
মো-সবারে কলি-সর্পে খাইবে ধরিয়া ॥ ৬৫
কলিভয়ে প্রভু! তোর লইল শরন।
তোর ভয়ে কলি সর্পে নালঙ্ঘে এখন ॥ ৬৬
হেনকালে আসি তথা প্রভু বিশ্বম্ভর।
শ্রীবাস পণ্ডিত দেখি কহিল উত্তর ॥ ৬৭

শুন শুন ওহে দ্বিজ প্রিয় শ্রীনিবাস।
এক কথা কহি যদি না পাও তরাস॥ ৬৮
প্রেম উপার্জ্জনে আমি যাব দেশান্তর।
তো সবারে আনি দিব শুন দ্বিজবর॥ ৬৯
সাধু যেন নৌ কা চড়ি যায় দূরদেশ।
ধন উপার্জ্জন লাগি করে নানা ক্লেশ॥ ৭০
আমিয়া বান্ধব গনে করয়ে পোষন।
আনিহ ঐছন আনি দিব প্রেমধন॥ ৭১
এ বোল শুনিয়া কহে শ্রীবাস পণ্ডিত।
তোমা কি দেখিয়া প্রভু! কি কাজ জীবিত॥৭২
জীবিত শরীরে বন্ধু করয়ে পোষন।
দেহান্তরে করে তার শ্রাদ্ধ তর্পন॥৭৩
যে জীয়ে তাহারে তুমি দিও প্রেমধন।
তোমা না দেখিলে হবে সবার মরন॥৭৪
মুকুন্দ কহয়ে—প্রভু! পোড়য়ে শরীর।
অন্তর পোড়য়ে প্রান না হয় বাহির॥৭৫
মোরা সব অধম দুরন্ত দুরাচার।
তুমি শঠ খল মতি—বুঝিল বেভার॥৭৬
অচতুরগন মোরা—না বুঝিলুঁ তোরে।
শরন লইনু তোর ছাড়িয়া সংসারে॥৭৭
ধর্ম কর্ম্ম ছাড়ি তোর পদ কৈলুঁ সারে।
পণ্ডিত করিয়া কেনে ছাড় মো সবারে॥৭৮
পণ্ডিত পাবন তুমি শাস্ত্রেতে জানিয়া।
শরন লইনু সর্ব ধর্ম্মেরে ছাড়িয়া॥৭৯
এখনে ছাড়িয়া যাহ মো সবারে তুমি।
এ নহে উচিত প্রভু—নিবেদিল আমি॥৮০
খলমতি না বুঝিয়া লইনু শরন।
বজর অন্তর তোর হৃদয় কঠিন॥৮১
বাহিরে কমল-রস- সুগন্ধি পাইয়া।
অন্তরেহ এইমগ—ছিল মোর হিয়া॥৮২
এখনে জানিল তোর কঠিন অন্তর।
বিষকুম্ভ পয় যেন তাহার উপর॥৮৩
কাষ্ঠের মোদক যেন কর্পূর ছাইয়া।
গিলিতে না পারে যেন তাহা না বুঝিয়া॥৮৪
কুল-বধূ যেন কামে হৈয়া অচেতনে
পিরীতি করয়ে পর পুরুষের সনে॥৮৫
ধর্ম কর্ম্ম লজ্জা ছাড়ি করয়ে বেভারে।
কলঙ্কী করিয়া শেষে ছাড়য়ে তাহারে॥৮৬
সে নারী অনাথ শেষে হয় দুই কুলে।
সেইমত মো সভারে ভাসাবে অকূলে॥৮৭
তুমি দেশান্তরে যাবে কি কাজ জীবনে।
সভারে নিষ্ঠুর প্রভু হৈলা কি কারনে॥ ৮৮
তিল আধ তোর মুখ না দেখিলে মরি।
কান্দিতে কান্দিতে কিছু কহয়ে মুরারী॥৮৯
শুন শুন ওহে প্রভু গৌর ভগবান।
অধম মুরারী বলে কর অবধান॥৯০
রোপিলে অপূর্ব্ব বৃক্ষ অঙ্গুলে ধরিয়া।
বাঢ়াইলে দিবানিশি সিঞ্চিয়া খুঁড়িয়া॥৯১
তিলে তিলে রাখিলে ঢাকিলে বহু যত্নে।
বান্ধিলে তরুর মূল দিয়া নানা রত্নে॥৯২
ফল ফুল কালে গাছ ফেলাই কাটিয়া।
মরিব আমরা সব হৃদয় ফাটিয়া॥৯৩
নিরন্তর দিবানিশি আন নাহি জানি।
স্বপনেহ দেখো তোর চাঁদ মুখ খানি॥৯৪
সংসার বাসনা মোর নিরড় না হয়।
জগত দুর্ল্লভ তব চরনের বায়॥৯৫
দয়া কর—নিদারুন হৈলে কি কারনে।
ইহা বলি সবে মেলি পড়িলা চরনে॥৯৬
তুমি দেশান্তরে যাবে সবারে এড়িয়া।
খাইব সংসার ব্যাঘ্রে সবারে বেড়িয়া॥৯৭

ওহে দীনবন্ধু প্রভু! অনাথের নাথ।
পতিত তারন ওহে প্রভু জগন্নাথ ॥৯৮
কেহো দন্তে তৃন ধরি কাতর বচনে।
কেহো উৰ্দ্ধে বাহু তুলি ডাকে ঘনে ঘনে।
প্রভু কহে—তোমরা আমার নিজ দাস।
তো সবারে কহি শুন আপন বিশ্বাস ॥১০০
কহিতে আরম্ভ মাত্র গদ গদ স্বর।
অরুন কমল আঁখি ঝরে ছল ছল ॥১০১
সকরুন কণ্ঠে আধ আধ বানী কহে।
সম্বরিতে নারি ক্ষনে নিশবদে রহে ॥১০২
আমার বিচ্ছেদ ভয়ে তোমরা কাতর।
মোর কৃষ্ণ বিরহে ব্যাকুল কলেবর।১০৩
আত্ম সুখ লাগি তোরা মোরে দেহ দুখ।
কেমন পিরীতি কর মোরে তোরা লোক ॥ ১০৪
কৃষ্ণের বিরহে মোর পোড়য়ে অন্তর।
দগধ ইন্দ্রিয়—দেহে ভেল মহাজ্বর ॥ ১০৫
অগ্নি-হেন লাগে মোর সে হেন জননী।
বিষ মিশাইল যেন তো সবার বানী।১০৬
কৃষ্ণ বিনু জীবন—জীবনে নাহি লেখি।
কি কাজ এছার প্রানে যেন পশু পাখী ॥১০৭
মড়ার যেহেন সর্ব্ব অবয়ব আছে।
জীবায়ে জীয়য়ে যেন লতা পাতা গাছে ॥ ১০৮
কৃষ্ণ বিনু ধর্ম্ম কর্ম—দ্বিজ বেদহীন।
পতি বিহু সতী যেন জল বিনু মীন ॥১০৯
ধনহীন গৃহারম্ভে কিছু নাহি কাজ।
বিদ্যাহীনে বৈসে যেন বিদ্যার সমাজ ॥ ১১০
কৃষ্ণের বিরহে মোর ধকধক প্রান।
আর যত বল কিছু না সান্ত্বায়ে কান ॥ ১১১
ধরিয়া যোগীর বেশ যাব দূর দেশে।
যথা গেলে পাও প্রাননাথের উদ্দেশে ॥১১২
ইহা বলি কান্দে প্রভু ধরনী পড়িয়া।
নিজ-অঙ্গ উপবীত ফেলিল ছিণ্ডিয়া॥ ১১৩
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে অতি আর্ত্তনাদে।
সকরুন স্বরে প্রাননাথ বলি কান্দে ॥ ১১৪

—

বিভাস রাগ। ভর্জ্জা ছন্দ।
না হারে আরে হয় ॥ দিশা ॥

কমলা সেবিত পদ মহেশ ধেয়ায়।
বল দেখি কৃষ্ণ পদ পাব কি উপায় ॥ ধ্রু ১১৫

শুন সর্ব্ব জন সংসার দারুন
সংশয় করিল মোরে।
বিষম বিষয় যেন বিষময়
গুপতে অন্তর পোড়ে ॥ ১১৬
যতেন্দ্রিয় গন বলিয়ে আপন
বাসনা না ছাড়ে কেহো।
নিতুই নূতন করাই ভোজন
তবু না লেউটে সেহো ॥ ১১৭
লোভ মোহ কাম কেহো নহে কম
সদা অভিমান ক্রোধে।
চিত্ত চুরি করি আছয়ে সম্বরি
তিলেক নাহি প্রবোধে ॥ ১১৮
বাহিরে বান্ধয়ে ভ্রমাই মায়ায়ে
আশ্রয় এ জাতি কুলে।
কৃষ্ণ পাসরিয়া বুলিয়ে ভ্রমিয়া
পাপ দুর্ব্বসনা মূলে ॥ ১১৯
জগতে যতেক দেখ অপরূপ
কৃষ্ণ আবরক সবে।

তবেহি সার্থক মানুষ জনম
শ্রীকৃষ্ণ ভজিয়ে যবে ॥ ১২০

মানুষ জনম দুর্লভ জানিয়ে
কৃষ্ণ ভজিবার তরে।

হেন দেহ লৈয়া শ্রীকৃষ্ণ ছাড়িয়া
মরিয়ে মিছা সংসারে ॥ ১২১

শুন সব জন কহিলুঁ মরম
আশীর্বাদ কর মোরে।

কৃষ্ণে রতি হউ এ দুখ পালাউ
এ বর মাগোঁ সবাকারে ॥ ২২২

কৃষ্ণের চরিত গাও অবিরত
বদনে লাগয়ে সাধে।

শ্রীমুখ কমলে নয়ান যুগলে
বান্ধোঁ মো হিয়া শ্রীপাদে ॥ ১২৩

কি কহিব হিয়া কৃষ্ণ না দেখিয়া
মরমে বিরহ জ্বালা।

সংসার সাগরে পড়িয়া পাথরে
চিত্ত বেয়াকুল ভেলা ॥ ১২৪

সেই পিতা মাতা সেই সে দেবতা
সেই গুরু-বন্ধু-জন।

সেই আত্ম হয় কৃষ্ণ কথা কয়
ভজায়ে কৃষ্ণ চরন ॥ ১২৫

তোমরা বান্ধব পরম বৈষ্ণব
দয়া না ছাড়িহ চিতে।

সন্ন্যাস করিব প্রেম বিথারিব
তোমা-সবাকার হিতে ॥ ১২৬

এতেক উত্তর কহি বিশ্বম্ভর
ভুমে গড়াগড়ি বুলি।

ধূলায়ে ধূসর গৌর কলেবর
লোটায়ে মুকুল চুলি ॥১২৭

হরি হরি বোল ডাকে উতরোল
সঘন নিশ্বাস নাসা।

অঙ্গের পুলক আপাদ—মস্তক
গদগদ আধ ভাষা ॥ ১২৮

ক্ষনেক রোদন ক্ষনেক বেদন
ক্ষনে চমকিত চাহে।

ক্ষনে হাঁপ ঝাঁপ কলেবর কাঁপ
ক্ষনে উঠ কৃষ্ণ বিরহে ॥ ১২৯

ক্ষনে উতরোলী বৃন্দাবন বলি
ক্ষনে 'রাধা বলি ডাকে।

মাল সাট মারি বলে হরি হরি
ক্ষনে হাত মারে বুকে ॥ ১৩০

দেখি সব জন গনে মনে মন
অন্তরে কাতর হৈয়া।

কি কহিব আরে দুখের পাথারে
পড়িল যে হেন গিয়া ॥ ১৩১

কহয়ে মুরারি শুন গৌরহরি
স্বতন্ত্র তুমি সর্বথা।

লোক বুঝাবারে করুনা প্রচারে
ভাবত বিরহ-ব্যথা ॥১৩২

তুমি যা করিবে নিজ-মন-মুখে
তাহে কি বলিব আনে।

তুমি সব জান কি কর বিধান
কি হয়ে জীবের প্রানে ॥ ১৩৩

মোরা সব জীব না জানি কি কব
কীট পিপীলিকা-হেন।

তুমি দয়া সিন্ধু সব লোক-বন্ধু
বুঝিয়া করহ যেন ॥ ১৩৪

এ বোল শুনিয়া পহুঁ সে হাসিয়া
সবারে করিলা কোলে।
প্রেম প্রকাশিয়া সবা সন্তোষিয়া
প্রবোধ-বচনে বোলে ॥ ১৩৫

শুন সব-জন কহিয়ে বচন
সন্দেহ না কর কেহো।
যথা তথা যাই তো সবার ঠাঁই
আছিয়ে জানিহ এহো ॥ ১৩৬

তবে বিশ্বম্ভর গেলা নিজ ঘর
সবারে বিদায় দিয়া।
সন্ন্যাস আশয়ে যতেক করয়ে
জননী না জানে ইহা ॥ ১৩৭

শচীর অন্তরে ধক্ ধক্ করে
সোয়াথ না পায় চিতে।
লোচন বলে হেন প্রেমার সাগর
কেমনে চাহে ছাড়িতে ॥ ১৩৮

দ্বাদশ অধ্যায়

শ্রীশচীমাতার বিলাপ

আহিরী রাগ দিশা।

আরে নিমাই নিমাই আমার না ছাড়িহ মোরে।
তোমা বহি কেহো নাহি সকল সংসারে ॥ ১
এইমনে অনুমানে জানাজানি কথা।
সন্ন্যাস করিবে পুত্র—শুনে শচী মাতা ॥ ২
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে মস্তক-উপর ॥
অচেতন হৈল শচী মূর্চ্ছিত অন্তর ॥ ৩
উন্মত্তী পাগলী শচী বেড়ায় চৌদিকে।
যারে দেখে তারে পুছে সব নবদ্বীপে ॥ ৪
নিশ্চয় জানিল—পুত্র করিব সন্ন্যাস ॥
বিশ্বম্ভরের কাজে গিয়া ছাড়য়ে নিশ্বাস ॥ ৫
তুমি মাত্র পুত্র মোর—দেহে এক আঁখি।
তোরে না দেখিলে সব অন্ধকার দেখি ॥ ৬
লোক মুখে শুনি বাছা করিবে সন্ন্যাস।
মোর মুণ্ডে ভাঙ্গি যেন পড়িল আকাশ ॥ ৭
একাকিনী অনাথিনী আর কেহো নাহি।
সকল পাসরি এক তোর মুখ চাহি ॥ ৮
নয়নের তারা মোর কুলের প্রদীপ।
তোমা পুত্রে ভাগ্যবতী বলে নবদ্বীপ ॥ ৯
না ঘুচাইহ আরে বাপ! মোর অহঙ্কার।
তুমি না থাকিলে সব হব ছারখার ॥ ১০
ভাগ্য করি মানে লোকে দেখি মোর মুখ ॥
এখন আমারে দেখি হইবে বিমুখ ॥ ১১
তুমি হেন পুত্র মোর এ সংসারে ধন্য।
তোমা না দেখিলে মোর সকলি অরণ্য ॥ ১২
দুঃখ দিয়া অভাগীরে ছাড়ি যাবে তুমি।
গঙ্গায় প্রবেশ করি মরি যাব আমি ॥ ১৩
এ হেন কোমল পায়ে কেমনে হাঁটিবে।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অন্ন কাহারে মাগিবে ॥ ১৪
ননীর পুতলী তনু রৌদ্রেতে মিলায়।
কেমনে সহিব ইহা এ দুখিনী মায় ॥ ১৫
হাপুতীর পুত মোর সোনার নিমাই।
আমারে ছাড়িয়া তুমি যাবে কোন ঠাঁই ॥ ১৬
বিষ খাইয়া মরি যাব তোর বিদ্যমানে।
তোমার সন্ন্যাস যেন না শুনিয়ে কানে ॥ ১৭

আমারে মারিয়া বাপু যাইবে বিদেশে।
আগুনি জ্বালিয়ে তাতে করিব প্রবেশে ॥১৮
সর্ব্বজীবে দয়া তোর—মোরে অকরুণ।
না জানি কি লাগি মোরে বিধাতা দারুন ॥১৯
রূপে গুনে শীলে পুত্র ত্রিজগতে ধন্য ॥
ভুবন-মোহন বেশ—কেশের লাবণ্য ॥২০
স্কন্দ বিলম্বিত কেশে মালতী বান্ধিয়া।
জুড়ায় পরান মোর সে বেশ দেখিয়া ॥২১
বয়স্য বেষ্টিত তুমি চলি যাও পথে।
দেখিয়া জুড়ায় হিয়া পুথি বাম হাতে ॥২২
কেমনে ছাড়িবা বাপু। নিজ সঙ্গিগন।
না করিয়ে তা-সভা-সহিত সঙ্কীর্ত্তন ॥২৩
সে হেন সুন্দর বেশে না নাচিবে আর।
যাহা দেখি মোহ পায় সকল সংসার ॥২৪
কেমনে বা জীবে তোর নিজ প্রিয় জন।
সবারে মারিয়া তোর সন্ন্যাস করন ॥২৫
আগে ত মরিব আমি—তবে বিষ্ণু প্রিয়া।
মরিব ভকত সব বুক বিদরিয়া ॥২৬
মুরারি মুকুন্দ দত্ত আরে শ্রীনিবাস।
অদ্বৈত—আচার্য্য গোসাঁই আর হরিদাস ॥২৭
নরহরি শ্রীরঘুনন্দন গদাধর ॥
শ্রীরামাদি বাসুদেব ঘোষ বক্রেশ্বর ২৮
মরিব ভকত সব না দেখিয়া তোমা।
এ সব বুঝিয়া বাপু চিত্তে দেহ ক্ষমা ॥২৯
পিতৃহীন পুত্র তুমি দিল দুই বিহা।
অপত্য সন্ততি কিছু না দেখিল ইহা ॥৩০
তরুন বয়সে নহে সন্ন্যাসের ধর্ম্ম।
গৃহস্থ আশ্রমে থাকি সাধ সব কর্ম ॥৩২
কাম ক্রোধ লোভ মোহ যৌবনে প্রবল।
সন্ন্যাস কেমনে তোর হইবে সফল ॥৩২
মনের নিবৃত্তি কলিযুগে নাহি হয়।
মনের চাঞ্চল্যে সন্ন্যাসের ধর্ম্ম ক্ষয় ॥৩৩
গৃহিজন মনঃ পাপে নাহি হয় বদ্ধ।
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম যায় মনোজ অশুদ্ধ ॥
এতেক বচন যদি শচী দেবী কৈল।
শুনিয়া প্রবোধ বানী মায়েরে কহিল ॥৩৫
নরহরি পাদপদ্ম শিরের ভূষণ।
গৌরাঙ্গ চরিত কহে এ দাস লোচন ॥৩৬

বরাড়ী রাগ

হেন অদভুত কথা শ্রবন মঙ্গল নামরে।
শুন গোরা শুন গাথা শচীর দুলাল চাঁদরে ॥ ৩৭
অস্তব্যস্ত নহ শুন আমার বচন।
মিছামিছি দুঃখচিত্তে কর কি কারন ॥ ৩৮
বারে বারে কহি তোরে নাহি অবধানে।
মিছামাত্র লোভ মোহ ক্রোধ অভিমানে ॥ ৩৯
কে তুমি তোমার পুত্র কেবা কার বাপ।
মিছা তোর মোর করি কর অনুতাপ ॥ ৪০
কি নারী পুরুষ কিবা কার পতি।
শ্রীকৃষ্ণ চরন বিনু নাহি আর গতি ॥ ৪১
সেই মাতা সেই পিতা সেই বন্ধুজন।
সেই হর্ত্তা সেই কর্ত্তা সেই মাত্র ধন ॥ ৪২
সেই সে কেবল গতি—কহিল এ তত্ত্ব।
তা বিনু সকল মিছা যতেক জগত ॥ ৪৩
বিষ্ণু মায়া বন্ধে সব সংসার-জড়িত।
নিজ-মদ অহঙ্কারে কেবল পীড়িত ॥ ৪৪
নিজ-ভাল বলি যেই যেই করে কর্ম্ম।
পরকালে-বন্দী করে সেই সব ধর্ম ॥ ৪৫

কর্ম-সুত্রে বন্দী হৈয়া বুলয়ে ভ্রমিয়া।
আপনা না জানে জীব কৃষ্ণ পাসরিয়া ॥ ৪৬
চতুর্দ্দশ লোক-মধ্যে মানুষের জন্ম।
দুর্ল্লভ করিয়া মানি—কহিল এমর্ম্ম ॥ ৪৭
বিষয়-বিপাক ইথি আছয়ে অপার।
ক্ষনেকে ভঙ্গুর এই অনিত্য সংসার ॥৪৮
তবহুঁ দুর্ল্লভ জানি মনুষ্য শরীর।
শ্রীকৃষ্ণ ভজয়ে যে মায়ায় হৈয়া স্থির ॥ ৪৯
শ্রীকৃষ্ণ-ভজন-সবে-মাত্র-এই দেহে।
মুক্ত বন্ধ-হয় যদি কৃষ্ণে করে লেহে ॥ ৫০
পুত্র স্নেহে কর মোরে যত বড় ভাব।
শ্রীকৃষ্ণ চরনে হৈলে কত হৈত লাভ ॥ ৫১
সংসারে আরতি করি-মরিবার তরে।
শ্রীকৃষ্ণে আরতি করি ভব তরিবারে ॥ ৫২
সেই সে পরম বন্ধু, সেই মাতা পিতা।
শ্রীকৃষ্ণ-চরনে যেই প্রেমভক্তি দাতা ।৫৩
কৃষ্ণের বিরহে মোর অন্তর কাতর।
চরনে পড়িয়া কহি বিনয় উত্তর ॥৫৪
বিস্তর পিরীতি মোরে করিয়াছ তুমি।
তোমার কৃপায় শুদ্ধ-চিত হই আমি ॥ ৫৬
আমার নিস্তার হয়—তোর পরিত্রান।
শ্রীকৃষ্ণ-চরন ভজ—ছাড় পুত্র-জ্ঞান ॥ ৫৭
সন্ন্যাস করিব কৃষ্ণ প্রেমার কারনে।
দেশে দেশে হৈতে আনি দিব প্রেমধনে ৫৮
আনের তনয় আনে রজত সুবর্ণ।
খাইলে-বিনাশ পায় নহে কোনো ধর্ম ॥ ৫৮
বড় দুখে ধন উপর্জ্জন করি আনে।
ধনই-যাউক কিবা মরুক আপনে ॥ ৫৯
আমি আনি দিব কৃষ্ণ প্রেম হেন ধন।
সকল সম্পদ সেই কৃষ্ণের চরন ॥ ৬০

ইহলোকে পরলোকে অবিনাশী প্রেমা।
আজ্ঞা দেহ—কেঁদো না মা! চিত্তে দেহ ক্ষমা ॥ ৬১
সকল জনমে পিতা মাতা সবে পায়।
কৃষ্ণ-গুরু নাহি মিলে—বুঝহ হিয়ায় ॥ ৬২
মনুষ্য জনমে সবে কৃষ্ণ—গুরু জানি।
সেই গুরু নাহি করে—পশু পক্ষী মানি ॥ ৬৩
এত শুনি শচী দেবী বিস্মিত-হিয়ায়।
বিশ্বম্ভর মুখপদ্ম এক দিঠে চায় ॥ ৬৪
চতুর্দ্দশ-লোক-নাথ-মায়া কৈল দূর।
সর্ব্ব জীবে দেখে শচী এক সমতুল ॥ ৬৫
সেইক্ষনে বিশ্বম্ভরে কৃষ্ণ-বুদ্ধি-হৈল।
আপন তনয় বলি মায়া দূরে গেল ॥ ৬৬
নব-মেঘ জিনি তনু শ্যামল চরন।
ত্রিভঙ্গ মুরলীধর সুপীত-বসন ॥ ৬৭
গোপ গোপী গোপালের সনে বৃন্দাবনে।
দেখিল আপন পুত্র—চকিত তখনে ॥৬৮
দেখি শচী চমৎকার হইলা অন্তরে।
পুলকে আকুল অঙ্গ কম্প কলেবরে ॥ ৬৯
স্নেহে নাহি ছাড়ে শচী আপন সম্বন্ধ।
কৃষ্ণ হৈয়া পুত্র হৈল ভাগ্যের নির্ব্বন্ধ ॥ ৭০
জগত-দুর্ল্লভ কৃষ্ণ আমার-তনয়।
কারু বশ নহে—মোর শক্ত্যে কিবা হয় ॥৭১
এত অনুমানি শচী কহিল বচন;
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি পুরুষ রতন ॥ ৭২
মোর ভাগ্যে এতদিন ছিলা মোর বশ।
এখনে আপন সুখে করহ সন্ন্যাস ॥ ৭৩
এক নিবেদন মোর আছে তোর ঠাঁয়।
এহেন সম্পদ মোর কি লাগিয়া যায় ॥৭৪
ইহা বলি সকরুন ভেল কণ্ঠস্বর।
সাত পাঁচ ধারা বহে নয়নের জল ॥ ৭৫

ফুকারি ফুকারি কান্দে শচী সুচরিতা ।
মায়ের কান্দনে প্রভু হেট কৈল মাথা ॥৭৬
পুনরপি মুখ তুলি কহে বিশ্বম্ভর ।
শুন গো জননি! তুমি আমার উত্তর ॥৭৭
যেদিন দেখিতে মোরে চাহ অনুরাগে ।
সেইক্ষনে তুমি আমা দেখিবারে পাবে ॥৭৮
এ বোল শুনিয়া শচী সম্বরে ক্রন্দন ।
ব্যথিত হৃদয়ে কহে এ দাস লোচন ॥৭৯

——

বরাড়ী রাগ ।ধূলাখেলা জাত ।
গৌরাঙ্গ হে কেনে বা নদীয়া আইলা ।
ও গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ হে ॥ধ্রু॥৮০
তবে দেবী শচীরানী কহে মন কাহিনী
হিয়া দুখে বিরস বদন ।
মুখে না নিঃসরে বানী দুনয়ানে ঝরে পানী
দেখি বিষ্ণুপ্রিয়া অচেতন ॥৮১
সুধাইতে নারে কথা অন্তরে মরম বেথা
লোক মুখে শুনি ঘানা ঘুনা ।
ইঙ্গিতে বুঝিল কাজ পড়িল অকালে বাজ
চেতনা হরিল সেই দীনা ॥৮২
বিষ্ণুপ্রিয়া মনে গনে প্রভু দিবা অবসানে
ঘরেরে আইলা হরষিতে ।
করিয়া ভোজন পান সুখে শয্যায় শয়ন
বিষ্ণুপ্রিয়া আইলা ত্বরিতে ॥৮৩
চরন কমল পাশে নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বৈসে
নেহারয়ে কাতর নয়ানে ।
হৃদয় উপরে থুইয়া বান্ধে ভুজলতা দিয়া
প্রিয়প্রাননাথের চরনে ॥৮৪

দুনয়নে বহে নীর ভিজিল হিয়ার চীর
চরন বহিয়া পড়ে ধারা ।
চেতন পাইয়া চিতে উঠে প্রভু আচম্বিতে
বিষ্ণুপ্রিয়ায় পুছে অভিপারা ॥৮৫
মোর প্রান প্রিয়া তুমি কান্দ কেন নাহি জানি
কহ প্রিয়ে! ইহার উত্তরে ।
থুইয়া উরুর পরে চিবুক দক্ষিন করে
পুছে কিছু মধুর অক্ষরে ॥৮৬
কান্দে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া বিদারিয়া যায় হিয়া
পুছিতে না কহে কিছু বানী ।
অন্তরে গুমরে প্রান দেহে নাহি সম্বিধান
নয়নে ঝরয়ে মাত্র পানী ॥৮৭
পুনঃ পুনঃ পুছে পঁহু সুমতি না দেই তভু
কান্দে মাএ চরনে ধরিয়া ।
প্রভু সর্ব্ব কলা জানে পুছে নানা বিধানে
অঙ্গ বাসে বয়ান মুছিয়া ॥৮৮
নানা অঙ্গ পরথাব করিয়া বাড়ায় ভাব
যে কথায় পাযান মুঞ্জরে ।
প্রভুর ব্যগ্রতা দেখি বিষ্ণুপ্রিয়া চন্দ্রমুখী
কহে কিছু গদগদ স্বরে ॥৮৯
কহ কহ প্রান নাথ মোর শিরে দিয়া হাত
সন্ন্যাস করিবে নাকি তুমি।
লোক মুখে শুনি ইহা বিদরিতে চাহে হিয়া
আগুনিতে প্রবেশিব আমি ॥৯০
তো লাগি জীবন ধন রূপ নব যৌবন
বেশ বিলাস ভাবকলা ।
তুমি যবে ছাড়ি যাবে কি কাজ এ ছাড় জীবে
হিয়া পোড়ে যেন বিষ জ্বালা ॥৯১

আমা হেন ভাগ্যবতী নাহি কোনো যুবতী
তুমি মোর প্রিয় প্রাননাথ।
বড় প্রতি আশা ছিল নিজ দেহ সমর্পিল
এ নব যৌবনে দিবা হাত ॥৯২
ধিক রহু মোর দেহে এক নিবেদিয়ে তোহে
কেমনে হাঁটিয়া যাবে পথে।
শিরীষ কুসুম যেন সুকোমল শ্রীচরন
ডর লাগে পরশিতে হাতে ॥ ৯৩
ভুমিতে দাঁড়াও যবে ডরে প্রান হালে তবে
সিঞ্চিয়া পড়য়ে সব সর্ব্বগায়।
অরণ্য কন্টক বনে কোথায় যাবে কোন খানে
কেমনে হাঁটিবে রাঙ্গা পায় ॥ ৯৪
সুধাময় মুখ ইন্দু তাতে ঘর্ম্ম বিন্দু বিন্দু
অলপ আয়াস মাত্রে দেখি।
বরিষা বাদল বেলা ক্ষনে বারিষম খরা
সন্ন্যাসে করয়ে মহাদুখী ॥ ৯৫
তোমার চরন বিনি আর কিছু নাহি জানি
আমারে ফেলাহ কার ঠায়।
ধর্ম্ম-ভয় নাহি তোরা মাতা বৃদ্ধ আধমরা
কেমনে ছাড়িবে হেন মায় ॥ ৯৬
মুরারি মুকুন্দ দত্ত হেন সব ভকত
শ্রীনিবাস আর হরিদাস।
অদ্বৈত আচার্য্য আদি ছাড়িয়া কি কার্য্য সাধি
কেনে তুমি করিবে সন্ন্যাস ॥ ৯৭
তুমি প্রভু গুনরাশি জগজনে হেন বাসি
বিপরীত চরিত আশয়।
তুমি যবে ছাড়ি যাবে শুনিলে মরিবে সবে
হবে সব অপযশময় ॥ ৯৮

কি কহিব মুই ছার মুই তোমায় সংসার
সন্ন্যাস করিবে মোর ডরে।
তোমার নিছনি লৈয়া মরি যাঙ বিষ খাইয়া
সুখে নিবসহ নিজ ঘরে ॥ ৯৯
না যাইও দেশান্তরে কেহো নাহি এ সংসারে
বদন চাহিতে পোড়ে হিয়া।
কহিতে না পারে কথা অন্তরে মরম ব্যথা
কান্দে মাত্র চরনে ধরিয়া ॥ ১০০
শুনি বিষ্ণুপ্রিয়া বানী তবে সেই গৌরমনি
হাসিয়া তুলিয়ানিল কোলে।
বসনে মুছায় মুখ করে নানা কৌতুক
মিছা না ভাবিহ দুঃখ-বোলে ॥ ১০১
আমি তোরে ছাড়িয়া সন্ন্যাস করিব গিয়া
এ কথা বা কে কহিল তোকে!
যে করি সে করি যবে তোমারে কহিব তবে
এখনে না মর মিছা শোকে ॥ ১০২
ইহা বলি গৌরহরি আশ্লেষ চুম্বন করি
নানারস কৌতুক বিথারে।
অনন্ত বিনোদ প্রেমা লীলা লাবন্যের সীমা
বিষ্ণুপ্রিয়া তুষিলা প্রকারে ॥ ১০৩
বিনোদ বিলাস রসে ভৈগেল রজনী শেষে
পুন কিছু পুছে বিষ্ণুপ্রিয়া।
হিয়ার আগুনি আছে তে কারনে পুনপুছে
প্রিয় প্রাননাথ মুখ চাইয়া ॥ ১০৪
প্রভু কর বুকে নিয়া পুছে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া
মিছা না কহিও মোর ডরে।
হেন অনুমান করি যত কহ সে চাতুরী
পলাইবে মোর অগোচরে ॥

তুমি নিজ বশ প্রভু পরবশ নহ কভু
যে করিবে আপনার সুখে।
সন্ন্যাস করিবে তুমি কি বলিতে পারি আমি
নিশ্চয় করিয়া কহ মোকে ॥১০৬
এ বোল শুনিয়া পঁহু মুচকি হাসিয়া লহু
কহে শুন মোর প্রানপ্রিয়া।
কিছু না করিহ চিতে যে কহিয়ে তোর হিতে
সাবধানে শুন মন দিয়া ১০৭
জগতে যতেক দেখ মিছা করি সব লেখ
সত্য এক সবে ভগবান্।
সত্য আর বৈষ্ণব তা বিনে যতেক সব
মিছা করি করহ গেয়ান ॥১০৮
মিছা সুত পতি নারী পিতামাতা আদি করি
পরিনামে কেবা বা কাহার।
শ্রীকৃষ্ণ চরন বহি আর ত কুটুম্ব নাহি
যত দেখ—সব মায়া তার ॥১০৯
কি নারী পুরুষ দেখ আত্মা সবার এক
মিছা মায়া বন্ধে ভাবে দুই।
শ্রীকৃষ্ণ সবার পতি আর সব প্রকৃতি
এই কথা না বুঝয়ে কোই ॥ ১১০
রক্ত-রেতঃ-সম্মিলনে জন্ম বিষ্ঠা মূত্র স্থানে
ভূমে পড়ি হয়ে অগেয়ান।
বাল যুবাবৃদ্ধ হৈয়া নানা দুঃখ কষ্ট পাইয়া
দেহে গেহে করে অভিমান ॥১১১
বন্ধু করি যারে পালি তারা সব দেই গালি
অভিমানে বৃদ্ধ কাল বঞ্চে।
শ্রবন নয়াম অান্ধে বিষাদ ভাবিয়া কান্দে
তবু নাহি ভজয়ে গোবিন্দে ॥১১২
কৃষ্ণ ভজিবার তরে দেহ ধরি এ সংসারে
মায়া-বন্ধে পাসরি আপনা।
অহঙ্কারে মত্ত হৈয়া নিজ প্রভু পাসরিয়া
শেষে পাই নরক যন্ত্রনা ॥১১৩
তোর নাম বিষ্ণুপ্রিয়া সার্থক করহ ইহা
মিছা শোক না করহ চিতে।
এ তোরে কহিলুঁ কথা দূর কর আন চিন্তা
মন দেহ কৃষ্ণের চরিতে ॥১১৪
আপনে ইশ্বর হৈয়া দূর করে নিজ মায়া
বিষ্ণু প্রিয়া পরসন্ন চিত।
দূরে গেল দুঃখ শোক আনন্দে ভরল বুক
চতুর্ভুজ দেখে আচম্বিত ॥১১৫
তবে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া চতুর্ভুজ দেখিয়া
পতি বুদ্ধি নাহি ছাড়ে তভু।
পড়িয়া চরন তলে কাকুতি মিনতি করে
এক নিবেদন শুন প্রভু ॥১১৬
মো অতি অধম ছার জনমিল এ সংসার
তুমি মোর প্রিয় প্রানপতি।
এ হেন সম্পদ মোর দাসী হৈয়াছিলুঁ তোর
কি লাগিয়া ভেল অধোগতি ॥১১৭
ইহা বলি বিষ্ণুপ্রিয়া কান্দে উতরোলী হৈয়া
অধিক বাঢ়ল পরমাদ।
প্রিয়জন-আর্ত্তি দেখি ছলছল করে আঁখি
কোলে করি করিলা প্রসাদ ॥১১৮
শুন দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া তোমারে কহিল ইহা
যখনে যে তুমি মনে কর।
আমি যথা তথা যাই আছিয়ে তোমার ঠাঁই
এই সত্য কহিনাম দঢ় ॥১১৯
প্রভু আজ্ঞাবানী বিষ্ণুপ্রিয়া মনে গুনি
স্বতন্ত্র ইশ্বর এই প্রভু।

নিজ সুখ করে কাজ কেদিবে তাহাতে বাধ
প্রত্যুত্তর না দিলেন তভু ॥১২০
বিষ্ণুপ্রিয়া হেটমুখী ছলছল করে আঁখি
দেখি প্রভু সরস সম্ভাষে।
প্রভু আচরন কথা শুনিতে লাগয়ে ব্যথা
শুন গায় এ লোচন দাসে ॥১২১

বরাড়ী রাগ।

মোর প্রান আরে দ্বিজ চাঁদ নার হয় ॥মূর্চ্ছা।
মদনমোহন গোরা রূপের মাধুরী।
সদাই জাগিছে রূপের বালাই লৈয়া মরি।ধ্রু ॥১২২
এই মনে অনুমানে দিন রাত্রি যায়।
আগুনি জ্বালিল সভার হিয়ায় ॥১২৩
সকল ভকতগন একত্র হইয়া।
গোরা-গুন গাথা কহি মরয়ে কান্দিয়া ॥১২৪
শচী বিষ্ণুপ্রিয়া দোঁহে কান্দে দিবানিশি।
দশদিক অন্ধকার—শূন্য হেন বাসি ॥১২৫
পুরজন পরিজন সোয়থে না পায়।
ছটফট করি সবে নগরে বেড়ায় ॥১২৬
হেনই সময়ে শ্রীনিবাস দ্বিজ রায়।
কাতর হৃদয়ে কিছু প্রভুরে সুধায় ॥১২৭
এক নিবেদন আছে কহিতে ডরাও।
আজ্ঞা পাইলে প্রভু সঙ্গে মো চলি যাও ॥১২৮
আর যেবা পারে সেহ সঙ্গে চলি যাউ।
তোমা না দেখিলে কেহো না রাখিবে জীউ ॥১২৯
আগে ত মরিব আমি—শুন বিশ্বম্ভর।
আপন অন্তর কথা করিল গোচর ॥১৩০
এ বোল শুনিয়া পহুঁ লহু লহু হাস।
যে কিছু কহিয়ে তাহা শুন শ্রীনিবাস ॥১৩১
আমার বিচ্ছেদ লাগি না পাও তরাস।
কভু না ছাড়িব আমি তোমা সবার পাশ ॥১৩২
বিশেষে তোমার ঘরে কৃষ্ণের মন্দিরে।
নিরন্তর আছি আমি প্রান কর স্থিরে ॥১৩৩
প্রবোধ বচন বলি তুষিল তাহারে।
মুরারি গুপ্তের ঘরে গেলা সন্ধ্যাকালে ॥১৩৪
হরিদাস সঙ্গে করি মুরারি মন্দিরে।
নিভৃতে কহয়ে কিছু দেবতার ঘরে ॥১৩৫
শুনহ মুরারি তুমি আমার বচন।
মোর প্রান প্রিয় তুকি—কহিতে কারন ॥১৩৬
কহিব উত্তম কথা—শুন সাবধানে।
উপদেশ কহি তোর হিতের কারনে ॥১৩৭
অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঁই ত্রিজগতে ধন্য।
তাহার অধিক বন্ধু নাহি মোর অন্য ॥১৩৮
আপনে ইশ্বর অংশ—অখিলের গুরু।
যে চাহে আপনা হিত তার সেবা করু ॥১৩৯
জগতের হিত কর্ত্তা বৈষ্ণবের রাজা।
পরম ভকতি করি করু তার পূজা ॥১৪০
তার দেহ পূজা পাইলে কৃষ্ণ পূজা পায়।
নিভৃতে কহিল তোরে—রাখিবে হিয়ায় ॥১৪১
আনি আর গদাধর পণ্ডিত গোঁসাই।
নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত শ্রীবাস রামাই ॥১৪২
জানিবে আমার দেহ এ সব সহিতে।
অন্তর কহিল তোরে রাখিবে হিয়াতে ॥১৪৩
এ বোল শুনিয়া সে মুরারি বৈদ্যরাজ।
অন্তরে জানিল প্রভুর অন্তরের কাজ ॥১৪৪
কান্দিতে কান্দিতে প্রভুর পড়িল চরনে।
নিশ্চয় জানিলা প্রভুর সন্ন্যাস করনে ॥১৪৫

হরিদাস করয়ে চরনে নমস্কার।
আত্মসমর্পন করে বিনয় অপার ॥১৪৬
মুরারি কান্দনা প্রভু শুনিতে কাতর।
আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া চলিলা নিজ ঘর ॥১৪৭
মুরারিকে প্রবোধ করিলা এই বানী।
তোমার নিকটে নিরন্তর আছি আমি ॥১৪৮
সন্ন্যাস করিব তার আছয়ে বিলম্ব।
পরিনামে যে কহিল—অই অবলম্ব ॥১৪৯
এ বোল বলিয়া প্রভু নিজ ঘরে যায়।
কাতর অন্তরে কথা এ লোচন গায় ॥১৫০

——

করুন শ্রী রাগ
ওকি আরে হয় হয়।
যে প্রভুর স্মরনে হয দুঃখ-বিমোচন
কি আরে আরে হয় ॥ মূর্চ্ছা ॥
ছেড়ে গেলে মরি যাব গৌরাঙ্গ রে।
কার মুখ চাইয়া রব গৌরাঙ্গ রে ॥ ধ্রু ॥১৫১
রজনী বঞ্চয়ে প্রভু আনন্দ-হিয়ায়।
আছিল-অধিক করি পিরীতি বাড়ায় ॥ ১৫২
মায়েরে সন্তোষ করে হৃদয় জানিয়া।
যে কথায় থাকয়ে অন্তর সুস্থ-হৈয়া ॥ ১৫৩
পুরজনে পরিজনে যাহে যে উচিত।
এইমনে সবাকারে করয়ে পিরীত ॥ ১৫৪
বৈরাগ্য-আবেশ প্রভু পরিত্যাগ করি।
ঘরে ঘরে নিজ-প্রেম পরকাশ করি ॥ ১৫৫
কারু ঘরে হাস্য-পরিহাস-কথা কহে।
যার যেন হিয়া তেনমতে সবে মোহে ॥ ১৫৬
আছিলা গুপত বেশে যারা সঙ্গে যাইতে।
মায়ার প্রভাবে তারা আইলা ঘরেতে ॥ ১৫৭
নানা আভরন পরে শ্রীঅঙ্গে চন্দন।
হাস বিলাস রসময় অনুক্ষান ॥ ১৫৮
সব লোক জানিলেক—নহিব সন্ন্যাস।
স্বচ্ছন্দ হইল সব লোক নিজ-দাস ॥ ১৫৯
শয়ন মন্দির প্রভু শয়ন করিলা।
তাম্বুল-স্তবক-করে বিষ্ণুপ্রিয়া আইলা ॥ ১৬০
হাসিয়া সম্ভাষে প্রভু—আইস আইস বোলে
পরম-পিরীতি করি বসাইল কোলে।
বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভু-অঙ্গে চন্দন লেপিল ॥১৬১
অগুরু কস্তুরী গন্ধে তিলক রচিল।
দিব্য মালতীর মালা দিল গোরা-অঙ্গে।
শ্রীমুখ—তাম্বুল তুলি দিল নবো-রঙ্গে ॥ ১৬৩
তবে মহাপ্রভু সে রসিক-শিরোমনি।
বিষ্ণুপ্রিয়া-অঙ্গে বেশ করেন আপনি ॥১৬৪
দীর্ঘ কেশ কামের চামর জিনি আভা।
কবরী বান্ধিয়া দিল মালতীর গাভা ॥ ১৬৫
মেঘ-বন্ধ হৈল যেন চাঁদের কলাতে।
কিবা উগারিয়া গিলে না পারি বুঝিতে ॥ ১৬৬
সুন্দর ললাটে দিল সিন্দুরের-বিন্দু।
দিবাকর-কোলে যেন রহিয়াছে-ইন্দু ॥ ১৬৭
সিন্দুরের চৌদিকে চন্দন-বিন্দু আর।
শশি-কোলে সূর্য্য যেন ধায় দেখিবার ॥ ১৬৮
খঞ্জন-নয়নে দিল অঞ্জনের রেখ।
ভুরু-কাম-কামানের গুন করিলেক ॥ ১৬৯
অগুরু কস্তুরী গন্ধ কুচোপরি লেপে।
দিব্য বস্ত্রে রচিল কাঁচুলি পরাতেকে ॥ ১৭০
নানা অলঙ্কারে অঙ্গ ভুষিল তাহার।
তাম্বুল হাসির সঙ্গে বিহরে অপার ॥ ১৭১

ত্রৈলোক্য অদ্ভুত রূপ-নিরীখে বদন।
অধর-বান্ধুলী-সাধে করয়ে চুম্বন ॥ ১৭২
ক্ষনে ভুজ-লতা বেঢ়ি আলিঙ্গন করে।
নব কমলিনী যেন করিবর কোরে। ১৭৩
নানা রস বিথারয়ে বিনোদ-নাগর।
আছুক আনের কাজ কাম-অগোচর ॥ ১৭৪
সুমেরুর কোলে যেন বিজুরী প্রকাশ।
মদন মুগধে দেখি রতির বিলাস ॥ ১৭৫
হৃদয় উপরে থোয় না ছোঁয়ায় শয্যা।
পাশ পলটিতে নারে দোঁহে একমজ্জা ॥ ১৭৬
বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঙায়।
রস অবসাদে দোঁহে সুখে নিদ্রা যায় ॥ ১৭৭
রজনীর শেষে প্রভু উঠিলা সত্বর।
বিষ্ণুপ্রিয়া নিদ্রা যায় অতি ঘোরতর ॥ ১৭৮
বৈরাগ্য-সময়ে প্রেমা উভারে-অধিক।
সন্ন্যাস করিব বলি উনমিত চিত ॥ ১৭৯
এ সময়ে বিথারয়ে রঙ্গরস ভাব।
ইহার কারন কিছু শুন লাভা লাভ ॥ ১৮০
যে জন যেমনে ভজে—তারে তেন প্রভু।
ভজন-অধিক ন্যূন না করয়ে কভু ॥১৮১
তাহাতে বিশেষ আছে অধিকারী ভেদ।
অমায়া সমায়া ভক্তি সবেদ নির্ব্বেদ ॥১৮২
ভক্তি বিনু কৃষ্ণ ভজিবারে নারে কেহ।
অমায়া নিশ্চলা প্রেমভক্তি হয় সেহো ॥১৮৩
বিনি অনুরাগে প্রেমভক্তি হয় যবে।
কৃষ্ণে বন্দী করিবারে নারে কেহো তবে ॥১৮৪
ঐছন ঠাকুর গৌর করুনার সিন্ধু।
অনুরাগে প্রেমার ভিখারী দীনবন্ধু ॥১৮৫
করুনায় প্রকাশয়ে নিজ অনুরাগ।
বিচ্ছেদ হৃদয়ে যেন বাঢ়ে তার ভাব ॥১৮৬
ভাব সঙ্গে যে জন দেখয়ে মোর অঙ্গ।
তার সহ মোর ভাব কভু নহে ভঙ্গ ॥১৮৭
এ হেন করুনানিধি আর আছে কে।
আপনা বান্ধিতে প্রেম অনুরাগে দে॥১৮৮
এই সে কারনে বিষ্ণুপ্রিয়াকে প্রসাদ।
ইহা জানি মনে কেহো না কর প্রমাদ ॥১৮৯
এ প্রেম ভকতি প্রভু করিব প্রকাশ।
আনন্দ হৃদয়ে কহে এ লোচন দাস ॥১৯০

ত্রয়োদশ অধ্যায়

গৃহত্যাগ।

করুন শ্রী রাগ।

প্রভু রে গোরা রে আরে হয়।
গোরাচাঁদ নারে হয় ॥মূর্চ্ছা॥ ১

এমন কেনে হলে গৌরাঙ্গ! এমন কেন হলে।
নট বর বেশ গোরা কি লাগি ছাড়িলে। ২
সুরধনী তীরে নিমাই তিলেক দাঁড়াও।
চাঁদ মুখ নিরখিয়ে তবে ছাড়ি যাও ॥ ৩
এক বোল বলি নিমাই! যদি তুমি রাখ!
সন্ন্যাসেরে কাজ নাই—ঘরে বসি থাক ॥ ৪
সন্ন্যাসী না হও নিমাই বৈরাগী না হও।
অভাগী মায়েরে নিমাই ছাড়িয়া না যাও ॥৫
মায়ে ডাকে রহ গৌরাঙ্গ ও গৌরাঙ্গ রে।
মায়ে না ছাড়িয়া যাও ও গৌরাঙ্গ রে ॥ ধ্রু ॥
প্রাতঃ কালে উঠি প্রভু প্রাতঃক্রিয়া করি।

সন্ন্যাস করিব —দঢ়াইল গৌরহরি ॥ ৭
কাঞ্চন নগরে আছে ভারতী গোসাঁই।
সন্ন্যাস করিব তথা পণ্ডিত নিমাই ॥ ৮
একান্ত করিয়া মনে কৈল বিশ্বম্ভর।
যাত্রা কালে লৈল দক্ষিন নাসার স্বর ॥ ৯
চলিলা সে মহাপ্রভু গঙ্গার সমীপে।
গঙ্গা সন্তরনে গেলা ছাড়ি নবদ্বীপে ॥১০
গঙ্গা নমস্করি নবদ্বীপ ছাড়ি যায়।
বজর পড়িল যেন সবার মাথায় ॥ ১১
কিবা দিন মাঝে রবি যেন লুকাইল।
সরোবর ছাড়ি হংসগন কোথা গেল ॥ ১২
কিবা দেহ ছাড়ি প্রান গেল আচম্বিতে।
ভ্রমরা ছাড়িল যেন পদ্মের পিরীতে ॥ ১৩
বিচ্ছেদে বিয়োগময় হৈল নবদ্বীপে।
শোকের পর্ব্বত যেন সবাকারে চাপে ॥ ১৪
পরিজনে পুরজন শচী বিষ্ণুপ্রিয়া।
মূর্চ্ছিত হইয়া কান্দে অঙ্গ আছারিয়া ॥ ১৫
শচী দেবী কান্দে কোলে করি বিষ্ণুপ্রিয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া মরা যেন রহিল পড়িয়া ॥ ১৬
দেহমাত্র আছে—প্রান গেলত ছাড়িয়া।
শচী বিষ্ণুপ্রিয়া কান্দে ভুমি লোটাইয়া ॥ ১৭
শচী দেবী কান্দে—ডাকে নিমাই বলিয়া।
অগুনি পোড়য়ে যেন ধক ধক হিয়া ॥ ১৮
শূন্য হৈল দশদিক অন্ধকার ময়।
কেমনে বঞ্চিব মুই ঘর ঘোর ময় ॥ ১৯
গিলিবারে আইসে মোরে এ ঘর করন।
বিষ যেন লাগে ইষ্ট কুটুম্ব বচন ॥ ২০
মা বলিয়া মোরে আর না ডাকিবে কেহো।
আমারে নাহিক মম—পাসরিল সেহো ॥২১
কিবা দুঃখ পাই—পুত্র ছাড়িল আমারে।
হাপুতি করিয়া মোরে গেলা কোথাকারে ॥২২
হায় রে হায় রে নিমাই নিদারুন হৈয়া।
কোন দেশে গেলে বাছা—কেদিবে আনিয়া ॥২৩
বুক ফাটে বাপ! মোর সোঙরি মাধুরি।
মা বলিয়া আর না ডাকিবা গৌরহরি ॥ ২৪
অনাথিনী করিয়া কোথায় গেলে বাপ।
মনে ছিল—জননীরে দিবে তুমি তাপ ॥ ২৫
পড়িয়া শুনিয়া পুত্র ইহাই শিখিলা।
অনথিনী অভাগিনী মায়েরে করিলা ॥ ২৬
বিষ্ণুপ্রিয়া এড়ি বাপ! কোথা পলাইলা।
ভকত সবার প্রেম কিছু না গনিলা ॥ ২৭
বিষ্ণুপ্রিয়া কান্দে—হিয়া নাহিক সম্বিত ॥ ২৭
ক্ষনে উঠে ক্ষনে পড়ে— উনমত চিত ॥২৮
বসন না দেয় গায়ে—না বান্ধয়ে চুলি।
হাকান্দ কান্দনা কান্দে উন্মত্ত পাগলী ॥ ২৯
প্রভুর অঙ্গের মালা হৃদয়ে করিয়া।
জ্বালত আগুনি তাহে মরিব পুড়িয়া ॥ ৩০
গুন বিনাইতে নারে—মরয়ে মরমে।
সবে এক বোল বলে—এই ছিল করমে ॥ ৩১
অমিয়া অধিক প্রভু তোর যত গুন।
এখনে সকল সে হৈ গেল আগুন ॥ ৩২
রহস্য বিনোদ কথা কহিবারে নারে।
হিয়ার পোড়নে কান্দে অতি আর্ত্তস্বরে ॥৩৩
চৌদিকে ভকত মরে অন্তর যন্ত্রনা।
কি কহিব সম্বরিতে না পারে আপনা ॥ ৩৪
অনেক শকতি সবে বলে ধীরে ধীরে।
কি দিব প্রবোধ তোরে—মন কর স্থিরে ॥ ৩৫
যে দেখিলে যে শুনিলে এত কাল ধরি।
প্রান স্থির কর সেই সব মনে করি ॥ ৩৬
কি জানহ—ভগবান্ কার আপনার।
শুনিয়াছ যত যত পূর্ব্ব অবতার ॥৩৭

লোক-বেদ-অগোচর চরিত্র তাহার !
বড় ভাগ্যে নাম ধরে সম্বন্ধ তোমার ॥ ৩৮
যারে যেই আজ্ঞা কৈলা—থাক-সেইমতে।
সেই আজ্ঞা পালন করহ দৃঢ়-চিতে ॥ ৩৯
এতেক বচন যবে বৈল ভক্তগন।
শুনিয়া কাতর-হিয়া সম্বরে-ক্রন্দন ॥ ৪০
তবে নিতানন্দ লৈয়া যত ভক্তগন।
যুক্তি করে—কোথা গেলে পাব দরশন ॥ ৪১
কেহো বলে—যত্ততীর্থ করিব গমন।
যথা গেলে গোরাচাঁদের পাব দরশন ॥ ৪২
কেহো বলে—বৃন্দাবন যাব বারানসী।
নীলাচলে যাব যথা থাকয়ে সন্ন্যাসী ॥ ৪৩
কাঞ্চন-নগরে আছে ভারতী-গোসাঁই।
সন্ন্যাস করিবে তথা পণ্ডিত নিমাই ॥ ৪৪
এই বাক্য কভু প্রভুর মুখে শুনিয়াছি।
সত্য করি এই বাক্য দৃঢ় নাহি বুঝি ॥৪৫
মিথ্যা বাক্যে সব লোক যাইব তথারে।
আগে আমি তত্ত্ব জানি কহিব সবারে ॥ ৪৬
ধীর ভক্ত জন কত দেহ মোর সঙ্গে।
ধরিয়া আনিব মোর প্রভু সে গৌরাঙ্গে ॥ ৪৭
তবে সব ভক্তগন মনে অনুমানে।
মুখ্য মুখ্য জন কত দিল তাঁর সনে ॥ ৪৮
শ্রীচন্দ্র শেখরাচার্য্য পণ্ডিত দামোদর।
বক্রেশ্বর আদি করি চলিলা সত্বর ॥ ৪৯
এই সবা লৈয়া নিত্যানন্দ চলি যায়।
প্রবোধিয়া শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয় ॥ ৫০
এথা গৌরহরি শীঘ্র চলিলা সত্বর।
কোটি কুঞ্জর মত্ত গমন সুন্দর ॥ ৫১
ঝরঝর নয়নে ঝরয়ে প্রেমধারা।
পুলকে আকুল অঙ্গ সোনার কিশোরা ॥ ৫২
উর্দ্ধবাস কেশ প্রভু করিয়া বন্ধন।
মথুরার মল্ল যেন করিছে গমন ॥৫৩
রাধার বিরহ ভাবে হইয়া আকুল।
বলে কোথা রাধা মোর কোথায় গোকুল ॥৫৪
সে গমন ক্ষনে ক্ষনে মন্থর হইয়া।
মালসাট মারে ক্ষনে চৌদিকে চাহিয়া ॥
এইমত প্রেমাবেশে চলি যায় পথে।
অখিলের গুরু মোর প্রভু জগন্নাথে ॥৫৬
কাঞ্চন নগরে আইলা প্রভু বিশ্বম্ভর।
যথা আছে কেশব ভারতী ন্যাসিবর ॥৫৭
পরম ভকতি করি পরনাম করে।
সম্ভ্রমে উঠিয়া ন্যাসী নারায়ন স্মরে ॥৫৭
বড় ভাগ্যে মানি দোঁহে সরস সম্ভাষ।
বিশ্বম্ভর বলে—মোরে করাহ সন্ন্যাস ॥৫৯
এই মনে দুইজনে আছে—সেই কালে।
নিত্যানন্দ আইলা চন্দ্রশেখরাদি মেলে ॥৬০
সন্ন্যাসীরে নমস্করি প্রভু নমস্করে।
হাসিয়া কহয়ে প্রভু—ভাল হৈল আইলে ॥৬১
তোর আগমনে মোর সকল মঙ্গল।
সন্ন্যাস করিব—হবে জনম সফল ॥৬২
এ বোল বলিয়া প্রভু ভারতী সম্ভাষে।
প্রনতি মিনতি করে সন্ন্যাসের আশে ॥৬৩
ভারতী কহয়ে—শুন শুন বিশ্বম্ভর !
তোমারে সন্ন্যাস দিতে কাঁপয়ে অন্তর ॥৬৪
এ হেন সুন্দর তনু—তরুন বয়েস।
জনম অবধি নাহি জান দুঃখ ক্লেশ ॥৬৫
অপত্য সন্ততি নাহি হয়ে ত তোমার।
তোমারে সন্ন্যাস দিতে না হয় আমার ॥
পঞ্চাশের উর্দ্ধ হৈলে রাগের নিবৃত্তি।
তবে সে সন্ন্যাস দিতে হয় ভাল যুক্তি ॥৬৭

এ বোল শুনিয়া প্রভু কহে লহু বানী ।
তোমার সাক্ষাতে আমি কি বলিতে জানি ॥৬৮
মায়া না করিহ মোরে শুন ন্যাসিমনি ।
ধর্ম্মাধর্ম্ম তত্ত্ব কেবা জানে তোমা বিনি ॥৬৯
সন্ন্যারে দুর্ল্লভ এই মানুষের জন্ম ।
তাহাতে দুর্ল্লভ কৃষ্ণভক্তি পর-ধর্ম্ম ॥৭৪
বড়ই দুর্ল্লভ তাহে ভক্তজন সঙ্গ ।
মানুষের দেহ সে তিলেকে হয় ভঙ্গ ॥৭১
বিলম্ব করিতে এই দেহ যদি যাবে ।
তবে আর বৈষ্ণবের সঙ্গ কবে হবে ॥৭২
মায়া না করিহ মোরে করাহ সন্ন্যাস ।
তোর পরসাদে মুই হও কৃষ্ণদাস ॥৭৩
ইহা বলি করুন অরুন দুনয়ান ।
ছলছল করে আঁখি কাতর বয়ান ॥৭৪
হুঙ্কার গর্জ্জন সিংহ জিনি পরাক্রম ।
ভাবময় সব দেহ অতি সুলক্ষন ॥৭৫
হরি হরি বলি ডাকে মেঘের গর্জ্জনে ।
অবিরাম প্রেমবারি ঝরে দুনয়ানে ॥৭৬
ত্রিভঙ্গ হইয়া বংশী বংশী বলি ডাকে ।
ক্ষনে রাস-মণ্ডলী বলিয়া অঙ্গ ঝাঁকে ॥৭৭
গোবর্দ্ধন রাধাকুণ্ড বলি হাসে কান্দে ।
চমৎকার হৈল ন্যাসী অন্তরেতে চিন্তে ॥৭৮
বুঝিয়া অন্তরে কিছু বলে ন্যাসিরাজ ।
মরম জানিল—মোর ভাল নহে কাজ ॥৭৯
জগতের গুরু এই জগতের নাথ ।
গুরু বলি আমারে করিবে জোড় হাত ॥৮০
এত অনুমানি ন্যাসী কহিল উত্তর ।
সন্ন্যাস করিবে যদি যাহ নিজ ঘর ॥৮১
সাক্ষাতে জননী ঠাঁই লইবে বিদায় ।
তোর পত্নী সুচরিতা যাবে তার ঠাঁয় ॥৮২

সাক্ষাতে সবায় ঠাঁই বিদায় হইয়া ।
আসিবে আমার ঠাঁই সবা বুঝাইয়া ॥৮৩
মনে আছে গোরাচাঁদে করিয়া বিদায় ।
আসন ছাড়িয়া আমি যাব অন্যঠাঁয় ॥৮৪
অন্তর্যামী ভগবান্ এ মন জানিয়া ।
পালিব তোমার আজ্ঞা—বলিল হাসিয়া ॥৮৫
চলিলেন মহাপ্রভু নবদ্বীপ পুরে ।
দেখিয়া ভাবিল ন্যাসীআপন অন্তরে ॥ ৮৬
যাঁর লোম কূপে ব্রহ্মাণ্ডের গন বৈসে ।
তাঁরে পলাইয়া আমি যাব কোন দেশে ॥ ৮৭
ভ্রান্তমতি আমি কিছু দেখিয়া না দেখি ।
সবার জীবন এই—সর্ব্বজন—সখী ॥ ৮৮
ইহা ভাবি সন্ন্যাসী ডাকিয়া গৌরহরি ।
বলিতে লগিলা কিছু অনুনয় করি ॥ ৮৯
আর এক বোল যদি—শুন বিশ্বম্ভর ।
তোমারে সন্ন্যাস দিতে বড় লাগে ডর ৯০
তুমি জগতের গুরু—কে গুরু তোমার ।
মিছা বিড়ম্বনা কেনে করহ আমার ॥ ৯১
এ বোল শুনিয়া কান্দে বিশ্বম্ভর রায় ।
আরতি করিয়া ধরে সন্ন্যাসীর পায় ॥ ৯৮
প্রনত জনেরে কেনে বল দুর্ব্বচন ।
মারিলেও নাহি ছাড়ি তোমার চরন ॥৯৩
মোরে যত বল—মোর বুঝিবারে মন ।
এক নিবেদন আছে—শুনহ বচন ॥ ৯৪
একদিন রাত্রি শেষে দেখিলুঁ স্বপন ।
সন্ন্যাসের মন্ত্র মোরে কহিল ব্রাহ্মন ॥৯৫
দেখ দেখি এই বটে হয় কিবা নয় ।
ইহা বলি ভারতীর কর্ণে মন্ত্র কয় ॥ ৯৬
এইমতে সন্ন্যাসীর কর্ণে কহি মন্ত্র ।
প্রকারে হইলা গুরু আপনি স্বতন্ত্র ॥ ৯৭

মন্ত্র শুনি স্যাসিবর হৈলা প্রেমময়।
কম্প পুলকিত অশ্রু রাধাকৃষ্ণ কয় ॥ ৯৮
বৃন্দাবন যমুনা ফ্‌কারে ঘনে ঘন।
বুঝিল —এই সে কৃষ্ণ শচীর নন্দন ॥ ৯৯
ইহারে পিরীতি—সেই ভাগ্য সর্ব্বোত্তম।
কৃষ্ণে প্রীতিহীন ধর্ম্ম হয়ে ত অধম ॥ ১১০
বুঝিন সকল কাজ ভারতী গোসাঁই।
সন্ন্যাস করাব তোরে শুনহ নিমাই ॥ ১০১
এ বোল শুনিয়া প্রভু নাচয়ে আনন্দে।
হরি হরি বোলয়ে গম্ভীর মেঘনাদে ॥ ১২১
গৌর শরীরে ভেল পুলক সারি সারি।
আমিয়া পসারে যেন অঙ্গের মাধুরী ॥ ১০৩
অরুন নয়ানে জল ঝরে অনিবার।
দেখিয়া সকল লোক করে হাহাকার ॥ ১০৪
নবদ্বীপ হৈতে গদাধর নরহরি।
আসিয়া মিলিলা তারা বলি হরি হরি ॥ ১০৫
দণ্ডবত প্রনতি করিল বহুতর।
হাসিয়া করিলা কোলে শচীর কোঙর।
প্রভু কহে—ভাল হৈল তোমরা আইলা।
কৃষ্ণ অনুগ্রহ হেতু তোময়া মিলিলা ॥ ১০৭
আদ্যোপান্ত তোরা দুই সঙ্গী মোর সঙ্গে।
তোদের দেখিয়া চিত্তে হয় বড় রঙ্গে ॥ ১০৮
গৌর মুখ দেখি কান্দে দুই মহাশয়।
ডাহিন বামেতে দোঁহে নিশ্চল রহয় ॥ ১০৯
কাঞ্চন নগরের লোক দেখিবারে ধায়।
যে দেখয়ে তার হিয়া নয়ান জুড়ায় ॥১১০
কিবা বৃদ্ধ কিবা অন্ধ কি নারী পুরুষ।
কিবা সে পণ্ডিত জন কি গণ্ড মূরুখ ॥ ১১১
শিশুগন ধায় আর কুলের যুবতী।
নিজ ছায়া নাহি দেখে হেন রূপবতী ॥১১২

কাঁখে কুম্ভ করি কোহো দাঁড়াইয়া চায়।
নড়িতে না পারে কেহো—লড়ি ধরি ধায় ॥১১৩
কি পঙ্গু আতুব কিবা গর্ভবতী নারী।
শ্রীঅঙ্গ দেখিয়া সন্ন্যাসীরে পাড়ে গালি ॥ ১১৪
এমন বালকে কেহো করায়ে সন্ন্যাস।
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে—লোকে উপহাস ॥ ১১৫
কঠিন অন্তর ইহার দয়াহীন জন।
নগরে না রাখি ইহায়—কহিল কথন ॥ ১১৬
সন্ন্যাসীরে সবে নিন্দা করে বার বার।
গোরা মুখ দেখি সবায় আনন্দ অপার ॥ ১১৭
ধন্য ধন্য করি লোক বাখানয়ে রূপ।
এতকালে দেখিল এ অতি অপরূপ ॥১১৮
ধন্য ধন্য জননী ধরিল পুত্র গর্ভে।
দেবকী সমান সেই—শুনিয়াছি পূর্ব্বে ॥১১৯
কোন ভাগ্যবতী হেন পেয়েছিল পতি।
ত্রৈলোক্য তাহার সম নাহি ভাগ্যবতী ॥১২০
রূপ বেখি নিজ আঁখি পালটিতে নারি।
ইহার সন্ন্যস কিবা সহিবারে পারি ১২১
কেমনে বা জীবে সেই ইহার জননী।
এ কথা শুনিলে মাত্র মরিবে তখনি ॥১২২
হেন বুঝি মাতাপিতা নাহিক ইহার।
ইঁহো সে অচ্যুতানন্দ—সর্ব্ব বেদ সার ॥১২৩
বৃন্দাবন মাঝে কিবা রাধা হারাইয়া।
তার অন্বেষনে বুলে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥১২৪
সে বিরহে ভেল ইহার সন্ন্যাস করন।
নিশ্চয় জানিল—এই নন্দের নন্দন ॥১২৫
এত অনুমান করি কান্দে সব লোক।
ডাকিয়া কহয়ে প্রভু না করিহ শোক ॥১২৬
আশীর্ব্বাদ কর মোরে শুন মাতাপিতা।
সাধ লাগে কৃষ্ণের চরনে দেও মাথা ॥১২৭

যার যেই নিজ পতি সেই তাহা চায়।
তার চিত্ত বান্ধিবারে করয়ে উপায় ॥১২৮
রূপ যৌবন যত এ রস লাবন্য।
নিজ পতি ভজিলে সে সব হয় ধন্য ॥১২৯
মনে মনে কর সবে এই অনুভব।
পতি বিনু যুবতীর মিছা হয় সব ॥১৩০
কৃষ্ণ পদ বিনু মোর নাহি অন্য গতি।
নিজ অঙ্গ দিয়া সে ভজিব প্রানপতি ॥১৩১
ইহা বলি মহাপ্রভু করয়ে রোদন।
ক্ষনেক অন্তরে সব কৈল সম্বরন ॥
পুনরপি আসিবারে করয়ে প্রনাম।
আপন অন্তর কথা করে নিবেদন ১৩৩
তার পরদিনে প্রভু গুরু আজ্ঞা লৈয়া।
সন্ন্যাস বিধান কর্ম্ম করেন হাসিয়া ॥ ১৩৪
করিল সকল কর্ম্ম যে হয় উচিত।
সন্ন্যাস করিব বলি আনন্দিত চিত ॥ ১৩৫
আপনে আচার্য্য রত্ন কৃষ্ণ পূজা করে।
চৌদিকে বৈষ্ণব সব হরি হরি বলে।
গুরুর সন্মুখে প্রভু পুটাঞ্জলি করি।
মাগয়ে সন্ন্যাস মন্ত্র পরনাম করি ॥ ১৩৭
মুণ্ডন করিল প্রভু—শুন তার কথা।
যাহা শুনি সবার হৃদয়ে লাগে ব্যথা ॥ ১৩৮
সকল বৈষ্ণব জনে লাগে হিয়া কাঁপ।
মুণ্ডনের কালে বস্ত্র দেই মুখ ঝাঁপ ॥ ১৩৯
কমলা লালিত কেশ ত্রৈলোক্য সুন্দর।
মালার সহিতে নাম্বে এগজ কন্ধর ॥ ১৪০
পূরুবে চূড়ার বেশে মোহিল জগত।
যাহার ধেয়ানে জীয়ে সকল ভকত ॥ ১৪১
গোপবধূ যাহা লাগি ছাড়িলেক লাজ।
জাতি কুল শীল ভয়ে পাড়িলেক বাজ ॥ ১৪২
যার গুন গায় শিব বিরিঞ্চি নারদ।
আপনারে ধন্য মানে সকল সম্পদ। ১৪৩
হেন কেশ মুণ্ডন করিতে চাহে পহু।
কান্দয়ে সকল লোক না তোলয়ে মুহু ॥ ১৪৪
নাপিত আনিয়া বৈল বচন বিনয়।
কৃষ্ণ ভজি—তুমি মোরে হও ত সহায় ॥ ১৪৫
আমিত সন্ন্যাসী হৈয়া কৃষ্ণের হইব।
মস্তক মুণ্ডন কর—তোর ভাগ্য হব ॥ ১৪৬
নাপিত না দেই হাত শিরের উপর।
তরাসে তাহার অঙ্গ কাঁপে থরথর ॥ ১৪৭
মোর ভাগ্য নাশ প্রভু! যাউ সর্বথায়।
কেমনে বা হাতদিব তোমার মাথায় ॥ ১৪৮
যদি মোর কুষ্ঠ হউ—গলু সব অঙ্গ।
বংশ সে নরক যাউ—শুনহ গৌরাঙ্গ ॥ ১৪৯
তথাপি তোমার শিরে হাত দিতে নারি।
বিনয় করিয়া বলি শুন গৌরহরি ॥ ১৫০
কাঞ্চন নগরের লোক কি নারী পুরুষে।
ফুকারি ফুকারি কান্দে গদগদ ভাষে ॥১৫১
নাপিত কহয়ে প্রভু! নিবেদি চরনে।
তোর শিরে হাত দিব কাহার পরানে ॥১৫২
আমার শকতি নাহি করিতে মুণ্ডন।
সুন্দর কুঞ্চিত কেশ ত্রৈলোক্য মোহন ॥১৫৩
দেখিতে শীতল হয় হৃদয় নয়ন।
যে কর সে কর প্রভু! না কর মুণ্ডন ॥১৫৪
এরূপ মানুষ নাই জগত—ভিতর।
তুমি সর্বলোকনাথ—জানিল অন্তর ॥১৫৫
এ বোল শুনিয়া প্রভু অসন্তোষ পায়।
বুঝিয়া নাপিত কাজ অন্তরে ডরায় ॥১৫৬

পুন নিবেদন করে কাতর অন্তরে।
কেমনে সে হাত দিব শিরের উপরে ॥ ১৫৭
অপরাধ লাগি মোর ডরে হালে গা।
তোর শিরে হাত দিয়া ছোঁব কার পা ॥ ১৫৮
কার পায়ে হাত দিয়া করিব নিজ কৃত্যি।
অধম নাপিত মুই—এই মোর বৃত্তি ॥ ১৫৯
এ বোল শুনিয়া প্রভু সদয় হৃদয়।
না করিহ নিজ বৃত্তি ঠাকুর কহয় ॥ ১৬০
প্রভু বলে—শুন রে নাপিত হরিদাস।
মুণ্ডন করহ—আমি করিব সন্ন্যাস ॥ ১৬১
কৃষ্ণের প্রসাদে জন্ম সুখে গোঙাইবে।
অন্তকালে বাস তোর মোর লোকে হবে ॥ ১৬২
আমার মুণ্ডন করি যত অস্ত্রগন।
গঙ্গাজল মাঝে লৈয়া কর সমর্পন ॥ ১৬৩
শুনি হরিদাস মনে ভাবিতে লাগিল।
আমার মঙ্গল কর্ম্ম কভু না হইল ॥ ১৬৪
মুণ্ডন করিয়ে যদি তবুহ বিনাশ।
মুণ্ডন না কৈলে ও মোর হবে সর্ব্বনাশ ॥ ১৬৫
ইহাঁরে পিরীতি করি যে হয় সে হোক।
ধর্ম্মাধর্ম্ম পরমাত্মা এই পরতেক ॥ ১৬৬
মুণ্ডনের কালে সে নাপিতে বর পায়।
কাতর হৃদয়ে এ লোচন দাস গায় ॥১৬৭

— —

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

সন্ন্যাসগ্রহন

পুরবী সিন্ধুড়া রাগ

মুণ্ডন করিয়া প্রভু বসে শুভক্ষনে।
সন্ন্যাস করয়ে শুভদিন সংক্রমনে ॥ ১
মকর লেউটে কুম্ভ আইসে হেন বেলে।
সন্ন্যাসের মন্ত্র কহে গুরু সেইকালে ॥ ২
চৌদিকে বৈষ্ণবগন করে সঙ্কীর্ত্তনে।
মন্ত্র কহে ন্যাসী বিশ্বম্ভরের শ্রবনে ॥ ৩
মন্ত্র পাইয়া বিশ্বম্ভর পুলকিত অঙ্গ।
শতগুন বাঢ়ে কৃষ্ণ প্রেমার তরঙ্গ ॥ ৪
অরুন নয়নে জল ঝরে অনিবার।
ক্ষনে মাল সাট মারে ছাড়ি হুহুঙ্কার ॥৫
সন্ন্যাস করিল ইহা বলিয়া উল্লাস।
পুনঃপুনঃ প্রেমানন্দে অট্ট অট্ট হাস।
কাঞ্চন-নগরের লোক সে রূপ দেখিয়া।
নিশ্চয় জানিল—এই রাস-বিনোদিয়া ॥৭
ভক্তগন—মুখ হেরি নাচয়ে আনন্দে।
আপনে ঠাকুর নাচে—নিত্যানন্দে ॥ ৮
গদাধর নরহরি নাচে—কাছে কাছে।
সকল বৈষ্ণব নাচে—গৌরহরি মাঝে ॥ ৯
করতাল মৃদঙ্গ আর কীর্ত্তনের রোল।
চৌদিকে সকল লোকে বলে হরিবোল ॥ ১০
নটবর-শেখর—সুখড় সহচর।
রাধাকৃষ্ণ গুনগানে প্রেমায় বিহ্বল ॥ ১১
যেন সময়ে কহে ভারতী-গোসাঁই।
কি নাম তোমার হবে শুন হে নিমাই ॥ ১২
যতেক বৈষ্ণবগন ছিল সেইখানে।
সবে মিলি ণ্যাসিবর করে অনুমানে ॥ ১৩
বুদ্ধি অনুসারে কহে যার যেই মনে।
হেন কালে শুভবানী উঠিল গগনে ॥১৪
ধ্বনি শুনি সর্ব্ব লোক হৈল চমৎকার।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম করহ ইহার ॥ ১৫

নিদ্রারূপী মহামায়া দেবী ভগবতী।
আচ্ছাদিল সর্ব্বজনে—ছন্ন ভেল মতি ॥১৬
যতেক করয়ে সব নিঁদের স্বপনে।
আপনে ঠাকুর সবার করায়ে চেতনে ॥ ১৭
আপনেই কৃষ্ণ—কৃষ্ণ বুঝায়ে সবারে।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য তেঁই বলিয়ে ইহারে ॥ ১৮
এতেক বচন যবে দৈব-মুখে শুনি।
আনন্দিত সর্ব্বলোক—করে হরিধ্বনি ॥ ১৯
আনন্দ হৃদয়ে প্রভু বলে হরিবোল।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নম আজি হৈতে মোর ॥ ২০
গুরুর চরনে করি প্রনতি বিস্তর।
প্রদক্ষিন করিয়া চলয়ে বিশ্বম্ভর ॥ ২১
গমন উদ্যম দেখি সেই ন্যাসি রাজ।
ডাকে—হের ধর দণ্ড—না করহ ব্যাজ ॥২২
গুরুর বচন শুনি লেউটিয়া আসি।
গুরু ঠাঁই দণ্ড পাইয়া লহু লহু হাসি ॥ ২৩
সাদরে লৈল প্রভু গুরুর সে দণ্ড।
প্রনতি করয়ে বহু ভকতি প্রচণ্ড ॥ ২৪
তবে সেই মহাপ্রভু বলে হরিবোল।
আকাশ পরশে মহা প্রেমার হিল্লোল ॥২৫
গুরুর আজ্ঞায় প্রভু সেদিন তথাই।
গুরু ভক্তি করি সুখে বঞ্চিলা গোসাঁই ॥ ২৬
নিশায় বৈষ্ণব মিলি করে সঙ্কীর্ত্তন।
গুরুর সংহতি নৃত্য করয়ে মোহন ॥ ২৭
কেশব ভারতী নাচে প্রেমানন্দ সুখে।
ঠাকুর নাচয়ে হরি বলে সর্ব লোকে ॥ ২৮
প্রেমানন্দে পূর্ণ দোঁহে—পাসরে আপনা।
ব্রহ্ম সুখ অল্প করি মানয়ে দুজনা ॥ ২৯
এই মনে কতক্ষনে নৃত্য অবসানে।
বসিয়া কহয়ে ন্যাসী—বিশ্বম্ভর শুনে ৩০
মোর হাত হৈতে দণ্ড কে নিল আমার।
দণ্ডাগ্র পরশি পুন চাঁহি নাচিবার ॥ ৩১
ইহা বলি বিহ্বল হইয়া নৃত্য করে।
অতি অপরূপ নাচে প্রেমানন্দ ভরে ॥ ৩২
আনন্দে বৈষ্ণব সব নাচয়ে কৌতুকে।
হরি হরি বলে সব লোক চতুর্দ্দিকে ॥ ৩৩
এই মনে আনন্দে সানন্দে রাত্রি যায়।
প্রভাতে উঠিয়া প্রভু মাগেন বিদায় ॥ ৩৪
গুরু প্রদক্ষিন করি করয়ে প্রনাম।
নীলাচল যাই যদি পাই সন্নিধান ॥ ৩৫
গুরুর চরনে আজ্ঞা মাগয়ে ঠাকুর।
কেশব ভারতীর হিয়া করে দুর দুর ॥ ৩৬
ছল ছল করে আঁখি করুনার জলে।
বিদায় সময়ে গোরাচাঁদে করে কোলে ॥ ৩৭
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি আপনার সুখে।
করুনা কারনে পদ ব্রজে বুল লোকে ॥ ৩৮
গুরুভক্তি লওয়াবারে কর বিধি কর্ম।
সংস্থাপন করিবারে সঙ্কীর্ত্তন ধর্ম্ম ॥ ৩৯
সর্ব্বলোক নিস্তারিতে করুনা প্রকাশ।
আমা বিড়ম্বিতে কৈলে এইত সন্ন্যাস ॥ ৪০
আমার নিস্তার যেন হয় বিশ্বম্ভর।
এই মোর বাক্য তুমি পালিহ অন্তর ॥ ৪১
আজ্ঞা দিল—চল নীলাচল গিরিরাজে।
কিছু না বলিল গৌরচন্দ্র আর লাজে ॥ ৪২
চরন পরশ করি চলিলা ঠাকুর।
পথে যাইতে প্রেমানন্দ বাড়িল প্রচুর ॥ ৪৩
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে অন্তর—উল্লাসে।
ক্ষনেক রোদন—ক্ষনে অট্ট অট্ট হাসে ॥ ৪৪

বুক বৈয়া পড়ে ধারা নয়নের জলে।
সুরনদী ধারা যেন সুমেরু-শিখরে ॥ ৪৫
কদম্ব-কেশর জিনি একটি পুলক।
কণ্টকিত সর্ব অঙ্গ আপাদ মস্তক ॥৪৬
মত্ত করিবর যেন রঙ্গে চলি যায়।
নির্ভর-প্রেমায় ক্ষনে কৃষ্ণ গুন গায় ॥৪৭
ক্ষনেক পড়য়ে ভূমে—রহে স্তব্ধ হৈয়া।
ক্ষনে লম্ফ দিয়া উঠে হরিবোল বলিয়া ॥৪৮
ক্ষনে গোপিকার ভাব ক্ষনে দাস্যভাব।
ক্ষনে ধীরে ধীরে চলে ক্ষনে শীঘ্র যাব ॥৪৯
এইমনে দিবারাত্রি না জানে আনন্দে।
রাঢ় দেশে না শুনিয়া কৃষ্ণনাম গন্ধে ॥৫০
কৃষ্ণনাম না শুনিয়া খেদ উঠে চিতে।
নিশ্চয় করিল প্রভু জলে প্রবেশিতে ॥৫১
দেখি সব ভক্তগন করে অনুতাপ।
গৌরাঙ্গ গোলোক যায় কি হবে রে বাপ ॥ ৫২
তবে নিত্যানন্দ প্রভু বলে বীর দাপে।
রাখিব চৈতন্য আমি আপন প্রতাপে ॥৫৩
সেইখানে শিশুগন গোধন চরায়।
নিত্যানন্দ প্রভু তার প্রবেশে হিয়ায় ॥৫৪
যে কালে গেলেন প্রভু জলের সমীপে।
হরি বলি ডাকে একশিশু আচম্বিতে ॥৫৫
তাহা শুনি লেউটি আইলা গৌরহরি।
বোল বোল বোলে তার শিরে হস্ত ধরি ॥৫৬
তোমারে করুন কৃপা প্রভু ভগবান্।
কৃতার্থ করিলে মোরে শুনায়ে হরিনাম ॥৫৭
প্রেমানন্দে ভাসে প্রভু আনন্দিত হিয়া।
ভিক্ষা করিলা তবে কতদূর গিয়া ॥৫৮
হেনমতে দিবানিশি নাহি জানে সুখে।
তিনদিন বহি অন্ন জল দিলা মুখে ॥৫৯
হেনমতে প্রেমানন্দে দিন রাত্তি যায়।
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্যে দিলেন বিদায় ॥৬০
নবদ্বীপ বাসী যত আমার লাগিয়া।
কান্দয়ে ব্যাকুল হৈয়া ডাকিয়া ডাকিয়া ॥৬১
নিশ্চয় না জানে মোর সন্ন্যাস করন।
সবারে জানাহ মোর এই বিবরন ॥৬২
কহিল ঠাকুর - পুন হৈব দরশন।
অচিরে হইবে দেখা—না হও বিমন ॥৬৩
এ বোল বলিয়া প্রভু চলিলা সত্বর।
কান্দিতে কান্দিতে যায় শ্রীচন্দ্রশেখর ॥৬৪
মরিব মরিব প্রভু! তোমা না দেখিয়া।
মরিব সে নবদ্বীপের শোকাগ্নে পুড়িয়া ॥৬৫
হেথা নবদ্বীপের লোক একদৃষ্টে রহে।
শ্রীচন্দ্র শেখর আসি কিবা বার্ত্তা কহে ॥৬৬
কহয়ে লোচন ইহা কহনে না যায়।
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য নবদ্বীপে যায় ॥৬৭

করুন শ্রীরাগ

ওকি আরে আরে আরে হয় ॥ধ্রু॥৬৮
নবদ্বীপে প্রবেশিতে আচার্য শেখর।
নয়নে গলয়ে অশ্রু ধারা নিরন্তর ॥৬৯
নবদ্বীপবাসী যত তাহারে দেখিয়া।
অন্তরে পোড়য়ে প্রান ধক ধক হিয়া ॥৭০
সকল বৈষ্ণব আসি মিলিলা সেখানে।
সম্বরিতে নারে অশ্রু কাতর বয়ানে ॥৭১
পুছিতে না পারে কেহো মুখে নাহি রায়।
শুনি শচী উনমতা আউলা চুলে ধায় ॥৭২

আচার্য্য বলিয়া ডাকে উনমতী পাগলী।
না দেখিয়া গৌরাঙ্গে হইলা উতরোলী ॥৭৩
আমার নিমাই কোথা থুয়ে এলে তুমি।
কেমনে মুড়ালো মাথা কোন দেশ ভুমি ৭৪
কোন্ ছার সন্ন্যাসী সে হৃদয় দারুন।
বিশ্বম্ভরে মন্ত্র দিতে না হৈল করুন ॥৭৫
সে হেন সুন্দর কেশ লাবনা দেখিয়া
কোন্ ছার নাপিত সে নিদারুন হিয়া ॥৭৬
কেমনে পাপিষ্ঠ তেন কেশে দিল খুর।
কেমনে বাঁচিল সেই দারুন নিঠুর ॥৭৭
আমার নিমাই কার ঘরে ভিক্ষা কৈল।
মস্তক মুড়াইয়া বাছা কেমন বা হৈল ॥ ৭৮
আর না দেখিব পুত্র! বদন তোমার।
অন্ধকার হৈল মোর সকল সংসার ॥৭৯
রন্ধন করিয়া আর নাহি দিব ভাত।
সে হেন সোনার গায়ে আর না দিব হাত ॥ ৮০
সুন্দর বদনে চুম্ব না দিব গো আর।
ক্ষুধার সময় কেবা বুঝিবে তোমার ॥ ৮১
এতেক বিলাপ যবে শচীদেবী কৈল।
বিষ্ণুপ্রিয়া প্রবোধিতে জন কত গেল ৮২
বিষ্ণুপ্রিয়ার কান্দনাতে পৃথিবী বিদরে।
পশুপক্ষী তরু লতা এ পাষান ঝরে ॥ ৮৩
হাহা প্রাননাথ ছাড়ি গেলে হে নদীয়া।
অনাথিনী বিষ্ণুপ্রিয়ায় নিঠুর হইয়া ॥ ৮৪
শ্রীবাসাদি ভক্ত সঙ্গে কীর্ত্তনে বিহার।
নয়ন ভরিয়া নৃত্য না দেখিব আর ॥ ৮৫
প্রেমাবেশে গদ গদ বোল শ্রীবদনে।
না শুনিয়া অভাগিনী বাঁচিবে কেমনে ॥ ৮৬
কোন দেশে কিরূপে বা আছ প্রানেশ্বর।
সোঙরি সোঙরি প্রান হৈল জর জর ॥ ৮৭
হায় রে কঠিন প্রান! না বেরোও কেনে।
জ্বালহ আগুনি আমি মরিব এখনে ॥ ৮৮
উদ্বেগে দিবস মোর হৈল কোটিযুগ।
না দেখিয়া প্রান নাথ তোর বিধুজন।
জীব মাত্রে উদ্বেগ না দেয় সাধু জন।
তোর শোকে শচীমাতা ছাড়য়ে জীবন ॥ ৯০
মুই অভাগিনী তোমার ভকতি নাজানি।
সেই অপরাধে বুঝি হৈলুঁ অনাথিনী ৯১
চরন নিকটে প্রভু বসিয়া তোমার।
রূপ হেরি হেরি আমি না জুড়াব আর ॥ ৯২
বদনে তুলিয়া দিতে কর্পূর তাম্বুলে।
দশন মুকুতা পাঁতি পরশি অঙ্গুলে ॥ ৯৩
অরুন—নয়ান কোনে—করুনায় চাইয়া।
মধুর মধুর কথা বলিতে হাসিয়া ॥ ৯৪
অধর অরুন আর তাম্বুলের রাগে।
দশন কিরন মোর হিয়া মাঝে জাগে ৯৫
তাহাতে অমিয় মাখা শ্রীমুখের হাস।
শ্রবন নয়ান মোর জীত সেই আশ ॥৯৬
অমিয়া অধিক প্রভু তোর যত গুন।
সোঙরিতে এবে সেই ভৈগেল আগুন ॥ ৯৭
বিনোদ বিলাস—রস সুখময় সেজে।
সে সব সোঙরি বিষ্ণুপ্রিয়া প্রান ত্যজে ॥ ৯৮
হায় হায় কিবা দৈব হইল আমারে!
গৌর বিধু আমার সকল আন্ধিয়ারে ॥৯৯
সে হাস্য লাবন্য দেহ না দেখিব আর।
না শুনিব বচন চাতুরী সুধাসার ॥১০০
অনথিনী করিয়া কোথারে গেলাতুমি।
সোঙরি তোমার গুন— নিবেদিয়ে আমি ॥১০১

কোন ভাগ্যবতী সব তোমারে দেখিয়া।
নিন্দিল কতেক মোরে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥১০২
কোন অভাগিনী কোল ছাড়িয়া আইলা।
খণ্ডব্রতী অভাগিনী কেনে না মরিলা ॥ ১০৩
পূজিল তোমার মুখ অনঙ্গ নয়নে।
কেমনে ধরিব হিয়া তোমা অদর্শনে ॥ ১০৪
বিচ্ছেদে মরিল তোর যত বর নারী।
আমি অভাগিনী প্রান এতকাল ধরি ॥ ১০৫
মরি মরি গৌরাঙ্গ সুন্দর কতি গেলা।
আমি নারী অনাথিনী সহজে অবলা ॥ ১০৬
কোন দেশে যাব—লাগি পাব কোন ঠাঁই।
যাইতে না দিব কোথো—মরিব এথাই ॥ ১০৭
মায়ে অনাথিনী করি গেলে কোন্ দেশে।
কেমনে বঞ্চিব তেঁহ তোমার হুতাশে ॥ ১০৮
পাপিষ্ঠ শরীর মোর—প্রান নাহি যায়।
ভূমিতে লোটাইয়া দেবী করে হায় হায় ॥ ১০৯
বিরহ অনল শ্বাস রহে অনিবার।
অধর শুখায়—কম্প হয় কলেবর ॥১১০
কেশ বাস না সম্বরে ধূলায় পড়িয়া।
ক্ষনে ক্ষীন হয় ক্ষনে রহে ত ফুলিয়া ॥১১১
ক্ষনে মূর্চ্ছা পায় রাঙ্গা চরন ধেয়ানে।
সম্বিত সে পায় ক্ষনে অনেক যতনে ॥১১২
প্রভু প্রভু বলিডাকে ক্ষনে আর্ত্তনাদে।
বিষ্ণুপ্রিয়ার কান্দনাতে সর্বজন কাঁদে ॥১১৩
প্রবোধ করিতে যেই যেই জন গেল।
বিষ্ণুপ্রিয়া দেখি হিয়া পুড়িতে লাগিল ॥১১৪
'গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ' বলি ডাকে তার কানে।
কতক্ষনে বিষ্ণুপ্রিয়া পাইলা চেতনে ॥১১৫
সবজন বলে—হের শুন বিষ্ণুপ্রিয়া।
কি দিব প্রবোধ তোরে—স্থির কর হিয়া ॥১১৬
তোর প্রভু তোর আগে কহিয়াছে কথা।
যথা তথা যাই তোর নিকটে সর্ব্বদা ॥১১৭
তোর অগোচর নহে তোর প্রভুর কাজ।
বুঝিয়া প্রবোধ দেহ নিজ হিয়া মাঝ ॥১১৮
প্রবোধিয়া সব ভক্ত একত্র হইয়া।
বিচার করয়ে গোরাচাঁদের লাগিয়া ॥১১৯
সন্ন্যাস করিল মো সবারে দুঃখ দিয়া।
সবারে ছাড়িয়া গেল নিদারুন হৈয়া ॥১২০
রহিব কেমনে তার ছাড়ি সবে মোরা।
নিদারুন মো সবারে ছাড়ি গেলা গোরা ১২১
তারে ধিক দয়াল বড় তাহার সে নাম।
নাম হৈতে তারে পাই—এই মুখ্য কাম ॥১২২
তার বাক্যে আছে পূর্ব মো সবার তরে।
নাম যেই লয় সেই পাইবে আমারে ॥১২৩
এত চিন্তি নাম লৈতে বসিলা সবাই।
শচী বিষ্ণুপ্রিয়া আর যত যত যেই ॥১২৪
কি বালক বৃদ্ধ কিবা যুবক যুবতী।
নাম লৈতে বসিলা গৌরাঙ্গ করি গতি ॥১২৫
নাম পাশে বান্ধিল গৌরাঙ্গ মত্ত সিংহ।
দাণ্ডাইলা মহাপ্রভু—গতি হৈল ভঙ্গ ॥১২৬
নিত্যানন্দ অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া রহিলা।
অঝোর নয়নে প্রভু কান্দিতে লাগিলা ॥১২৭
যাহ নিত্যানন্দ নবদ্বীপে আজ তুমি।
শান্তিপুরে সবারে দেখিয়ে যেন আমি ॥১২৮
শুনি নিত্যানন্দ বড় আনন্দ হইল।
দেখাইব সবাকারে এই মনে কৈল ॥১২৯
কহয়ে লোচন দাস কাতর হিয়ায়।
তবে প্রভু গৌরচন্দ্র করিল বিজয় ॥১৩০

—

পঞ্চদশ অধ্যায়

শান্তিপুর বিলাস

যথা রাগ।

প্রভু সঙ্গে নিত্যানন্দ পথে চলি যায়।
হাসিয়া ঠাকুর তারে দিলেন বিদায় ॥১
নবদ্বীপে যাহ তুমি শুনহ বচন।
নদীয়া নগরে মোর যত বন্ধু জন ॥২
সবারে কহিও নমো নারায়ন বানী।
অদ্বৈত আচার্য্য গৃহে উত্তরিব আমি ॥৩
সবারে লইয়া তুমি আইস তথাকারে।
একত্র হইবে সবে আচার্য্যের ঘরে ॥
ইহা বলি মহাপ্রভু চলিলা সত্বর।
নিত্যানন্দ যান তবে নদীয়া নগর ॥
নদীয়া নগরের লোক জীয়ন্তেতে মরা।
কাটিলে কুটিলে রক্ত মাংস নাহি তারা ॥৬
উদরে নাহিক অন্ন—টলমল তনু।
সর্ব অন্ধকার তারা গোরাচাঁদ বিনু ॥৭
আচম্বিতে নিত্যানন্দ নদীয়া নগরে।
গায়ে বল হৈল সবে ধাইলা সত্বরে ॥৮
চলিতে না পারে পথে টলমল করে।
দেখিতে না পায় পথ নয়নের জলে ॥৯
সকল বৈষ্ণব আসি পড়িলা চরনে।
পুছিতে না পারে কিছু নিরীখে বদনে ॥১০
শচী অতি উনমতী ধায় ঊর্দ্ধ মুখে।
এ ভুমি আকাশ শচীর জুড়িলেক শোকে ॥ ১১
আর্ত্তনাদে ডাকে শচী—আরে অবধূত।
কোথা থুয়ে এলি মোর নিমাই সোনার সুত ॥ ১২
ইহা বলি কান্দে শচী—বুকে কর হানে।
টলমল করে নাহি চাহে পথ পানে ॥ ১৩
শচী দেখি অভ্যুত্থান করিলা ঠাকুর।
শচী বলে মোর পুত্র আইসে কতদূর ॥ ১৪
নিত্যানন্দ বলে—খেদ না করিহ চিতে।
আমারে পাঠালো তোমা সবাকারে নিতে ॥ ১৫
অদ্বৈত আচার্য্য ঘরে রহিবে ঠাকুর।
খেদ না করিহ দেখা হইবে অচুর ॥ ১৬
চলহ সকল লোক প্রভু দেখিবারে।
সেইমনে সেইক্ষনে সর্ব্বলোক চলে ॥ ১৭
বাল—বৃদ্ধ যুবক যুবতী ধীর জন।
মূর্খ কিবা তপস্বী চলিলা সর্ব্বজন ॥ ১৮
শচী আগে আগে ধায় গায়ে হৈল বল।
আনন্দে চলিয়া যায় বৈষ্ণব সকল ॥ ১৯
অদ্বৈত আচার্য্য ঘরে উত্তরিল গিয়া।
ভাঙ্গিল কাঁকালি তারা প্রভু না দেখিয়া ॥ ২০
অদ্বৈত আচার্য্যে কথা পুছে নিত্যানন্দ।
তোমার আশ্রমে প্রভু করিলা নির্ব্বন্ধ ॥২১
আমারে পাঠাইয়া দিল এ সবারে নিতে।
আর কিছু নাহি জানি কি আছে তার চিতে ॥ ২২
ইহা বলি দোঁহে মেলি করে কোলাকুলি।
গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস শুনি অদ্বৈত বিকলী ॥ ২৩
মুই অভাগিয়া—সঙ্গ না পাইল তার।
কবে আর চাঁদমুখ দেখিব সে আর ॥ ২৩
শচী উনমতী পুছে তখনি তখনি।
সর্বজন বলে—প্রভু আসিবে এখনি ॥ ২৫
উৎকণ্ঠা বাড়িল সর্ব জনের হৃদয়ে।
আইলা ত মহাপ্রভু হেনই সময়ে ॥ ২৬
আছিল অধিক কোটি গুন দেহ ছটা।
আর তাহে চন্দন-উজ্জ্বল দীর্ঘ ফোঁটা ॥ ২৭
গোরা গায়ে অরুন বসন উজিয়ার।
প্রভাতের সূর্য্য জিনি বরন তাহার ॥ ২৮

দণ্ড করে আইসে প্রভু সিংহের গমনে।
দেখিয়া সকল লোক পড়িলা চরনে ॥ ২৯
হিয়া জুড়াইল দেখি অঙ্গের ছটাকে।
পাসরিল সর্বলোক দুঃখ লাখে লাখে ॥৩০
আনন্দেভরল হিয়া নাহি শোক দুখ।
একদৃষ্টে চাহে সবে বিশ্বম্ভর মুখ ॥৩১
প্রান হারাইলে যেন প্রান পায় জনে।
ধন হারাইলে যেন ধনীপায় ধনে ॥৩২
পতি হারাইলে যেন পতিব্রতাগন।
সুখী যেন পুনর্ব্বার পাইয়া দরশন ॥৩৩
জল ছাড়ি মৎস্য যেন ছট ফট করে।
আচম্বিতে জল পাইলে যেন কুতূহলে।
এইমত সব জন গৌরাঙ্গ দেখিয়া।
পুলকে আকুল অঙ্গ হরষিত হিয়া ॥৩৫
প্রেমায় ভরল লোক নাহি শোক দুখ।
এক দিঠে চাহে শচী গোরাচাঁদ মুখ ॥৩৬
আইস আইস বাপ মোর হাপুত্তির পুত।
অনাথিনী করি কোথা গিয়াছিলা সুত ৩৭
ঘরে লৈয়া যাব তোরে রখিব সম্বরি।
সন্ন্যাসের বেশ তোর সব পরিহরি। ৩৮
অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঁই আনন্দ হিয়ায়।
দিব্যাসনে বসাইলা প্রভু গোরা রায় ।৪৩
পাদ প্রক্ষালন করি মুছায় বসনে।
পাদোদক পান কৈল সব নিজ জনে ॥৪৪
জয় জয় ধ্বনি শুনি হরি হরি বোল॥
সকল বৈষ্ণব হিয়ায় আনন্দ হিল্লোল ৪৫
তেজ দেখি আনন্দিত হৈলা হরিদাস।
মুরারি মুকুন্দ দত্ত আর শ্রীনিবাস ।৪৬
দণ্ড-পরনাম ভরে ভুমিতে পড়িয়া।
ছল ছল করে আঁখি বদন দেখিয়া ॥৪৭
প্রেমে গদগদ স্বর অঙ্গ পুলকিত।
মৈল শরীরে জীউ আইল আচম্বিত ॥৪৮
হেনমনে নিজ-জনে দেখি গোরারায়।
কৃপাদিঠে চাহে—দয়া বাড়িলহিয়ায় ॥৪৯
কারো নিজ করে প্রভু পরশন করে।
হাসিয়া সম্ভায়ে কাহো কোলে চাপি ধরে ।৫০
যারে যেন অভিমত করয়ে ঠাকুর।
সবার হৃদয়ে প্রেম বাড়িল প্রচুর ॥৫০
হৃষ্ট হৈলা সব জন দূরে গেল শোক।
আনন্দে মঙ্গল ধ্বনি—হরি বলে লোক ॥৫২
অদ্বৈত আচার্য্য গোসাই ভক্ত সুচতুর।
তাহার আশ্রমে ভিক্ষা করিলা ঠাকুর ॥৫৩
পাক কৈল শচীমাতা জগত জননী।
আনন্দে ভাসিলা সীতাদেবী নারায়নী ॥৫৪
ভোজন করায় অদ্বৈত বড় পরিপাটী।
সকল ব্যঞ্জন পাত্রে দেল মিঠি মিঠি ॥৫৫
ভোজন করয়ে প্রভু ত্রিদশের রায়।
দেখিয়া সকল ভক্ত আনন্দ হিয়ায় ॥৫৬
তবে সব জন যার সেই অনুরূপ।
ভোজন করিলা সবে আনন্দ কৌতুক ॥৫৭
সন্ন্যাস করিলা প্রভু কারো নাহি মনে।
আনন্দে গোঙায় দিবারাত্রি সঙ্কীর্ত্তনে ॥৫৮
সঙ্কীর্ত্তনে ভোরে প্রভু নিজগুন গায়।
আনন্দ হৃদয়ে আপে নাচয়ে নাচায় ॥
নাচে নিত্যানন্দ আর নাচে হরিদাস।
মুরারি মুকুন্দ নাচে আর শ্রীনিবাস ॥৬০
গদাধর নরহরি নাচে তার পাশ।
*বাসুদেব ঘোষ নাচে গদাধর দাস ॥৬১

সব ভক্ত নাচে মোর গৌরাঙ্গ বেড়িয়া।
গনিতে না পারি তা সবার নাম লৈয়া।৬২
অনন্ত গৌরাঙ্গ সঙ্গী কে বর্নিতে পারে॥
সবাই বেড়িয়া নাচে প্রভু বিশ্বম্ভরে॥৬৩
শচীসুখে দেখে *সীতা * নারায়নী সঙ্গে।
অদ্বৈত আচার্য্য নাচে পুত্র সনে রঙ্গে॥৬৪

*হরিদাস— শ্রীহরিদাস ঠাকুর অদ্বৈত প্রভুর শিষ্য। তাঁহার পূর্ব্বাবতার বিষয়ে শ্রীগৌর গনোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থের ৯৩ শ্লোকের বর্ণন—

ঋচীকস্য মুনেঃ পুত্র নাম্না ব্রহ্ম মহতেপাঃ। প্রহলাদেন সমং জাতো হরিদাসাখ্যকোঽপিসন॥

ঋচীক মুনির পুত্র ব্রহ্মা, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা প্রহলাদের মিলনে হরিদাস ঠাকুরের আবির্ভাব। ১৩৭১ শকাব্দে বূঢ়ণ গ্রামে ব্রাহ্মন বংশে তাঁহার আবির্ভাব। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হইয়া আম্বুয়ার অধিকারী মলয় কাজী তাহাকে পালন করেন। পঞ্চম বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া নামানন্দে বেনাপালে লক্ষহীরা উদ্ধার, সপ্তগ্রামে আগমন করতঃ নামমহিমা বিদিত করেন। তৎপরে ফুলিয়ায় অবস্থান অবস্থান করিয়া সর্প উদ্ধার, মায়াকে দীক্ষা, অদ্বৈতের তপস্যার সহায়তা, অদ্বৈতের শ্রাদ্ধ পাত্র ভক্ষন, ব্রাহ্মন সমাজে বৈভব প্রকাশ, বাইশ বাজারে প্রহার গ্রহন, গৌরাঙ্গ প্রকাশে নিত্যানন্দ সহ নবদ্বীপে নাম প্রচার, গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসে নীলাচলে সিদ্ধ বকুলে অবস্থান এবং প্রভুর কোলে মস্তক রেখে শ্রীবদন দর্শন ও শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নাম উচ্চারনে মহাপ্রয়ান করেন।

* বাসুদেব ঘোষ— শ্রীবাসুদেব ঘোষ শ্রীগৌরাঙ্গের কীর্ত্তনীয়া। শ্রীগৌরাঙ্গ মহিমা বর্ণনের পদকর্ত্তা হিসাবে বাসুদেব ঘোষ সর্বজন বিদিত অগ্রদ্বীপে তাঁহার আবির্ভাব। শ্রীগোবিন্দ—মাধব-বাসুদেব ঘোষ তিন ভাই। তাহার পূর্ব্বাবতার বিষয়ে শ্রীগৌর গনোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থের ৮৮ শ্লোকের বর্ণন-

কলাবতী রসোল্লাসা গুনতুঙ্গা ব্রজেস্থিতা। শ্রীবিশাখা কৃতং গীতং গায়ন্তি স্মাদ্যতামতাঃ॥
গোবিন্দ-মাধবানন্দ-বাসুদেব যথাক্রমং॥

ব্রজলীলায় বিশাখা সখীর তিনজন সখী কলাবতী, রসোল্লাসা, ও গুনতুঙ্গাই গোবিন্দ, মাধব ও বাসুদেব ঘোষ নামে আবির্ভূত হন।

তমলুকে তাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গ সেবা বিরাজিত।

* সীতা—শ্রীসীতা ঠাকুরানী অদ্বৈত প্রভুর পত্নী। সপ্তগ্রামের নারায়নপুরে নৃসিংহ ভাদুড়ী হ্রদে প্রস্ফুটিত পদ্মে অঙ্গুষ্ঠ পরিমান কন্যারত্ন পাইয়া তাহাকে পালন করেন। তারপর শান্তিপুরে আনয়ন করিয়া অদ্বৈত প্রভুর সহিত বিবাহ প্রদান করেন। পূর্বাবতার বিষয়ে শ্রীগৌর গনোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থের ৮৬ শ্লোকের বর্ণন—

যোগমায়া ভগবতী গৃহিনীতস্য সাম্প্রতং। সীতারূপেনাবতীর্ণো শ্রীনাম্নী তৎপ্রকাশ কঃ।

যোগমায়া ভগবতী অদ্বৈত পত্নী সীতা ঠাকুরানী রূপে আর্বিভূত হন। তাঁহার প্রকাশ শক্তি শ্রীদেবী—তাঁহার ভগ্নিরূপে আবির্ভূত হন।

* নারায়নী—শ্রী নারায়নী দেবী শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতা নলিনী পণ্ডিতের কন্যা, শ্রীচৈতন্য ভাগবত রচয়িতা শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের মাতা। শ্রীগৌরাঙ্গদেব চারিবৎসরের কন্যা নারায়নীকে প্রেমপ্রদান করিয়া প্রেম লীলা প্রকাশের সূচনা করেন এবং চর্বিত তাম্বূল প্রদান করায় আলবাটী আখ্যা প্রাপ্ত হন। হালিসহর বাসী বৈকুণ্ঠ বিপ্রের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

সবার অন্তরে প্রেম বাঢ়িল অপার।
অশ্রু কম্প পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকার ॥৬৫
সবার হৃদয়ে ভেল আনন্দ উল্লাস।
ঐছন শুনিয়া সুখী এ লোচন দাস ॥৬৬

—

ভাটিয়ারি রাগ।

ভাইয়া আরে আরে গোরা গোসাঁই।
মহিমা গুন গাও মুর্চ্ছা ॥৬৭
এই মনে শুভরাত্রি শুপ্রভাত হৈল।
প্রাতঃক্রিয়া করি প্রভু আসনে বসিল ॥৬৮
দণ্ড করে যেন সর্ব্ব রাজ্যের ঈশ্বর।
অরুন বসন অঙ্গ করে ঝলমল ॥৬৯
যত নিজ জন কাছে আছয়ে বসিয়।
হাসি হাসি কহে প্রভু সবা সম্বোধিয়া ॥ ৭০
শ্রীনিবাস আদি করি যত ভক্তগন।
আপন-আশ্রমে সবে করহ-গমন ॥ ৭১
নীলাচল যাব জগন্নাথ-দরশনে।
দয়া করে যদি প্রভু প্রসন্ন বদনে ॥৭২
তোমরা থাকিবে—আজ্ঞা করিবে পালন।
নিরন্তর দিবানিশি করিবে কীর্ত্তন ॥ ৭৩
হরিনাম ভক্ত সেবা করিবে স্থাপন।
এই ধর্ম্ম করি যেন তরে সর্বজন ॥৭৪
নির্ম্মৎসর-অন্তর হইবে সর্বজন।
সবে সবাকার মন করো আরাধন ॥ ৭৫
এ বোল বলিয়া প্রভু উঠিলা সত্বরে।
বাহু মেলি সবাকারে আলিঙ্গন করে ॥ ৭৬
প্রেম জলে দুনয়ান করে ছলছল।
সকরুন কণ্ঠ ভেল গদগদ-স্বর ॥৭৭
হেনই সময় সে চতুর হরিদাস।
দন্তে তৃন ধরি পড়ে পদাম্বুজ-পাশ ॥ ৭৮
অতি আর্ত্তনাদে কান্দে সকরুন-স্বরে।
শুনিতে সকল-লোক-হৃদয় বিদরে ॥ ৭৯
ব্যথিত হইল প্রভু সজল-নয়ন।
কাতর-অন্তরে কিছু কহয়ে বচন।
এইমত ভাগ্য মোর হবে কতদিনে।
পড়িয়া কান্দিব জগন্নাথের চরনে ॥ ৮১
কহিব কাতর-বানী পদাম্বুজ পাইয়া।
সফল করিব আঁখি শ্রীমুখ দেখিয়া ॥ ৮২
এ বোল বলিতে চারিপাশে ভক্তগন।
ভূমিতে পড়িয়া সবে কহয়ে রোদন ॥ ৮৩
চেতন হরিল শচী—কান্দিতে না পায়।
ধরিবারে চাহে নিজ-পুত্রের গলায় ॥ ৮৪
কোহো পায়ে ধরি কান্দে—আউদড় চুলি।
অনেক যতনে প্রভু আপনা সম্বির ৮৫
শ্রীনিবাস হরিদাস মুরারি মুকুন্দ।
প্রভুরে কহিতে কিছু করিল প্রবন্ধ ॥ ৮৬
স্বতন্ত্র ঠাকুর তুমি—মো সব অধীন।
দীন দুরাচার পাপী তাহে ভক্তি হীন ॥৮৭
কি বলিতে পারি প্রভু করিলা সন্ন্যাস।
এখন ছাড়িয়া যাহ নিজ-সব-দাস ॥ ৮৮
একেশ্বর কেমনে চলিয়া যাবে পথে।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অন্ন চাহিবে কাহাতে ॥ ৮৯
শচীর দুলাল তুমি দুল্লিল-চরিত।
দু'খানি চরন বিষ্ণুপ্রিয়ার সেবিত ॥৯০
ভক্তজন-নয়ন-অমিয়া-দিঠি-পাতে।
এ দেহ প্রেমার-তরু বাঢে হাতে হাতে ॥ ৯১
অনেকে আছিল প্রেম ফল প্রতি আশে।
সন্ন্যাস করিয়া এবে করিলা নৈরাশে ॥ ৯২

পাপিষ্ঠ শরীরে প্রান না যায় ছাড়িয়া।
ঘরে চলি যাব তোরে বিদায় করিয়া ॥৯৩
এখনে চলিয়া যাব মো-সব অধম।
তোর ধর্ম্ম নহে—তুমি পতিত পাবন ॥ ৯৪
করুনা-কর্দমে তনু গড়িয়াছে বিধি।
বিনোদ-বিলাস লীলা দিয়া নানা নিধি ॥ ৯৫
কেবল পরম প্রেমা তাহে জীব ন্যাস।
ত্রৈলোক্য-অদ্ভুত-রূপ করিল প্রকাশ ॥ ৯৬
উপমা দিবারে নাহি ত্রৈলোক্য-ভিতর।
তোমার নিষ্ঠুর বানী জগত-কাতর ॥ ৯৭
এমত করিতে প্রভু না জুয়ায় তোরে।
আপনে রোপিয়া বৃক্ষ কাট কেনে মুলে ॥৯৮
যে যায় তাহারে লহ সংহতি করিয়া।
নহে বা মরিবে সবে আগুনে পুড়িয়া ॥ ৯৯
হের দেখ তোর মাতা শচী অনথিনী।
সহিতে না পারি উহার বিনাইয়া কান্দনি ॥১০০
বিষ্ণুপ্রিয়ার কান্দনাতে পৃথিবী বিদরে।
শূন্য হৈল নবদ্বীপ নগরে বাজারে ॥ ১০১
শূন্য হেন লাগে সর্ব বৈষ্ণবের ঘর।
সবাকার বাড়ী যেন যোজন অন্তর ॥ ১০২
যেখানে বসিয়া সে কহিতে নিজ-কথা।
দেখিলে মরিব —আর নাহিযাব তথা ॥ ১০৩
রহস্য বিনোদ-কথা-না শুনিব আর।
না দেখিব নৃত্যাবেশ —প্রেমার প্রচার ॥ ১০৪
নাচিবার বেলে আর না করিব কোলে।
না দেখিব অরুন নয়নে প্রেমজলে ॥ ১০৫
হুহুঙ্কার শব্দামৃত না শুনিব আর।
কে মোর রোধিল কর্ণ-নয়ান-দুয়ার ॥ ১০৬
কেমনে না দেখি জীব তোর মুখচান্দ।
নয়ান থাকিতে কেবা করিলেক আন্ধ ॥ ১০৭

না দিহ বিদায় প্রভু ! যাব তোর সঙ্গে।
তোমার নিঠুর বানী পোড়ায় সব অঙ্গে। ১০৮
আহিড়ী ঘটার রব যেমন করিয়া।
কাছে মৃগী আইসে—তারে মারয়ে ধরিয়া ॥ ১০৯
তেমতি তোমার প্রেম বুঝিল এখন।
লোভ দেখাইয়া পাছে মার কি কারন ॥ ১১০
তোমার বিচ্ছেদে ভক্ত সবাই মরিবে।
ভকত-বৎসল নাম কেমনে ধরিবে ॥ ১১১
শচীরে বিদায় দিবে করি কোন যুক্তি।
তাহার সমীপে ইহা কহে কোন ব্যক্তি ॥১১২
বিষ্ণুপ্রিয়া মরিব শবদ মাত্র শুনি।
এ কথার সম্বিধান করহ আপনি ॥ ১১৩
এতেক বচন যদি ভক্তগন বৈল।
করুন-অন্তরে প্রভু কহিতে লাগিল ॥ ১১৪
শুনহ সকল ভক্ত বচন প্রচুর।
কোনো কালে তো-সবারে নহিব নিঠুর ॥ ১১৫
নীলাচলে বাস আমি করিব সর্ব্বথা।
সর্বদা আসিবে যাবে দেখা পাবে তথা ॥ ১১৬
আছিল-অধিক সুখ বাড়িবে অপার।
হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে ভাসিব সংসার ॥ ১১৭
কাহারো হৃদয়ে না রাখিব দুঃখ শোক।
সঙ্কীর্ত্তন—সমুদ্রে ডুবাব-সর্ব্ব লোক ॥ ১১৮
কিবা ভক্ত বিষ্ণুপ্রিয়া কিবা মাতা শচী।
যে ভজয়ে কৃষ্ণ তার কোলে আমি আছি ॥ ১১৯
এ বোল শুনিয়া সবে পড়িলা চরনে।
সত্য কর প্রভু ! যেই কহিলা বচনে॥ ১২০
সত্য সত্য বলি প্রভু বলে বার বার।
নীলাচল বাস সত্য হইবে আমার ॥ ১২১
শচী দেবী দাঁড়াইতে নারে স্থির হৈয়া।
দাঁড়াইল দু'জনার দুহাত ধরিয়া ॥ ১২২

নিদারুন হৈয়া কোথাকারে যাবে তুমি।
তোরে না দেখিলে বাপ! মরি যাব আমি ॥ ১২৩
সবে তোর বদন দেখিব কত বার।
আমি অভাগিনী মুখ না দেখিব আর ॥ ১২৪
সবার প্রবোধ বাছা! করিলা আপনে।
আমারে প্রবোধ তুমি দিবে রে কেমনে ॥ ১২৫
আমার দ্বিতীয় কেহো নাহিক সংসারে।
বিষ্ণুপ্রিয়া শেলমাত্র বুকের ভিতরে ॥ ১২৬
হাসিয়া কহেন প্রভু সকরুন-হিয়া।
মিছা শোকে মর পূর্ব জ্ঞান পাসরিয়া ॥ ১২৭
চলি যাহ—শোক কিছু না করিহ চিতে।
নির্ম্মৎসর হই রহ এ-সব-সহিতে ॥ ১২৮
দণ্ডবত করি প্রভু মায়ের চরনে।
প্রবোধ করিলা তাঁরে কথার বিধানে ॥ ১২৮
মায়ে প্রবোধিয়া প্রভু বলে হরি বোল।
সত্বরে চলিলা—উঠে ক্রন্দনের রোল ॥ ১৩০
অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর-সঙ্গে চলি যায়।
দণ্ড দুই গিয়া প্রভু পাছে পাছে চায় ॥ ১৩১
দাঁড়াইল মহাপ্রভু আচার্য্য-বিলম্বে।
উত্তরিল আচার্য্য কাঁকালি-অবলম্বে ॥ ১৩২
বয়ান বিরস—ঘর্ম্ম বিন্দু বিন্দু তায়।
কাতর-অন্তরে কিছু প্রভুরে সুধায় ॥ ১৩৩
তুমি পরদেশে যাবে এই বড় দুখ।
তা হতে অধিক এক পোড়ে মোর বুক ॥ ১৩৪
আপন অন্তর কথা করিয়ে গোচর।
নিশ্চয় কহিবে প্রভু! ইহার উত্তর ॥ ১৩৫
তোর নিজ জন যত তোমার বিচ্ছেদে।
কান্দয়ে কাতর হৈয়া পদ-অরবিন্দে ॥ ১৩৬
আমার পাপিষ্ঠ হিয়া না দরবে কেনে।
এ কাঠ-কঠিন—অশ্রু নাহিক নয়ানে ॥ ১৩৭
আমার সমান আর নাহি দুরাচার ॥
তোমার বিচ্ছেদে প্রেম না উঠে আমার ॥১৩৮
এ বোল শুনিয়া প্রভু হাসি কৈল কোলে।
কহিব ইহার তত্ত্ব—শুন মোর বোলে ॥১৩৯
তোমার প্রেমায় আমি স্থিত হৈতে নারি।
তেকারনে তোর প্রেমা গাঁঠিতে সম্বরি ॥১৪০
ইহা বলি আউলাইলা বসনের গ্রন্থি।
প্রেমায় বিভোর সে আচার্য্য মনে চিন্তি ॥১৪১
নয়ন সাগরে বহে পাঁচ সাত ধারা ॥
নির্ভর প্রেমায় সম্বেদন নাহি তারা ॥১৪২
পড়িল অদ্বৈত প্রভু শ্রীচৈতন্য বলি।
চৈতন্য বিয়োগে গড়াগড়ি যায় ধূলি ১৪৩
দেখিলেন মহাপ্রভু অদ্বৈত বিলম্ব
পুন গাঁঠি বান্ধে প্রভু অদ্বৈত সম্বন্ধ ॥১৪৪
আস্তে ব্যস্তে সম্বরণ করয়ে ঠাকুর।
সম্বরন কৈল তবে আচার্য্য চতুর ॥১৪৫
এইত কারণে তোর প্রেমা উঠে নাই।
তোমার প্রেমায় আমি চলিতে না পাই ॥১৪৬
তোর প্রেমার বশ আমি—শুনহ আচার্য্য।
পূর্ব্ব সোঙরিয়া বিথারহ নিজ কার্য্য ॥১৪৭
এ বোল বলিয়া প্রভু চলিলা সত্বর ॥
সকল বৈষ্ণব গেলা আপনার ঘর ॥১৪৮
কহয়ে লোচন দাস গোরা ঠাকুরাল।
সন্ন্যাস নহেত—বুকে রহি গেল শাল ॥১৪৯

— —

ষোড়শ অধ্যায়

শ্রীনীলাচল যাত্রা

ভাটিয়ারী রাগ

সবার বিদায় দিয়া চলিলা ঠাকুর।
শূন্যাকার হৈলা সব নবদ্বীপ পুর ॥১
পণ্ডিত গদাধর অবধূত রায়।
নরহরি আদি জন কত সঙ্গে যায় ॥২
শ্রীনিবাস মুরারি মুকুন্দ দামোদর।
এই নিজজন সঙ্গে চলিলা ঈশ্বর ॥৩
জগন্নাথ দোলেতে দেখিব মনে করি।
সত্বরে চলিলা প্রভু বলি হরি হরি ॥৪
প্রেমায় বিহ্বল প্রভু চলি যায় পথে।
টলমল করে তনু—না পারে হাঁটিতে ॥৫
ক্ষনে শীঘ্রগতি ধায় সিংহ-পরাক্রমে।
ক্ষনে হুহুঙ্কার দেই বলে হরিনামে ॥৬
ক্ষনে নাচে ক্ষনে গায় সকরুন কান্দে।
ক্ষনে মাল সাট্ মারে প্রেমার উন্মাদে ॥৭
অরুন নয়ানে জলধারা অবিরল।
বিপুল পুলকে সে ঢাকিল কলেবর ॥৮
ক্ষনেক মন্থর গতি—অলৌকিক কহে।
ক্ষনে অট্ট অট্ট হাসে—দাঁড়াইয়া রহে ॥৯
যদি বা কখন ভক্ষ্য উপসন্ন হয়।
নিবেদিত নহে বলি কিছুই না খায় ॥১০
অনেক যতনে দুই তিনে করে ভিক্ষা।
লোক-অনুগ্রহে সে প্রকাশে লোক শিক্ষা ॥১১
সব-নিশি জাগরনে লয় হরিনাম।
ডাকিয়া পড়য়ে এই শ্লোক গুনধাম ॥১২
তথাহি—

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাং।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণকেশব পাহি মাং ॥১৩

এই শ্লোক সুমধুর স্বরে পড়ে পঁহু।
প্রেমানন্দে গদ গদ হাসে লহু লেহু ॥১৪
দোলে জগন্নাথ দেখিবারে যাত্রিগন ॥
প্রভু সঙ্গে যায় তারা আনন্দিত মন ॥১৫
এক কালে একঠাই যাত্রিক সমূহ।
পথে রাখিয়াছে দানী পাপিষ্ঠ দুরূহ ॥১৬
অনেক যন্ত্রনা দুঃখ দিছে তা সবারে।
আগে গিয়াছিলা প্রভু লেউটে সত্বরে ॥ ১৭
অবধূত গদাধর পণ্ডিত বিস্ময়।
কি কারনে প্রভু পুন লেউটিয়া যায় ॥ ১৮
চিন্তিতে চিন্তিতে তারা যায় পাছে পাছে।
কতদূরে দেখে দানী যাত্রী রাখিয়াছে ॥ ১৯
কারন দেখিয়া তারা ভেল চমকিত।
পুলকে ভরল অঙ্গ অতি আনন্দিত ॥২০
যাত্রিক দেখিয়া প্রভু করুন-বদন।
সত্বরে চলিলা মত্তসিংহের গমন ॥২১
প্রভুকে দেখিয়া যাত্রী কান্দে উভরায়।
ত্রাস পাইয়া শিশু যেন মার কোলে ধায় ॥২২
দীন বন জন্তু যেন দগ্ধ দাবানলে।
সন্তপ্ত হইয়া পড়ে জাহ্নবীর জলে ॥২২
প্রভুর চরনে পড়ি কান্দে যাত্রিগন।
দেখিয়া পাপিষ্ঠ দানীগনে মনে মন ॥২৪
এরূপ মানুষ নাহি জগত—ভিতর।
এই নীলাচল চন্দ্র—জানিল অন্তর ॥২৫
ইহা সবাকারে আমি দিলুঁ এত দুঃখ।
কি করয়ে নাহি জানি—ভয়ে কাঁপে বুক ॥২৬
এতেক চিন্তিয়া মনে সেই মহাদানী।
প্রভুর চরনে পড়ি বলে কাকু-বানী ॥২৭

ছাড়িলুঁ যাত্রিকগন—না সাধিব দান।
অন্তরে জানিল প্রভু—তুমি ভগবান ॥২৮
ইহা বলি চরনে পড়িয়া সেই কান্দে।
তাহার মাথায় দিল চরনারবিন্দে ॥২৯
কম্প গদগদ স্বরে নানা স্তব করে।
বিষয়ী বলিয়া ঘৃনা না করিহ মোরে ॥৩০
এ বোল শুনিয়া প্রভু মুচকি হাসিয়া।
সুখে চলি যান যাত্রিগনে ছাড়াইয়া ॥৩১
হেনই সময়ে কতদূরে এক দানী।
ডাকিতে ডাকিতে আইসে উভ করি পানি ॥৩২
দেখিয়া ঠাকুর তাহে উভ কৈল বাই।
হাতসানে সেই দানী রহে সেই ঠাঁই ॥৩৩
ঝরঝর নয়ন—পুলক কলেবর।
হরে কৃষ্ণ নাম সেই বলে নিরন্তর ॥৩৪
দেখি নিত্যানন্দ গদাধরের উল্লাস।
গৌরাঙ্গ চরিত্র কহে এ লোচন দাস ॥৩৫

সিন্ধুড়া রাগ।

ভাইরে৷ গাও গাও গোসাঁইর গুন শুনি।
আহো রে আহো রে রাঙ্গা চরন কমল কর ইচ্ছা ॥৩৬
জগতে যতেক দেখ, আরনা করিয়া লেখ, হো হো
হো হো হো হো রে ভাই। সে পুন সকলি শুধু
মিছা ॥ ভাই বলি ভাই ভাই রে গাও গাও
গোরা গুন শুনি ॥ধ্রু৩৬

এইমনে মহাপ্রভু চলি যায় পথে।
যেখানে যে দেবস্থল দেখিতে দেখিতে ॥৩৭
রহি রহি যায় প্রভু প্রতি গ্রামে গ্রামে।
নর্ত্তন করিয়া সব দেবতার স্থানে ॥৩৮
এক অদভুত কথা শুন তার মাঝে।
যে করিল নিত্যানন্দ অবধূত রাজে ॥৩৯
নিত্যানন্দ করে দণ্ড দিয়া গৌরহরি।
কিছু আগে গেলা নিত্যানন্দ পাছু করি ॥৪০
প্রেমায় বিহ্বল প্রভু—যায় মহাবেগে।
আপনা পাসরে কৃষ্ণপ্রেম—অনুরাগে ॥৪১
গদাধর আদি যত জন সঙ্গে যায়।
দেখি নিত্যানন্দ আরো দূরে পাছু হয় ॥ ৪২
গনিতে গনিতে নিতাই যায় ধীরে ধীরে।
মোর বিত্তমানে প্রভু দণ্ড হাতে ধরে ॥ ৪৩
সে হেন সুন্দর বেশ—ত্রৈলোক্য-মোহন।
ছাড়িয়া ধরিল দণ্ড—সহিব কেমন ॥ ৪৪
সন্ন্যাস করিল প্রভু মুণ্ডাইয়া মাথা।
চিরদিন রহিবে দারুন এই ব্যথা ॥৪৫
চিন্তিতে চিন্তিতে দুঃখ বাড়িল বিস্তর।
ভাঙ্গিলেন থুইয়া দণ্ড উরুর উপর ॥ ৪৬
ভগ্নদণ্ড তুলিয়া ফেলিল লৈয়া জলে।
প্রভুর তরাসে পাছু ধীরে ধীরে চলে ॥৪৭
কতক্ষনে একত্র হইলা দুই জনে।
সুধাইল প্রভু—দণ্ড না দেখিয়ে কেনে।
প্রভুর সঙ্কোচে কিছু না দেয় উত্তর।
বিস্ময় লাগিল প্রভু—চিন্তয়ে অন্তর ॥ ৪৯
পুনরপি পুছে প্রভু—দণ্ড থুইলে কোথা।
দণ্ড না দেখিয়া হিয়ায় পাঙ বড়ব্যথা ॥ ৫০
এ বোল শুনিয়া কহে নিত্যানন্দ রায়।
তোর করে দণ্ড দেখি পোড়ে মো হিয়ায় ॥৫১
সন্ন্যাস করিল একে মুড়াইলে মুণ্ড।
তাহার অধিক দুখ—কান্ধে কর দণ্ড ॥ ৫২
সহিতে না পারি ভাঙ্গি ফেলাইল জলে।
যে কর সে কর গদগদ ভাষে বলে ॥৫৩

এ বোল শুনিয়া প্রভু হৈয়া দুঃখিত।
রুষিয়া কহিল — সব কর বিপরীত ॥ ৫৪
মোর দণ্ডে বৈসে যত মোর দেবগন।
হেন দণ্ড ভাঙ্গি-কি সাধিলে প্রয়োজন ॥ ৫৫
তুমি সদা উনমত — বুদ্ধি স্থির নয়।
বাতুলের-ধর্ম্মেতে — ধর্ম্মী নহ কদাচিত।
পাণ্ডিত্য-ধর্ম্মেতে ধর্ম্মী নহ কদাচিত।
আশ্রম ছাড়া সকার্য্য কর বিপরীত ॥ ৫৪
দেবতা-আশ্রম-পীড়ায় নাহি জান দোষ।
কিছু যদি বলি তবে কর মহারোষ ॥ ৫৮
এ বোল শুনিয়া নিত্যানন্দ পহুঁ হাসে।
প্রভুরে কহয়ে কিছু গদ গদ — ভাষে ॥ ৫৯
দেবতা আশ্রম-পীড়া নাহি করি আমি।
ভাল কৈল মন্দ কৈল — সব জান তুমি।
তোর দণ্ডে বৈসে যত তোর দেবগনে।
কান্ধে করি লৈয়া যাহ — সহিব কেমনে ॥ ৬১
তুমি তার ভাল কর আমি করি মন্দ।
কি কারনে তোর সনে করিব আর দ্বন্দ্ব ॥ ৬২
অপরাধ কৈলুঁ — দোষ ক্ষম এইবার।
তোর নামে নিস্তারয়ে সকল সংসার ॥ ৬৩
তোর অধিক পতিত-পাবন নাম তোর।
এই অপরাধ ক্ষমা করিবে সে মোর ॥ ৬৪
নাম মাত্র নিস্তারয়ে জগতের লোক।
সন্ন্যাস করিলে ভক্তগনে বড় শোক ॥ ৬৫
সে হেন সুন্দর কেশে মুণ্ডাইলে মাথা।
ভক্তজন-হৃদয়ে দারুন এই ব্যথা ॥ ৬৬
মোর প্রান পোড়ে নিরন্তর ইহা দেখি।
হয় নয় পুছ — সর্ব্ব ভক্ত ইথে সাখী ॥৬৭
ভাঙ্গিয়া ফেলিল দণ্ড ভক্তগন দুখে।
দণ্ড নহে — শেল সে আছিল মোর বুকে ॥৬৮

এ বোল শুনিয়া প্রভু না দিল উত্তর।
বিরস বদন কিছু হরিষ — অন্তর ॥৬৯
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু সর্ব্বরস জানে।
ভাঙ্গিয়া ফেলিল দণ্ড এ লোচন গানে ॥৭০

—

ভাটিয়ারী রাগ। দিশা।

ভাই রে! গোরা গোসাঁইর মহিমাগুন গাও ॥মূর্চ্ছা
আরে ভাইয়া প্রান ভাইয়ারে! সংসার বাসন
না করিহ
জগতে যাবত জীও, মহাপ্রভুর চরন না ছাড়িহ ॥ ধ্রু
॥ ৭১
এই মতে মহাপ্রভু পথে চলি যায়।
তবে এক পুণ্যক্ষেত্র দেখিবারে পায় ॥ ৭২
ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান — দেখি শ্রীমধুসুদন।
প্রেমার আবেশে প্রভু আনন্দিত মন ॥ ৭৩
এইমনে কতদিন পথে চলি যায়।
উত্তরিল মহাপ্রভু গ্রাম রেমুনায় ॥ ৭৪
মহাপুরী রেমুনাতে — আছয়ে গোপাল।
দেখিবারে যায় প্রভু — আনন্দ অপার ॥৭৫
পূর্ব্বে বারানসী-তীর্থে উদ্ধব স্থাপিত।
ব্রাহ্মনেরে কৃপা-ছলে এথা উপনীত ॥ ৭৬
ইহা বলি পুনঃপুন করে নমস্কার।
উদ্ধবের প্রভু বলি করে হুহুকার ॥৭৭
নয়ন সফল আজি — দেখিল ঠাকুর।
উদ্ধব সম্বন্ধে প্রেমা বাড়িল প্রচুর ॥৭৮
উদ্ধব উদ্ধব' বলি ডাকে আর্ত্তনাদে।
প্রেমায় বিহ্বল — ক্ষনে ভূমে পড়ি কাঁদে ॥ ৭৯

অরুন নয়ানে নীর ঝরে অনিবার।
পুলকে পূরিল অঙ্গ কম্প বারে বার॥ ৮০
উদ্ধবের প্রভু বলি প্রদক্ষিন করি।
নিজ জন-সঙ্গে নাচে বলি হরি হরি॥ ৮১
উথলিল প্রেমসিন্ধু বাড়িল উল্লাস।
প্রেমায় ছাইল সব এ ভূমি আকাশ॥ ৮২
আনন্দে দেবতা সব চাহে অন্তরীক্ষে।
অনিমিখ আঁখে তারা প্রভুকে নিরীখে॥ ৮৩
সহস্র-নয়ানে ইন্দ্র চাহে একদিঠে।
অমৃত-অধিক গোরা-অঙ্গ লাগে মিঠে॥ ৮৪
হেনই সময়ে সেই মূরতি-গোপাল।
মস্তক-উপরে পুষ্প-মুকুট তাহার॥ ৮৫
আচম্বিতে মস্তকের মুকুট খসিতে।
ভুমিরে পড়িতে প্রভু ধরিলেন হাতে॥ ৮৬
চতুর্দ্দিকে সব হরি হরি বোলে।
আকাশ-পরশে যেন প্রেমার হিল্লোলে॥ ৮৭
দেখিলেন দেবগন প্রভু বিশ্বম্ভর।
অদ্ভুত দেখিয়া তারা প্রনত-কন্ধর॥ ৮৮
দিনান্ত নাচয়ে প্রভু—নাহিক বিরাম।
সন্ধ্যায় সময়ে হৈল নৃত্য অবসান॥ ৮৯
নানা উপহার দ্রব্য কৃষ্ণে নিবেদিত।
প্রভুর সম্মুখে বিপ্র কৈল উপনীত॥ ৯০
আনন্দিত মহাপ্রভু লৈয়া নিজ-গন।
সন্তোষে করিল মহাপ্রসাদ ভোজন॥ ৯১
রজনী গোঙায় কৃষ্ণ-কথার আনন্দে।
প্রভাতে চলিলা নিজ-গন করি সঙ্গে॥ ৯২
এইমতে প্রভু পথে যাইতে যাইতে।
নদী-বৈতরনী-তীরে গেলা আচম্বিতে॥ ৯৩
স্নান পানে সেই নদী পরম-পাবনী।
আর তাহে স্নান কৈল ঠাকুর আপনি॥ ৯৪
তবে চলি যায় প্রভু পরম চতুর।
সাধ বাঢ়ে দেখিবারে বরাহ-ঠাকুর॥ ৯৫
যাহা দেখি সর্ব্বলোক উদ্ধারে দুকুল।
তারে নমস্করি গেলা গ্রাম যাজপুর। ৯৬
যাঁহা যজ্ঞ কৈল ব্রহ্মা লৈয়া দেবগন।
ব্রাহ্মনেরে দিল গ্রাম করিয়া শাসন॥ ৯৭
মহাপাপী নর যদি সেইগ্রামে মরে।
সর্বপাপে মুক্ত হৈয়া শিব-রূপ ধরে॥ ৯৮
শত শত আছে তাহে মহেশের লিঙ্গ।
তারে নমস্করি যায় গৌর গোবিন্দ॥ ৯৯
আনন্দ হৃদয়ে যায় বিরজা দেখিতে।
বিরজা মহিমা কেবা পারয়ে কহিতে॥ ১০০
কোটি কোটি পাতক নাশয়ে দরশনে।
বিরজা দেখিল প্রভু হরষিত মনে॥ ১০১
বিরজাকে নমস্করি কহিল বচনে॥
দেহ প্রেমভক্তি মোরে কৃষ্ণের চরনে॥ ১০২
এইমতে মহাপ্রভু পথে চলি যায়॥
পিতৃ পিণ্ডদান কৈল এ নাভি গয়ায়॥ ১০৩
ব্রহ্মকুণ্ড জলে স্নান কৈল হরষিতে।
দেব কার্য্য সারি চলে নগর দেখিতে॥ ১০৪
মহা পুণ্যস্থান সেই শিবের নগর।
দেখিতে দেখিতে প্রভু ভৈগেল নির্ভর॥ ১০৫
কহিতে না পারি সে নগর পরিপাটি।
ত্রিলোচন আদি করি আছে লিঙ্গ কোটি॥ ১০৬
হেনই সময়ে সেই শ্রীমুকুন্দ দত্ত।
প্রভুর সাক্ষাতে যে জানয়ে তত্ত্ব॥ ১০৭

এই হইতে দানীকে নাহিক আর ভয়।
আমি সর্ব্বজানি তুষ্ট যে যেখানে রয় ॥১০৮
এ বোল বলিয়া প্রভু মুচকি হাসয়।
কি বলিব তোরে মুই—তুমি মহাশয় ॥১০৯
আমিত সন্ন্যাস-ধর্ম্ম করিয়াছি আশ্রয়।
দানী কি করিব মোর—কহত নিশ্চয় ॥১১০
শুনিয়া মুকুন্দ কিছু ভয় না পাইল।
তনু দুঃখ দেয় প্রভু তোমারে কহিল ॥১১১
শুনিয়া ঠাকুর বলে—শুনহ মুকুন্দ।
রাখিবে আমার দেহ যতেক কুটুম্ব ॥১১২

তথাহি—শ্রীশান্তিশতকে—

ধৈর্য্যংযস্য পিতা চ জননী শান্তিশ্চিরংগেহিনী।
সত্য সূনুরয়ংদয়া চ ভগিনীভ্রাতামনঃসংযমঃ ॥
শয্যাভূমিতলংদিশোঽপিবসনংজ্ঞানামৃতং ভোজনং।
যস্যৈতে হি কুটুম্বিনো বদ সখে কস্মাদ্ভয়ং যোগিনঃ ॥ ১১৩

শুনিয়া মুকুন্দ ভয় না পাইল চিতে।
কহিল তাহারে প্রভু হাসিতে হাসিতে ॥ ১১৪
এতদূর পথ পালি আনিলে আমারে।
ইহা বলি গেলা প্রভু ভিক্ষা করিবারে ॥ ১১৫
গদাধর আদি করি যত সঙ্গিগন।
ঠাঁই ঠাঁই গেলা সবে করিতে ভিক্ষাটন ॥১১৬
হেনকালে একদানী রাখে তা-সবারে।
মহাক্রোধ করি দানী বান্ধে মুকুন্দেরে ॥১১৭
সারাদিন রাখিয়াছে ক্রোধ নাহি পাড়ে।
অনেক যতনে প্রবোধিল সন্ধ্যাকালে ॥১১৮
তা-সবার আছিল কম্বল এক খণ্ড।
কাড়িয়া লইল সেই পাপিষ্ঠ পাষণ্ড ॥১১৯
সন্ধ্যাকালে সবে ভিক্ষা করি স্থানে স্থানে।
সঙ্কেত—মণ্ডপে সবে আইলা জনে জনে ॥ ১২০
সেইত মণ্ডপে আগে আছেন ঠাকুর।
দেখি সর্ব্বজন—হিয়া আনন্দ প্রচুর ॥ ১২১
চরনে পড়িয়া কান্দে শ্রীমুকুন্দ দত্ত।
জানিলাম প্রভু তোমার যতেক মহত্ত্ব ॥ ১২২
তোমার সম্মুখে বৈল নাহি দানী—ভয়।
তাহার লাগিয়া মোর এত দুঃখ হয় ॥ ১২৩
জানিয়া না জানেঁ। মুই—তুমি ভগবান।
তোমার উপরে আর কে সাধিব দান ॥১২৪
তোমার নাহিক ভয় এ তিন ভুবনে।
তুমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর—কেবা তোমা জানে ॥১২৫
তোমারে নির্ভয় করিবারে কহি কথা।
ভাল কৈল—দানী মোর করিল অবস্থা ॥ ১২৬
এ বোল শুনিয়া প্রভু গদাধরে পুছে।
প্রত্যক্ষ কহিল দানী যত করিয়াছে ॥ ১২৭
শুনিয়া ঠাকুর বৈল নহ উত্তরোল।
'ভালহৈব' বলি মাত্র বৈল এক বোল ॥ ১২৮
সেই রাত্রে সেই দেশে দানীর ঈশ্বর।
স্বপ্নে দেখাদিল তারে শচীর কোঙর ॥ ১২৯
ক্ষীরোদ—সমুদ্রে দেখে অনন্ত শয়নে।
লক্ষ্মী সরস্বতী করে চরন সেবনে ॥ ১৩০

ধৈর্য যাঁর পিতা, ক্ষমা যাঁর মাতা, চির শান্তি যাঁর ভার্য্যা, সত্য যাঁর পুত্র,দয়া যাঁর ভগিনী, মনঃ সংযম যাঁর ভ্রাতা, ভূমি যাঁর শয্যা, দিকসকল যাঁর বসন অর্থ্যাৎ যিনি উলঙ্গ এবং জ্ঞানামৃত যাঁহার আহার। বল বল হে সখে। যে যোগীর এতগুলি আত্মীয় তাঁর আবার ভয় কোথা হইতে আসিতে পারে ॥ ১১৩

তাহার অন্তরে দেখে সনকাদিগন।
ব্রহ্মা আদি দেব দূরে করয়ে স্তবন ॥১৩১
দেখিয়া দানীর রাজা কাঁপিল অন্তরে।
ঐশ্বর্য্য দেখিয়া তিহোঁ পড়িলা ফাঁপরে ॥১৩২
বিরজা-নিকটে আছি সন্ন্যাসীর বেশে।
মোর ভক্তে দুঃখ দিল তোর সব দাসে ॥১৩৩
কাঁপিল অন্তরে—ত্রাস পাইল অপার।
সত্বরে চলিল যথা শ্রীগৌর গোপাল ॥১৩৪
কতক্ষনে সেইখানে সেই দানীশ্বর।
প্রভু নমস্করি করে বিনয় বিস্তর ॥১৩৫
তুমি ভগবান্ ক্ষীর নিধির নিবাস।
জীবনিস্তারিতে প্রভু করিয়াছ সন্ন্যাস ॥১৩৬
ভব-ঘোর-অন্ধকারের তুমি সে চন্দ্রমা।
তুমি বেদ—বেদের পরমতত্ত্ব—সীমা ॥১৩৭
শুনি গোরাচাঁদ হাসি বলিলা তাহারে।
অচিরাতে কৃষ্ণ কৃপা করুন তোমারে ॥১৩৮
ইহা বলি চরন ধরিলা তার মাথে।
প্রেমায় বিভোর হৈয়া নাচে ঊর্দ্ধ হাতে ১৩৯
তারে অনুগ্রহ করি সে দেশে রাখিলা।
অধিকার কৃষ্ণভক্তি তারে শিখাইলা ॥১৪০
হেনই সময়ে কহে বৈষ্ণব-সকল।
অনেক যন্ত্রনা দিল তোমার নফর ॥১৪১
কাড়িয়া লইল আমা-সবার কম্বল।
এ বোল শুনিয়া সেই সঙ্কোচ অন্তর ॥১৪২
নৌতুন কম্বল দিল দানীর ঈশ্বর।
সন্তোষ হইল তবে সবার অন্তর ॥ ১৪৩
তবে সেই দানীশ্বর প্রভু নমস্করি।
বিদায় হইয়া গেলা আপনার বাড়ী ॥
ঘরে গিয়া কৃষ্ণসেবা করিলা আশ্রয়।
সঙ্কীর্ত্তনে হরিনামে অহর্নিশি রয় ॥১৪৫

এই মনে সকল রজনী গেল সুখে।
প্রাতঃকালে প্রাতঃস্নান করিলা কৌতুকে ॥১৪৬
বিরজা দেখিতে প্রভু যায় আর বার ॥
যাহা দেখি সব লোক তরয়ে সংসার ॥১৪৭
বিরজাকে নমস্করি চলি যায় রঙ্গে।
উঠিল কৃষ্ণের প্রেমা পুলকিত অঙ্গে ॥১৪৮
চলিলা সে মহাপ্রভু সিংহ পরাক্রমে।
ক্রমে ক্রমে উত্তরিলা একাম্রক-গ্রামে ॥১৪৯
সেই গ্রামে আছে শিব পার্ব্বতী সহিতে।
দেখিবারে ধায় প্রভু উনমত চিতে।১৫০
কতদূর হৈতে প্রভু দেখিলা দেউল।
উৎকণ্ঠা বাড়িল চিত্তে প্রেমায় আকুল ১৫১
দেউল উপরে শোভে পতাকা সুন্দর।
শিবলিঙ্গময় সেই একাম্র নগর ॥১৫২
পতাকা দেখিয়া প্রভু নমস্কার করি।
ক্রমে ক্রমে গিয়া প্রবেশিলা শিব-পুরী ॥১৫৩
একাকোটি লিঙ্গ আছে একাম্র-নগরে।
হাঁটিয়া চলিতে প্রান হালে কাঁপে জরে ॥১৫৪
বিশ্বেশ্বর আদি করি আছে লিঙ্গ কোটি।
দেখিতে সন্দেশ সেই নগরের মাটি ॥১৫৫
মহা বিন্দু সরোবর—সর্বতীর্থ জলে।
আর নানা পুণ্যতীর্থ আছয়ে নগরে ॥১৫৬
পুরী প্রবেশিয়া দেখে পার্বতী শঙ্কর।
নমস্কার করিপ্রভু প্রেমায় বিহ্বল ॥১৫৭
সর্বজন দেখিল সে পার্ব্বতী-মহেশ।
লিঙ্গ দরশনে সভার খণ্ডিলেক ক্লেশ ॥১৫৮
মহেশ দেখিয়া প্রভুর অবশ শরীর।
টলমল করে তনু—নাহি রহে স্থির ॥১৫৯
অরুন নয়নে জল ঝরে অনিবার ১৬০
পুলকিত অঙ্গ—স্তব পড়ে বারবার ॥

তথাহি—স্তবঃ

নমোনমস্তে ত্রিদশেশ্বরায় ভূতাধিনাথায় মৃড়ায় নিত্যং।
গঙ্গাতরঙ্গোত্থিত—বালচন্দ্র চূড়ায় গৌরী নয়নোৎসবায়।
সন্তপ্তচামীকর-চন্দ্র-নীলপদ্ম-প্রবালাম্বুদ-কান্তি বস্ত্রৈঃ।
সুনৃত্য-রঙ্গেষ্টবর-প্রদায় কৈবল্য-নাথায় বৃষধ্বজায়॥ ১৬১

এইমতে মহাপ্রভু পড়ে শিব-স্তব।
চতুর্দ্দিকে স্তব পড়ে সকল বৈষ্ণব॥ ১৬২
হেনই সময়ে সেই শিবের সেবকে
গন্ধ চন্দন মালা দিলেন প্রভুকে॥ ১৬৩
শিব নমস্করি প্রভু বাহিরে আসিয়া।
বিশ্রাম করিলা এক গৃহে প্রবেশিয়া ১৬৪
কৃষ্ণে নিবেদিত অন্ন ভোজন করিলা।
পথের আয়াসে নিশি শুতিয়া রহিলা॥ ১৬৫
শয়ন-সময়ে কৃষ্ণ পাদাম্বুজ ধ্যান।
হেনকালে করয়ে হৃদয়ে অনুমান॥ ১৬৬
শিব-মহাপ্রসাদ পাইয়ে ভাগ্য বশে।
ভক্ষন করিয়ে হেন আছে প্রতি আশে॥ ১৬৭
এইমনে মহাপ্রভুর অনুমান কালে।
পানা-পরসাদ লহ—এক জন বলে॥ ১৬৮
উঠিয়া প্রসাদ পানা লইয়া ঠাকুর।
পানা পান করি সুখ বাড়িল প্রচুর॥ ১৬৯
নিজ জনে দিল যে আছিল অবশেষ।
ভক্ষন করিল সব ভক্তে বিশেষ॥ ১৭০
এইমনে আনন্দে বঞ্চিলা সেই রাতি।
প্রভাতে উঠিলা প্রভু ত্রিজগত-পতি॥ ১৭১
প্রাতঃক্রিয়া করি স্নান বিন্দু-সরোবরে।
চলিলা ঠাকুর নমস্করি মহেশ্বরে॥ ১৭২
প্রভুর সংহতি চলি যায় ভক্তগন।
এই পরসঙ্গে কথা কহিব এখন॥ ১৭৩
মুরারিতে দামোদরে যে হৈল বচন।
শুন সাবধানে সবে কহিয়ে এখন॥ ১৭৪
মুরারিরে পুছিলা পণ্ডিত দামোদর।
শিবের নির্ম্মাল্য কেনে লইলা ঈশ্বর॥ ১৭৫
অগ্রহ্য শিবের নির্মাল্য ভৃগু শাপে।
তবে কেনে পরিগ্রহ কৈল প্রভু আপে॥ ১৭৬
আপনে ব্রহ্মন্যদেব এই মহাপ্রভু।
জানিয়া শুনিয়া আজ্ঞা লঙ্ঘিলেক তভু॥ ১৭৭
মুরারি কহয়ে শুন শুন দামোদর।
আমি কি জানিয়ে প্রভুর মরম-উত্তর॥ ১৭৮
নিজ বুদ্ধি অনুমানে যে কহি উত্তর।
তোর মনে লয় যদি রাখিহ অন্তর॥১৭৯
শিবের সেবক যেই শিব সেবা করে।
উচ্ছিষ্ট না লয় হরি হরে ভেদ করে॥ ১৮০
তাহারে ব্রাহ্মন-শাপ—কহিল এতত্ত্ব।
অশুদ্ধ তাহার মতি—না জানে মহত্ত্ব॥ ১৮১
অভিন্ন করিয়া যেই করয়ে সেবন।
শিবের নির্ম্মাল্য সেই করয়ে ভক্ষন॥ ১৮২

গঙ্গা তরঙ্গাহত অর্দ্ধচন্দ্র যাঁহার শিরে শোভা পাইতেছে; যিনি শ্রীগৌরী দেবীর নয়নের আনন্দ বর্দ্ধন করেন; যিনি প্রতপ্ত স্বর্ণ চন্দ্র,নীলপদ্ম, প্রবাল ও মেঘের ন্যায় বিশিষ্ঠ বসন ধারন করেন; যিনি ভক্তগনকে অভীপ্সিত বর প্রদানে সমুৎসুক; যিনি মুক্তির অধীশ্বর অর্থ্যাৎ মুক্তি প্রদানে সুসমর্থ; সেই দেবদেব ভূতেশ্বর বৃষধ্বজ শ্রী মহাদেব! তোমাকে নিত্য নমস্কার নমস্কার। ১৬১

শিবের নির্ম্মাল্য খায় অভেদ চরিত।
সে জনে অধিক হরি হরের পিরীত ॥ ১৮৩
মহেশ্বর প্রভু সব বৈষ্ণবের রাজা।
সেইভাবে যেই জন করে তাঁর পূজা ॥ ১৮৪
তাহার হস্তেতে শিব করেন ভোজন।
সে প্রসাদ খাইলে হয় বন্ধ বিমোচন ॥ ১৮৫
বস্তুতঃ সে মহেশ্বর প্রভুর গমনে।
আতিথ্য করিল সে পরম-হর্ষমনে ॥ ১৮৬
শাপ আদি যত শুন বহির্ম্মুখ প্রতি।
সুহৃদ্ভাবে কৈলে হয় কৃষ্ণে রতি-মতি ॥ ১৮৭
লোক-শিক্ষা-হেতু প্রভু কৈল অবতার।
দামোদর বলে —এবে ঘুচিল জঞ্জাল ॥ ১৮৮
শুনিয়া সকল লোক আনন্দিত চিত।
কহয়ে লোচন দাস চৈতন্য চরিত ॥ ১৮৯

যথা রাগ।

বল শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য-চাঁদের মধুর নাম খানি ॥ মূর্চ্ছা।
ভাইরে ভাই! আর নাহি তরিবার তরি
জগত-দুর্ল্লভ তাঁর কথা।
জগতে যারত জীও. শ্রবন ভরিয়া পিও.
কভুনা ছাড়িহ গুন গাথা ॥ ১৯০
তবে পুন শুন গোরাচান্দের চরিত।
বরিয়ে প্রভু প্রেমা নূতন অমৃত ॥ ১৯১
পথে চলি যায় প্রভু নিজজন-সঙ্গে।
দেখিল ত কপোত-ঈশ্বর মহালিঙ্গে ॥ ১৯২
তাঁরে নমস্করি প্রভু চলি যায় পথে।
পুন্য ক্ষেত্র মহাতীর্থ দেখিতে দেখিতে ॥ ১৯৩
তবে সে ভার্গবীনামে নদী ভাগ্যবতী।
তাতে স্নান কৈল নিজ-জনের সংহতি ॥ ১৯৪
স্নান সমধিয়া প্রভু চলি যায় পথে।
জগনাথ-মন্দির দেখিল আচাম্বিতে ॥ ১৯৫
চন্দ্রের কিরন জিনি উজ্জ্বল দেউল।
পবন চালিত তাতে পতাকা রাতুল ॥ ১৯৬
নীল গিরি মাঝে হরি-মন্দির সুন্দর।
কৈলাস জিনিয়া তেজ অদ্ভুত ধবল ॥ ১৯৭
অভিন্ন-অঞ্জন এক বালকের ঠান।
দেউল উপরে প্রভু দেখে বিদ্যমান ॥১৯৮
স-বসন হস্তে-ঘন করয়ে আহ্বান।
দেখিয়া বিহ্বল তারে করে পরনাম ॥ ১৯৯
ভুমিতে পড়িল প্রভু নাহিক সম্বিত।
নিঃশব্দে রহিল যেন ছাড়িল জীবিত ॥ ২০০
দেখিয়া সকল লোক মূর্চ্ছিত অন্তর।
প্রভু প্রভু বলি ডাকে না দেয় উত্তর ॥ ২০১
কি হৈল কি হৈল বলি চিন্তে গনে তারা।
কিছু না নিঃসরে যেন জীয়ন্তেই মরা ২০২
হেনই সময়ে প্রভু উঠিলা সত্বর।
পুলকিত সব অঙ্গ প্রেমায় বিভোর ॥ ২০৩
দেখিয়া সকল লোক জীল পুনর্বার।
মইল শরীরে যেন জীউর সঞ্চার ॥২০৪
তা সবারে মহাপ্রভু পুছয়ে বচনে।
দেউল উপরে কিছু দেখহ নয়ানে ॥২০৫
নীলমনি কিরন বরন উজিয়ার।
ত্রৈলোক্য মোহন এক সুন্দর ছাওয়াল ॥২০৬
কিছু না দেখিয়া তারা কহয়ে—দেখিল।
পুন মোহ যায় পাছে—আশঙ্কা হইল ॥২০৭
পুন তা সবারে প্রভু কহিল উত্তর।
দেউল— ধ্বজায় দেখ বালক সুন্দর ॥২০৮

প্রসন্ন বদনে পূর্ণামৃত যেন রূপ ।
আলোল অঙ্গুলি—করতল অপরূপ ॥২০৯
আমারে ডাকয়ে কর কমল লাবন্য ।
বামকরে বেনু শোভে ত্রিজগত ধন্য ॥২১০
এ বোল বলিয়া প্রভু চলিলা সত্বর ।
আনন্দে চলিল তবে বৈষ্ণব সকল ॥২১১
কোটি ইন্দু জিনিয়া সে গৌর অঙ্গ ছটা ।
ঝলমল করে সে চন্দন দীর্ঘ ফোটা ॥২১২
গোরা গায় অরুন বসন উজিয়ার ।
প্রভাতের সুর্য্য যেন বরন তাহার ॥২১৩
জগন্নাথ মন্দির দেখিয়া গোরা রায় ।
পুনঃ পুনঃ পরনাম করি চলি যায় ॥২১৪
নয়নে গলয়ে জল অবিরল ধারে ।
বিপুল পুলকে সে ঢাকিল কলেবরে ॥২১৫
প্রেমায় বিহ্বল প্রভু হৃদয় সত্বর ।
উত্তরিল মহাতীর্থ মার্কণ্ডেয় সর ॥২১৬
স্নান দান কৈল প্রভু যে বিধি আচার ।
চলিলা সত্বরে তবে করি নমস্কার ॥২১৭
যজ্ঞেশ্বর নমস্করি অতি হৃষ্টমনে ।
উৎকণ্ঠা হৃদয়ে যায় সত্বর গমনে ॥২১৮
পুনরপি জগন্নাথ মন্দির দেখিয়া ।
পুন পরনাম করে ভূমিতে পড়িয়া ॥২১৯
অঝোরে ঝরয়ে দুই নয়ানের নীর ।
বিহ্বল হইয়া কান্দে আক্কতি গভীর ॥২২০
এইমত গোরাচাঁদের আরতি দেখিয়া ।
দেখা দিল জগন্নাথ পানি পসারিয়া ॥২২১
আইস আইস বলি ডাকে ত্রিজগত রায় ।
দেখিয়া বিহ্বল প্রভু—ভূমে গড়ি যায় ।২২২
আনন্দে হাসিয়া কিছু কহিল বচন ।
কৃপা কর জগন্নাথ দেখিয়ে চরন ॥২২৩
পুন না দেখিয়া পুন করয়ে রোদন ।
পুনরপি দেখি অতি উল্লসিত মন ॥২২৪
কেবল উদ্ভট প্রেমা—পুলকিত অঙ্গ ।
হুহুঙ্কার নাদে প্রেমা অমিয়া তরঙ্গ ।২২৫
প্রেমায় বিহ্বল প্রভু হৃদয় সত্বর ।
উত্তরিলা বাসুদেব সার্ব্বভৌম ঘর ॥২২৬
প্রভুরে দেখিয়া সার্ব্বভৌম হরষিতে ।
ত্বরিতে আনিয়া দিল আসন বসিতে ॥২২৭
নমোনারায়ন বলি কৈল নমস্কার ॥
রাধাকৃষ্ণে শীঘ্র মতি হউক তোমার ॥২২৮
প্রভু আশীর্বাদবানী শুনি ভট্টাচার্য্য ।
বুঝিলেন বৈষ্ণব সন্ন্যাসী মহাচার্য্য ॥২২৯
তবে প্রভু সার্বভৌমে কহিল বচন ।
জগন্নাথ দেখিবারে উৎকণ্ঠিত মন ॥২৩০
কেমনে দেখিব আমি দেবদেব রায় ।
সাক্ষাত করিতে মোর সম্ভ্রম হিয়ায় ॥২৩১
এ বোল শুনিয়া সার্ব্বভৌম মহাশয় ।
প্রভু অঙ্গ নিরীখয়ে বিস্মিত হিয়ায় ॥২৩২
এ তপ্ত কাঞ্চন গৌর সুমেরু সুন্দর ।
নয়ন চন্দ্রমায় মুখ করে ঝলমল ॥২৩৩
সিংহগ্রীব কম্বুকণ্ঠ সুদীর্ঘ লোচন ।
আজানুলম্বিত ভুজ সব সুলক্ষন ॥২৩৪
উজ্জ্বল কৃষ্ণের প্রেমায় আরতি বিহ্বল ।
পুলকে আকুল অঙ্গ - করে টলমল ॥ ২৩৫
দেখিয়া বিহ্বল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ।
গনিতে লাগিলা দেখি সকল আশ্চর্য্য ॥ ২৩৬
এরূপ মানুষ নাহি সকল জগতে ।
দেবতা ভিতরে ইহা না পারি গনিতে ॥ ২৩৭

বৈকুণ্ঠ-নায়ক প্রভু আইলা আপনে।
এই সেই ভগবান্—বুঝি অনুমানে ॥ ২৩৮
এতেক চিন্তিয়া * সার্ব্বভৌম মহাজন।
আপন তনুজ দেখি কহিল বচন ॥ ২৩৯
সত্বরে চলহ তুমি চৈতন্য-সংহতি।
সাবধানে শুনিবে যে কহে মহামতি ॥ ২৪০
শ্রীজগন্নাথ-মহাপ্রভু যথা আছে।
সঙ্গীর সহিতে ইহায় থোবে তার কাছে।
এ বোল শুনিয়া তুষ্ট হৈলা গোরারায়।
চলিলা ত সার্ব্বভৌম-তনুজ-সহায় ॥ ২৪২
সিংহদ্বারে গিয়া প্রভু প্রেমে টলমল।
ধরিতে না পারে অঙ্গ প্রেমায় বিহ্বল ॥ ২৪৩
থির চলিবারে নারে আউলাইল অঙ্গ।
সাবধানে কাছে কাছে যায় সব সঙ্গ ॥২৪৪
অনেক যতনে সিংহ দ্বারে প্রবেশিলা।
সেখানে ত্বরিতে নাম মন্দিরে উঠিলা ॥ ২৪৫
গরুড়ের পাছে রহি থির দিঠে চায়।
দেখিল শ্রীমুখচন্দ্র ত্রিজগত রায় ॥ ২৪৬
অতি উলসিত হিয়া ভরল আনন্দ।
অঙ্গ আচ্ছাদিল ঘন পুলক কদম্ব ॥ ২৪৭
নয়নে বহয়ে প্রেমধারা অবিরল।
আপনা পাসরে—প্রেমানন্দ পরবল ॥ ২৫৮
ভূমিতে পড়িল প্রভু অবশ শ্রীঅঙ্গ।
বাতাসে খসিল যেন সুমেরুর শৃঙ্গ ॥ ২৪৯
প্রেমার আবেশে মূর্চ্ছা হৈলা ভগবান্।
দুই হস্তে দৃঢ় মুষ্টি—মুদ্রিত নয়ান ॥ ২৫০
শিথিল বসন ভেল বিবশ শরীরে।
দেখি দ্বিজজন গেলা দেউল-বাহিরে ॥ ২৫১
আসন ছাড়িয়া জগন্নাথ প্রভু ভূমি।
দোঁহার পরশে দোঁহে ভেল কুতূহলী ॥ ২৫২
বাহু বাহু দিয়া সে তখনি কৈল কোলে।
জগন্নাথ সম্মুখে নাচয়ে হরি বোলে ॥ ২৫৩
গৌরাঙ্গ-পরশে জগন্নাথ প্রেমে ভোরা।
আসন উপরে তবে বসাইল গোরা ॥ ২৫৪
নাচে হরি বলি প্রভু শচীর নন্দন।
প্রবিষ্ট হইলা সবে মন্দিরে তখন ॥২৫৫
গদাধর নাচে নরহরি নিত্যানন্দ।
শ্রীনিবাস দামোদর মুরারি মুকুন্দ ॥ ২৫৬
আর সব ভক্তগন নাচয়ে হরিষে।
রাধাকানু-গুনগান-কীর্ত্তন প্রকাশে ॥ ২৫৭
তবে সবে অনুমানি সঙ্গী যত জন।
প্রভু লৈয়া আইলা সার্বভৌমের আশ্রম। ২৫৮
সার্ব্বভৌম ঘরে প্রভুর সম্বেদন হৈল।
গুন-সঙ্কীর্ত্তনে প্রভু নাচিতে লাগিল ॥ ২৫৯
ঐছন দেখিয়া সার্ব ভৌম—ভট্টাচার্য্য।
হৃদয়ে আহ্লাদ—মহাগনয়ে আশ্চর্য্য ॥ ২৬০
তবে পুন মহাপ্রভুর নৃত্য-অবসানে
ভিক্ষা-আমন্ত্রন তারে দিল সার্বভৌমে ॥ ২৬১
প্রসাদ আনিতে দিল ব্রাহ্মনের গন।
প্রভু-সঙ্গে সার্ব্বভৌম করয়ে মিলন ॥২৬২

* সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য—সার্ব্ব ভৌম ভট্টাচার্য্য নবদ্বীপ বাসী মহেশ্বর বিশারদের পুত্র, কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম বিদ্যাবাচস্পতি। পিতামহের নাম নরহরি। নবদ্বীপের পৌড়ামা তাঁহাদের মহিমার কীর্ত্তি। তাঁহার নাম বাসুদেব। অদ্ভুত পাণ্ডিত্য প্রতিভায় সার্বভৌম উপাধি প্রাপ্ত হন। যবন পীড়নে নবদ্বীপ ত্যাগ করিলে ক্ষেত্ররাজ প্রতাপরুদ্র তাঁহাকে আহ্বান করেন। তদবধি ক্ষেত্রে বাস করেন। প্রথমে বৈদান্তিক হইলেও মহাপ্রভুর করুনায় পরম বৈষ্ণব হন।

ইষ্টগোষ্ঠী করে বিদ্যা জানিবার তরে ।
তত্ত্ব জিজ্ঞাসিতে কিছু লাগিল প্রভুরে ॥ ২৬৭
তোর জন্ম কোথা—সত্য কহিবে আমায় ।
প্রভু কহে—যে কহিলে সেই সত্য হয় ॥২৬৮
ভট্টাচার্য্য কহে—তুমি কি কহ কথন ।
এক কহি আর কহ কিসের কারন ॥ ২৬৫
প্রভু মৌনী হৈয়া রহে—সমুদ্র-গম্ভীর ।
পুনর্বার প্রভুরে জিজ্ঞাসে বিপ্র ধীর ॥ ২৬৬
তোর মাতা পিতা কেবা কহ না আমারে ।
প্রভু কহে—সত্য এই তুমি যে কহিলে ॥ ২৬৭
ভট্টাচার্য্য পুনর্ব্বার তথাপি জিজ্ঞাসে ।
কহিবে তোমার কোথা হইল সন্ন্যাসে ॥ ২৬৮
প্রভু কহে—এই সত্য জানিবে নিশ্চয় ।
শুনি সার্বভৌম মনে বড়ই বিস্ময় ॥২৬৯
বুঝিতে নারিল কিছু প্রভুর নির্ণয় ।
কোটি সরস্বতী কান্ত অখিলের জয় ॥ ২৭০
কিবা বা ঈশ্বর কিবা বাতুল স্বভাব ।
মনে কুণ্ঠা ক্রোধ মাত্র হৈল তার লাভ ॥ ২৭১
আনাইল ভট্টাচার্য্য অনেক প্রসাদ ।
উঠিল প্রসাদ দেখি প্রেমার উন্মাদ ।
জগন্নাথ অন্ন মহাপ্রসাদ পাইয়া ।
মস্তকে বন্দিলা প্রভু হাসিয়া হাসিয়া ।২৭৩
হুঙ্কার করিল এক গম্ভীর—শবদে ।
ব্রহ্মাণ্ড ভরিল সে প্রভুর সিংহনাদে ॥ ২৭৪
দেবতা গন্ধর্ব নর শৃগাল কুক্কুর ।
আইলা গৌরাঙ্গ কাছে যত নাগকুল ॥২৭৫
সবার মুখেতে দেই প্রসাদ আনন্দে ।
দেখে গদাধর আদি প্রভু নিত্যানন্দে ॥২৭৬
কেহো না কহিল কিছু—তত্ত্ব সব জানে ।
প্রসাদ পাইল সব লৈয়া ভক্ত গনে ॥২৭৭
নিজ জন সনে অন্ন করিল ভোজন ।
হেন কালে শ্রীনিবাস কহিল বচন ॥২৭৮
এক নিবেদন প্রভু কহিতে ডরাই ।
নির্ভয়ে পুছিয়ে তবে যদি আজ্ঞা পাই ॥২৭৯
প্রসাদ পাইয়া তুমি হাসিলা যেকালে ।
মোর মনে হৈল—কিছু আছয়ে অন্তরে ॥২৮০
এ বোল শুনিয়া প্রভু অধিক উল্লাস ।
কহয়ে অন্তর কথা করিয়া প্রকাশ ॥২৮১
কাত্যায়নী প্রতিজ্ঞায় প্রসাদ হেন ধন ।
শৃগাল কুক্কুর খায় শুনহ ব্রাহ্মন ॥২৮২
ইন্দ্র চন্দ্র গন্ধর্ব্ব ব্রহ্মাদি দেবগনে ।
সবার দুর্ল্লভ বস্তু—না পাই যতনে ॥২৮৩
নারদ প্রহ্লাদ শুক আদি ভক্তগন ।
তাহারো দুর্ল্লভ এই—কহিল মরম ॥২৮৪
হেন মহাপ্রসাদ ভুঞ্জয়ে সব জনে ।
কহিল পরম কথা—এই মোর মনে ॥২৮৫
হেন মহাপ্রসাদ পাইয়া যেবা জন ।
অন্ন বুদ্ধি করিয়া সে করয়ে ভক্ষন ॥২৮৬
পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত তার আছিল যে ধর্ম্ম ।
সেহো নষ্ট হয়—যে শূকরে হয় জন্ম ॥২৮৭
কুক্কুরের মুখ হৈতে পড়ে যদি কভু ।
পাইলে যাইবে—ইথে দোষ নাহি কভু ॥২৮৮
তবে মহাপ্রভু ভিক্ষা করিলা সাদরে ।
সন্ধ্যাকালে গেলা জগন্নাথ দেখিবারে ॥২৮৯
একদৃষ্টি হৈয়া প্রভু দেখয়ে শ্রীমুখ ।
ব্রহ্মাণ্ডে না ধরে তাঁর অন্তর কৌতুক ॥২৯০
ধূপদীপ সুকুসুম মনোহর গন্ধ ।
নিবেদন কৈল বিপ্র দেখিয়া আনন্দ ॥২৯১
ঝলমল তেজ দেখি অঙ্গের ছটাকে ।
একত্র হইল যেন চাঁদ লাখে লাখে ॥২৯২
জিনিয়া নূতন মেঘ অঙ্গের কিরন ।
তাহে অপরূপ দুই কমল লোচন ॥২৯৩

দেখিয়া আনন্দ সিন্ধু ডুবিলা ঠাকুর।
ভূমিতে লোটায়—প্রেম বাড়িল প্রচুর ॥২৯৪
সুমেরু পর্বত জিনি সুন্দর শরীর।
ভূমে গড়াগড়ি যায়—আনন্দে অধীর ॥১৯৫
গৌরাঙ্গ কিরনে জগন্নাথ হৈলা গোরা।
ভাবময় হৈল দেহ—পরম বিভোরা ॥২৯৬
গৌরময় বলরাম আর পাণ্ডাগন।
ভাবময় দেহ সবার হইল তখন ॥২৯৭
গৌরাঙ্গে তুলিয়া পাণ্ডা করিল আরতি।
অচল ব্রহ্মের কাছে সচল মূরতি ॥২৯৮
জগন্নাথ প্রকাশ হৈলা ন্যাসিরূপে।
হেন অপরূপ না দেখিল কারো বাপে ॥২৯৯
তবে চিত্তে স্থির প্রভু হৈল কতক্ষণে।
আপন আশ্রমে গেলা লৈয়া নিজ গনে ॥৩০০
এই মনে জগন্নাথ দেখে তিনবার।
দিবারাত্রি নাহি জানে আনন্দ পাথার ॥৩০১
হেনমতে নিজজন সনে কতদিন।
কৌতুকে গোঙায় প্রভু প্রেম পরাধীন ॥৩০২
হেনই সময়ে কথা শুন সাবধানে।
পুরুষোত্তমে প্রথম প্রকাশ যেনমনে ॥৩০৩
লোকশিক্ষা করে প্রভু হৈয়া আকিঞ্চন।
না বুঝি মানুষ জ্ঞান করে মূঢ়জন ॥৩০৪
সমুদ্রের ধারে টোটা করি গৌররায়।
নিজজন সঙ্গে তাহা নিজগুন গায় ॥৩০৫
বিদ্যা বিমোহিত চিত্ত শ্রীসার্বভৌম।
প্রভুর পরোক্ষে কিছু কহয়ে বিভ্রম ॥৩০৬
ব্রাহ্মন সর্জ্জন যত সম্পূর্ণ সভায়।
তার মধ্যে কহে দ্বিজ যে ছিল হিয়ায় ॥৩০৭
মহাবংশে জন্মন্যাসী—সুপণ্ডিত নন।
তরুন বয়সে কেনে সন্ন্যাস বরন ॥৩০৮
এ সময় অনুচিত সন্ন্যাসের ধর্ম্ম।
না বুঝিয়া কৈল বিপ্র এত বড় কর্ম্ম ॥৩০৯
পুনরপি সংস্কার করু আপনার।
বেদান্ত পড়িয়া করু আশ্রম আচার ॥৩১০
সন্ন্যাসীর ধর্ম নহে কীর্ত্তন নর্তন।
বেদান্ত আমার ঠাঁই করুক শ্রবন ॥ ৩১১
জগন্নাথ যতবার করয়ে ভোজন।
তত বার সন্ন্যাসী সে করয়ে ভক্ষন ॥ ৩১২
যুবাকালে এত ভক্ষন যে জন করয়।
তার কাম নিবৃত্তি কেমন মতে হয় ॥ ৩১৩
ঘর মনে পড়ে তেঁই বাধা বলি কান্দে।
বিপাকে পড়িলা ন্যাসী সন্ন্যাসের ফান্দে ॥ ১৩৪
তথা গোরাচাঁদ আছে নিজজন সঙ্গে।
কৃষ্ণকথা-আলাপনে প্রেম-পরসঙ্গে ॥১৩৫
আচম্বিতে মুচকি হাসিলা গোরা-পঁহু।
অবিরল—ধারে যেন বরিখয়ে মহু ॥ ৩১৬
জানিয়া সকল পহুঁ চলিলা তথায়।
সার্ব-ভৌম বসি যথা বেদান্ত পড়ায় ॥ ৩১৭
নিজজন-সনে সেইখানে উপনীত।
দেখি ভট্টাচার্য্য উঠে চমকিত চিত ৩১৮
বসিতে আসন দিল সগৌরবে আনি।
ঠাকুর মাগয়ে—বিধিকি করিব আমি ॥ ৩১৯
তুমি সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য সব জান।
অন্তর পুছিয়ে তোরে—কহত বিধান ॥ ৩২০
সন্ন্যাস আশ্রম ধর্ম না বুঝিয়ে আমি।
সন্ন্যাস করিল—বিধি বিচারহ তুমি ॥ ৩২১
তুমি সর্ব তত্ত্ব-বেত্তা-বেদান্ত বাখান।
কি বিধান আছে কিছু পড়াহ এখন ॥৩২২

তরুন বয়সে নহে সন্ন্যাসের ধর্ম্ম ।
কি বিধান আছে পুন উপবীত-কর্ম্ম ॥ ৩২৩
জগন্নাথ-প্রসাদে মস্ত মোরে করাইলে ।
কাম-শান্তি করিবারে নারি যুবাকালে ॥ ৩২৪
ঘর মনে পড়ে তেঁই কান্দি রাধা বলি ।
কীর্ত্তনের মাঝে তেঁই কান্দি রাধা বলি ॥ ৩২৫
এবোল শুনিয়া সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য ।
হৃদয়ে সঙ্কোচ মহাগনয়ে আশ্চর্য্য ॥ ৩২৬
এখনি কহিল কথা নিজ শিষ্য-সনে ।
এ সকল কথা ন্যাসী জানিল কেমনে ।৩২৭
মনে অনুমান করি লজ্জায় পীড়িত ।
কিছু না কহিল—হিয়ায় রহিল বিস্মিত ॥ ৩২৮
তার পর দিনে প্রভু সার্ব্ব-ভৌম-ঘরে ।
নিজজন সঙ্গে গেলা তাঁরে দেখিবারে ॥৩২৯
বেদন্ত পড়ায় সার্ব্ব ভৌম ঘরে বসি
বেদান্ত-সিদ্ধান্ত প্রভু পুছে হাসি হাসি ৩৩০
বেদান্ত-নিগূঢ়-কথা পুছিল ঠাকুর ।
কৃষ্ণ পাদাশ্রয় কথা অমৃত অঙ্কুর ॥ ৩৩১
বেদে নরাকৃতি ব্রহ্ম শাস্ত্রে জানাইলে ।
তুমি তাহা নাহি মান আত্মবুদ্ধি বলে ৩৩২
ব্রহ্মার বচন ব্রহ্ম-সংহিতাতে কহে ।
সচ্চিদানন্দময় সেই মহৈশ্চর্য্যময়ে ॥ ৩৩৩
রসময় দেহ তার শ্যাম কালেবর ।
আর অবতার অংশ—কৃষ্ণ-পূর্ণবর ॥ ৩৩৪
ভাগবতে এই কথা ব্যাস জানাইল ।
তুমি তাহা নষ্ট করি আর-মত বল ॥৩৩৫
রাধাপূর্ণ তত্ত্ব বস্তু বরাহ-সংহিতা কহে ।
আর সব প্রকৃতি তার নখ জ্যোতি হয়ে ॥৩৩৬
গৌতমীয়-তন্ত্র সনৎকুমার-সংহিতা ।
রাধতত্ত্ব তাহাতেই আছে বিরচিতা ॥ ৩৩৭

বেদ-অর্থ শাস্ত্রে লেখে ব্যাস মুনিবর ।
ব্যাস-নিন্দা করি তুমি পাও কিবা ফল ॥ ৩৩৮
বৃন্দাবন-ধাম কৃষ্ণ স্থান চিন্তামনি ।
বিহার করেন কৃষ্ণ সঙ্গে ত রমনী ॥ ৩৩৯
রমনীর শিরোমনি রাধা মহাদেবী ।
মহাতত্ত্ব দেব কৃষ্ণ বেদে অনুভবি ॥ ৩৪০
দোঁহার কীর্ত্তন গায় যত গোপীগন ।
সে কীর্ত্তন নিন্দা কর তুমি সে অধম ॥ ৩৪১
কীর্ত্তন মহিমা-কথা ভাগবতে কয় ।
ব্রহ্মহত্যা আদি পাপ সব নষ্ট হয় ॥ ৩৪২
তেনমতে নাম বিনাশয়ে পাপগিরি ।
পাছে কৃষ্ণ পায়—চিন্তামনি নাম ধরি ॥ ৩৪৩
প্রসাদ পাইলে কোটি কোটি পাপ নাশে ।
তুমি কহ লোভ মোহ কামের প্রকাশে ॥ ৩৪৪
বৈষ্ণব মহিমা সব শাস্ত্রের প্রমানে ।
তুমি শাস্ত্র নাহি মান কোন শাস্ত্র জ্ঞানে ॥ ৩৪৫
শুনি সার্বভৌম হৈল বিস্মিত অন্তর ।
বুঝিল মনুষ্য নহে এই ন্যাসিবর ।
লজ্জায় পীড়িত ভেল হৃদয়ে তরাস ।
এত কাল নাহি শুনি এমত বিশ্বাস ॥ ৩৪৭
পড়িল শুনিল যত এত কাল ধরি ।
পড়াইল শিষ্যগনে অহঙ্কার করি ।৩৪৮
এত কালে না শুনিল এ সব সিদ্ধান্ত ।
এই মহাপ্রভু সেই সরস্বতী-কান্ত ॥ ৩৪৯
এত অনুমানি সার্ব্বভৌম দ্বিজরাজ ।
কর জোড়ে স্তুতি করে বুঝিয়া ত কাজ ॥ ৩৫০
হেনই সময়ে প্রভু ষড় ভুজ—শরীর ।
দেখি সার্ব ভৌম হৈল আনন্দে অধীর ॥ ৩৫১
ঊর্দ্ধ দুই করে ধরে ধনু আর শর ।
মধ্য দুই হাতে ধরে মুরলী অধর ॥ ৩৫২

নম্র দুই করে ধরে দণ্ড কমুণ্ডল।
দেখি সার্ব ভৌম হৈলা আনন্দে বিহ্বল ॥৩৫৩
চরনে পড়িয়া কান্দে বিনয় বিস্তর।
স্তুতি করে সার্বভৌম গদগদ-স্বর ॥ ৩৫৪
গদগদ-স্বরে পড়ে সহস্রক স্তব।
চৈতন্য-সহস্র নাম জানে লোক সব ॥ ৩৫৫
জয় রঘুবীর যদুবীর মহাশয়।
জয় দ্বিজবীর গৌরসিংহ সর্বাশ্রয় ॥ ৩৫৬
বিদ্যামদে মত্ত হৈয়া তোমা নিন্দা কৈনু।
তোমার অভয় পদে মুই বিকাইনু ॥ ৩৫৭
অপরাধ ক্ষমাকর—জয় গৌরহরি।
পরম—দয়াল তুমি—সবার উপরি ॥৩৫৮
সার্ব্বভৌমে কৃপা কৈল গৌর মহাসিংহ।
আনন্দ বাড়িল সব ভক্ত মহাভৃঙ্গ ॥ ৩৫৯
বিহ্বল হইয়া পড়ে পাদাম্বুজ-পাশে।
কহয়ে লোচন সার্বভৌমের প্রকাশে ॥ ৩৬০
এই মতে আছে প্রভু আনন্দ কৌতুকে।
আনন্দে দেখয়ে নীলাচলবাসী লোকে ॥৩৬১
অধিক হইল জগন্নাথের প্রকাশ।
সবার হৃদয়ে সুখ পরশে আকাশ ॥৩৬২
চৈতন্য চরিত্র কথা কে কহিয়ে জানে।
সম্বরিতে নারি কিছু কহিয়ে বদনে ॥ ৩৬৩
শ্রীমুরারি গুপ্ত বেজা ধন্য তিনলোকে।
পণ্ডিত শ্রীদামোদর পুছিল তাহাকে ॥৩৬৪
কহিল মুরারি গুপ্ত শ্লোক পর বন্ধে।
যে কিছু শুনিল সেই দোঁহার প্রসাদে ॥ ৩৬৫
শুনিয়া মাধুরী লোভে চিত উতরোল।
নিজ দোষ না দেখিল মন ভেল ভোর ॥ ৩৬৬
যে কিছু কহিল নিজ বুদ্ধি অনুরূপ।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহোঁ মো ছার মূরুখ ॥ ৩৬৭
সূত্রখণ্ড আদিখণ্ড মধ্যখণ্ড সায়।
শেষ খণ্ড আছে তাহা কহিব কথায় ॥ ৩৬৮
চৈতন্য চরিত্র- কথা চৈতন্য পকাশ।
মধ্য খণ্ড সায়—কহে এ লোচন দাস।

ইতি শ্রীলোচন দাস ঠাকুর বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থে মধ্য খণ্ড সমাপ্ত।

——

॥ শেষখণ্ড ॥

প্রথম অধ্যায়

প্রভুর দাক্ষিনাত্ত ভ্রমন

জয় নরহরি গদাধর প্রাননাথ।
কৃপা করি কর প্রভু! শুভ দৃষ্টিপাত ॥ ১
শেষ খণ্ড কথা কহি অমৃতের সার।
শুনয়া পাইবে সুখ সাগর পাথার ॥ ২
সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য যে করিল স্তুতি।
কত্তদিন বঞ্চিলা কীর্ত্তনে দিবারাতি ॥ ৩
সেতুবন্ধ দেখিবারে চলিলা ঠাকুর।
কূর্ম্ম-নামে বিপ্রে দেখি দেখে কূর্মপুর ॥৪
বাসুদেব-নামে বিপ্র আছে সেই গ্রামে।
দুইজনা-সঙ্গে দেখা হৈলা একঠামে ॥ ৫
প্রভুর দর্শনে তারা হইল নির্ম্মল।
নিরীখয়ে গৌর দেহ—প্রেমায় বিহ্বল ॥ ৬
সুমেরু সুন্দর তনু-বাহু জানু—সম।
সিংহ গ্রীবা কম্বু-কণ্ঠ সুদীর্ঘ-লোচন ॥ ৭
দেখিতে দেখিতে হিয়া-আনন্দ বাড়িল।
এই গৌরচন্দ্র কৃষ্ণ—নিশ্চয় জানিল ॥৮
হা হা মহাপ্রভু বলি পড়িলা চরনে।
সর্ব্বলোক কান্দে তার প্রেমার ক্রন্দনে ॥ ৯
তুলিয়া দোঁহারে প্রভু কৈল আলিঙ্গনে।
উপদেশ কৈল কিছু মধুর-বচন ॥ ১০
শুন শুন ওহে দ্বিজ! বচন আমার।
কি কাজে আইলা মহী—কি কর আচার ॥ ১১
কলিযুগে ধর্ম—হরিনাম—সঙ্কীর্ত্তন।
প্রকাশ করিল কৃষ্ণ নাম-মহাধন ॥১২
নাম-শুন-সঙ্কীর্ত্তনে করহ আনন্দ।
নাচহ নাচাহ লোক—হউ মুক্ত বন্ধ ॥ ১৩
এ বোল বলিয়া প্রভু চলিলা সত্বর।
আপনাকে আপে তারা হৈলা অগোচর ॥ ১৪
চলিতে না পারে পথে বাড়ে প্রেমরঙ্গ।
কতদূর গিয়া দেখে জীয়ড়—নৃসিংহ ॥ ১৫
স্মরন-হইল পুর্ব রহস্য—কাহিনী।
প্রেমায় বিহ্বল কথা কহয়ে আপনি ॥ ১৬
শুনশুন সর্ব্ব লোক রহস্য আনন্দ।
যেন মতে অবতার জীয়ড়-নৃসিংহ ॥ ১৭
কহিব পূর্ব্বের কথা অপূর্ব কাহিনী।
একচিত্তে শুন সবে হৈয়া সাবধানী ॥ ১৮
এখানে আছিল এক পুঁড়ুয়া গোয়াল।
কৃষি-কর্ম্ম করে সেই বিহান বিকাল ॥ ১৯
শশা নামে খন্দ মহী কৈল উপার্জ্জন।
হইল মায়াম্বু খন্দ বড়ই সম্পন্ন ॥ ২০
দিবারাত্রি রাখে খন্দ নাহি অবসর।
না জানি কখন সেই যায় নিজ-ঘর ॥২১
একদিন মাঝে মাঝে করিল বিচার।
খন্দ রাখিবারে মুই কারে দিব ভার ॥ ২২
ভাবিয়া করিল দৃঢ়—কৃষ্ণে নিয়োজিব।
তারে নিয়োজিলে আমি অন্য কাজ পাব ॥ ২৩
কৃষ্ণ-নাম ডাকি খন্দে নিয়োজিল তারে।
তোমার নামেতে কিছু দিব বৈষ্ণবেরে ॥ ২৪
এইমনে আছে পুঁড়া মনের হরিষে।
আচম্বিতে দেখে খন্দ খাইয়া যায় কিসে ॥ ২৫
দেখিয়া গোয়ালা দুঃখ অনেক ভাবিলা।
কৃষ্ণ! তুমি খন্দ মোর সব নষ্ট কৈলা ॥ ২৬

কান্দিয়ে গোয়ালা বৈল—শুন নারায়ন।
কে মোর খাইল খন্দ দেখিব নয়ন॥ ২৭
ইহা বলি কুঁড়োতে আশ্রয় করি রহে।
জাগিয়া রহিল সেই খন্দ-মহামোহে॥ ২৮
আর দিন রাত্রিজাগে তৃতীয় প্রহর
আচম্বিতে আইল এক বরাহ ডাগর॥ ২৯
দেখিয়া গোয়ালা সেই হৈল সাবধান।
খন্দ খায় বরাহ সে সারে দুই কান॥ ৩০
খন্দ খায় লতা ছিঁড়ে আপনার সুখে।
দেখিল গোয়ালা গুন দিলেক ধনুকে॥ ৩১
খন্দ খাও লতা ছিঁড়—সার দুই কাম।
আজি মোর হাতে তুমি হারাবে পরান॥ ৩২
এত বলি সন্ধান পূরিয়া ছাড়ে বান।
নির্ভরে বাজিল—বরা স্মরে রাম রাম॥ ৩৩
ধাইয়া সান্ধাইল পর্বত-গুহার ভিতর।
দেখিয়া গোয়ালা পুঁড়া হইল ফাঁপর॥ ৩৪
বরাহ হইয়া কেনে স্মরে রাম-নাম।
বরাহ না হয়ে এই সেই ভগবান॥ ৩৫
এতেক চিন্তিয়া পুঁড়া কাতর-অন্তর।
গহ্বর নিকটে যাইয়া কহিছে উত্তর॥ ৩৬
কে তুমি কে তুমি বলে—উত্তর না পায়।
তিন উপবাস কৈল কাতর-হিয়ায় ৩৭
দয়া উপজিল প্রভু করুনা নিধান।
আকাশ-বানীতে বৈল্ল আমি ভগবান্॥ ৩৮
আমারে মারিলি তোর কৈল্ল অপচয়।
চিন্তা না করিহ—যাহ আপন আলয়॥ ৩৯
এ বোল শুনিয়া পুঁড়া অধিক কাতর।
উপবাসে উপবাসে দিমু কলেবর॥ ৪০
এইমনে উপবাস করিল অনেক।
আচম্বিতে শুনিল গগনে ধ্বনি এক॥ ৪১
কেনে রে অবোধ পুঁড়া মর অকারনে।
অপরাধ নাহি—যাহ আপন-ভবনে॥ ৪২
পুনরপি বলে পুঁড়া কাতর বচনে।
তোমারে মারিলুঁ—আর কি কাজ জীবনে॥ ৪৩
মরিলেহ নাহি ঘুচে এ দোষে আমার।
এ দোষে উচিত হয় যমের প্রহার॥ ৪৪
শুদ্ধ হৈব আর আমি কোন্ প্রতি কারে।
সবে আমি মাত্র বান মারিল তোমারে॥ ৪৫
এ কোমল গায়ে তোর ব্যথা এত দিল।
ধিক্ ধিক্ প্রান মোর তোমারে মারিল॥ ৪৬
মোর পিতৃলোক প্রভু গেল নরকেরে।
আর লোক নরক যাবে যে দেখিবে মোরে॥ ৪৭
এ বোল শুনিয়া বানী হৈল আর বার।
নাহি অপরাধ—তুষ্ট হইলুঁ অপার॥ ৪৮
পূর্বজন্মে যত অপরাধ কৈলে তুমি।
এহো কালে তোর পাপ সব লৈলুঁ আমি॥ ৪৯
তোর দেহ মোর দেহ জানিহ সর্বথা।
নিশ্চয় আমারে তুমি নাহি দাও ব্যথা॥ ৫০
এ বোল শুনিয়া পুঁড়া কহে কর জুড়ি।
তোমার আজ্ঞায় মুই বলোঁ ভয় ছাড়ি॥ ৫১
কেমনে জানিব মোর ঘুচিল এ দোষ।
পরসাদ—সাক্ষী হও মো সন্তোষ॥ ৫২
এ কথা কহিব আমি রাজার গোচরে।
এইমত আজ্ঞা তুমি করিহ তাহারে॥ ৫৩
তবে ত প্রতীত আমি পাই হিয়া-সাক্ষী।
সব জন জানে তুমি হৈলে মোরে সুখী॥ ৫৪
তবে পুনরপি আজ্ঞা করিলা ঈশ্বর।
যে বলিলা সেই হবে—পাইলে তুমিবর॥ ৫৫

এ বোল শুনিয়া পুঁড়া হরষিত হৈয়া।
মহাবেগে রাজদ্বারে উত্তরিল গিয়া ॥ ৫৬
দ্বারীকে কহিল— আরে শুন দ্বারিবর।
যে কিছু কহিয়ে—কর রাজার গোচর ॥৫৭
কহিব অপূর্ব্ব কথা—লোকে অবিদিত।
শুনিয়া আমারে রাজা করিব পিরীত॥৫৮
এ বোল শুনিয়া দ্বারী রাজাকে কহিল।
রাজার আজ্ঞায় পুঁড়া গোচর হইল ॥ ৫৯
দণ্ডবত করি কহে সব বিবরণ।
আদ্যোপান্ত যত কথা কৈল নিবেদন ॥৬০
শুনিয়া ত মহারাজে বিস্ময় লাগিল।
নিশ্চয় করিয়া কহ—পুঁড়ারে কহিল ॥৬১
পুনরপি কহে পুঁড়া করিয়া নিশ্চয়।
সেইখানে চল রাজা!—ঘুচাহ বিস্ময় ॥৬২
আমারে যেমত আজ্ঞা করিলা ঠাকুর।
সেইমত আজ্ঞা তুমি পাইবে অদূর ॥৬৩
রাজা বলে আজ্ঞা যদি করয়ে ঈশ্বর।
আজন্ম হইব আমি তোমার নফর ॥৬৪
এ বোল বলিয়া রাজা চলিলা সত্বর।
পদ ব্রজে গেলা যথা পর্ব্বত-গভর ॥৬৫
পর্ব্বত-গভর দ্বারে এক-মন-চিতে।
বিস্তর মিনতি করে লোটাইয়া ভূমিতে ॥৬৬
দ্রবিলা ঠাকুর—আজ্ঞা উঠিল গগনে।
মিথ্যানহে—শুন রাজা! পুঁড়ার বচনে ॥ ৬৭
তুমি সাক্ষী হৈলে—পুঁড়া হইল আমার।
ইহারে সে নাহি আর যম-অধিকার ॥৬৮
এ বোল শুনিয়া রাজা নাচয়ে আনন্দে।
গোয়ালার চরন ধরিয়া পড়ি কান্দে ॥৬৯
তুমি মোর গুরু হৈয়া কৃষ্ণ মিলাইলা।
কৃষ্ণের শ্রীমুখ—কথা তুমি শুনাইলা ॥৭০
গোয়ালার পায়ে পড়ে রানীগন-সঙ্গে।
দেখিয়া কৃষ্ণের দয়া উপজিল অঙ্গে ॥৭১
মোর-ভক্তে জাতি-বুদ্ধি না করিলে তুমি।
তোরে দেখাদিব রাজা!—কহিলা ত আমি ॥৭২
দুগ্ধ সেচন তুমি কর এই স্থানে।
দুগ্ধের সেচনে আমা পাবে বিদ্যমানে ॥৭৩
এ বোল শুনিয়া রাজা হরষিত-চিতে।
ঘোষনা পড়িল রাজ্যে দুগ্ধ সে আনিতে ॥৭৪
প্রভুর আজ্ঞায় দুগ্ধ ঢালে সেই খানে।
আচম্বিতে মাথার চূড়া দেখে বিদ্যমানে ॥৭৫
নানাবিধ বাদ্যবাজে— আনন্দ অপার।
আনন্দে ভাসয়ে সুখ সাগর পাথার ॥৭৬
হরি হরি বোল শুনি চৌদিক ভরিয়া।
নাচয়ে সকল লোক দুবাহু তুলিয়া ॥ ৭৭
যত দুগ্ধ ঢালে তত উঠয়ে শরীর।
উঠিল-শরীরে দেখে এ নাভি গভীর ॥৭৮
অধিক ঢালয়ে দুগ্ধ মনের হরিষে।
প্রভু সব অবয়ব দেখিবার আশে ॥৭৯
উঠিল শরীরে দেখে জানু বিদ্যমান।
না ঢালিহ দুগ্ধ—আজ্ঞা ভেল পরিমান ॥৮০
তবহুঁ ঢালয়ে দুগ্ধ পাদপদ্ম আশে।
পদতল দুইখানি না উঠিল শেষে ॥৮১
হেনকালে আজ্ঞাবানী উঠিল গগনে।
না উঠিব পদ—আর না কর যতনে ॥৮২
এ বোল শুনিয়া রাজা হরিষ-বিষাদ।
মহামহোৎসব করে পাইয়া পরসাদ ৮৩
দেউল মন্দির দিল নানা ভোগরাগ।
দুনয়ান ভরি দেখে হিয়া-অনুরাগ ॥৮৪

পুড়ারে কহিল রাজা বিনয় করিয়া।
তুমি রাজ্যের রাজা হও মোরে কৃষ্ণ দিয়া ॥৮৫
গোপ বলে—অজ্ঞান হইয়া কথা কহ কথা।
রাজ্য নাহি লব মোরে কেনে দেহ ব্যথা ॥৮৬
তোতে মোতে কৃষ্ণসেবা করিব আনন্দ।
কোন সুখে রাজ্যে রাজা ছাড়িয়া গোবিন্দে ॥৮৭
শুনি রাজা বিনয়ে বলিল কর জুড়ি।
তুমি আমি সেবায় হইনু অধিকারী ॥৮৮
এই মনে আছে রাজা মনের হরিষে।
ডিঙ্গা লৈয়া সাধু এক আইলা সন্তোষে ॥৮৯
তার সঙ্গে দুই স্ত্রী পরমা সুন্দরী।
সঙ্গে যাইবারে চাহে দেখিতে শ্রীহরি ॥৯০
সাধু নাহি লয় সঙ্গে লজ্জার কারনে।
দুই স্ত্রী কান্দে ধরি সাধুর চরনে ॥৯১
তুমি গুরু—সঙ্গে করি কৃষ্ণেরে দেখাও।
মো দোঁহারে ভাগ্য নাথ তুমি না ঘুচাও ॥৯২
সাধু বলে সঙ্গে নাহি লব তো সবারে।
প্রসাদ আনিব আমি—তোরা থাক ঘরে ॥৯৩
তারা বোলে তুমি যে কহিলে সেই হয়।
কৃষ্ণ দেখিবারে সাধ হৈয়াছে নিশ্চয় ॥৯৪
তবে সাধু ক্রোধ করি সে দোঁহারে বলে।
তোরা কৃষ্ণ দেখ গিয়া—আমি থাকি ঘরে ॥৯৫
শুনি দুই স্ত্রী হইল দুখিত অন্তরে।
পতি ছাড়ি কৃষ্ণভক্তি—এই সে বিচারে ॥৯৬
চলিলা সুন্দরী তারা পতিরে ছাড়িয়া।
দয়া হৈল গোবিন্দের একান্তি দেখিয়া ॥৯৭
সাধুর হৃদয়ে প্রভু সঞ্চারিলা দয়া।
স্ত্রীয়েরে দেখয়ে সাধু তবে সে আসিয়া ॥৯৮
ধিক্ ধিক্ আমি ছার পাপিষ্ঠ হৃদয়।
হেন স্ত্রীয়ে অসম্মান যুক্তি ভাল নয় ॥৯৯

সাধু বলে—চল সঙ্গে লব তো সবারে।
পরম পবিত্র তোরা পুণ্য কলেবরে ॥১০০
স্বামীর সৌভাগ্য যার নারী কৃষ্ণ ব্রত।
অখিল পূজিত সেই—পরম মহত্ত্ব ॥১০১
ঠাকুর দেখিতে তবে আইলা সওদাগর।
দুই নারী লৈয়া গেলা মন্দির ভিতর ॥১০২
প্রভু নমস্করি সাধু ভৈগেল বাহিরে।
সাধু বাহির হৈয়া দ্বার লাগিল মন্দিরে ॥১০৩
লেউটিয়া দেখে দুই নারী নাই পাশে।
মন্দির ভিতরে তারা প্রভুকে সম্ভাষে ॥১০৪
বুঝিয়া সে সাধু স্তব করে উচ্চনাদে।
দ্রাবিলা ঠাকুর তারে কৈলা পরসাদে ॥১০৫
ঘুচিল মন্দির দ্বার—দেখে দুই জন।
পাষান হইয়া প্রভুর পাইয়াছে চরন ॥১০৬
পতি ছাড়ি কৃষ্ণ পতি লভিবারে গেল।
পতি ছাড়ি কৃষ্ণ পতি সুদৃঢ় পাইল ॥১০৭
নিজ-ভাগ্য মানি পায়ে পড়ে সওদাগর।
পরসাদ করে প্রভু—বলে মাগ বর ॥১০৮
চরনে পড়িয়া সাধু করে পরনাম।
বর মাগোঁ—মোর নামে হও তোর নাম ॥১০৯
মা বাপে থুইল তার নাম সে জীয়ড়।
আপনার নামে প্রভু নাম মাগে বর ॥১১০
জীয়ড়—নৃসিংহ নাম তেঁই পরকাশ।
আনন্দে কহয়ে গুন এ লোচন দাস ॥১১১

সিন্ধুড়া রাগ

তবে মহাপ্রভু জীয়ড় নৃসিংহ দেখিয়া।
চলিলা ত পরদিনে সেদিন বঞ্চিয়া ॥১১২

চলি যায় পথে প্রেম পরবশ চিত্ত।
কাঞ্চী নগরে প্রভু ভেল উপনীত ॥১১৩
রত্নময় পুরী সেই কাঞ্চীনগর।
নগর দেখিয়া তুষ্ট হৈল ন্যাসিবর ॥১১৪
বিষয়ীর মুখ প্রভু নাহিদেখে কভু।
আচম্বিত রাজ-দ্বারে উত্তরিলা প্রভু ॥১১৫
রাজা গোদাবরী স্নান করি বিপ্র সঙ্গে।
অন্তঃপুরে আসি কৃষ্ণ-সেবা করে রঙ্গে ॥১১৬
প্রভু আসি হেনকালে দ্বারে আগমন।
পরম-সুন্দর-কান্তি-মদন-মোহন ॥১১৭
রাজার দুয়ারে গিয়া দ্বারীকে কহিল।
রাজপুত্র কোথা আছে নিভৃতে পুছিল ॥১১৮
প্রভুকে দেখিয়া দ্বারী পরনাম করে।
এই ভগবান্—হেন মনে মনে বলে ॥১১৯
প্রভু কহে—রাজ পুত্রে জানাহ বচন।
তাহার নিমিত্তে মোর এথা আগমন ॥১২০
চলিল ও দ্বারী রাজপুত্র যথা আছে।
নিজ- অন্তঃপুরে যথা দেবতা পূজিছে ॥১২১
পরনাম করি দ্বারী জানায় বচন।
এক মহামত্ত - গোসাঁই দ্বারে আগমন ॥১২২
এ বোল শুনিয়া রাজা না বলিল কিছু।
তরাসে দ্বারী সে পলাইয়া যায় পাছু ॥১২৩
দ্বারেতে আসিয়া দ্বারী করে নিবেদন।
জানাইতে না পারিল তোমার বচন ॥১২৪
দেবতা পূজয়ে রাজা নিজ—অন্তঃপুরে।
কাহার শকতি তথা যাইবারে পারে ॥১২৫
এ বোল শুনিয়া প্রভু হাসে মনে মনে।
যথা পূজা করে তথা চলিলা আপনে ॥১২৬
এ অংশে দ্বারে রহে—আর অংশে যায়।
যথা পূজা করে সেই রামানন্দ রায় ॥১২৭
ধ্যান করে কৃষ্ণে রাজা দেখে গৌরচন্দ্র।
পুনরপি ধ্যান করে জপি মহামন্ত্র ॥১২৮
পুনরপি সেই গৌর দেখয়ে নয়নে।
কি হৈল কি হৈল বলি গনে মনে মনে ॥১২৯
পুনরপি ধ্যান করে সুদৃঢ় হিয়ায়।
পুনরপি গৌরচন্দ্র হিয়ায় সান্ধায় ॥১৩০
কি কি বলি আঁখি মিলি চাহে চারিভিতে।
গৌরচন্দ্র ন্যাসিবর দেখিল সাক্ষাতে ॥১৩১
সন্ন্যাসী দেখিয়া রাজা উঠিলা সম্ভ্রমে।
চরন বন্দনা করি নেহারয়ে ক্রমে ॥১৩২
আপদ—মস্তক প্রভুর নেহারয়ে অঙ্গ।
গৌর—অঙ্গ দেখি হিয়ায় উপজিল রঙ্গ ॥১৩৩
বিস্ময় লাগিল স্বামী আইলা কেমতে।
প্রভুরে পুছিলা কিছু হাসিতে হাসিতে ॥১৩৪
মোর অভ্যন্তরে তুমি আইলা কেমনে।
বড় ভাগ্যে দেখিলাম তোমার চরনে ॥১৩৫
প্রভু কহে—তুমি কেনে না চিন আপনা।
আমারে না চিন আমি নিতে আইলুঁ তোমা ॥১৩৬
এইরূপে বলে প্রভু মধুর বচনে।
আমারে না চিন আমি নন্দের নন্দনে ॥১৩৭
এ বোল শুনিয়া রাজা ছলছল-আঁখি।
সেইরূপ দেখাও তবে পাই হিয়া সাক্ষী ॥ ১৩৮
এ বোল শুনিয়া প্রভুর অট্ট অট্ট হাস।
আপনি চিনায় প্রভু—করে পরকাশ ॥ ১৩৯
যে ছিল—সেখানে কৃষ্ণ-শ্বেত-রক্ত মূর্তি।
সকল দেখায় এক গৌর-মূরতি ॥ ১৪০
কষিত এ দশবান-কাঞ্চন বরন।
তাহা ছাড়ি হৈলাপ্রভু শ্যাম সুচিক্কন ॥ ১৪১
কানড়া-কুসুমাকৃতি অঙ্গের কিরন।
ময়ূর—শিখণ্ড শিরে মুরলী-বদন ॥ ১৪২

নানা আভরন অঙ্গে চিকনিয়া কালা।
পীত বস্ত্র পরিধান গলে বনমালা ॥ ১৪৩
তাহা দেখি মহারাজ আনন্দিত মনে।
পুনরপি হৈলা প্রভু গৌর বরন ॥ ১৪৫
পশু পক্ষী বৃক্ষ আর যত লতা পাতা।
গৌর অঙ্গ ছটায় ঝলমল করে তথা।
দেখিয়া বুঝিল কাজ রামানন্দ রায়।
প্রেমায় বিহ্বল—ধরে নিজ প্রভু পায়। ১৪৬
পুনর্ব্বার হৈলা প্রভু শ্যাম কালেবর।
ত্রিভঙ্গ মুরলী—মুখ পীতাম্বর—ধর ॥ ১৪৭
রাধা বামে—পরমা সুন্দরী মহ'জ্যোতি।
চৌদিকে বেড়িয়া গোপী বরাঙ্গ যুবতী ॥ ১৪৮
বৃন্দাবনে রতন—মন্দির সিংহাসনে।
দেখো রাজা পরম আনন্দ রাধা সনে ॥ ১৪৯
পুনর্বার হৈল প্রভু গৌরাঙ্গ মূরতি।
অরুন অম্বর অঙ্গে যেন মহামতি ॥ ১৫০
চরনে পড়িয়া রাজা অবশ শরীর।
করে ধরি লৈয়া প্রভু ভৈগেল বাহির ॥ ১৫১
এ প্রকাশ দেখিল সে রাজার আচম্বিতে।
দশ দিন ছিল প্রভু রাজার সহিতে ॥১৫২
অনেক হইল কৃষ্ণ কথা তার সনে।
বিস্তারি কহিতে তাহা অনন্ত না জানে ॥ ১৫৩
অনন্ত চৈতন্য লীলা বেদ অগোচর।
কোনো লীলা কোনে ভক্তে করেন বিস্তার ॥১৫৪
আদ্যোপান্ত কহিতে শকতি আছে কার।
লিখিতে লিখিতে গ্রন্থ হয়েত বিস্তার ॥ ১৫৫
রায় রামনন্দে আর প্রভুতে মিলন।
গোরা-গুনগাথা গায় এদাস লোচন ॥ ১৫৬

—

শ্রীরাগ

পাপ তাপ হর হর যমভয়।
জয় শচীনন্দন জয় জয় জয় ॥ ধ্রু ॥ ১৫৭
তবে মহাপ্রভু সেই আনন্দ-কৌতুকে।
চলিতে আনন্দে দেহ ভরিল পুলকে ॥ ১৫৮
এই মনে ক্রমে ক্রমে পথে চলি যায়।
গোদাবরী করি পঞ্চবটীতে সান্তায় ॥ ১৫৯
এই মহা পুণ্য তীর্থ পঞ্চবটী নাম।
যাহাতে আছিলা সেই লক্ষ্মন শ্রীরাম। ১৬০
পঞ্চবটী দেখি প্রভু প্রেমে অচেতন।
শ্রীরাম লক্ষ্মন বলি ডাকে ঘনে ঘন ॥ ১৬১
এইখানে কুঁড়ে ঘর বান্ধিলা লক্ষ্মন।
মৃগী মারিবারে রাম করিলা গমন ॥ ১৬২
শ্রীরাম-উদ্দেশ্যে পাছে চলিলা লক্ষ্মন।
এইখানে সীতা হরি নিলেক রাবন ॥ ১৬৩
ইহা বলি কান্দে প্রভু—প্রেমায় বিহ্বল।
মার মার—বলে প্রভু বলে—ধর ধর ॥ ১৭৪
লক্ষ্মন লক্ষ্মন বলি ডাকে উভরায়।
সীতা সোঙরিয়া কান্দে অবশ হিয়ায় ॥ ১৬৫
সঙ্গের সঙ্গতিগন প্রবোধিতে নারে।
আপনেই মহাপ্রভু আপনা সম্বরে ॥ ১৬৬
তবে আর দিন পথে চলিলা ঠাকুর।
ক্রমে ক্রমে উত্তরিলা কাবেরীর কূল ॥ ১৬৭
কাবেরীর তীরে দেখি শ্রীরঙ্গনাথ।
দেখিয়া প্রেমায় নাচে নিজ-জন সাথ ॥ ১৬৮
তথায় ত্রিমল্ল-ভট্ট ঠাকুরে দেখিয়া।
নিরীখয়ে গৌর অঙ্গ বিস্মিত হইয়া ॥ ১৬৯
দেহের কিরন আর প্রেমায় আরম্ভ।
কদম্ব কেশর জিনি পুলক কদম্ব ১৭০

সর্ব্বলোক জিনি তনু যে হেন সুমেরু।
প্রেম-ফলফুলে ভরিয়াছে কল্পতরু ॥ ১৭১
হরি হরি বলি ডাকে অতি উচ্চনাদে।
দেখিয়া চৌদিক ভরি সব লোক কাঁদে ॥ ১৭২
ঐছন দেখিয়া সে * ত্রিমল্ল ভট্টচার্য্য।
কৌতুকে সকল কথা জানিল সে আর্য্য ॥ ১৭৩
এই সেই ভগবান্—কভু নহে আন।
নিশ্চয় জানিল—এই সর্ব্বজন-প্রান ॥ ১৭৪
এতেক জানিয়া সে ত্রিমল্ল ভট্টরায়।
আপন-আশ্রমে সে প্রভুরে লৈয়া যায় ॥ ১৭৫
তার বাড়ী গেলা প্রভু প্রথম আষাঢ়ে।
সর্ব জীবে কৃষ্ণ ভক্তি দিনে দিনে বাড়ে ॥ ১৭৬
সেইখানে রথ যাত্রা কৈল দরশন।
রথ-অগ্রে নৃত্য কৈল শ্রীশচীনন্দন ॥ ১৭৭
শ্রাবনে থাকিয়া প্রভু করিল ঝুলনা।
নাম-গুন-সঙ্কীর্ত্তনে নাচে সর্ব জনা ॥ ১৭৮
ভাদ্রে থাকিয়া কৃষ্ণ জন্ম যাত্রা কৈল।
গোপ-বেশে গোরাচাঁদের বহু নৃত্য হৈল ॥ ১৭৯
আশ্বিনে থাকিয়া প্রভুর শচীর নন্দন।
ভক্তগন হৈয়া করে নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ১৮০
ভট্ট-প্রেমে মহাপ্রভু তার বশ হৈয়া।
চাতুর্ম্মাস্য বঞ্চিল বড় প্রীতি পাইয়া ॥ ১৮১
চাতুর্মাস্য রহি প্রভু চলিলা ত্বরিতে।
পথে দেখা * পরমানন্দ-পুরীর সহিতে ॥ ১৮২
দোঁহে দোঁহা দেখি তুষ্ট হৈলা দুই জন।
নিরখিতে দোঁহাকার ঝরয়ে নয়ন ॥ ১৮৩

---

* ত্রিমল্ল ভট্ট—শ্রীত্রিমল্লভট্টের পরিচিতি বিষয়ে অনুরাগবল্লী গ্রন্থের ১ মঞ্জরীর বর্ণন—

সেই তীর্থে বৈসে ত্রৈলঙ্গ বিপ্ররাজ। শ্রীত্রিমল্লভট্ট নাম ব্রাহ্মন সমাজ ॥
তাঁহার কনিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ দুই ভাই। বেঙ্কট প্রবোধানন্দ বলি গাই ॥

শ্রীত্রিমল্লভট্ট বেঙ্কট ভট্ট ও প্রবোধানন্দ ভট্ট তিন ভাই। বেঙ্কট ভট্টের পুত্র গোপাল ভট্ট ষড় গোস্বামীর একজন।

* পরমানন্দ পুরী—শ্রীপরমানন্দ পুরী শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তিকল্পবৃক্ষের মধ্যমুল। তাঁহার পূর্ব্বাবতার বিষয়ে শ্রীগৌরগনোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থের ১১৮ শ্লোকের বর্ণন—

পুরী শ্রীপরমানন্দ য আসীদুদ্ধবঃ পুরা।

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকার সখা উদ্ধবই শ্রীগৌরাঙ্গ লীলায় পরমানন্দপুরী নামে আবির্ভূত হন। পরমানন্দপুরীর মহিমত্ব বিষয়ে শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে ৮ অঙ্কের ৮ শ্লোকের বর্ণন—

অহো পরমানন্দপুরীশ্বর তাবন্মুনীন্দ্র মাধবেন্দ্র পুরীশ্বরস্য শিষ্য।
যত্র খলু অগ্রজস্য বিশ্বরূপস্য সমগ্রমৈশ্বরং তেজং প্রবীষ্ট ॥

মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য পরমানন্দ পুরীতে শ্রীগৌরাঙ্গের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপের সম্পূর্ণ তেজ প্রবীষ্ট হয়।

ত্রিহুতে তাহার আবির্ভাব নীলাচলে প্রভুর সমীপে অবস্থান করেন। নীলাচলে পরমানন্দ পুরীর কূপ সৃষ্টিলীলা তাহার প্রেমানুরাগের মূর্ত্ত প্রতীক জয়ানন্দের শ্রীচৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থের আদিখণ্ডে তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়।

পরমানন্দ পুরী গোসাঞি মহাশয়। সংক্ষেপে করিলেন তিঁহো গৌরাঙ্গ বিজয় ॥

শ্রীপরমানন্দ পুরীর বরে কবি কর্ণপুরের জন্ম হয়। কবি কর্ণপুর বিরচিত শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকের ১০ অঙ্কের ১৮ শ্লোকের বর্ণন—

তবে সে পরমানন্দের হৈল স্মরনে।
গুরু মাধবেন্দ্র-পুরী—যে বৈল বচনে ॥ ১৮৪
তথাহি—বায়ু পুরানে—
কলেঃ প্রথম সন্ধ্যায়াং লক্ষ্মীকান্তো ভবিষ্যতি।
দারু ব্রহ্ম-সমীপস্থঃ সন্ন্যাসী গৌর-বিগ্রহঃ ॥ ১৮৫
কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তন ধর্ম্ম রাখিবারে।
জনমিব কৃষ্ণ প্রথম-সন্ধ্যার ভিতরে ॥ ১৮৬
গৌর দীর্ঘ কলেবর বাহু জানু-সম।
সিংহগ্রীব গজস্কন্ধ কমল-লোচন ॥ ১৮৭
করুনা-সাগর প্রভু—প্রেমার আবাস।
নিজ-করুনায় প্রেম করিব প্রকাশ ॥ ১৮৮
মোর ভাগ্য নাহি মুই দেখিব নয়নে।
তোর দেখা হৈলে মোরে করিহ স্মরনে ॥ ১৮৯
সেই এই গুরুবাক্য মনেতে পড়িল।
এই সেই ভগবান্ নিশ্চয় জানিল ॥ ১৯০
'মাধবেন্দ্র' বলি বলি করিল স্মরন।
তবে ত আনন্দ-মনে করয়ে ক্রন্দন ॥ ১৯১
মাধবেন্দ্র-কীর্ত্তন শুনিয়া প্রভু নাচে।
হরি হরি বলি ভক্ত নাচে কাছে কাছে ॥ ১৯২
ক্ষনে হুহুঙ্কার দেই পরম আনন্দে।
'মাধবেন্দ্র' বলি প্রভু প্রেমানন্দে কান্দে ॥ ১৯৩
এতদিনে সন্ন্যাস মোর সফল হইল।
মাধবেন্দ্রধ্বনি মোর কর্ণে প্রবেশিল ॥ ১৯৪
তবে পরনাম করে পরমানন্দ পুরী।
কি কয় বলিয়া প্রভু তোলে হাতে ধরি ॥ ১৯৫
গাঢ় আলিঙ্গন কৈল পরম সন্তোষে।
চলিলা ঠাকুর—কহে এলোচন দাস ॥ ১৯৬

—

ধানশী রাগ।
গোরাচাঁদ জীবন আমার।
গোরাচাঁদ পরান আমার রে ॥ ১৯৭
আর অপরূপ কথা শুন সাবধানে।
পথে চলি যাইতে সপ্ততাল বিমোচনে ॥ ১৯৮
সপ্ত-তাল তরু সেই আছে সেই পথে।
দেখি আচম্বিতে প্রভু লগিলা হাসিতে ॥ ১৯৯
ধাইয়া গিয়া সপ্ত তরু করিলা পরশে।
জয় জয় ধ্বনি তবে উঠিল আকাশে ॥ ২০০
মুনি শাপে ছিল সে গন্ধর্ব সাতজন।
প্রভুর পরশে তারা পাইল মোচন ॥ ২০১
যোড় হস্ত করি তারা দণ্ডবত কৈল।
দিব্য দেহ পাইয়া সবে বৈকুণ্ঠে চলিল ॥ ২০২
দেখিয়া সকল লোক করে নমস্কার।
সবে বলে—এই ন্যাসী রাম অবতার ॥ ২০৩
তবে সেই মহাপ্রভু পথে চলি যায়।
আনন্দে বিভোল হৈয়া হরিগুন গায় ॥২০৪
প্রেমার আনন্দে নাহি জানে পথশ্রমে।
সেতুবন্ধে উত্তরিলা পথ-ক্রমে ক্রমে ॥ ২০৫
সেতুবন্ধ গিয়া দেখে রামেশ্বর লিঙ্গ।
আনন্দে নাচয়ে প্রভু যেন মত্ত-সিংহ ॥ ২০৬

মহাপ্রভুঃ—(পুরীশ্বরং প্রতি) স্বামিন্ তব দাসঃ।
শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কৃত সুখবর্ত্তিনী টীকা—১/৫
শ্রীমৎ পরমানন্দপুরী পাদ প্রসাদাৎ পুরুষোত্তম ক্ষেত্র জাতত্বাৎ পুরী দাসনামানমেতং।
কলিযুগের প্রথম সন্ধ্যায় লক্ষ্মীপতি দারুব্রহ্ম জগন্নাথ সমীপে গৌর মূর্ত্তিতে সন্ন্যাসীর বেশে অবস্থান করিবেন।১৮৫

লিঙ্গ প্রদক্ষিণ করি করে নমস্কার।
সেতুবন্ধ দেখি হরি বলে বারবার॥ ২০৭
অনুরাগে কান্দে—ডাকে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
কখন আবেশে ডাকে অঙ্গদ হনুমান॥ ২০৮
ক্ষনেক আবেশে ডাকে সুগ্রীব মোর মিত্ত।
ক্ষনেক বিভীষন বলি ডাকে বিপরীত॥ ২০৯
প্রেমায় বিহ্বল দিক বিদিক না জানে।
সেতুবন্ধ দেখি নাচে সহ-ভক্ত সনে॥ ২১০
এই মনে দিবানিশি না জানে আপনা।
লেউটিতে মহাপ্রভুর বাড়িল কল্পনা॥ ২১১
ক্রমে ক্রমে তবে প্রভু লেউটিয়া আসি।
পুন চাতুর্ম্মাস্য গোদাবরী-তীর্থে বসি॥ ২১২
পুনরপি উড্রদেশে আইলা ঠাকুর।
জগন্নাথ ভাবে প্রেমা বাড়িল প্রচুর॥ ২১৩
তবেত দেখিল প্রভু শ্রীআলাল নাথ।
বিষ্ণুদাস উড়িয়ারে কৈল আত্ম সাথ॥ ২১৪
জগন্নাথ দেখি প্রভু হৈলা কুতুহলী।
সঘনে তুলিয়া বাহু বলে হরি হরি॥ ২১৫
পুরুষোত্তমে আসি প্রভু আছে মহাসুখে।
কহয়ে লোচন—বড় এ আনন্দ লোকে॥ ২১৬

——

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রভুর বৃন্দাবন দর্শন

বরাড়ী রাগ। ধূলাখেলা জাত।

এখানে কহিব কথা শুন গোরা-গুনগাথা
ত্রিজগতে অতি অনুপাম।
মনে মনে বান্ধে আলি মুকুতা প্রবাল ঢালি
সন্ন্যাসী নৃসিংহানন্দ নাম॥১
সুবর্ন মনি মানিক্যে দিব্যরত্ন চারিদিকে
মনে মনে বান্ধয়ে জাঙ্গাল।
মথুরা পর্য্যন্ত দিয়া কৃষ্ণে সমর্পিব ইহা
হেনছালে প্রত্যাসন্ন কাল॥২
না হৈল জাঙ্গাল সায় রহিল দুঃখ হিয়ায়
মনে মনে করে অনুতাপ।
কানাইর নাটশালা পর্য্যন্ত হইল জাঙ্গাল অন্ত
সন্ন্যসীর বৈকুণ্ঠ হৈল লাভ॥৩
এ কথা আছিল চিত্তে চলে প্রভু আচম্বিতে
না জানি—কোথারে চলিযায়।
ক্রমে ক্রমে চলি যাইতে কানাইর নাট শালা হৈতে
পুন লেউটিলা গোরা রায়॥৪
এ কথা বেকত নহে পরমানন্দ পুরী কহে
কহ প্রভু! ইহার কারন।
আদ্যোপ্রান্ত যত কথা তাহারে কহিল তথা
মনঃকথা সিদ্ধির কারন॥৫
পুরুষোত্তম আদি অন্ত মথুরা পুরী পর্য্যন্ত
স্বর্ণ মানিক্যে দিব আলি।
সন্ন্যাসীর এই হিয়া এ মোর জাঙ্গাল দিয়া
চলি যাবে গোরা বনমালী॥৬
শুন শুন সবজন সাবধানে দিয়া মন
শ্রীগোরাচাঁদের পরকাশ।
মনঃকথা নৃসিংহানন্দ সিদ্ধ কৈল গৌরচন্দ্র
শুন গায় এ লোচন দাস॥৭

——

শ্রীরাগ

গোরাচাঁদ না রে হয়।
বিহরই নীলাচল মাঝে ॥ধ্রু॥৮
তবে নীলাচলে প্রভু ভক্তগন সঙ্গে।
কীর্ত্তন বিলাস করে—আছে নানা রঙ্গে ॥৯
অনেক ভক্তগন মিলিলা তথায়।
প্রেম বিলসয়ে প্রভু নাচয়ে নাচায় ॥১০
নানা দেশে আছিল যতেক ভক্তগনে।
ক্রমে ক্রমে মিলিলেন চৈতন্য-চরনে ॥১১
আনন্দে আছয়ে প্রভু নীলাচল বাসে।
কহিব সকল পাছু অনেক প্রকাশে ॥১২
মথুরা চলিব মনঃকথা আচম্বিত।
উৎকণ্ঠা বাড়িল হিয়া—উনমত চিত ॥১৩
চলিলা মথুরা পথে চৈতন্য ঠাকুর।
পথে যাইতে প্রেমানন্দ বাড়িল প্রচুর ॥১৪
অনুরাগে ধায় প্রভু রাঙ্গা দুই আঁখি।
সিংহের গমনে ধায়—দেখিয়া না দেখি ॥১৫
সঙ্গের সঙ্গিগন না পারে হাঁটিতে।
কতদূরে যায় প্রভু ডাকিতে ডাকিতে ॥১৬
ঝারিখণ্ড-পথে প্রভু চলিলা সত্বর।
কান্দাইলা পশু পক্ষী বৃক্ষাদি প্রস্তর ॥
গৌরাঙ্গ বেঢ়িয়া মৃগ-বাঘগন নাচে।
হিংসা নাই—সবে সুখে নাচে প্রভু কাছে ॥১৮
বন জন্তুগনে সবে কৃতার্থ করিয়া।
চলিলা গৌরাঙ্গ পথে প্রেম বিনোদিয়া ॥১৯
ক্রমে ক্রমে উত্তরিলা তীর্থ বারানসী।
অনেক আছয়ে তথা পরম সন্ন্যাসী ॥২০
বিশ্বেশ্বর নমস্করি চলি যায় পথে।
প্রয়াগে মাধব দেখি হরষিত-চিতে ॥২১
রূপ সনাতন গোসাঁই প্রভুরে মিলিলা।
অনুগ্রহ করি তারে শক্তি সঞ্চারিলা ॥২২
তথা বেনী স্নান করি দেখি অক্ষয় বট।
যমুনাতে পার হৈলা আগরা নিকট ॥২৩
দেখিলা অদ্ভুত সে রেনুকা নামে গ্রাম।
অবতার কৈলা যেই স্থানে পরশুরাম ॥২৪
তথা বৃন্দবন-মুখে যমুনা বিমুখী।
দেখিয়া বিহ্বল প্রভু প্রেম সুখে সুখী ॥২৫
রাজগ্রামে গিয়া পারে দেখয়ে গোকুল।
সম্বরিতে নারে হিয়া ভৈগেল আকুল ॥২৬
হিয়া সম্বরিল প্রভু অনেক যতনে ॥
আনন্দে বিহ্বল পারে দেখে মহাবনে ॥২৭
চলিতে চলিতে আর গিয়া কতদূর।
সুনিকট হৈল যেই—দেখে মধুপুর ॥২৮
মধুপুরী দেখি প্রভু উনমিত-চিত।
প্রেমায় বিহ্বল যেন নাহিক সম্বিত ॥২৯
অক্রূর অক্রূর বলি ভূমিতে পড়িলা।
মাথুর-বিরহ ভাবে মূর্চ্ছিত হইলা ৩০
দিবানিশি নাহি জানে আছে সেই খানে।
সম্বেদন নাহি প্রভুর ভেল তিনদিনে ॥৩১
গতাগতি করে লোক দেখয়ে আশ্চর্য্য।
কৃষ্ণদাস নামে এক আছে দ্বিজবর্য্য ॥৩২
প্রভুরে দেখিয়া সেই গনে মনে মনে।
কোথা হৈতে আইলা এই পুরুষ রতনে ॥৩৩
বড় ভাগ্যে দেখিলাম ইহার চরন।
এই শুক প্রহ্লাদ কি—হেন লয় মন ॥৩৪
প্রেমায় বিহ্বল প্রভু পুছিল তাহারে।
কি নাম তোমার হয় শুন দ্বিজবরে ॥৩৫
ব্রাহ্মন কহয়ে শুন শুন ন্যাসিবর।
কৃষ্ণদাস নামে মোর কহিল উত্তর ॥৩৬

এ বোল শুনিয়া প্রভুর অট্ট অট্ট হাস।
কৃষ্ণের সকলি জান তুমি কৃষ্ণদাস ॥৩৭
জুড়াইল দেহ মোর তোমার সম্ভাষে।
তুমি দেখাইবে যথা যে আছে বিশেষে ॥৩৮
মথুরা মণ্ডল এ কৃষ্ণের অন্তরীন।
সকল জানহ তুমি—ভকত প্রবীন ॥৩৯
যেখানে যে কৈল কৃষ্ণ তুমি জান।
মথুরা মণ্ডল মোরে দেখাও স্থানে স্থান ॥৪০
দ্বিজ কহে—সব স্থান না জানিয়ে আমি।
দ্বাদশ বনের কথা সবে আমি জানি ॥৪১
এ বোল শুনি প্রভু প্রেমানন্দে ভাসে।
তাহার হৃদয়ে শক্তি করিলা প্রকাশে ॥৪২
মহানন্দে বলে—আমি সব দেখাইব।
কৃষ্ণ জন্ম হৈতে কংস বধ শুনাইব ॥৪৩
দ্বিজ কহে —শুন শুন মহাশয়।
নন্দের নন্দন তুমি জানিল নিশ্চয় ॥৪৪
তোমার দর্শনে মোর ব্রজ দরশন।
আচম্বিতে সব মোর হৈল সঙরন ॥ ৪৫
দেখাব যেখানে যেবা স্থানের মরম।
যেখানে বা ভগবান্ —জনম করম ॥৪৬
এ বোল শুনিয়া গৌর হরিষ হিয়ায়।
কৃষ্ণদাসে কোলে করি কৃষ্ণ গুন গায় ॥৪৭
সে দিন বঞ্চিলা কৃষ্ণদাসের আলয়ে।
মথুরা মণ্ডল—কথা সর্ব্বরাত্র কহে ॥৪৮
মথুরা মণ্ডল— মধ্যে যমুনা ভাগ্যবতী।
যাহার দু'কূলে কৃষ্ণ বিহরে পিরীতি ৪৯
যমুনার পূর্ব্বকূলে আছে পাঁচ বন।
পশ্চিমেতে সাতবন কহিল কথন ॥৫০
কৃষ্ণের বিহার সে এই দ্বাদশ বনে।
ভক্ত বিনা কেহো ইহার মরম না জানে '৫১
কংসের সদন এই যমুনা পশ্চিমে।
তাহার উত্তরে বন বৃন্দাবন নামে ॥৫২
মথুরা হইতে সেই যোজনেক পথে ॥
অনেক রহস্য কথা কহিব তাহাতে ॥৫৩
কুমুদনামে বন আছে তাহার নৈর্ঋতে।
সওয়া যোজনে পথ মথুরা হইতে ॥৫৪
খদির নামে বন আছে তাহার দক্ষিণে।
দেড় যোজন পথ সেই মথুরার সনে ॥৫৫
তালবন আছে প্রভু দক্ষিণে মথুরার।
অর্দ্ধ যোজন ভুমি মথুরা তাহার ॥৫৬
এক নদীর ধারা আছে মানস গঙ্গা নামে।
বৃন্দাবন পশ্চিমে সে মথুরা ঈশানে ॥৫৭
কাম্যবন হৈতে মধুবনের উদ্দেশ।
কালীদহ পশ্চিমে যমুনা পরবেশ ॥৫৮
সরস্বতী নামে এক ধারা আছে তাতে ॥
মথুরা উত্তর সে প্রবেশ যমুনাতে ॥৫৯
মথুরার পশ্চিমে আছে গোবর্দ্ধন গিরি।
আট যোজন সে মথুরা হইতে ধরি ॥৬০
কহিব সে কাম্যবন গোবর্দ্ধন—পশ্চিমে।
মথুরা হইতে আট যোজন লোকে গণে ॥৬১
বহুলা নামে বন আছে মথুরা-ঈশানে।
মানস গঙ্গার পার সে দুই যোজনে ॥৬২
এই সাত বন সে পশ্চিমে যমুনার।
কহিব ত পূর্ব্বকূলে পাঁচ বন আর ॥৬৩
মহাবন নামে বন যমুনা নিকটে।
মথুরা হইতে সেই যোজনেক বাটে ॥৬৪
বিল্ব নামে বন আছে পশ্চিমে তাহার।
অর্দ্ধ যোজন সে মথুরা হৈতে পার ॥৬৫

তাহার উত্তরে আছে লোহ নামে বন।
ভাণ্ডীর নামে বন আছে তাহার ঈশান ॥৬৬
একত্রই দুইবন যমুনার কূলে।
মহাবন হৈতে লোকে আট যোজন বলে ॥৬৭
এইত দ্বাদশ বন মথুরা মণ্ডল।
কৃষ্ণের বিহার স্থান—দেখাব সকল ॥৬৮
এইখানে কথালাপে প্রভাত হইল।
যে বিধি আছিল প্রভু প্রাতঃক্রিয়া কৈল ॥৬৯
উৎকণ্ঠা হৃদয়ে কৃষ্ণদাসে দিল ডাক।
দেহকে জিনিয়া সে অধিক অনুরাগ ॥৭০
দেখিতে চলিলা গৌর মথুরা মণ্ডল।
আপনে ঈশ্বর—কৃষ্ণদাসে করে ছল ॥৭১
কৃষ্ণদাস কহে প্রভু! ইথে কর মন।
পুরীর তিনদিকে দেখ গড়ের পত্তন ॥৭২
পুরুবে যমুনা নদী বহে দক্ষিণ মুখে।
উত্তর দক্ষিন দ্বার গাড়ের দুই দিকে ॥৭৩
কংসের আবাস দেখ পুরীর নৈর্ঋতে।
পুরুবে উত্তরে দুই দুয়ার তাহাতে ॥৭৪
বসিবার চৌতারা দেখ বাড়ীর উত্তর।
পুরীর বায়ু কোনে দেখ হের কারাগার ॥৭৫
মূত্র স্থান হের দেখ ইহার দক্ষিনে।
বিবরি কহিয়ে কিছু শুন সাবধানে ॥৭৬
কংস-ভয়ে বসুদেব লৈয়া যান পুত্র।
আচম্বিতে কৃষ্ণ তাঁর কোলে কৈল মূত্র ॥৭৭
সেইখানে বসুদেব বসিলা সত্বর।
প্রস্রাব করিলা কৃষ্ণ—দ্রবিল পাথর ॥৭৮
সুত্র চিত্র রহিল এ পাষান উপরে।
সুত্রস্থান তেঁহ লোকে বলয়ে ইহারে ॥৭৯
ইহার উত্তরে দেখ উদ্ধবের ঘর।
এ বোল শুনিতে প্রভু গলে দুই ধার ॥৮০
কন্টকিত ভেল অঙ্গ আপাদ মস্তক।
কদম্ব কেশর জিনি একটি পুলক ॥৮১
এই উদ্ধবের ঘর মুই আলুঁ এবে।
এথা যে করিল কৃষ্ণ কহি অনুভবে ॥৮২
এইখানে কৃষ্ণ আর উদ্ধবেতে কথা।
শুনিয়াছি হেন বাসোঁ—মনে লাগে ব্যথা ॥৮৩
এবোল বলিতে প্রভু চাহে চারিদিক।
তবে কহে কৃষ্ণদাস—কহে অনুরাগে ॥৮৪
উদ্ধবের পূর্বে দেখ রজকের ঘর।
মালাকার বাস দেখ পুরুবে ইহার ॥৮৫
ইহার দক্ষিনে দেখ কুবজীর ঘর।
তাহার দক্ষিনে রঙ্গ স্থান মনোহর ॥৮৬
বসুদেব আবাস দেখ তার অগ্নি কোনে।
এ বোল শুনিতে প্রভু হাসে মনে মনে ॥৮৭
গদ গদ স্বর কিছু অরুন বদন।
উগ্রসেন বাড়ী দেখ তাহার ঈশান ॥৮৮
দেখহ বিশ্রান্তি-ঘাট দক্ষিনে তাহার।
গতশ্রম নাম মূর্ত্তি এথা পরচার ॥৮৯
কংস মারি টানিয়া এলিতে হৈল খাল।
তেঁই কংস খালি ঘাট দক্ষিনে ইহার ॥৯০
দেখহ প্রয়াগ ঘাট তাহার দক্ষিনে।
তাহার দক্ষিনে ঘাট এ তিন্দুক—নামে ॥৯১
সপ্ততীর্থ বলি ঘাট ইহার দক্ষিনে।
ইহার দক্ষিনে দেখ ঋষিতীর্থ নামে ॥৯২
ইহার দক্ষিনে মোক্ষ তীর্থ আর।
তাহার দক্ষিনে কোটী তীর্থের প্রচার ॥৯৩
তাহার দক্ষিনে দেখ বোধিতীর্থ নামে।
দক্ষিনে গনেশ তীর্থ দেখ বিদ্যমানে ॥৯৪

এইত দ্বাদশ ঘাট সর্ব্বতীর্থ—সার।
পুরীর দক্ষিনে রঙ্গভূমি দেখ আর ॥৯৫
তাহার দক্ষিনে আর দেখ অপরূপ।
দুরাশয় কংস রাজা খুদিলেক কূপ ॥৯৬
কৃষ্ণ মারি ইহাতে ফেলিব—এই কাম।
কংস সে খুদিল কূপ কংস কূপ নাম ॥৯৭
দেখহ অগস্ত্য কুণ্ড নৈর্ঋতে তাহার।
সেতু বন্ধ-সরোবর উত্তরে ইহার ॥৯৮
এ বোল শুনিতে প্রভু কি কি বলি ডাকে।
অঙ্গ আচ্ছাদিল ঘন অঙ্গের পুলকে ॥৯৯
সেতুবন্ধ-সরোবরের শুন বিবরন।
সাবধানে শুন প্রভু! হৈয়া এক মন ॥১০০
একদিন আছে কৃষ্ণ গোপীগন মেলে
রাসক্রীড়া করে এই সরোবর কূলে ॥১০১
রাধাকে কহিল—আমি সেই রঘুনাথ।
রাবন মারিল আমি বানরের সাথ ॥১০২
এ বোল শুনিয়া রাধা মুচকি হাসয়।
মিছা কথা কহে কৃষ্ণ—এই ত আশয় ॥১০৩
দেখিয়া তরস্ত হৈয়া পুছয়ে রাধারে।
কি লাগিয়া হাস রাই! বলহ আমারে ॥১০৪
রাধা বলে—মিছা কথা না বলিহ আর।
তুমি সে কেমনে হৈলে রাম—অবতার ॥১০৫
মহাজিতেন্দ্রিয় তেহোঁ পরম ইশ্বর।
তোমাতে সম্ভবে নাহি তাঁর ব্যবহার ॥১০৬
সমুদ্র বান্ধিলা তেহোঁ এ গাছ পাথরে।
তুমিহ বান্ধহ দেখি এই সরোবরে ॥১০৭
এ বোল শুনিয়া কৃষ্ণ লহু লহু হাসে।
আমি জলে থুইলে সে ইটা পাথর ভাসে ॥১০৮
এ বোল শুনিয়া গোপী বলিল বচন।
আনি এ পাথর—দেখি বান্ধহ এখন ॥১০৯
মিছা গর্ব্ব না করিহ শুন হে কানাই।
পাথর ভাসয়ে জলে—কভু শুনি নাই ॥১১০
ঠাকুর কহয়ে—আন এ গাছ পাথর।
পাথরে বান্ধিব আমি এই সরোবর ॥১১১
এ বোল শুনিয়া তারা বহি আনে ইটা।
কাষ্ঠ খান খান আনে পাথর গোটা গোটা ॥১১২
এক কূলে রহি কৃষ্ণ বান্ধে সরোবর।
এ কূলে ও কূলে সব লাগিল পাথর ॥১১৩
এ গাছ পাথরে সরোবর গেল বান্ধা।
ভাল ভাল বলে গোপী মুচকি হাসে রাধা ॥১১৪
রাধার কারনে সরোবর হৈল সেতু।
সেতুবন্ধ—সরোবর কহি এই হেতু ॥১১৫
এ বোল শুনিয়া প্রভুর অন্তর উল্লাস।
গোরা গুন গায় সুখে এ লোচন দাস ॥১১৬

—

পঠ মঞ্জরী।

সপ্ত সমুদ্র কুণ্ড ইহার উত্তরে।
দেবকীর সাত পুত্র মারিতে পাথরে ॥১১৭
ইহার উত্তরে দেখ লিঙ্গ ভূতেশ্বর।
দেখ সরস্বতী কুণ্ড পুরীর উত্তর ॥১১৮
এইখানে দেখ দশ-অশ্বমেধ ঘাট।
ইহার দক্ষিনে সোম-তীর্থের এ বাট ॥১১৯
কণ্ঠাভরন মজ্জন ইহার দক্ষিনে।
নাগতীর্থ-ধারা বহে পাতাল গমনে ॥১২০
সংযমন কুণ্ড ঘাটে আইলা সে ভবে।
পুরী প্রদক্ষিন করে নিজ-অনুভবে ॥১২১
এই মনে ভ্রমিতে ভ্রমিতে দিন গেল।

ভিক্ষা করিয়া প্রভু রজনী বঞ্চিল ॥১২২
উৎকণ্ঠায় আকুল—দীঘল ভেল রাতি।
পোহালো পোহালো পুছে হিয়ার আরতি ॥১২৩
রজনী প্রভাত হৈল—হিয়ার উল্লাস।
প্রাতঃক্রিয়া করি বলে আইস কৃষ্ণদাস ॥১২৪
কৃষ্ণদাস বলে—গোসাঁই শুনহ বচন।
মথুরা মণ্ডল-ভূমি একুইশ যোজন ॥১২৫
দ্বাদশ বন হয় ছয় যোজন ভিতর।
যেখানে যে কৈল কৃষ্ণ দেখাব সকল ১২৬
নারদ-বচন কংস শুনে এইখানে।
বসুদেব-দেবকীরে রাখে এই স্থানে ॥১২৭
এইখানে হৈল কৃষ্ণ চতুর্ভুজ দেখি।
পরিহার মাগে সে বসুদেব দেবকী ॥১২৮
তবে গেলা বসুদেব কৃষ্ণ লৈয়া কোলে।
নিদ্রায় প্রহরিগন পড়ি গেল ভোলে ॥১২৯
ফনা-ছত্র ধরিয়া বাসুকি পাছে ধায়।
যমুনায় পার হৈতে শৃগালী আগে যায় ॥১৩০
এই মহাবনে নন্দ ঘোষের বসতি।
নিঁদে প্রসবিলা কন্যা যশোদা ভাগ্যবতী ॥১৩১
নন্দ ঘরে পুত্র থুইয়া কন্যারে আনিল।
দেবকীর কন্যা বলি কংসেরে ভাণ্ডিল ॥১৩২
পাপিষ্ঠ সে কংসরাজ মারিতে কন্যারে।
বিদ্যুত হইয়া তেঁহ গেল আকাশেরে ॥১৩৩
অপরাদ্ধ কংস স্তুতি করয়ে তাঁহারে।
গগনে আকাশ বানী শুনে হেনকালে ॥১৩৪
শুনিয়া সে বানী ধর্ম্ম হিংসিতে লাগিল ॥
নিশ্চয় করিয়া নিজ-মরন আনিল ॥১৩৫
মথুরা আইলা নন্দ পুত্রোৎসব করি।
বসুদেব কৈল—রাখ শিশুরে আবরি ॥১৩৬
সাত দিবসের কৃষ্ণ পূতনা বধিল।
মাসেকের কালে শকট ভাজিয়া ফেলিল ॥১৩৭
তৃনাবর্ত্ত মারে কৃষ্ণ নহলা বিশ্বস্তরে।
জংম্ভায়ে মায়েরে বিশ্ব দেখালো উদরে ॥১৩৮
ছয় মাসের কালে নামকরন হইল।
মৃত্তিকা ভক্ষনে বিশ্বরূপ দেখাইল ॥১৩৯
মন্থনের দণ্ড ধরি নাচিল এইখানে।
দুগ্ধ উথলিতে এথ যশোদা গমনে ॥১৪০
উদূখলে চড়ি শিকার ভাণ্ড ছেদ করি।
উর্দ্ধমুখে নবনী ভক্ষন কৈল হরি ॥১৪১
এইখানে চুরি করি কৃষ্ণ খাইল ননী।
উদূখলে বান্ধে লৈয়া যশোদা জননী ॥১৪২
যমল অর্জ্জুন ভঙ্গ কৈল এইখানে।
ধান্য দিয়া ফল খাইব দেব নারায়নে ॥ ১৪৩
মহাবন-দক্ষিনে দেখ গোকুল নগর।
শিশু সঙ্গে বৎস এথা রাখে দামোদর ॥ ১৪৪
হের দেখ গোপেশ্বর-মূর্ত্তি মনোহর।
সপ্ত সমুদ্রক-কুণ্ড দেখহ সুন্দর ॥১৪৫
আয়ানের ঘর দেখ গ্রামের পশ্চিমে।
নন্দ গোপের গ্রাম আয়ানের দক্ষিনে ॥ ১৪৬
উপনন্দের ঘর এই গ্রামের মধ্যস্থানে।
পশ্চিমে দেখহ রাবনের তপোবনে ॥ ১৪৭
দেখহ দুর্ব্বাসাশ্রম হইার উত্তর।
নিকটে দেখহ লোহ বন মনোহর ॥ ১৪৮
অপরূপ কহি—এই হের বিল্ববনে।
কৃষ্ণ কোলে করি নন্দ আছিলা এখানে।
রাধাকে দেখিয়া নন্দ কহিল উত্তর।
কোলে করি লেহ কৃষ্ণ—থোওলৈয়া ঘর ॥ ১৫০
নন্দের আদেশে রাধা কৃষ্ণ করি কোলে।
চুম্বন করয়ে বাল্য-আচরন-ছলে ॥ ১৫১

কাজ নাহি বুঝে রাধা লৈয়া যায় পথে।
গাঢ় আলিঙ্গনে কুচ চিরে নখাঘাতে ॥ ১৫২
দেখিয়া চরিএ রায়ার বিস্ময় লাগিল।
হিয়া উপজিল ভাব বেকত না কৈল ॥ ১৫৩
হের আর দেখ পুন কৃষ্ণের চরিত।
মরয়ে সকল শিশু তৃষ্ণায় পীড়িত ॥ ১৫৪
পাঁচনী খনিল কুণ্ড দেখ বিদ্যমান।
শুনি মাত্র গৌরচন্দ্র নাহি বাহ্য জ্ঞান ॥ ১৫৫
কতক্ষনে গৌরচন্দ্রের হৈল ত বাহ্য।
প্রভু কহে—কৃষ্ণদাস ! কি হইল কার্য্য ॥ ১৫৬
এইখানে দেখ উপনন্দ আদি যত !
যুকতি করিল সব-গোয়ালা-সম্মত ॥ ১৫৭
অসহ্য এরাজপীড়া নিতুই সঙ্কট।
রজনী-প্রভাতে সবে সাজালো শকট ॥ ১৫৮
গোপীগনে শকটে করিয়া গোপগন।
নিকট-বসতি করিবারে বৃন্দাবন ॥ ১৫৯
হৈ হৈ রবে যায় গোধন চালাইয়া।
পায়ে বাধা হাতে নড়ি মাথে পাগ দিয়া ॥ ১৬০
শকটে চড়িয়া যায় কৃষ্ণ বলরাম।
তার মুখ দেখি গোপ সুখে চলি যান ॥ ১৬১
ভদ্র ভাণ্ডীর বনে ছিল দুই মাস।
আনন্দে কহয়ে শুন এ লোচন দাস ॥ ১৬২

—

তবে পার হৈল সে নিকট বৃন্দাবনে।
অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি শকট রাখিল এইখানে ॥ ১৬৩
কপিত্থ গাছের মূলে বৎসক বধিল।
পুচ্ছ-পদ ধরি তারে তুলি আছাড়িল ॥ ১৬৪
গিলি উগারিল কৃষ্ণে এথা বকাসুর।
দুই ঠোঁট চিরি তার প্রানে কৈল দূর ॥ ১৬৫
এই গোঠে বিহরে বালক-সব-সঙ্গে।
শিঙ্গা বেনু বেত্র হাতে নানাবিধ রঙ্গে ॥ ১৬৬
কেহো কোনো জন্তু-ছলে সেই শব্দ করে।
উড়িতে পক্ষের ছায়া চাহে ধরিবারে ॥ ১৬৭
এ বোল শুনিয়া গৌর বিহ্বল-হিয়ায়।
বালকের মত প্রভু ইতি উতি ধায় ॥ ১৬৮
ময়ূরের শব্দ করে ধরয়ে পেকম।
পুলকে পূরল অঙ্গ অরুন নয়ন ॥ ১৬৯
ভাই ভাই বলি ডাকে হৈ হৈ বোলে।
শ্রীদাস সুদাম বলি গাছ কৈল কোলে ॥ ১৭০
সখ্য ভাবে ব্যাকুল হৈলা গৌর রায়।
প্রেমায় আকুল হৈয়া চারিদিকে ধায় ॥১৭১
ধবলী শামলী বলি ডাকে ঘনে ঘন।
কতি গেল ধেনুকাসুর মারিব এখন ॥১৭২
ইহা বলি কান্দে—বাহ্য নাহিক শরীরে।
কৃষ্ণদাস বলে—এই সেই যতুরীরে ॥ ১৭৩
সঙ্গের সঙ্গতিগন তারাও-তেমন।
গৌর-মুখ নেহারয়ে-নাহি সম্বেদন ॥ ১৭৪
কতক্ষনে গৌরচন্দ্রের হৈল ত বাহ্য।
পুনরপি কৃষ্ণদাসে কহে—কার্য্য ॥ ১৭৫
বৎসক—কনিষ্ঠ সর্প—নাম অঘাসুর।
এইখানে কৃষ্ণ তার প্রান কৈল দূর ॥ ১৭৬
এইখানে যমুনাছিল—নাহিক এখন।
এইখানে হরিল ব্রহ্মা বৎস-শিশুগন ॥ ১৭৭
বৎসরেক রাখে গোবর্দ্ধনের ভিতরে।
সেই বৎস-শিশু দেখি ব্রহ্মা স্তব করে ॥১৭৮
ধেনুক মারিয়া তাল খাইল বলরামে।
যমুনাতে কালিদহ দেখ এই খানে ॥ ১৭৯

কদম্ব তরু আরোহন কৈল এইখানে ।
ঝাঁপদিয়া কৈল কালি নাগের দমনে ॥ ১৮০
শীতে আর্ত্ত হৈয়া কৃষ্ণ এঘাটে উঠিল ।
দ্বাদশ-আদিত্য তবে গগনে উদিল ॥ ১৮১
দ্বাদশ আদিত্য ঘাট তেঁই বলে লোকে ।
কালিয় দমন-মূর্ত্তি দেখ পরতেকে ॥ ১৮২
এইখানে শিশু বৎস পোড়ে দাবানলে ।
দাবানল পান করি রাখিল সবারে ॥ ১২৩
শ্রীদামেরে কান্ধে করিল এখানে ।
প্রলম্ব হালিয়া কান্ধে করে বলরামে ॥ ১৮৪
অসুরের মায়া ব্যক্ত হৈল বলরামে ।
মস্তকে মরিল—মুষ্টি ছাড়িল পরানে ॥ ১৮৫
ভাণ্ডীর-বনেতে অঘাসুরের মরন ।
নিকটেতে দেখ গোসাই ! হের বৃন্দাবন ॥ ১৮৬
ঈষীকা—মুঞ্জাটবী দেখ পরম-মোহন ।
এইখানে আচম্বিতে না দেখে গোধন ।
ধেনু না দেখিয়া সে বাঁশীতে দিল ফুঁক ।
উর্দ্ধ পুচ্ছ করি ধেনু আইসে উর্দ্ধ মুখ ॥ ১৮৮
তৃন-মুকে ধেনু ধায় বৎস স্তন মুখী ।
মুরলী গানেতে মোহিত মৃগ পাখী ॥ ১৮৯
পুন দাবানলে ব্যগ্র ভেল শিশুগন ।
দাবানল কায়—শিশু মুদিল নয়ন ॥ ১৯০
এইমতে কৃষ্ণের বিহার স্থানে স্থানে ।
আনন্দে দেখয়ে গৌর কহয়ে লোচনে ॥ ১৯১

শ্রীরাগ

আরে মোর অপরূপ গোরা ।
যেন কাঁচা-সোনার কিশোরা ধ্রু ॥ ১৯২

গোপ কুমারিকা ব্রত কৈল এইখানে ।
কাম্য কৈল—দাসী হব কৃষ্ণের চরনে ॥ ১৯২
বস্ত্র আভরন তারা থুইয়া এই ঘাটে ।
জলে নামি স্নান তারা করয়ে লাঙ্গটে ॥ ১৯৪
আচম্বিতে বস্ত্র আভরন লইয়া হরি ।
নীপ তরু পরে উঠি হাসে ধীরি ধীরি ।১৯৫
গোপ কুমারিকা স্তুতি অনেক যতনে ।
তুষ্ট হৈয়া দিল তারে বস্ত্র আভরনে ॥ ১৯৬
বৃন্দাবনে প্রশং সয়ে শিশু সম্বোধিয়া ।
যজ্ঞ পত্নী-স্থানে অন্ন খাইল মাগিয়া ॥ ১৯৭
কংসের উৎপাতে সব গোপ ভয় পাইয়া ।
নন্দীশ্বর গিরিতে আশ্রয় কৈল গিয়া ১৯৮
বসতি করিল মানস গঙ্গার দুকূলে ।
বিলাস করিল গোবর্দ্ধনের শিখরে ॥ ১৯৯
ইন্দ্র সনে বাদ করি এ পর্বত ধরে ।
তুলিলেক মহাগিরি সপ্তম বৎসরে ॥ ২০০
মানস গঙ্গার ধার পর্বত ঈশানে ।
স্থল নাহি—পার হৈতে নারে গোপীগনে ॥ ২০১
নৌকা পারাপার করি বাড়ায় কৌতুক ।
জলে ভাসি দেহ গোপী দিলেক যৌতুক ॥ ২০২
পর্বতের মধ্য দিয়া আছে রাজ পথ ।
গোকুল মথুরার লোক করে গতাগত ॥ ২০৩
পর্বত উপরে এক আছে রম্য স্থান ।
এইখানে গোপিকারে সাধে মহাদান ॥ ২০৪
বসিয়া সাধিত দান এই ত পাষানে ।
এই দান চবুতারা দেখ বিদ্যমানে ॥ ২০৫
পাষান দেখিয়া প্রভু গদ গদ স্বর ।
অরুন বরন ভেল সর্ব কলেবর ২০৬
নিজ কর দিয়া প্রভু মাজয়ে পাষান ।
এক দৃষ্টে চাহে নিজ বসিবার স্থান ॥ ২০৭

ক্ষনে বুকে দেই ক্ষনে করে নমস্কার।
ক্ষনে বলে—রাধা দান দেহ না আমার ॥২০৮
অবশ শরীর প্রভু—পাড়ে ভুমি তলে।
ক্ষনেকে উঠিয়া সে পাথর কোলে করে॥ ২০৯
কৃষ্ণদাস বলে—গোসাঁই ! শুন মোর বোল।
দেখিবে ত সব স্থান নহ উত্তরোল ॥২১০
পর্বতের পূর্বে দেখ এ কুসুম বন।
তাহার দক্ষিণে রাস মণ্ডলের স্থান ॥২১১
এ বোল শুনিয়া গোরা বলে— রহ রহ।
শ্রীরাস মণ্ডল কথা ভালমতে কহ ॥২১৮
রাধাকৃষ্ণ রাস কৈল সেই এই স্থান।
এ বোল বলিতে গোরার ঝুরে দুনয়ান ॥২১৩
হা হা কৃষ্ণ হা হা রাধে বলে বার বার।
অরুন নয়ান ঝরে পাঁচ সাত ধার ॥২১৪
শ্রীরাস মণ্ডল বলি পাড়ে গড়াগড়ি।
ক্ষনে উভবাহু করি হুহুঙ্কার ছাড়ি ২১৫
জানুর উপরে জানু ত্রিভঙ্গিম রহে।
শুন শুন বলি রাধাকৃষ্ণ-কথা কহে ॥২১৬
পুনকি কহিব বলি অট্ট অট্ট হাস।
এইখানে রাধা কৃষ্ণ মিলি কৈল রাস ॥২১৭
বিহ্বল দেখিয়া গৌর বলে কৃষ্ণদাস।
পর্ব্বত উপরে রাধা কদম্ব—বিলাস ॥২১৮
দেখ ইন্দ্র আরাধন অন্নকুট স্থানে।
ইন্দ্র পূজা বাধকৈল কৃষ্ণ এইখানে ॥২১৯
অভিমানে আপনা পাসরে ইন্দ্র রাজে।
ঝড় বরিষন কৈল গোয়ালা সমাজে ॥২২০
সেইরূপ মূর্ত্তিদেখ পর্বত শিখরে।
হরি-রায়-নাম মূর্ত্তি পর্ব্বত উপরে ॥২২১
গোবর্দ্ধন উপরে দক্ষিন ভাগে বাস।
গোপাল রায় নামে হেথা কৃষ্ণের বিলাস ॥২২২
ইন্দ্রদর্প হরি চলে পর্বত উপরে।
ইন্দ্র অভিষেক করে রাজরাজেশ্বরে ॥২২৩
সর্ব পাপহর কুণ্ড পর্বত দক্ষিনে।
তাহার দক্ষিনে দেখ শিলা উবটনে ২২৪
আর পাঁচ কুণ্ড দেখ পর্ব্বত উপর।
ব্রহ্মকুণ্ড রুদ্রকুণ্ড সর্বতীর্থ সার ॥২২৪
ইন্দ্রকুণ্ড সূর্য্যকুণ্ড মোক্ষকুণ্ড নামে।
পৃথিবীতে যততীর্থ হইতে বিশ্রামে ॥২২৬
এইখানে দ্বাদশী পরনা স্নানকালে।
বরুন হরিল নন্দে কৃষ্ণ দেখিবারে ॥২২৭
ব্রহ্মকুণ্ড-জন্ম এই দেখ বৃন্দাবনে।
কৃষ্ণের বিভব শিশু দেখহ নয়নে ॥২২৮
অশোক-বন দেখ এই কুণ্ডের উত্তর।
এক যে আশ্চর্য্য কথা শুনহ ইহার ॥২২৯
কার্ত্তিক পূর্ণিমা তিথি দিবসের মাঝে।
কুসুমিত হয় তরু—দেখে সর্ব্বরাজ্যে ॥২৩০
এ বোল শুনিয়া প্রভু নেহারয়ে বন।
আকালে পুষ্পিত তরু ভৈগেল তখন ॥৩৩১
মুঞ্জরিত তরুলতা—ভরে ফুলফলে !
অদ্ভুত দেখায়া কিছু কৃষ্ণদাস বলে ॥২৩২
অদভূত গন্ধ গোরা অঙ্গের বাতাস।
কৃষ্ণদাস বলে তোমার কপট সন্ন্যাস ॥২৩৩
দণ্ডবত করে ভুমে—স্তব্ধ হৈয়া রহে।
কহ কহ কহ—গৌর কৃষ্ণদাসে কহে ॥২৩৪
কৃষ্ণদাস বলে গোসাই শুনহ বচনে।
রাসক্রীড়া কৈল কৃষ্ণ এই বৃন্দাবনে ॥২৩৫
এই কল্পতরু মূলে দূরে বংশীনাদ।
ষোলক্রোশ পথে গোপী ভেল উনমাদ ॥২৩৬
বিগত-চেতন গোপী কৃষ্ণ আকর্ষনে।
উপেখিল কুল শীল লাজ ভয় মানে॥ ২৩৭

ব্যস্ত বস্ত্র আভরন হৈল সবাকার।
কৃষ্ণগত-চিত্তবৃত্তি মদন-ঝঙ্কার ॥ ২৩৮
অপ্রাকৃত কামেতে মুগধ ব্রজ বালা।
গৌরাঙ্গের নিকটে সবে আসিয়া মিলিলা ॥ ২৩৯
এই খানে দেখ নাম এ গোবিন্দ রায়।
শুনি মাত্র গৌরচন্দ্র বিভোর হিয়ায় ॥ ২৪০
হইল আবেশে প্রভু পরবশ-অঙ্গ।
এভুমি আকাশ প্রভু প্রেমের তরঙ্গ ॥ ২৪১
হুহুঙ্কার-নাদে প্রেম-অমিয়া বরিষে।
পশু পক্ষী উনমাদ মদন-হরিষে ॥ ২৪২
অকালে পুষ্পিত ভেল সব তরুবর।
কোকিল ময়ুর নাদে—মাতল ভ্রমর ॥ ২৪৩
বংশী বলি ডাকে প্রভু রাস প্রশংসিয়া।
ভালিরে ভালি রে বলে মুচকি হাসিয়া ॥ ২৪৪
ক্ষনে বলে গোপি! তোরা রহ এইখানে।
ক্ষনে কথা কহে যেন নিঁদের স্বপনে ॥ ২৪৫
ক্ষনেকে চমকি নিজ-অঙ্গ কোলে করে।
দ্রবময় ভেল দেহ—সব অঙ্গ ঝরে ॥ ২৪৬
ক্ষনে বাল্যাবেশে নাচে—অট্ অট্ হাস
বিহ্বলে চরনে পড়ি কান্দে কৃষ্ণদাস ॥ ২৪৭
মোর ভাগ্যে তিনলোকে নাহি কোনো জন।
বড় ভাগ্যে পাইলুঁ মুই—হারাইলুঁ ধন ॥ ২৪৮
এ বোল বলিতে প্রভুর বাহ্য হৈল যবে।
বলে—কহ কৃষ্ণদাস! কি হইল তবে ॥ ২৪৯
এইখানে গোপীরে বুঝায় কুলাচারে।
গোপীর নিগূঢ়-ভক্তি-ভাব বুঝিবারে ॥ ২৫০
কিম্বা অনুরাগ বৃদ্ধি করিবার তরে।
রস-পরিপাটী-ভাব বাঢ়ায় অন্তরে ॥ ২৫১
সুমধ্যমাগন! কেনে রাত্রে কুঞ্জ-মাঝে।
ভয় না করিলে এথা আইলে কোন লাজে ॥ ২৫২

পরপতি-পরশ-লালসহেতু তোরা।
পর নারী-দরশ-পরশ নহে মোরা ॥ ২৫৩
আপনার ঘরে গিয়া পতি সেবা কর।
নারী নিজ-পতি ভজে—এই ধর্ম্ম সার ॥ ২৫৪
কিবা রুগ্ন কিবা বৃদ্ধ দরিদ্র কুরূপ।
নিজ-পতি সেবা পর-ধর্ম্মের স্বরূপ ॥২৫৫
চল চল নিজ-গৃহে যাহ ব্রজ বালা।
সতী নাহি করে নিজ-ধর্মে অবহেলা ॥২৫৬
আমি মহাধর্মী—কভু না করি অধর্ম্ম।
না বুঝি আমার মন কৈলে কোন্ কর্ম ॥২৫৭
শুনিয়া রমনীগন হৈলা মূরুছিতে।
স্তব্ধ হৈয়া রহে যেন চিত্র রহে ভিতে ॥২৫৮
অল্প অল্প শ্বাস হৈল—বাক্য নাহি সরে!
জারিলেক মদন-জ্বরেতে কলেবরে ॥২৫৯
কভু ঘন শ্বাস বহে বিরহের তাপে।
কভু নেত্র ঝরে—কভু সর্ব্ব অঙ্গ কাঁপে ॥২৬০
কভু কভু কৃষ্ণ-পানে থির দিঠে চাহে।
কভু কভু মদন ভরেতে থির নহে ॥২৬১
ভাব-ভরে কি বোল বলিতে কিবা কহে।
সবার মনের কথা বেকত কহয়ে ॥২৬২
জগত মোহন করে যার রূপে গুনে।
অবলা ধৈরয তবে ধরিবে কেমনে ॥২৬৩
মোরা কুলবতী কুল ব্রত মাত্র জানি।
কুল ব্রত ভঙ্গ কৈল মুরলীর ধ্বনি ॥২৬৪
তুমি কিছু নাহি জান—মোরা নাহি জানি।
জগত মোহন গুনে আনিলা রমনী ॥২৬৫
পতির পরম পতি তুমি আত্মারাম।
তোমারে ছাড়িলে পতি অগতি প্রমান ॥২৬৬
মোর আত্মারাম তুমি রমহ আমাতে।
তবে কোথা পরপতি দেখিলে ভক্তিতে ॥২৬৭

অহে পতি গতি পতি সবার আশ্রয়।
আনন্দ পরমানন্দ সর্ব সুখময় ॥২৬৮
ভাব-ভরে ভবিনীর গন সত্য কয়।
ভাব কথা শুনি কৃষ্ণ হৈল ভাবময় ॥ ২৬৯
চাহিলা সরস-হাস্যে সব গোপী-পানে।
যত সুখ গোপী পাইল কেহো নাহি জানে ॥২৭০
বেঢ়িলেক সব গোপী প্রভু যদু মনি।
মেঘেতে ঝলকে যেন থির-সৌদামিনী। ২৭১
এইখানে অপরূপ এ রাস-বিহার।
একগোপী এক কৃষ্ণ—মণ্ডলী তাহার ॥ ২৭২
কনক চম্পক আর মরকত-মনি।
গাঁথিল যেমন মালা—মণ্ডলী তেমনি॥ ২৭৩
আর অপরূপ হের দেখ এই খানে।
রাই রাজা কৈল কৃষ্ণ এই বৃন্দাবনে ॥ ২৭৪
দিব্য চন্দন মালা দিয়া রাই-অঙ্গে।
আপনে করয়ে স্তুতি গোপীগন—সঙ্গে ॥ ২৭৫
অভিষেক করি কহে—শুন গোপী গনে।
আজি হৈতে রাধারাজা হৈল বৃন্দাবনে ॥ ২৭৬
হেনমতে রাসে বিহরয়ে যদুরায়।
আচম্বিতে সব গোপী দেখিতে না পায় ॥ ২৭৭
এক গোপী লৈয়া গেলা সবারে এড়িয়া।
কান্দয়ে সকল গোপী অঙ্গ আছাড়িয়া। ২৭৮
তুলসী মালতী যূথী তোমারে সুধাই।
এ পথে দেখেছ যেতে হল ধরের ভাই ॥ ২৭৯
কৃষ্ণের চরন-প্রিয় তুলসি কল্যানি।
তুমি দেখিয়াছ কৃষ্ণ-প্রান-যদু মনি ॥ ২৮০
কে মোর হরিয়া নিল-নীলমনি কালা।
গহন কাননে ফিরে আহীরীর বালা ॥ ২৮১
রামানুজ-আমা সবার গর্ব্বসে জানিয়া।
মন হরি কোথা গেলা সবারে ছাড়িয়া ॥ ২৮২
শুন শুন আরে তুমি যূথিকা মল্লিকা।
কদম্ব! দেখেছ কৃষ্ণ—পুছেন গোপিকা ॥ ২৮৩
না পাইয়া লাগি তার যত গোপীগন।
কৃষ্ণের যতেক লীলা করয়ে রচন ॥ ২৮৪
কোহোত পূতনা হৈলা কোহো হৈলা কান।
স্তনপান করি কোহো বধিল পরান ॥ ২৮৫
কোনো সখী আইলা শকট রূপ ধরি।
কৃষ্ণ রূপ ধরি কেহো তাহারে সংহারি ॥২৮৬
অঘ বক হৈয়া তবে কোনো সখী আইলা।
কৃষ্ণ-রূপ হৈয়া কেহো তাহারে মারিলা ॥ ২৮৭
এইখানে গোপী কৃষ্ণ চরিতে তন্ময়।
যেখানে যে কৈল কৃষ্ণ তেন সে করয় ॥ ২৮৮
সেই অভিনয় করে সেই সব রীত।
উনমত্ত গোপিসব কৃষ্ণময় চিত ॥২৮৯
সঙ্গের গোপিকা সেই আদরেই ভর।
হাসিয়া কহয়ে—মুই চলিতে কাতর॥ ২৯০
যেন মনে পার তেন মতে লহ তুমি।
কানু কহে—আইস কান্ধে করি নিব আমি ॥ ২৯১
মাতিল পাথর—বুকী শীতল-বচনে।
টানিয়া কাঁকালি বান্ধে নেতের বসনে ॥ ২৯২
কান্ধে চড়িবারে গোপী মানস করিল।
আচম্বিতে তাহারে ও নিঠুর ভৈগেল ॥২৯৩
যে কালে চাপিবে কৃষ্ণের চূড়ায় দিয়া হাত।
সেই কালে অন্তর্দ্ধান কৈলা গোপীনাথ ॥ ২৯৪
এইখানে অন্তর্দ্ধান করিল তাহারে।
ব্যাকুলিতা সেই গোপী কান্দে একেশ্বরে ॥ ৩৯৫
কৃষ্ণ হারাইয়া আর গোপী সব যত।
এই খানে বুলে তারা হইয়া উন্মত্ত ॥ ২৯৬

বিরহে ব্যাকুল গোপী কান্দে উভরায়।
এ কথা শুনিতে দুঃখ বাড়য়ে হিয়ায় ॥ ২৯৭
ভ্রমিতে ভ্রমিতে তবে আর গোপীগন।
দেখে রাধা প্রিয় সখী করিছে রোদন। ২৯৮
রাধা দরশনে সবার শোক উথলিল।
সবে মিলি আছাড়িয়া কান্দিতে লাগিল ॥ ২৯৯
উমতী হইলা সবে কাঁদিতে কাঁদিতে।
মূর্চ্ছিত হইয়া তারা পড়িলা ভূমিতে ॥ ৩০০
হেন মতে মূর্চ্ছা যবে পাইলা গোপীগন।
এই খানে কৃষ্ণ তবে দিল দরশন।
পুনরপি কৈল তবে এ রাস-বিলাস।
পুন রাসোৎসবে গোপীর আনন্দ উল্লাস ॥ ৩০২
যত গোপী তত কৃষ্ণ এ রাস-মণ্ডলে।
পড়িল রাসের হাট বৃন্দাবন স্থলে ॥ ২০৩
কল্পবৃক্ষ-মূলে রাধা কৃষ্ণ দুই জন।
রাধার অংশিনী গোপী রসের কারন ॥ ৩০৪
কৃষ্ণ হৈতে কৃষ্ণ তথা হইল অপার।
যত গোপী তত কৃষ্ণ হৈল—এ বিচার ॥৩০৫
রাস-হাট-উপরে পতাকা শশধরে।
কোকিল কোটাল হৈয়া জাগায় কামেরে ॥ ৩০৬
ভ্রমরা হাটের বাদ্য—পসার যৌবন।
গরাক রসিক বর মদন মোহন ॥ ৩০৭
গোপিকার শুদ্ধ-প্রেম জানিয়া শ্রীহরি।
ভকত-বশ্যতা-গুন প্রকাশ সে করি ॥ ৩০৮
মুখে মুখে পাটোয়ার নটিনী গোপিনী।
নাটুয়া তাহার মাঝে প্রভু যদুমনি ॥ ৩০৯
বলয়া নূপুর মনি-কিঙ্কিনীর রোল।
মুরলী-মধুর ধ্বনি তাহাতে উজোর ॥ ৩১০
রবাব উপাঙ্গ স্বর—মণ্ডলের গান।
মৃদঙ্গ মন্দিরা উফ্ফ পাখোয়াজ সুতান ॥ ৩১১
এইমনে আনন্দ কৌতুকে রাত্রি শেষে।
অলসে অবশ অঙ্গশ্লথ ভেল বেশে ॥ ৩১২
যমুনা পুলিন গেলা সব গোপী লৈয়া।
গোপী কোলে নিদ্রাযায় শ্রমযুক্ত হৈয়া ॥ ৩১৩
এখানে যমুনা জল সুশীতল বায়।
কৃষ্ণ কোলে করি গোপী সুখে নিদ্রা যায় ॥ ৩১৪
এইমতে শুভরাত্রি সুপ্রভাত হৈল।
প্রনতি করিয়া গোপী নিজ-ঘর গেল ॥ ৩১৫
এইমনে স্থানে স্থানে দেখে গৌর রায়।
আনন্দে লোচন দাস গোরাগুন গায় ॥ ৩১৬

বিভাস রাগ।

এক বার দয়া কর গৌর! দয়া করহে ॥ ধ্রু ৩১৭
ইহার ভিতরে এই দেখ খাদির বন
দধি দুগ্ধ বেচিবার রাধার গমন ॥ ৩১৮
এইখানে শিশুলৈয়া কৃষ্ণের মন্ত্রনা।
ডর দরশাহ রাধা পাউক যন্ত্রনা ॥ ৩১৯
বনে লুকাইয়া শিশু মহাশব্দ করে।
ডরে ডরাইয়া রাধা কৃষ্ণ চাপি ধরে ॥ ৩২০
রাধা কোলে করি কৃষ্ণ বলে হায় হায়।
চুম্বন করয়ে প্রিয় বানীতে বুঝায় ॥ ৩২১
কৃষ্ণের পিরীতি পাইয়া রাধিকা বিভোর।
মদন-বিলাস রসে পাসরিল ঘর ॥ ৩২২
এইখানে নিকুঞ্জেতে বিনোদ বিলাস।
প্রেমায় মুগধ দোঁহে—ভেল মহারাস ॥ ৩২৩
এই খানে নাম হৈল—মদন গোপাল।
শুনিয়া আনন্দে গোরা বলে ভাল ভাল ॥ ৩২৪

দেখহ কুমুদ বনে কৃষ্ণের চরিত ।
এই খানে খেলা খেলে বালক-সহিত ॥ ৩২৫
শ্রীদাম সুবল গোঠে মুখ্য দুইজন ।
বালকে বালকে খেলা কোন্দলী তখন ॥ ৩২৬
কোন্দলিয়া-নাম স্থান তেঁই ত ইহার ।
কহিল কুমুদ নাম বনের বিহার ॥ ৩২৭
অম্বিকার বন দেখ সরস্বতী তীরে ।
এথা গোপ-গোপী হর গৌরী পূজাকরে ॥ ৩২৮
অজিরা পুত্রেরে উপহাসের কারন ।
সর্প দেহ ছিল বিদ্যাধর সুদর্শন ॥ ৩২৯
শাপান্ত কারনে সেই নন্দকে গিলিল ।
উগারিলনন্দে কৃষ্ণ চরনে ছুঁইল ৩৩০
কুবেরের চর শঙ্খ চূড়ের মরন ।
মাথায় মুষ্টীকাঘাতে মনির গ্রহন ॥ ৩৩১
অরিষ্ট—বৃষভে শৃঙ্গ চরনে ধরিয়া ।
মুখে রক্ত তোলে গোঠে মাইল আছাড়িয়া ॥ ৩৩২
নারদ-বচনে কংস চিন্তায়ে বিমন ।
বসুদেব দেবকীর নিগড় বন্ধন ॥৩৩৩
অশ্বরূপ ধরে কেশী কংস সহচর ।
মহাতেজ কৃষ্ণ বর্ণ—দেখি লাগে ভয় ॥৩৩৪
বায়ু গন্ধ করি তার মুখে ভরি হাত ।
এইখানে কেশিবধ কৈল গোপীনাথ ॥৩৩৫
মেঘরূপে শিশু চুরি করয়ে অসুরে ।
পাথর আচ্ছাদি রাখে পর্বত গহ্বরে ॥৩৩৬
আনিলেন শিশু বোম আছাড়ি মারিয়া ।
আনান্দ খেলায় খেলা দুষ্ট নিবারিয়া ॥৩৩৭
তবে দেখ নন্দীশ্বর এথা নন্দ ঘর ।
ইহার পশ্চিমে কাম্যবন মনোহর ॥৩৩৮
পিছলি পাথর দেখ—এ গোপ ছাওয়ালে ।
পিছলি খেলায় এথা বিহন বিকালে ॥৩৩৯
পাবন সরোবর নন্দীশ্বরের উত্তরে ।
চৌদিকে দেখহ খুটা বান্ধিতে বাছুরে ॥৩৪০
মথুরায় অক্রূরকে কংসের আদেশ ।
এইখানে সন্ধ্যাকালে নগর প্রবেশ ॥৩৪১
পথেতে আসিতে যত মনঃ কথা ছিল ।
পদারাবিন্দের চিহ্ন দেখি সিদ্ধ হৈল ॥৩৪২
এই গোঠে রামকৃষ্ণ দোঁহাকে দেখিয়া ।
দণ্ডবন করে ভূমে চরনে পড়িয়া ॥৩৪৩
ঘর লৈয়া গেলা তারে করিয়া আদর ।
রজনীতে কংস-মর্ম্ম কহিল সকল ॥৩৪৪
প্রভাতে ঘোষনা নন্দ দিলেন সবারে ।
ঘোষনা পড়িল—যাব কংসে ভেটিবারে ॥৩৪৫
এইখানে রামকৃষ্ণ চড়িলা ত রথে ।
রাজ-দরশনে চলে অক্রুর সহিতে ॥৩৪৬
এই খানে গোপীগন মরয়ে কান্দিয়া ।
কৃষ্ণের বিরহে কান্দে অঙ্গ আছাড়িয়া ॥৩৪৭
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে আউলাইল কেশ ।
বসন ভূষন সব ব্যস্ত ভেল বেশ ॥৩৪৮
তাহার কান্দনা মুখে কহনে না যায় ।
প্রানহীন দেহ যেন রহে হাত পায় ॥৩৪৯
দূর হারে—কৃষ্ণ সে আপনে শান্ত করে ।
আসিতেছি আমি কত দিবস ভিতরে ॥৩৫০
তোমরা সকলে মোর প্রানের সমান ।
প্রান ছাড়া দেহ রহে—নাহ ত প্রমান ॥৩৫১
দুষ্টগন নাশ করি শীঘ্র সে আসিব ।
দুঃখ না ভাবিহ—জান স্বরূপে এ সব ॥৩৫২
এখানে গোয়ালা সব শকটে চড়িল ।
মানস গঙ্গার ঘাটে সবাই জিরাইল ॥৩৫৩

যমুনার ঘাটে খেলা আড়াই প্রহর।
স্নান ফলাহার কৈল গোয়ালা সকল ॥৩৫৪
অক্রূরেরে স্নান কালে বিভূতি দেখায়।
বিকালে নন্দাদি আগে—পাছে কৃষ্ণ যায় ॥৩৫৫
অক্রূর যতন কৈল নিজ ঘরে নিতে।
বলিল তথারে যাব লেউটি আসিতে ॥৩৫৬
কৃষ্ণের বিলম্বে গোপ মথুরা নিকটে।
সরস্বতী তীরে তথা রাখিল শকটে ॥৩৫৭
নন্দ আদি গোপ যত রাখি এইখানে।
আগেতে জানায় কংসে অক্রূর আপনে ॥৩৫৮
বুঝি এইখানে স্থিতি হবে কতক্ষন।
মথুরা দেখিতে দুই ভাইর গমন ॥৩৫৯
দেখিল রজক এক—দুর্ম্মুখ তার নাম।
দেখিয়া কাপড় মাগে কৃষ্ণ বলরাম ॥৩৬০
দুর্ম্মুখ পাপিষ্ঠ সেই বলে দুরক্ষর।
করাগ্রে কাটিয়া তার ফেলিল কন্ধর ॥৩৬১
সেই দিব্য বস্ত্র পরি অতি হরষিতে।
সুদামা মালীর ঘরে ভেল উপনীতে ॥৩৬২
সুদামা উঠিয়া কৈল চরন বন্দন।
দিব্যমালা অঙ্গে দিয়া করিল স্তবন ॥৩৬৩
তার পূজা লইয়া চলিলা দুই ভাই।
ত্রিবক্রা কুবুজী এক দেখিলা তথাই ॥৩৬৪
ত্রিবক্রা দেখিয়া মনে হাস্য উপজিল।
উপহাস করি তারে আইস আইস বৈল ॥৩৬৫
আদরে দোঁহারে কুব্জী নিজ ঘরে নিল।
অগোর চন্দন গন্ধ শ্রীঅঙ্গে লেপিল ॥৩৬৬
বড় তুষ্ট হৈয়া কুব্জী সোসর করিল।
শ্রীহস্ত পরশে কুব্জী দিব্য মূর্ত্তি পাইল ॥৩৬৭
কামে অচেতন কুব্জী চাহে কানু পানে ॥
লজ্জা পরিহরি কাহে বেকত বদনে ॥৩৬৮
আশ্বাস—বচনে তারে তুষ্ট কৈল হরি।
চলিলা ত দুই ভাই নট বেশ ধরি ॥২৬৯
তবে ধনু যজ্ঞ স্থানে ধনুক ভাঙ্গিল।
কংস অনুচর সব মারিতে ধাইল ॥৩৭০
ভগ্ন ধনু হাতে করি কংসচর মারি।
সন্ধ্যায় চলিলা যথা নন্দ আদি করি ॥৩৭১
সেই রজনীতে কংস কুস্বপ্ন দেখিল।
অতি উচ্চতর করি এ মঞ্চ বাঁধিল ॥৩৭২
ইহার দক্ষিনে হের দুই মঞ্চ আর।
বাসুদেব দেবকীর তরে বসিবার ॥৩৭৩
কালি হেথা রামকৃষ্ণ মরিবে আসিয়া।
পুত্র মৃত্যু দেখে যেন ইহাতে বসিয়া ॥৩৭৪
চৌদিকেতে পাত্র মিত্র সবে কৈল মঞ্চ ॥
অবিকলে মল্লযুদ্ধ দেখিতে সুসঞ্চ ॥৩৭৫
পশ্চিমে খুদিল কূপ সেইত পামরে।
দুই ভাই মারি তাতে ফেলিবার তরে ॥৩৭৬
প্রভাতে উঠিয়া মঞ্চে বসে কংসরাজ।
আনহ গোয়ালা সব দেউ রাজকাজ ॥৩৭৭
তার দুই পুত্র আন কৃষ্ণ বলরাম।
ভাল শুনিয়াছি তার দেখিব সংগ্রাম ॥৩৭৮
ধাইল ধাবক সেই রাজার আজ্ঞায়।
সংগ্রামের শব্দশুনি রাম-কৃষ্ণ ধায় ॥৩৭৯
সত্বরে চলিয়া গেলা গড়ের দুয়ার।
গড়দ্বারে আছে গজ পর্ব্বত আকার ॥৩৮০
রামকৃষ্ণ দেখিরুষি আইলে মারিবার।
রুষিয়া রহিল কৃষ্ণ সন্মুখে তাহার ॥৩৮১
শুঁড়ে ধরি ত্বরাত্বরি চড়ে তার কান্ধে।
মাহুত মারিয়া টান দিল গজ দন্তে ॥৩৮২

দন্ত উপাড়িয়া পুচ্ছ ধরিয়া ঘুরায়।
আকাশে তুলিয়া চারি যোজনে ফেলায় ॥৩৮৩
পড়িল সে মহাগজ শুনি কংসরায়।
কাঁপিতে লাগিল অঙ্গ তরাস হিয়ায় ॥৩৮৪
তবে রামকৃষ্ণ গেলা রাজার সন্মুখে।
তরাসে গোয়ালা সব কাঁপে হালে বুকে ॥৩৮৫
চানূর মুষ্টিকে রাজা বলিল বচন।
মল্ল যুদ্ধ দেখিবারে ভেল মোর মন ॥৩৮৬
এইখানে মল্ল যুদ্ধ ভেল মহারনে।
চানূর-সহিত কৃষ্ণ মুষ্টিক বলরামে ॥৩৮৭
এইখানে হাহাকার কৈল সব লোক।
এ মল্লের যোগ্য নহে—এ অতি বালক ॥৩৮৮
অযোগ্য করয়ে কংস—করয়ে বিরূপ।
যার যেন হিয়া কৃষ্ণে দেখে তেন রূপ ॥৩৮৯
চানুর মুষ্টিক দুই ভাই করে রন।
দেখিয়া চমকে রাজা তখনে তখন ॥৩৯০
চানূরে মারিলা কৃষ্ণ—ঘুচিল উৎপাত।
মুষ্টিকে মারিলা রাম—শবদ নির্ঘাত ॥৩৯১
পুন আর মুটকিতে কোটি মল্ল মারে।
শাল্ব নামে মল্লে কৃষ্ণ মারিল আছাড়ে ॥৩৯২
ভাঙ্গিল কতক মঞ্চ চরনের ঘায়।
কৃষ্ণের বিক্রমে মল্ল চৌদিকে পলায় ॥৩৯৩
শীঘ্র আজ্ঞা করে কংস এ সব দেখিয়া।
রাম কৃষ্ণ বাড়ীর বাহির কর নিয়া ॥৩৯৪
নন্দ আদি যতেক গোয়ালা বন্দী কর।
উগ্র'সন বসুদেব দেবকীরে মার ॥২৯৫
হেনকালে কৃষ্ণ চন্দ্র সময় বুঝিয়া।
মহাদর্পে উঠিলা মঞ্চেতে লাফ দিয়া ॥৩৯৬
আস্তে ব্যস্তে কংস খড়গ ধরিবার কালে।
হুহুকার নিয়া কৃষ্ণ ধরে তার চুলে ॥৩৯৭
চুলে ধরি মঞ্চ হৈতে ফেলিলেন ভূমে।
বিশ্বরূপ বুকে চড়ে মঞ্চের পশ্চিমে ॥ ৩৯৮
ছাড়িলেক প্রান কংস বিশ্বরূপের ভরে।
ধন্য কংসরাজ-কৃষ্ণ বুকের উপরে ॥ ৩৯৯
কংস বধ হৈল লোকে দেই জয় জয়।
আনন্দে দেবতা সব পুষ্প বরিষয় ॥৪০০
ছেঁচুড়িয়া নিল কৃষ্ণ চুলেতে ধরিয়া।
কতদূরে ফেলাইলা তুলি আছাড়িয়া ॥৪০১
কঙ্ক আদি করি কংসের অষ্ট সহোদর।
ভ্রাতৃ-শোকে উনমত—সবে ধরে বল ॥৪০২
রাম-কৃষ্ণ মারিবারে আইসে সাতজন।
ভ্রূক্ষেপে মারিলা সবে একলা বলরাম ॥৪০৩
কংসেরে ছেঁচুড়ি নিল গ্রাম মধ্য দিয়া।
তেঁই কংসখালি নাম—শুন মন দিয়া ॥৪০৪
শ্রমশান্তি কৈল সে বিশ্রান্তি ঘাট নাম।
কংসনারী-প্রলাপে প্রবোধে বলরাম ॥৪০৫
তবে নিজ পিতা মাতা করিল মোক্ষন।
আনন্দে বিহ্বল তারা করয়ে চুম্বন ॥৪০৬
উগ্রসেনে রাজা কৈল নন্দকে বিদায়।
এ কথা আমার শক্যে কহনে না যায় ॥৪০৭
কৃষ্ণের নিঠুরপানা শুনিতে তরাস।
কহিতে মরিয়ে—কহে এ লোচন দাস ॥৪০৮
তবে বসুদেব পিতা দেবকী জননী।
এ দোঁহার প্রেমসুখে ভরিল ধরনী ॥৪০৯
পুত্রে উপবীত দিয়া গায়ত্রী শিখায়।
কতদিন মথুরাতে বিলাসে গোঙায় ॥৪১০
কহিতে কৃষ্ণের কথা আছয়ে অপার।
সম্বরন নহে পুঁথি হয়ে ত বিস্তার ॥৪১১
সেই বৃন্দাবন পুরন্দর কলিযুগে।
তখনে যে কৈল—গাথা কহি শুন এবে ॥৪১২

প্রদক্ষিন কৈল গোরা মথুরামণ্ডল।
মহাজন কৃষ্ণদাস জানয়ে সকল ॥৪১৩
প্রভুরে বিনয় করে চরনে পড়িয়া।
মো অতি কাতর মোরে না যাহ ভাণ্ডিয়া ॥৪১৪
তুমি সেই কৃষ্ণ—এই জানিলুঁ নিশ্চয়।
পরসাদ কর মোরে শুন গোরারায় ॥৪১৫

এ বোল শুনিয়া প্রভু বোলয়ে বচন।
তোর পরসাদে মোর শুদ্ধ হৈল মন ॥৪১৬
মথুরা দেখিব বলি বড় ছিল সাধে।
দেখিলুঁ রহস্য স্থান তোর পরসাদে ॥৪১৭
আমার যে হেন হিয়া হইল উল্লাস।
কৃষ্ণ পরসন্ন তোরে হউ কৃষ্ণদাস ॥৪১৮
মথুরামণ্ডল বাসী যত সর্বলোক।
গৌরচন্দ্র দেখিবারে ভেল একমুখ ॥৪১৯
বারেক দেখয়ে যেই নারে পাসরিতে।
প্রেমায় বিহ্বল সেই—নারে সম্বরিতে ॥৪২০
বাল বৃদ্ধ কিবা যুবা এ নারী পুরুখ।
কৃষ্ণ এই কৃষ্ণ এই—বোলয়ে মূরুখ ॥৪২১
এতদিনে কৃষ্ণ পুন আইলা মথুরাতে।
পূরুব-রহস্য স্থান দেখিবার তরে ॥৪২২
রাত্রি দিবা থাকে লোক না ছাড়য়ে কাছা।
একে একে দেখে প্রভু বৃন্দাবনের গাছ ॥৪২৩
একে একে সব স্থান নিরখে ঠাকুর।
যেখানে সেখানে প্রেম ভরয়ে প্রচুর ॥৪২৪
মথুরামণ্ডলে ঘরে ঘরে পরকাশ।
কেহো শিশু দেখে কেহো যুবক বিলাস ॥৪২৫
কেহো আচম্বিতে ঘরে শুনে বংশী নাদ।
কারু স্বামী কোলে কৃষ্ণ-রসের উন্মাদ ॥৪২৬
কারু পর বুদ্ধি নাহি—সবে বলে নিজ।
সবার হৃদয়ে উপজিল প্রেমবীজ ॥৪২৭
বন বেড়াইতে বনে প্রভু যায় যবে।
সে বনের তরুলতা ভাসে প্রেম-দ্রবে ॥৪২৮
কোকিল ভ্রমর ময়ূর বুলে মাঠে গোঠে।
ধাওয়া ধাই আইসে—রহে প্রভুর নিকটে ॥৪২৯
উর্দ্ধমুখে সর্ব্বজন প্রভু মুখ দেখে।
সবারে সমান স্নেহে চাহে প্রেম আঁখে ॥৪৩০
সবজন জানিল—এ কপট সন্ন্যাস।
চলিলা ত মহাপ্রভু নীলাচল বাস ॥৪৩১
মথুরামণ্ডল কথা হৈল এবে সায়।
আনন্দে লোচন দাস গোরা গুন গায় ॥৪৩২

তৃতীয় অধ্যায়

প্রভুর নীলাচলে যাত্রা

সুহই রাগ।

নীলাচলে চলে প্রভু হরিষ হিয়ায়।
হা হা জগন্নাথ বলি অনুরাগে ধায় ॥১
প্রেমারম্ভে চলে প্রভু সিংহের গমনে।
সংহতি চলিতে নারে সাঙ্গের যতজনে ॥২
সাঙ্গে যাইতে নারে সঙ্গী দূরে পিছাইল।
অরন্য ভিতরে প্রভু একলা চলিহ ॥৩
অরন্য ভিতরে এক আছয়ে নগর।
ঘোল বেচিবারে যায় গোয়ালা-কোঙর ॥৪
ঠাকুর দেখিয়া তারে আবেশে তিয়াস।
ঘোল দেহ গোপ মোর লাগিল পিয়াস ॥৫
এ বোল শুনিয়া গোপ পড়িল চরনে।
লেহ ঘোল খাও গোঁসাই যত লয় মনে ॥৬

ঘোল পান কৈল—শূন্য হইল কলসী।
ঘোল খাইয়া চলি যায় কপট সন্ন্যাসী ॥৭
গোয়ালাকে কৈল তুমি থাক এইখানে।
পাছু যে আইসে কড়ি নিহ তার স্থানে ॥৮
এ বোল বলিয়া প্রভু চলিলা সত্বর।
সেইখানে রহি গোপ চিন্তয়ে অন্তর ॥৯
গোপ ভাবে—মিথ্যা কথা কহিল সন্ন্যাসী।
এই মনে করে গোপ মনে কত বাসি ॥১০
ঘরে গিয়া কি বলিব নিজ পরিজনে।
মিথ্যা কথা কহি ন্যাসী করিল গমনে ॥১১
কতক্ষনে সন্ন্যাসীর সঙ্গী যত জন।
সেইখানে আইল তারা প্রভু গত মন ॥১২
পুছিল গোয়ালে—পথে দেখিলে সন্ন্যাসী।
গোপ কহে ঘোল খাইল একটি কলসী ॥১৩
কড়ি নিতে কৈল মোরে তোমা সবার ঠাঁই।
জুয়ায় ত কড়ি দেহ—আমি ঘরে যাই ॥১৪
এ বোল শুনিয়া সবে সবা পানে চায়।
সব কহে—কড়ি কোথা আমা সবার ঠাঁয় ॥১৫
জল-পাত্র নাহি সঙ্গে নাহি বহির্বাস।
অঞ্জলিতে জল খাই লাগিলে পিয়াস ॥১৬
গোয়ালা কহিল—চল তবে নাহি দায়।
মোর সেবা জানাইবা সন্ন্যাসীর পায় ॥১৭
এ বোল বলিয়া সে কলসী করে হাতে।
ভারি বড় কলসী—তুলিতে নারে মাথে ॥১৮
ঢাকনা ঘুচাইয়া রত্ন এক যে কলসী।
খাইয়া চলিল—হা হা করিয়া সন্ন্যাসী ॥১৯
সঙ্গীর বিলম্বে কতদূরে আছে পঁহু।
গোয়ালা দেখিয়া সে মুচকি হাসে লহু ॥২০
সঙ্গের যতেকজন আইল তখনে।
দেখিল গোয়ালা রহে প্রভুর চরনে ॥২১
প্রভু বলে—গোপ! তুমি চলি যাই ঘর।
তোরে অনুগ্রহ কৃষ্ণ কৈল—পাইলে বর ॥২২
লেউটি আসিতে গোপ পাইল পরসাদ।
নাচিয়া বুলয়ে গোপ প্রেমার উন্মাদ ॥২৩
গোয়ালা দেখিয়া সবার বাড়িল উল্লাস।
গোরা-গুন গায় সুখে এ লোচন দাস ॥২৪

শ্যামগড়া রাগ।

আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গ সুন্দর।
নবীন প্রেমার ভরে চলই না পার ॥২৫
এইমনে ক্রমে ক্রমে পথে চলে আইসে।
সঙ্গতি সহিত উত্তরিলা গৌড়দেশে ॥২৬
গঙ্গাস্নান করি প্রভু রাঢ় দেশ দিয়া।
ক্রমে ক্রমে উত্তরিলা নগর * কুলিয়া ॥২৭

* কুলিয়া—কুলিয়া নবদ্বীপের অন্তর্ভুক্ত কোল দ্বীপের স্থান বিশেষ। কুলিয়ার অবস্থিতি বিষয়ে শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীরাম গোপাল দাসের শ্রীপাট নির্ণয় গ্রন্থের বর্ণন—

নবদ্বীপ পার কুলিয়া পাহাড়পুর।
বংশীবদন দাস যাঁহা বংশীরস পুর ॥
কবিদত্ত মহাশয় ঠাকুর সারঙ্গ।
মহাপ্রভু স্থান লীলা খেলার তরঙ্গ ॥
তাঁহার দক্ষিনে গ্রাম আঋুয়া মুলুক ॥

পুর্ব্বাশ্রম দেখিব এ সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
নবদ্বীপ নিকটে গেলা এই তার মর্ম্ম ॥২৮
প্রভু আগমন শুনি নদীয়ার লোক।
পুন লেউটিল সবে—পাসরিল শোক ॥২৯
হা হা গোরাচাঁদ বলি অনুরাগে ধায়।
কুলবধূ ধায়—তারা পাছু নাহি চায় ॥৩০
বিহ্বল হইয়া শচী ধায় উর্দ্ধমুখে।
আউলাইল কেশ—বস্ত্র নাহি দেয় বুকে।৩১
কোথা মোর বিশ্বম্ভর দেখ মো নয়ানে।
পুন চুম্ব দিব মুই সে চান্দ—বয়ানে ॥৩২
নদীয়া নগরে আইল আমার নিমাই।
ধরিয়া রাখহ লোক—কিছু দোষ নাই ॥৩৩
সবাকার প্রান সেই—সেই মাত্র জীউ।
প্রান বিনা ধর্ম্ম রক্ষা—এ কেমনে হউ ॥৩৪
এই মনে কহিতে কহিতে গেলা তথা।
দেখিল ত গৌরচন্দ্র বসি আছে যথা ॥৩৫
প্রভুরে দেখিয়া বলে শুন রে নিমাই।
ঘরে আয় বাপ! মোর সন্ন্যাসে কাজ না ॥৩৬
সন্ন্যাস করিয়া ধর্ম্ম রাখিবি তো পাছু।
মোর বধ আগে লাগে আর সব পাছু ॥৩৭
বিহ্বল চেতন শচী কান্দে উভরায়।
সকল শরীর খানি একদৃষ্টে চায় ॥৩৮
বাপ বাপ বলি অঙ্গ পরশিতে চায়।
আর সব থাকু বাপ—হাত দেও গায় ॥৩৯
অঙ্গে তোর লাগিছে ধূয়া ফেলাই ঝাড়িয়া।
এ বোল বলিয়া পড়ে অঙ্গ আছাড়িয়া ॥৪০
পুন উঠি বলে—বাপ শুন মোর বোলে।
মিটাব হিয়ার সাধ তুলি লেই কোলে ॥৪১
শচীর কান্দনা দেখি পৃথিবী বিদরে।
আছুক মানুষের কাজ—এ পাষান ঝুরে ॥৪২
চৌদিকে সকল লোক কান্দিয়া বিকল।
কাছ না ছাড়য়ে কেহ—পাসরিল ঘর ॥৪৩
লোকের কান্দনা দেখি মায়ের ব্যগ্রতা।
মনে অনুমানে প্রভু কি কহিব কথা ॥৪৪
মায়েরে প্রবোধ দিতে প্রভু মনে গনে।
না কান্দ না কান্দ বলে মধুর বচনে ॥৪৫
সন্ন্যাস করিতে আজ্ঞা করিলা আপনে।
এখন বিহ্বল হৈয়া কান্দ অকারনে ॥৪৬
পুত্র বলি মিছা মায়া না ঘুচিল তোর।
ঐছন দুরন্ত মায়া এ সংসার ঘোর ॥৪৭
ঘুচিলে না ঘুচে মায়া বড়ই দারুন।
শচী বলে মোর বোল শুন নিকরুন ॥৪৮
মোর পুত্র হৈয়া জন্ম লৈল পৃথিবীতে।
জগতের কাছে মোরে পুজিত করিতে ॥৪৯
তুমি সব লোক বন্ধু ত্রিজগতে পুজি।
তোমার সে স্নেহ মায়া শাস্ত্রে ভাল বুঝি ॥৫০
যে হউ সে হউ মোর—তুমি হৈও পুত্র।
জন্মে জন্মে রহু মোর এই কর্ম্ম—সুত্র ॥৫১
মায়ের বচনে প্রভু অন্ত ব্যস্ত হৈয়া।
মায়ায় জিনিতে নারে উভারয়ে দয়া ॥৫২
যোতোর আছয়ে ইচ্ছা কর নিজ সুতে।
একমাত্র শেষ আমি নিবেদিনু তোকে ॥৫৩

এই কুলিয়া গ্রামে শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত ও চাপাল গোপালের অপরাধ মোচন লীলা সংঘটিত হয়। নবদ্বীপ পরিক্রমায় এই স্থানটির দর্শন লাভ হয়। বর্ত্তমানে কল্যানী ষ্টেশনের সমীপে কুলিয়া গ্রামে অপরাধভঞ্জন মেলা হয় তাহা পরবর্ত্তীকালে প্রচারিত।

শচী বলে নবদ্বীপ ছাড়ি যাহ তুমি।
নবদ্বীপে দুষ্ট বিষ্ণুপ্রিয়া আর আমি ॥৫৪
মায়ের বচনে পুন গেলা নবদ্বীপ।
বার কোনা ঘাট নিজ বাড়ীর সমীপ ॥৫৫
শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারি ঘরে ভিক্ষা কৈল।
মায়ে নমস্করি প্রভু প্রভাতে চলিল ॥৫৬
মায়েরে কহিল মুই বন্দী তোর গুনে।
পূরব রহস্য কথা পাসরিলা কেনে ॥৫৭
রাম কৃষ্ণ বামন কপিল আদি আমি।
পূর্ব্ব জন্ম দেখ সব বিচারিয়া তুমি ॥৫৮
সর্ব্বকাল আমার সে এইমত ফর্ম।
তোমার নিকটে আছি—জান এই কর্ম ॥৫৯
তবেত ভকতি রসে মোর অবতার।
কৃষ্ণচন্দ্র বহি কিছু না ভজিব আর ॥৬০
কিবা ভক্ত কিবা বিষ্ণুপ্রিয়া কিবা তুমি।
সে ভজিবে কৃষ্ণ তার কোলে আছি আমি ॥৬১
মায়ে নমস্করি প্রভু বলে বারবার।
না ছাড়িহ কৃষ্ণ—না ভজিহ এ সংসার ॥৬২
শচীরে অন্তরে দিয়া করে তুর্ তুর্।
পাছে যায় ভক্ত সব চলিলা ঠাকুর ॥৬৩
শান্তিপুরে গেলা প্রভু আচার্য্যের ঘর।
কীর্ত্তন বিলাসে গেল সে অষ্ট প্রহর ॥৬৪
পুন পরভাতে প্রভু চলিলা সত্বরে।
উৎকণ্ঠা বাঢ়িল জগন্নাথ দেখিবারে ॥৬৫
সবারে কহিলা প্রভু—সবে যাহ ঘর।
নীলাচলে আছি আমি—কহিল উত্তর ॥৬৬
যে যায় তথায় জগন্নাথ দেখিবারে।
তথায় আমায় দেখা হইব সবারে ॥৬৭
এ বোল বলিয়া প্রভু বলে হরিবোল।
চলিলা ঠাকুর—ওঠে কান্দনের রোল ॥৬৮
ক্রমে ক্রমে * তমোলুকে উত্তরিলা গিয়া।
যে পথে গিয়াছে পূর্ব্বে সেই পথ দিয়া ॥৬৯
পথে চলি যায় প্রভু প্রেমানন্দ সুখে।
প্রেম বরিষনে ভাসে সে দেশের লোকে ॥৭০
হাসিতে খেলিতে যায়—নাহি পথ শ্রম।
ক্রমে ক্রমে উত্তরিলা শ্রীপুরুষোত্তম ॥৭১
দেখিব ত জগন্নাথ নীলচল রায়।
হা হা জগন্নাথ বলি অনুরাগে ধায় ॥৭২
সিংহদ্বারে গিয়া প্রভু ছাড়ে হুহুঙ্কার।
ধাইল সকল লোক—আনন্দ অপার ॥৭৩
জগন্নাথ দেখি তুষ্ট হৈলা গৌর রায়।
তাঁহারে দেখিয়া লোক বড় সুখ পায় ॥৭৪
হরি হরি বলে লোক উচ্চ উচ্চরায়।
আনন্দিত দিবানিশি হরি গুন গায় ॥৭৫
রাত্রিদিন করে প্রভু কীর্ত্তন বিলাস।
গৌরাগুন গায় সুখে এ লোচন দাস ॥৭৬

---

* তমোলুক—তমলুক মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। হাওড়া—খড়গপুর রেলপথে মেছেদা কিংবা পাঁশকুড়া ষ্টেশনে নামিয়া বাসযোগে এখানে যাওয়া যায়। তমলুক প্রাচীনতীর্থ। এখানে বহু দর্শনীয় স্থান রহিয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়

নীলাচলে প্রত্যাবর্তন

ললিত রাগ দিশা ॥

গোরা গুন গাও গাও ভুবন মঙ্গল রে ॥১ ধ্রু
আনন্দেতে মহাপ্রভু আছে নীলাচলে ।
হরিগুন সঙ্কীর্ত্তন করে ভক্ত মেলে ॥২
অনেক ভকতগন মিলিলা তথায় ।
নিতুই নুতন প্রকাশয়ে গোরারায় ॥৩
হেনই সময়ে কথা কহিব এখনে ।
*প্রতাপ রুদ্রেরে কৃপা কৈল যেন মনে ॥৪
লোক-মুখে শুনি রাজা মহাপ্রভুর গুন ।
আশ্চর্য্য মানয়ে সে—না কহে কিছু পুন ॥৫
একদিন গেলা জগন্নাথ দেখিবারে ।
জগন্নাথ না দেখয়ে—দেখে ন্যাসিবরে ॥৬
কি কি বলি মনে গনি বিস্মিত হিয়ায়
পড়িছাকে পুছে রাজা—কি দেখহ রায় ॥৭
পড়িছা কহয়ে—দেব জগন্নাথ দেখি ।
রাজা কহে—তো সবাকে ব্যর্থ আমি রাখি ॥৮
জগন্নাথ স্থানে ন্যাসী বসিয়াছে হের ।
মোর দণ্ড ভয়ে—কিছু না দেখিয়া বল ॥৯
আঁখি তাড়িমু যেন হেন নহে কভু ।
নহে বাকি দেখ সত্য করি কহ তভু ॥১১
এ বোল শুনিয়া পড়িছা বলে পুনর্ব্বার ।
জগন্নাথ বহি মোয়া নাহি দেখি আর ॥১০
তবে ত প্রতাপরুদ্র গনে মনে মনে ।
সন্ন্যাসীরে কেনে দেখি আমায় নয়নে ॥১২
শুনিয়াছি সন্ন্যাসীর মহিমা অপার ।
ইহার কারন তবে করিব বিচার ॥১৩
এতেক ভাবিয়া রাজা চলিলা সত্বর ।
আপনে চলিলা যথা আছে ন্যাসিবর ॥১৪
দেখিল টোটায় ন্যাসী আসি আছে নিজ মেলে ॥
বৃন্দাবন—কথা কহে—হরি হরি বলে ॥১৫
পুনরপি জগন্নাথ দেখে আর-বার ।
দেখিল সন্ন্যাসী সেই সুমেরু আকার ॥১৬
দেখিয়া রাজার ভেল হিয়া চমৎকার ।
সেই জগন্নাথ এই ন্যাসী অবতার ॥১৭
প্রতাপ রুদ্রের মনে বাঢ়ে অনুরাগ ।
সত্বরে যাইলা যথা আছে মহাভাগ ॥১৮
টোটায় নাহিক কেহো ভাঙ্গিল দেওয়ান ।
বিহ্বল হইল রাজা হরিল গেয়ান ॥১৯
গোবিন্দেরে কহে রাজা কাতর-বচন ।
কোন মতে দেখোঁ মুই গোসাঁইর চরন ॥২০

---

* প্রতাপরুদ্র—প্রতাপরুদ্র শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ ও উড়িষ্যার অধিপতি। শ্রীজগন্নাথদেবের প্রতিষ্ঠাতা ইন্দ্রদ্যুম্নরাজাই প্রতাপ রুদ্ররূপে আবির্ভূত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমলীলায় সহায়তা করিয়াছেন। উড়িষ্যার গজপতি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সূর্য্য বংশীয় কপিলেশ্বর দেবের পুত্র পুরুষোত্তমদেবের পুত্র প্রতাপরুদ্র ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৪০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার পূর্ব্বাবতার বিষয়ে শ্রীগৌরগনোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থের ১১৮ শ্লোকের বর্ণন—

ইন্দ্রদ্যুম্নো মহারাজো জগন্নাথার্চ্চকঃ পুরা। জাতঃ প্রতাপরুদ্রঃ সন্ সম ইন্দ্রেন সোঽধুনা॥

প্রতাপরুদ্রের শ্রীগুরু পরিচয় বিষয়ে শ্রী গদাধর পণ্ডিতের শাখা নির্ণয় গ্রন্থের বর্ণন—

রাজানং শ্রীযুতং রুদ্রং প্রতাপাদ্যং সুবিশ্রুতম। বন্দে গদাধর যতো গৌরো যেন সুসেবিতঃ॥

প্রতাপরুদ্রের গৌর প্রীতি ও কৃপা লাভ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বিশদভাবে বর্নিত রহিয়াছে।

ইহার উপায় মোরে কহ মহাজন ।
এইমত বার বার কহয়ে বচন ॥২১
গোবিন্দ কহয়ে—রাজা না হও কাতর ।
এখনে না পাবা দেখা—হৈল অনবসর ॥২২
কখন আসিব মুই—কহ মহাভাগ ।
কাতর বয়ান রাজা—বাঢ়ে অনুরাগ ॥২৩
সেদিন রহিল রাজা সেই ত নগরে ।
সঙ্গিগন দেখি কাকু করয়ে সবারে ॥২৪
পুরী-গোসাঁই আদি করি যত ভক্তগন ॥
ঠাকুরের গোচর করিবারে হৈল মন ॥২৫
এইমনে দিন দুই চারি গেল যবে ।
* কাশীমিশ্র ঘরেতে একত্র হৈলা সবে ॥২৬
সকল ভকত মেলি যুকতি করিল ।
সবে মেলি গোচরিব—এই স্থির কৈল ॥২৭
আর দিন মহাপ্রভু কাশীমিশ্র ঘরে ।
আচম্বিতে বসি আছে নিজ ভক্ত মেলে ॥২৮
রাজার ব্যগ্রতায় সবার কাতর অন্তর ।
পুরী গোসাঁই কহল সে প্রভুর গোচর ॥২৯
এক নিবেদন গোসাঁই কহিতে ডরাও ॥
নির্ভয়ে কহিয়ে তবে যদি আজ্ঞা পাও ॥৩০
ঠাকুর কহয়ে—শুন হে পুরী গোসাঁই ॥
মোর ঠাঁই তোর ডর কোনো কালে নাই ৩১
কি কহিবে কহ শুনি হৃদয় তোমার ।
পুরী গোসাঁই বলে—কথা রাখিবে আমার ॥৩২
কাশীমিশ্র আদি করি যত ভক্তগন ।
সবার বচনে মুই বলি এ বচন ॥৩৩
শ্রীজগন্নাথদেব নীলাচলে বাস ।
প্রতাপরুদ্র রাজা হয় তাঁর নিজ দাস ॥৩৪
তোর পদ দেখিবারে সাধে মো-সবারে ।
আজ্ঞা পাইলে হয় ঐ চরন গোচরে ॥৩৫
প্রভু বলে—সব জন! শুনহ বচন ।
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে রাজ দর্শন ॥৩৬
আমিত সন্ন্যাসী—সেই হয় মহারাজ ।
দোঁহার দর্শন দোঁহার ভাল নহে কাজ ॥৩৭
পুরী গোসাঁই বলে-প্রভু কর অবধান ।
এ বোল শুনিলে রাজা হরিবে গেয়ান ॥৩৮
যে দেখিল আমরা তাহার অনুরাগ ।
এ কথা শুনিলে জীউ ছাড়িবে মহাভাগ ॥৩৯
আজিত হইল রাজার দশ উপবাস ।
সব ছাড়ি পড়ি পাছে চরন প্রত্যাশ ॥৪০
কাতর হইয়া পুন বলে সব জন ।
রাজার ব্যগ্রতা দেখি করিয়ে যতন ॥৪১
এ বোল শুনিয়া প্রভু কহিল বচন ।
আনহ রাজারে—মুই হইলুঁ পরসন্ন ॥৪২
করুনা দেখিয়া সবার হইল উল্লাস ।
আনিল রাজারে—প্রভু করে পরকাশ ॥৪৩
প্রভুরে দেখিয়া রাজা পরনাম করে ।
প্রেমায় বিহ্বল রাজা—আপনা পাসরে ॥৪৪
পুলকে ভরিল অঙ্গ—ছলছল আঁখি ।
প্রেমে গরগর ভেল গোরা-অঙ্গ দেখি ॥৪৫

---

* কাশীমিশ্র—শ্রীকাশী মিশ্র ক্ষেত্ররাজ প্রতাপরুদ্রের গুরু । তাঁহার ভবনে শ্রীমন্মহাপ্রভু অষ্টাদশবর্ষ অবস্থান করিয়া নিজরস আস্বাদন ও জীবোদ্ধার করেন । অদ্যাপি সেই স্থান গম্ভীরা নামে খ্যাত । তিনি পূর্ব্বাবতারে শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সী কুব্জা ছিলেন । এতদ্বিষয়ে শ্রীগৌর গনোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থের ১৯৩ শ্লোকের বর্ণন—

মথুরায়াং পুরা যাসীৎ সৈরন্ধ্রী কৃষ্ণবল্লভা। সাদ্য নীলাচলাবাসঃ কাশীমিশ্রঃ প্রভোঃ প্রিয়ঃ।

রাজারে দেখিয়া প্রভু লহু লহু হাস।
ষড়্ভুজ-শরীর রাজা দেখে পরকাশ ॥৪৬
ষড়্ভুজ দেখিয়া দণ্ড পরনাম করে।
টলমল করে অঙ্গ অনুরাগ-ভরে ॥৪৭
অবশ শরীর – নীর ঝরে দুনয়নে।
চৌদিকেতে হরিধ্বনি পরশে গগনে ॥৪৮
ষড়ভুজ শরীর দেখি শ্রীপ্রতাপরুদ্র।
আনন্দে বিহ্বল—ভাসে প্রেমার সমুদ্র ॥৪৯
কণ্টকিত সব অঙ্গ —আপাদ-মস্তকে।
গদ গদ ভাবে 'প্রভু প্রভু' বলি ডাকে ॥৫০
উভবাহু করি নাচে—হরি হরি বোলে।
জনম সফল—প্রভু পরসন্ন মোরে ॥৫১
আনন্দে ভাসয়ে চতুর্দ্দিকে ভক্তগন।
প্রভু বলে– রাজা! হের শুনহ বচন ॥৫২
প্রজার পালন তোর—এই বড় ধর্ম।
প্রজা পুত্র রাজা পিতা—কহিল এ মর্ম ॥৫৩
কৃষ্ণের কেবল দয়া সম সর্ব্ব জীবে।
দেহের স্বভাব নিজ—জানি অনুভবে ॥৫৪
কিবা রাজা কিবা প্রজা সম সুখ দুঃখ।
কর্ম্ম অনুসারে জীব হয় গৌন মুখ্য ॥৫৫
নিজ অনুমান করি যে জানে সবারে।
সেই সে কৃষ্ণের দাস—কহিল তোমারে ৫৬
এতেক উত্তর প্রভু কৈল উপদেশে।
পরনাম করে রাজা আনন্দ আবেশে ॥৫৭
শুন সর্বজন গোরাচাঁদের প্রকাশ ॥
গোরা গুন গায় সুখে এ লোচন দাস ॥৫৮

—

বরাড়ী রাগ।

আর অপরূপ কথা কহিব এখন।
গৌরচন্দ্র-গুনগাথা নিতুই নূতন ॥৫৯
কহিব নিগূঢ় কথা শুন একচিতে।
অধম জনের মনে না হয় প্রতীতে ॥৬০
বৈষ্ণব জনের ইথে পরম উল্লাস।
পরম নিগূঢ় গৌরচন্দ্রের প্রকাশ ॥৬১
দ্রাবিড়ে ব্রাহ্মন এক আছে রাম নাম।
পরম দুঃখিত অঙ্গ অস্থি আর চাম ॥৬২
অন্ন কষ্টে দগ্ধ সেই জঠর অনলে।
রক্ত মাংস নাহি তার শুষ্ক কলেবরে ॥৬৩
দুরন্ত দারিদ্র দুঃখ কত সহা যায়
মনে মনে চিন্তে বিপ্র—কি করি উপায় ॥৬৪
পূর্বজন্মে কৈলুঁ মুই অনেক অধর্মে।
দরিদ্র হইলুঁ মুই সেই সব কর্মে ॥৬৫
না ভুঞ্জিলে নাহি ঘুচে অদৃষ্টে লিখনে।
দুরন্ত যন্ত্রনা দুঃখ ঘুচায়ে কেমনে ॥৬৬
চিন্তিতে চিন্তিতে বিপ্র পাইল প্রতিকার।
প্রভু বিনা নারে কেহো দুঃখ ঘুচাবার ॥৬৭
জগন্নাথ নীলাচলে আছয়ে সাক্ষাতে।
তার ঠাঁই যাও মুই যাচিঞা করিতে ॥৬৮
অন্নকষ্টে মরোঁ মুই ব্রাহ্মন শরীর।
বিপ্র প্রিয় বলি তারে বলে সব ধীর ॥৬৯
মোর দোষে মোরে যদি না করে অবধান ॥
তাহার সমীপে মুই ত্যজিব পরান ॥৭০
এই মনে অনুমানি চলিলা ব্রাহ্মন।
ক্রমে ক্রমে গেলা তথা কমল লোচন ॥৭১
জগন্নাথ দেখি করে আত্ম নিবেদন।
অন্নকষ্টে মরোঁ মুই দারিদ্র ব্রাহ্মন ॥৭২

তো বিনু নাহিক কেহো—রাখহ জীবন।
ঘুচাহ দারিদ্র্য জ্বালা—দেহ মোরে ধন ॥৭৩

ইহা বলি সেদিন রহিলা সেইখানে।
ভিক্ষায় পাইল যেই করিল ভোজনে ৭৪

তার পরদিন পুন করে নিবেদন।
ঘুচাহ দারিদ্র্য প্রভু!—মরয়ে ব্রাহ্মন ॥৭৫

প্রচুর করিয়া ধন দেহ ত আমারে।
দুঃখ যেন নাহি পাও জন্মের ভিতরে ॥৭৭

ধন বর মাগোঁ প্রভু না হও বিমুখ।
নহিলে জীবন দিব তোমার সম্মুখ ॥

ইহা বলি উপবাস কৈল অনুবন্ধ।
এথা নিজ মেলে আছে প্রভু গৌরচন্দ্র ॥৭৮

নিজজন সঙ্গে বৃন্দাবন-গুন গায়।
আচম্বিতে খেদ উঠে প্রভুর হিয়ায় ॥৭৯

বিস্মিত হইয়া রহে—হিয়া ভেল আন।
যে রসে আছিলা তাহা কৈল সমাধান ॥৮০

সবার হৃদয়ে দুঃখ বিস্ময় লাগিল।
আচম্বিতে প্রভু কেনে আনমন হৈল ॥৮১

এথা তিন উপবাস করিল ব্রাহ্মন।
জগন্নাথ স্থানে কিছু না পায় বচন ॥৮২

তবে ত ব্রাহ্মন কৈল সাত উপবাসে।
জগন্নাথ দেব কিছু না করে আশ্বাস ॥৮৩

দুর্ব্বল হইল বিপ্র ক্ষীন উপবাস।
সমুদ্রে মরিব বলে দড়াইল শেষে ॥৮৪

সমুদ্রের কূলে বিপ্র গেলা ধীরি ধীরি।
স্নান দেহ সমুদ্রেরে বলে নমস্করি ॥৮৫

হেনকালে দেখে এক পুরুষ বিশাল।
সমুদ্রের মধ্যে আইসে পর্ব্বত আকার ॥৮৬

দেখিয়া ব্রাহ্মন মনে চিন্তিতে লাগিল।
সমুদ্রের মাঝ দিয়া এ কেবা আইল ॥৮৭

সমুদ্রের মাঝে তার এক হাঁটু পানী।
এই সব দেখি বিপ্র মনে মনে গনি ॥৮৮

দেখিতে দেখিতে কূলে আইল যেইজন।
সামান্য মানুষ যেন হইল তখন ॥৮৯

বিপ্র ভাবে এই জগন্নাথ বিদ্যমান।
সমুদ্রের মাঝে আর কাহার পয়ান ॥৯০

ইহা বলি তার পাছু গোড়াইয়া যায়।
কতদূরে গিয়া পাছু চাহে মহাশয় ॥৯১

দেখিল ব্রাহ্মন সেই আইসে পাছে পাছে।
কোথা যাবে বলিয়া বিপ্রেরে কিছু পুছে ॥৯২

ব্রাহ্মন কহয়ে—শুন শুন মহাশয়।
কে তুমি কোথারে যাবা কহ না নিশ্চয় ॥৯৩

সাত উপবাসী আমি ব্রাহ্মন দুর্ব্বল।
তোমারে দেখিনু আমি জনম সফল ॥৯৪

নিশ্চয় করিয়া কহ না ভাণ্ডিহ মোরে।
নহে বা ব্রাহ্মন বধ লাগিবে তোমারে ॥৯৫

এ বোল শুনিয়া তবে বলে মহাজনে।
আমা জানিবারে তোর কি কাজ যতনে ॥৯৬

যে হই সে হই আমি তোর কিবা দায়।
কেনে উপবাসী মর দুরন্ত হিয়ায় ॥৯৭

ব্রাহ্মন কহয়ে—দুঃখ দারিদ্র্যের ঘারে।
জর্জ্জর করিল মোরে সব কলেবরে ॥৯৮

ব্রাহ্মনের ধরম নাহিক আমা ছারে।
এ দিবা রজনী যায় অন্ন হাহাকারে ॥৯৯

নিজকুলে আদর নাহিক কোনখানে।
না জানিয়ে কোন ঠাঁই নহে অপমানে ॥১০০

জীবন অধিক সে মরন ভালবাসি।
কহিল তোমারে তেঁই মরোঁ উপবাসী ॥১০১

এ বোল শুনিয়া চিত্ত দ্রবে মহাজন।
বিভীষন নাম মোর—শুনহ ব্রাহ্মন ॥১০২
দেখিবারে যাই জগন্নাথের চরন।
কর্ম্মদোষে দুঃখ পাও—শুনহ ব্রাহ্মন ॥১০৩
কর্মসূত্রে বন্দী লোক—সুখ দঃখ লাভ।
ভুজ্জিলে সে ঘুচে সেই কর্ম্ম পুণ্য পাপ ॥১০৪
জগন্নাথ মুখ দেখ করিয়া পিরীত।
জন্মান্তরে নহে যেন দুঃখ উপনীত ॥১০৫
ইহা বলি চলিলা সে রাজা বিভীষন।
পাছে পাছে যান তবু দরিদ্র ব্রাহ্মন ॥১০৬
বসি-আছে গোরাচাঁদ নিজ জন মেলে।
দুয়ারে কে আছে দেখ গোবিন্দেরে বলে ॥১০৭
দুয়ারে দাঁড়াইয়া আছে বিভীষন রায়।
ব্রাহ্মন দেখিয়া অঙ্গুলি দিল নাসিকায় ॥১০৮
হেকালে গেলা গোবিন্দ টোটার দুয়ারে।
দেখিল দুয়ারে দুই ব্রাহ্মন কুমারে ॥১০৯
দেখিয়া গোবিন্দ গেলা প্রভু বিদ্যমানে।
কিছু না কহিতে ডাকে ব্রাহ্মন দুজনে ॥১১০
আইস আইস বলি হাসি সম্ভাষে ঠাকুর।
একে বসাইল কাছে—আর রহে দূর ॥১১১
সব ছাড়ি প্রভু তারে সম্ভাষে আদরে।
কাছে যত ছিল বিস্ময় লাগিল সবারে ॥১১২
ঠাকুর কহয়ে—চিরদিনে দরশন।
অনুরাগ দোঁহাকার ঝরয়ে নয়ন ॥১১৩
শ্রীহস্ত দিয়া অঙ্গ পরশে তাহার।
কুশল কুশল পুছে ইঙ্গিত আকার ॥১১৪
সে দোঁহার কথা আর না বুঝয়ে কেহো।
গৌরচন্দ্র বলে বিপ্র দুঃখিত বড় এহো ॥১১৫
দারিদ্র জ্বালায় জ্ঞান হরিল ইহার।
জগন্নাথ উপরে এ করয়ে প্রহার ॥১১৬
আপনার দোষ জীব না দেখয়ে কিছু।
আপনি করিয়া দোষ প্রভুরে দোষে পাছু ॥১১৭
আপনি করয়ে নিজ-ভাল-মন্দ বলি।
ভুঞ্জিবার বেলে দোষ প্রভুর উপরি ॥১১৮
সুখসে ভুঞ্জিতে গুন কহে আপনার।
প্রভুরে দোষয়ে দোষ দুঃখ ভুঞ্জিবার ॥১১৯
সাত উপবাসে বিপ্র মৃত্যু কৈল সার।
বিপ্র—প্রিয় জগন্নাথ কি করিব আর ॥১২০
তোমার দর্শনে ইহার ঘুচিল দারিদ্র।
ধনদেহ—যেন হয় ধনের সমুদ্র ॥ ১২১
ভালভাল বলি তিঁহো উঠিলা সত্বর।
যে ছিল সেখানে সবে পড়িল ফাঁপর ॥১২২
দণ্ডবত করি তারা চলে দুই জন।
পথে যাইতে বিভীষনে পুছয়ে ব্রাহ্মন ॥১২৩
তুমি বল—আমি সেই রাজা বিভীষন।
সন্ন্যাসীরে নমস্করি চলিলা এখন ॥১২৪
জগন্নাথ-দেব তুমি না দেখিলে কেনে।
স্বরূপ করিয়া কহ দুঃখিত—ব্রাহ্মনে ॥১২৫
সন্ন্যাসীর আজ্ঞা তুমি কৈলে শির পরি।
সন্ন্যাসী কা কেবা কহ—না কর চাতুরী ॥১২৬
রাজা কহে—শুন আরে অবে ধ ব্রাহ্মন।
জগন্নাথ দেখ এই সাক্ষাত নয়ন ॥১২৭
তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ ধন পাইলে তুমি।
দ্রাবিড়ে তোমারে ধন লৈয়া দিব আমি ॥১২৮
এ বোল শুনিয়া বিপ্র শিরে আনে ঘা।
আরতি করিয়া ধরে বিভীষনের পা ॥১২৯
পুন চল যাই সেই প্রভু বরাবরে ॥
অজ্ঞান ব্রাহ্মন মুই কহ মো তোমারে ॥১৩০
অনেক যতন কৈল—এড়াইতে নারি।
লেউটিয়া যায় পুন প্রভু বরাবরি ॥১৩১

প্রভুর সম্মুখে গেলা অন্তরে তরাস।
পুন দোঁহা দেখি প্রভুর উপজিল হাস ॥১৩২
প্রভু বলে—লেউটিয়া আইলা কি কারনে।
রাজা কহে—যে কারন পুছহ ব্রাহ্মনে ॥১৩৩
ব্রাহ্মন কহয়ে—গোসাঁই আমি ত অবুধ।
কত কত জীব আছে অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ ॥১৩৪
সবাকার প্রান তুমি—সবাকার নাথ।
তো বহি নাহিক কেহো—তুমি জগন্নাথ ॥১৩৫
আমি মহাধম ছার মহা অপরাধী।
নিজ কর্ম্ম দোষে মোর দারিদ্র জ্বালা ব্যাধি ॥১৩৬
ব্যাধির পীড়ায়ে মো কুপথ্য করোঁ আশা।
ঔষধ না রুচে মুখে—কুপথে প্রত্যাশা ॥১৩৭
বুঝিয়া ঔষধ দেহ তুমি ধন্বন্তরি।
কর্ম্মদোষে ভবব্যাধি—আমি ছার মরি ॥১৩৮
এ বোল শুনিয়া প্রভু হাসিতে লাগিলা।
জগন্নাথ দেব তোমার সব ভাল কৈলা ॥১৩৯
আগে ত ইপ্সিত তুমি ভুঞ্জিবে এখন।
শেষকালে পাবে জগন্নাথের চরন ॥১৪০
এ বোল বলিতে বিপ্র দণ্ডবত করে।
চৌদিকে সকল লোক হরি হরি বলে ॥১৪১
শুন শুন সর্বজন অপুর্ব কথন।
বর পাইয়া চলি গেলা দরিদ্র ব্রাহ্মন ॥১৪২
হরিষে হইলা দোঁহে বাড়ীর বাহিরে।
ভক্তজন প্রভুরে পুছয়ে ধীরে ধীরে ॥১৪৩
পুরী গোসাঁই বলে প্রভু! দয়া কর যদি।
ইহার কারন কহি সবে কর শুদ্ধি ॥১৪৪
সুধাইতে নারে কেহো মনে বড় ইচ্ছে।
সাহস করিয়া মুই সুধাইল পিছে ॥১৪৫
ঠাকুর কহয়ে—শুন শুনহ গোসাঁই।
এ কথা তোমরা সবে কিছু বুঝ নাই ॥১৪৬
দাবিড়ে আছিল এই দরিদ্র ব্রাহ্মন।
অনেক যন্ত্রনা দুঃখ পাইয়াছে তখন ॥১৪৭
দারিদ্র জ্বালায় দগ্ধ আইল এই দেশে।
জগন্নাথ উপর প্রহার করে শেষে ॥১৪৮
দুঃখিত দেখিয়া তুষ্ট হৈলা জগন্নাথ।
আচম্বিতে বিভীষন সঙ্গে হৈলা সাথ ॥১৪৯
বিভীষন এই যে বসিল মোর পাশে।
ধনদান কৈল তেঁহো ব্রাহ্মন সন্তোষে ॥১৫০
এ বোল শুনিয়া সর্বজনের উল্লাস।
প্রেমায় ভরিল সব এ ভুমি আকাশ ॥১৫১
সর্ব্বজন নাচে সবে বলে হরিবোল।
আনন্দে সবাই সবে ধরি দেই কোল ॥১৫২
শুন সর্ব্বজন গোরাচান্দের প্রকাশ।
আনন্দ হৃদয়ে কহে এ লোচন দাস ॥১৫৩

ধানশী রাগ।

প্রভু আরে জয় জয় গৌরাঙ্গ চান্দ।
বান্ধিলে জীবের মন দিয়া প্রেম ফান্দ ॥ধ্রু॥১৫৪
অবনি মণ্ডলে গোরা রূপের অবধি।
বিলাইলা প্রেমধন আচণ্ডাল আদি ॥১৫৫
বাচাল করয়ে গোরা গুনে মূক-জনে।
পঙ্গু গিরি লঙ্ঘে অন্ধে দেখে তারাগনে ॥১৫৬
কহিতে কহিতে নাহি জানি নিজ পর।
যে উঠয়ে তাহা বলি না করিয়ে ডর ॥১৫৭
সর্ব্ব অবতার সার চৈতন্য-গোসাঁই।
এ হেন করুনানিধি আর হৈতে নাই ॥১৫৮
কৃষ্ণ বহি আর কেহো নাহিক ঈশ্বর।
সত্য কিবা ত্রেতা আর কলি দ্বাপর ॥১৫৯

একমাত্র প্রভু সেই—নাম করে ভেদ ।
লোকে বুঝাবারে করে নানা মতভেদ ॥১৬০
যত যত অবতার সেই সব যুগে ।
করুনা কারন—ছোট বড় বলে লোকে ॥১৬১
চৈতন্য গোসাঁই এই করুনাতে বড় ।
তেঁই বলি অবতার—শিরোমনি দঢ় ॥১৬২
হেন অবতার কেহো না বুঝয়ে লোকে ।
অমৃত ঢাকিয়া যেন রাখে ক্ষুদ্র পোকে ॥১৬৩
হেন অবতার কথা কহিল অলোক ।
হেন গোরাচান্দ পহুঁ ভজ ছাড়ি শোক ॥১৬৪
করুনাসাগর প্রভু প্রেমে উনমত্ত ।
ভক্ত সঙ্গে বৃন্দাবন লীলা অবিরত ॥১৬৫
এই মতে মহাপ্রভুর উৎকল বিহার ।
উৎকল বিহার কথা অনেক বিস্তার ॥১৬৬
বিস্তারিতে পুস্তক সে হয়েত অনেক ।
সংক্ষেপে কহিল কথা শুন সর্বলোক ॥১৬৭
হেনকালে মহাপ্রভু কাশীমিশ্র ঘরে ।
বৃন্দাবন কথা কহে ব্যথিত অন্তরে ॥১৬৮
নিশ্বাস ছাড়িয়া সে বলিলা মহাপ্রভু ।
এমত ভকত সঙ্গ নাহি দেখি কভু ॥১৬৯
সম্ভ্রমে উঠিলা জগন্নাথ দেখিবারে ।
ক্রমে ক্রমে উত্তরিলা গিয়া সিংহদ্বারে ॥১৭০
সঙ্গে নিজ জন যত তেমতি চলিল ।
সত্বরে চলিয়া গেল মন্দির ভিতর ॥১৭১
নিরখে বদন প্রভু দেখিতে না পায় ।
সেইখানে মনে প্রভু চিন্তিল উপায় ॥১৭২
তখনে দুয়ারে নিজ লাগিল কপাট ।
সত্বরে চলিয়া গেলা—অন্তর উচাট ॥১৭৩
আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে ।
নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয়া নিশ্বাসে ॥১৭৪
সত্য ত্রেতা দ্বাপর সে কলিযুগ আর ।
বিশেষতঃ কলিযুগ সঙ্কীর্ত্তন সার ॥১৭৫
কৃপা কর জগন্নাথ পতিত পাবন ।
কলিযুগ আইল এই দেহ ত শরন ॥১৭৬
এ বোল বলিয়া সেই ত্রিজগত রায় ।
বাহু ভিড়ি আলিঙ্গন তুলিল হিয়ায় ॥১৭৭
তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে ।
* জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে ॥১৭৮
গুঞ্জাবাড়ীতে ছিল পাণ্ডা যে ব্রাহ্মন ।
কি কি বলি সত্বরে সে আইল তখন ॥ ১৭৯
বিপ্রে দেখি ভক্ত কহে—শুনহ পাড়ছা ।
ঘুচাহ কপাট—প্রভু দেখি বড় ইচ্ছা ॥১৮০
ভক্ত-আর্ত্তি দেখি পড়িছা কহয়ে কথন ।
গুঞ্জাবাড়ীর মধ্যে প্রভুর হৈল অদর্শন ॥১৮১
সাক্ষাতে দেখিল গৌর প্রভুর মিলন ।
নিশ্চয় করিয়া কহি—শুন সর্বজন ॥১৮২
এ বোল শুনিয়া ভক্ত করে হাহাকার ।
শ্রীমুখ চন্দ্রিমা প্রভুর না দেখিব আর ॥১৮৩
শ্রীবাস পণ্ডিত আর দত্ত যে মুকুন্দ ।
গৌরীদাস বাসুদত্ত আর শ্রীগোবিন্দ ॥১৮৪
কাশীমিশ্র সনাতন আর হরিদাস ।
উৎকলের সবে কান্দে ছাড়িয়া নিশ্বাস ॥১৮৫

* জগন্নাথেলীন—শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথ দেবে অন্তর্দ্ধান করেন এতদ্বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থের অভিব্যাক্তি উল্লেখিত হইল ।

তথাহি—শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশ—২১ অধ্যায়—

একদিন গোরা জগন্নাথে নিরখিয়া । শ্রীমন্দিরে প্রবেশিলা হা নাথ বলিয়া ॥

প্রবেশ মাত্রেতে দ্বার স্বয়ং রুদ্ধ হৈল। ভক্তগন মনে বহু আশঙ্কা জন্মিল ॥
কিছু কাল পরে স্বয়ং কপাট খুলিলা। গৌরাঙ্গ প্রকট সভে অনুমান কৈলা ॥

তথাহি—শ্রীচৈতন্যভাগবত(অপ্রকাশিত অংশ —১৪ অধ্যায়

সভে বলে মহাপ্রভু হৈলা অন্তর্দ্ধান। প্রবেশ করিলা মাত্র জগন্নাথ স্থান ॥

তথাহি—শ্রীমরলী বিলাস—১১ পরি :—

গোপীনাথ শ্রীমন্দিরে প্রভু প্রবেশিলা। কোথাকারে গেলা পুন নাহি বাহিরিলা ॥

তথাহি—শ্রীচৈতন্য মঙ্গল(জয়া নন্দ) উত্তর খণ্ডে—

নরেন্দ্রের জলে পারিষদ সঙ্গে। চৈতন্য করিল জল ক্রীড়া নানা রঙ্গে ॥
চরনে বেদনা বড় যষ্ঠি দিবসে। সেই লক্ষে টোটা এ শয়ন অবশেষে ॥
পণ্ডিত গোসাঞিকে কহিল সর্ব্ব কথা। কালি দশ দণ্ড রাত্রে চলিব সর্বথা ॥
নানা বর্ণে দিব্যমালা আইলা কোথা হৈতে। কত বিদ্যাধরী নৃত্য করে রাজপথে ॥
রথ আন রথ আন ডাকে দেবগন। গরুড় ধ্বজ রথে করিল আরোহন ॥
মায়া শরীর থাকিল ভূমে পড়ি। চৈতন্য বৈকুণ্ঠ গেল জম্বু দ্বীপ ছাড়ি ॥

তথাহি—শ্রীভক্তিরত্নাকরে—৮ তরঙ্গে।

প্রবেশিলা এই গোপীনাথের মন্দিরে। হৈলা অদর্শন পুন না আইলে বাহিরে ॥

তথাহি—শ্রীবংশীশিক্ষা—৪ উল্লাস—

চল্লিশাষ্ট বর্ষ পূর্ণে ঠাকুর নিমাই। অপ্রকট হন টোটা গোপীনাথে যাই ॥

তথাহি—শ্রীচৈতন্য চকড়ার শেষাংশে বর্ণন—

চতুর্দ্দশ বষ্ঠাধিক পঞ্চশক্ত শাকে। অপূর্ব্ব লীলা ঘটিল প্রত্যক্ষে ॥

• • • • • •

শুক্ল সপ্তমী তিথি যে অবশ হইলা। আতুর ভাবরে গোরা কীর্ত্তনে গমিলা ॥
দেখ অদ্ভুত বস্তু এথারে ঘটিছি। প্রভু অঙ্গ বাস মালা এঠারে পড়িছি ॥
গোপীনাথ জানুদেশে ক্ষত্তর আকার। নথিলাত কস্তু এহ বিচিত্র ব্যাপার ॥
দেবীসত্তা দেবসঙ্গে বিলীন লভিলা একে দেখি প্রভু লীলা সম্বরন কলা ॥

আষাঢ় মাসের শুক্লা সপ্তমীতে গুণ্ডিচা মন্দিরে শ্রীমন্মহাপ্রভু কীর্ত্তনরসে বিভোর হইয়া গোবিন্দ স্বরূপকে ধরেপাদুকা কুণ্ডেরসমীপে বসিলেন। তারপর গরুড় স্তম্ভের পিছনে দাঁড়াইয়া শ্রীজগন্নাথ দেবের আরতি দর্শন কালে স্তম্ভের পিছন থেকে একটি জ্যোতি জগন্নাথের শরীরে বিলীন হইল। সংকীর্ত্তন অন্তে প্রভুকে না দেখিয়া ভক্ত গন অন্বেষন করিতে করিতে টোটা গোপীনাথে গমন করিলে প্রভুর বস্ত্রাদি দেখিলেন। রায় রামানন্দ বলিলেন প্রভু শ্রীগোপীনাথ দেবের জানুদেশ দিয়ে তাহাতে বিলীন হইয়াছেন।

শ্রীপ্রতাপরুদ্র রাজা শুনিল শ্রবনে।
পরিবার সহ রাজা হরিল চেতনে ॥১৮৬
সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য তনুজ সহায়।
প্রভু প্রভু ডাকি বলে—শুন গেরারায় ॥১৮৭
অনেক রোদন কৈল সব ভক্তগণ।
ইহা বা লিখিব কত মো অধম-জন ॥১৮৮
অশেষ প্রভুর গুন—না হয় বিস্তার।
এবে না দেখিয়া মোর হৈল অন্ধকার ॥১৮৯
মিনতি করিয়া বলে শুন সব জন।
দিবানিশি ভজ ভাই। গৌরাঙ্গ চরন ॥১৯০
নির্ম্মল হইয়া সবে শুন গোরা-গুন।
ভব ব্যাধি নাশিবারে এই সে কারন ॥১৯১
এত শোকে বিলপন করয়ে লোচন।
শেষ খণ্ড সায় হৈল প্রভুর কীর্ত্তন ॥১৯২

——

গৃহ-ব্যবহার-কথা শুন সর্ব্বজন॥
হেনই সময়ে করোঁ শ্রীহরি স্মরন ॥১৯৩
সবাকারে করোঁ মুই এই নিবেদন।
সত্য করি জানিহ শ্রীবৈষ্ণব-চরন ॥১৯৪
গৌরপদ-কমলে মো করিয়ে প্রনতি।
তিলেক করুনা দিঠে কর অবগতি ॥১৯৫
বৈষ্ণব-প্রসাদে কিছু যে জানি প্রকাশ।
প্রানের ঠাকুর মোর নরহরি দাস ॥১৯৬
তাঁর পদ-প্রসাদে এ পাথর প্রতি আশ।
গৌরগুন কহিবারে কৈলুঁ অভিলাষ ॥১৯৭
শ্রীমুরারী গুপ্ত বেজা প্রভুর অন্তরীন।
সকল জানয়ে সেই ভকত প্রবীন ॥১৯৮

লোক নিস্তারিতে কৈল চৈতন্য চরিত্র।
তাঁহার প্রসাদে হৈল সংসার পবিত্র ॥১৯৯
শ্লোক বন্ধে কৈল গৌর গুনের কবিত্ব।
তাহাই হইল এবে সকলের সুত্র ॥২০০
শুনিয়া মাধুরী লোভে চিত্ত উতরোল।
নিজ দোষ না দেখিলুঁ মন হৈল ভোল ॥২০১
পাঁচালী প্রবন্ধে আমি রচিলু এখন।
দোষ না লইবে কেহ মো অতি অধম ॥২০২
অধিকারী নহোঁ তবু করিলুঁ সাহসা।
বৈষ্ণব করুনা দেখি মনের ভরসা ॥২০৪
চারিখণ্ড পুঁথি হৈল বৈষ্ণব কৃপায়।
সমাধা করিতে ব্যথা লাগয়ে হিয়ায় ॥২০৪
সুত্রখণ্ডে আদ্য কথা অমৃতের খণ্ড।
জন্মাদি রহস্য কথা কহিল আদ্য খণ্ড ॥২০৫
মধ্যখণ্ড কথা ভাই করুনার ঘর।
শেষখণ্ড কথা সে তিন খণ্ডের পর ॥২০৬
চারিখণ্ড কথা হৈল বৈষ্ণব কৃপায়।
সমাধা করিতে ব্যাথা লাগয়ে হিয়ায় ॥২০৭
গৌর গুন কথা এই অমিয়া-সমুদ্র।
কহিতে না পারে প্রভু প্রজাপতি রুদ্র ॥২০৮
আমি কি কহিব গুন কি জানি কতেক।
বৈষ্ণব কৃপার বলে বলিল যতেক ॥২০৯
করযোড় করি বলোঁ কাতর নয়ানে।
আত্ম নিবেদউঁ মুই বৈষ্ণব চরনে ॥২১০
মো অধিক অধম নাহিক মহী মাঝে।
বৈষ্ণব—কৃপার বলে সিদ্ধ হৈল কাজে ॥২১১
চৈতন্য-চরিত-কথা কহিতে কে জানে।
সম্বরিতে নারি কিছু কহিল বদনে ॥২১২

চারিখণ্ড কথা সায় করিল প্রকাশ।
বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কো গ্রাম নিবাস ॥২১৩

মাতামোর পুণ্যবতী সদানন্দী নাম।
যাঁহার উদরে জন্মি করি কৃষ্ণ-কাম ॥ ২১৪

কমলাকর দাস মোর পিতা জন্মদাতা।
যাঁহার প্রসাদে কহি গোরা—গুনগাথা ॥২১৫

মাতৃকুল—পিতৃকুল বৈসে একগ্রামে।
ধন্য মাতামহী সে অভয়া দাসী নামে ॥২১৬

মাতামহের নাম শ্রীপুরুষোত্তম গুপ্ত।
নানাতীর্থ-পূত তেঁহ তপস্যায় তৃপ্ত ॥২১৭

মাতৃকুলে পিতৃকুলে আমি মাত্র পুত্র।
সহোদর নাহি নাহি মাতামহের সুত্র ॥২১৮

যথা তথা যাই সে দুল্লিল করে মোরে।
দুল্লিল লাগিয়া কেহো পড়াবারে নারে ॥২১৯

মারিয়া ধরিয়া মোরে শিখাইল আখর।
ধন্য পুরুষোত্তম গুপ্ত চরিত্র তাঁহার ॥২২০

তাঁহার চরনে মুই করোঁ নমস্কার।
চৈতন্য-চরিত্র লিখি প্রসাদে যাঁহার ॥২২১

মাতৃকুল পিতৃকুল কহিল মো কথা।
নরহরি দাস মোর প্রেমভক্তি দাতা ॥২২২

তাঁহার প্রসাদে যেবা করিল প্রকাশ।
পুস্তক করিল সায় এ লোচন দাস ॥২২৩

——

ইতি শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর
বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্য মঙ্গল
গ্রন্থের শেষখণ্ড সমাপ্ত।

গ্রন্থঃ সমাপ্তঃ

বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউট হইতে—

॥ শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী কর্তৃক সম্পাদিত ॥

গবেষণামূলক ও অপ্রকাশিত প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী

শ্রীচৈতন্যডোবা পোঃ—হালিসহর, উঃ ২৪ পরগণা ফোন—২৫৮৫-০৭৭৫

১) শ্রীচৈতন্য ডোবা মাহাত্ম্য—(মাধবেন্দ্র পুরীর জীবনী সহ)—দশ টাকা ২) জগদ শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর মাহিমামৃত—(শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর জীবনী)—পঁচিশ টাকা ৩। গৌড়ীয় বৈষ্ণব লেখক পরিচয়—(১০৮ জন লেখকের পরিচিতি)—দশ টাকা। ৪। গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ পর্যটন—(পশ্চিমবঙ্গের রেলপথে ৭২টি ষ্টেশন চিহ্নিত করিয়া বিভিন্ন তীর্থে গমনের পথ নির্দেশ শাস্ত্রীয় প্রমান যুক্ত স্থান মাহাত্ম্য বিভিন্ন তীর্থের চিত্রপট ও বৈষ্ণব ইতিহাসের প্রভূত অপ্রকাশিত তথ্যের সমাবেশ)—আশী টাকা। ৫। গৌড়ভক্তামৃত লহরী (পঞ্চ শতাধিক গৌরাঙ্গ পরিকরের জীবনী প্রভৃত অপ্রকাশিত তথ্যের সমাবেশ।)—দশ খণ্ডের একত্রে দুইশত পঞ্চাশ টাকা। ৬। শ্রীরাধা কৃষ্ণ গৌরাঙ্গ গণোদ্দেশালী (শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর বৃহৎ ও লঘু শ্রীরাধা কৃষ্ণ গনোদ্দেশ ও কবি কর্ণপুর, রামাই পণ্ডিত, বলরাম দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থ সম্বলিত)—ত্রিশ টাকা ৭। গৌরাঙ্গের ভক্তিধর্ম—(শ্রীগৌরাঙ্গের উপদেশ ও শ্রীরূপ কবিরাজের ভাবাদর্শ)—পাঁচ টাকা। ৮। শ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃত—(শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত প্রভু নিত্যানন্দের জীবনী)—ত্রিশ টাকা। ৯। নিত্যানন্দ বংশ বিস্তার—(শ্রীল বৃন্দাবনদাস বিরচিত নিত্যানন্দ পুত্র বীরচন্দ্রের জীবনী)—কুড়ি টাকা। ১০॥ সীতাদ্বৈত তত্ত্ব নিরূপন—(অদ্বৈত প্রভুর জীবনী সহ তাঁহার পূর্বাবতার বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থ)—দশ টাকা। ১১। ব্রজমণ্ডল পরিচয় (বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ লীলা ভূমির শাস্ত্রীয় বিবরণ)—পনের টাকা। অভিরাম লীলামৃত (ব্রজের শ্রীদাম ব্রজদেহ নিয়ে গৌড় এসে অভিরাম নাম ধারন করেন তাঁহার জীবনী)—ত্রিশ টাকা। ১৩। সখ্যভাবের অষ্ট কালীন লীলা স্মরন চারটাকা ১৪। সাধকস্মরন (অষ্টক প্রনাম সন্ধ্যারতি প্রভৃতি) দশটাকা। ১৫। গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্র পরিচয় (বৈষ্ণব শাস্ত্রের নাম, বর্ণনীয় বিষয়, সমাপ্তি কালাদি) দশটাকা। ১৬। নিত্যভজন পদ্ধতি (বৈষ্ণবীয় পূজা পদ্ধতি অষ্টক প্রনাম, ভোগারতি সন্ধ্যারতি ও অধিবাসাদি কীর্ত্তন)—আশী টাকা। ১৭। পানিহাটীর দণ্ডোৎসব দশ টাকা। ১৮। বিশুদ্ধ মন্ত্র স্মরণ পদ্ধতি—পাঁচ টাকা ১৯। ধনঞ্জয় গোপাল চরিত ও শ্যামচন্দ্রোদয় (ধনঞ্জয় গোপাল ও পামুয়া গোপালের মহিমা)—পাঁচ টাকা। ২০। অষ্ট কালীন লীলা স্মরণ—দশ টাকা। ২১। গৌরাঙ্গ লীলা মাধুরী (শ্রীগৌরাঙ্গ তত্ত্ব বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ)—কুড়ি টাকা। ২২। অনুরাগবল্লী (নিবাস আচার্য মহিমা)—সাত টাকা। ২৩। গৌরাঙ্গ অবতার রহস্য (শ্রীকৃষ্ণের গৌরাঙ্গ রূপ ধারণের বৈচিত্রময় রহস্যাদি)—কুড়ি টাকা।

২৪। শ্যামানন্দ প্রকাশ (প্রভু শ্যামানন্দের মহিমা) পঁচিশ টাকা। ২৫। সপার্ষদ গৌরাঙ্গ লীলা রহস্য—আশী টাকা। ২৬। প্রার্থনা ও প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা—পনের টাকা। ২৭। নিতাই অদ্বৈত পদ মাধুরী (প্রভু নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের মহিমা মূলক প্রাচীন পদ)—কুড়ি টাকা। ২৮। পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ ১ম খণ্ড (নরহরি সরকারের পদাবলী)—কুড়ি টাকা ২য় খণ্ড (নরহরি চক্রবর্ত্তীর গৌর লীলা পদ) ষাট টাকা ৩য় খণ্ড (নরহরি চক্রবর্ত্তীর কৃষ্ণ লীলা পদ)—চল্লিশ টাকা ৪র্থ খণ্ড (ঘন শ্যাম চক্রবর্ত্তীর পদাবলী)—ত্রিশ টাকা ৫ম খণ্ড (মুরারী গুপ্ত গোবিন্দ—মাধব—বাসুদেব ঘোষের পদাবলী)—পঁচিশ টাকা ৬খণ্ড (বলরাম দাসের পদাবলী)—পঞ্চাশ টাকা, সপ্তম খণ্ড (গোবিন্দ দাসের পদাবলী) ১ম খণ্ড—চল্লিশ টাকা, ২য় খণ্ড (যন্ত্রস্থ)। ২৯। অভিরাম বিষয়ক অপ্রকাশিত গ্রন্থদ্বয়—(অভিরাম পটল ও অভিরাম বন্দনা)—দশ টাকা। ৩১। চৈতন্য কারিকায় রূপ কবিরাজ—পাঁচ টাকা ৩২। জগদীশ চরিত্র বিজয় (শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ জগদীশ পণ্ডিতের জীবন চরিত্র)—পঁচিশ টাকা। ৩৩। বৈষ্ণব ইতিহাস সার সংগ্রহ—সত্তর টাকা। ৩৪। মনঃশিক্ষা—পনের টাকা। ৩৫ মহাতীর্থ চৈতন্যডোবা (ইং)—সাত টাকা। ৩৬। বিংশ শতাব্দীর কীর্ত্তনীয়া (কীর্তনীয়া গানের পরিচয়)—১ম খণ্ড চল্লিশ টাকা, ২য় খণ্ড ত্রিশ টাকা, ৩য় খণ্ড ত্রিশ টাকা। ৩৭। শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ বর্গের সূচক কীর্ত্তন—ত্রিশ টাকা। ৩৮। রসিক মঙ্গল (প্রভু রসিকানন্দের জীবনী)—পঞ্চাশ টাকা ৩৯। চৈতন্য শতক (সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য কৃত)—সাত টাকা। ৪০। অদ্বৈত প্রকাশ (অদ্বৈত প্রভুর জীবন কাহিনী)—চল্লিশ টাকা। ৪১। বৈষ্ণব তীর্থ গ্রাম কাঁচরা পাড়া—পাঁচ টাকা। ৪২। বৈষ্ণব তীর্থ শ্রীপাট শ্রীখণ্ড—দশ টাকা। ৪৩। চৈতন্য ভাগবত ও বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের রচনাবলী—আড়াই শত টাকা। ৪৪। চৈতন্য চন্দ্রামৃত (প্রবোধানন্দ সরস্বতী কৃত)—কুড়ি টাকা। ৪৫। শ্রীখণ্ডের প্রাচীন কীর্ত্তনীয়া ও পদাবলী—কুড়ি টাকা। ৪৬। অদ্বৈত মঙ্গল—(অদ্বৈত প্রভুর মহিমামূলক)—চল্লিশ টাকা। ৪৭। গৌরাঙ্গের পিতৃবংশ পরিচয় ও শ্রীহট্ট লীলা—পঁয়ত্রিশ টাকা। ৪৮। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত—(ব্যাখ্যা সহ)—তিনশত টাকা। ৪৯। নেড়া নেড়ী সৃষ্টি রহস্য পনের টাকা। ৫০। অষ্টকালীন লীলা স্মরনে ক্রম বিন্যাস (অষ্টকালীন লীলার সময় নির্দ্ধারন)—সাত টাকা ৫১। শ্রীপাদ ইশ্বরপুরী পত্রিকার রজত জয়ন্তী সংখ্যা কুড়ি টাকা। ৫২। নিত্যানন্দ পার্ষদ চরিত্র—চল্লিশ টাকা। ৫৩। অদ্বৈত পার্ষদ চরিত্র—ত্রিশ টাকা। গদাধর পার্ষদ চরিত্র—ত্রিশ টাকা। ৫৫। একাদশী ব্রত মাহাত্ম্য—দশ টাকা ৫৬। শ্রীপাটকুলিয়া মাহাত্ম্য—দশ টাকা। ৫৭। গৌরাঙ্গ পার্ষদ ঝড়ু ঠাকুরের জীবন চরিত—দশ টাকা। ৫৮। লোচন দাসের ধামালী ও পদাবলী—কুড়ি টাকা। ৫৯। পদাবলী সাহিত্যে গৌরাঙ্গ পার্ষদ (জয়দেব বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস সহ একশত পঁচাত্তর জন বৈষ্ণব পদাবলী লেখকের সবিস্তার জীবন কাহিনী)—ত্রিশ টাকা। ৬০। শ্রীবংশীবদনের পদাবলী ও বংশী শিক্ষা—চল্লিশ টাকা। ৬১। শ্রীচৈতন্য মঙ্গল (শ্রীলোচন দাস বিরচিত)—দেড়শত টাকা ৬২। শ্রীরূপ সনাতনের রাম কেলী লীলা—দশ টাকা। প্রভু অদ্বৈতের শান্তিপুরলীলা ও রাসোৎসব দশ টাকা। ৬৪। জয়দেব ও শ্রীগীত

গোবিন্দ—পঁচিশ টাকা। ৬৫। তারক ব্রহ্ম মহামন্ত্র নাম জপ ও কীর্ত্তন বিধান——দশ টাকা। ৬৬॥ ভক্তি রত্নাকর—শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী বিরচিত—দুই শত পঞ্চাশ টাকা।

শ্রীগৌর গোবিন্দের লীলারস আস্বাদনে বৈষ্ণব পদাবলী গ্রন্থ পড়ুন।

জীবন সহ অদ্যাবধি প্রকাশিত গ্রন্থ

১। শ্রীনরহরি সরকারের পদাবলী—(শ্রীগৌরলীলা ৬৩৭টি পদ) ভিক্ষা—কুড়ি টাকা। ২। নরহরি চক্রবর্ত্তী পদাবলী (শ্রীগৌরলীলা ৬৩৭টি পদ) ভিক্ষা—ষাট টাকা ৩। নরহরি চক্রবর্ত্তী পদাবলী— (শ্রীকৃষ্ণলীলা ৪৫৯ পদ) ভিক্ষা চল্লিশ টাকা। ৪। ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তীর পদাবলী —(শ্রীগৌর লীলা ৬৯, শ্রীকৃষ্ণলীলা ২৬৫ পদ)—ভিক্ষা—ত্রিশ টাকা। ৫। মুরারী গুপ্ত গোবিন্দ ঘোষ বাসুদেব ঘোষের পদাবলী ভিক্ষা—পঁচিশ টাকা। ৬। বলরামের দাসের পদাবলী (১৮৫ পদ) ভিক্ষা পঞ্চাশ টাকা। ৭। শ্রীখণ্ডের প্রাচীন কীর্ত্তনীয়া ও পদাবলী— (১১ জন পদকর্ত্তার পদাবলী)। ভিক্ষা—কুড়ি টাকা ৮। শ্রীলোচন দাসের ধামালী ও পদাবলী —(১৬৮ পদ) ভিক্ষা—কুড়ি টাকা।

বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টীটিউটের গবেষণা প্রসূত পত্রিকাদ্বয়।

॥ শ্রীপাদঈশ্বরপুরী ॥

বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ স্থান জুড়ে রয়েছে বৈষ্ণব সাহিত্য। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলা লীলা কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয়েছে প্রভূত গ্রন্থরাজী। যাহা বৈষ্ণব ইতিহাস, সাহিত্য ও দার্শনিক চিন্তাধারার পরিপূরক। ঐ সকল গ্রন্থাবলী অধুনা দুঃপ্রাপ্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাই যে সকল অপ্রকাশিত ও দুঃপ্রাপ্য গ্রন্থাবলী জনসমক্ষে প্রতিপ্রাত করিবার জন্য এই 'শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী' নামক নামক পত্রিকা প্রকাশের প্রয়াস। আপনি বার্ষিক চাঁদা কুড়ি টাকা প্রদানে এই পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক গ্রাহক হউন। সম্ভব হলে এককালীন দুইশত টাকা পাঠিয়ে পত্রিকার আজীবন সদস্য হউন।

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ

পদাবলী সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের এক গৌরব পূর্ণ অধ্যায়। আর এই সকল পদাবলী সাহিত্য গৌরাঙ্গ পার্ষদ বর্গের অমর অবদান। শ্রীগৌর গোবিন্দের লীলারস মাধুর্য্যকে সুললিতয়কবিত্বের ভাষায় মূল্যায়ন করে যে সকল পদাবলী রচিত হইয়াছিল; তাহার রসাস্বাদন শ্রীগৌর গোবিন্দেন লীলারস

মাধুর্য্যাস্বাদি ভক্তবৃন্দের পরম ও চরম উপদেয় বস্তু। সেইসকল দুঃপ্রাপ্য পদগুলি প্রাচীন পদাবলী সংকলন গ্রন্থাবলী পর্য্যালোচনা করিয়া দুই শতাধিক পদকর্ত্তার জীবনী সহ তাহাদের রচিত শ্রীগৌরাঙ্গ ও কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদাবলী আলাদাভাবে সন্নিবেশিত করিয়া ধারাহিক ভাবে প্রকাশের সুচনা ঘটিয়াছে। ইহার বার্ষিক চাঁদা কুড়ি টাকা। সুধী পাঠকবৃন্দ গ্রাহক হইয়া এই প্রচেষ্টার সুযোগ্য মূল্যায়ণের সহায়ক হউন।

বৈষ্ণব-সাহিত্য গবেষণার অভিনব প্রকাশ।

॥ শ্রীশ্রীগৌঃভক্তামৃত লহরী ॥

(পঞ্চশতাধিক শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদের জীবনী সম্বলিত)

১। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমসাময়িক, তৎপরবর্ত্তী শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্যামানন্দ প্রভু তৎপরবর্ত্তী বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী নরহরিদাস, প্রেমদাস তৎপরবর্ত্তী, গোবর্দ্ধনের শ্রীকৃষ্ণদাস সিদ্ধবাবাদির সম-কালীন পর্যন্ত গৌরাঙ্গ পার্ষদ গণের জীবন কাহিনীই এই গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

২। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার পার্ষদগনের সমসাময়িক লেখকগনের লিখিত প্রায় ৫০ টি প্রাচীন গ্রন্থের উদ্ধৃতি প্রদান করিয়া পঞ্চ শতাধিক ক্ষুদ্র-বৃহৎ চরিত্র সুললিত পয়ারছন্দে সম্পাদিত করা হইয়াছে।

৩। ইহাতে শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদগনের জন্মভুমি, পূর্বাবতার, পিতামাতা, বংশ পরিচয়, জন্মকাল লীলা কাহিনী চারিত্রিক বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও অন্তর্দ্ধান কালাদী শাস্ত্রীয় প্রমান উল্লেখপূর্বক যথাসাধ্য বিচারের মাধ্যমে উল্লেখ করা হইয়াছে।

৪। কবি কর্ণপুর, রামাই পণ্ডিত, বলরাম দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রমুখ লিখিত গৌরগনোদ্দেশ-দীপিকা গ্রন্থের উদ্ধৃতি প্রদান করে গৌর অবতারের এক বিশেষ গুরুত্বের প্রকাশ পাইয়াছে। ব্রজ পরিবার, সমস্ত দেবতা, মুনি ঋষি আদি সমস্ত অবতার ভক্ত এই অবতারে নররূপ ধারন করেছে। তাহাদের পূর্বভাবানু-রূপ কর্ম পদ্ধতির সঙ্গে এই অবতারের তদনুরূপ ভাবের অভিব্যাক্তির প্রকাশ পরিস্ফুট করা হইয়াছে।

৫। গৌরাঙ্গ পার্ষদগণের চরিত্র বর্ণনে গুরু পরম্পরার ভাগ দেখাইয়া গৌড়ীর বৈষ্ণব ধর্মের সাংস্কৃতিক রূপ পরিস্ফুট হইয়াছে। এক নামে বহু পার্ষদ থাকায় তাহাদের পরিচিতির পক্ষে ও যথেষ্ট সহায়ক হবে।

৬। ইহাতে বৈষ্ণব ইতিহাস ও দর্শনাদির বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। পার্ষদগনের তত্ত্ব বিচার ও কার্য্যক্রমের মধ্য দিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের এক বিশেষ রূপ প্রকাশ পেয়েছে। এতৎ সঙ্গে বহু বৈষ্ণব সাহিত্যের উদ্ধৃতি থাকায় বৈষ্ণব সাহিত্য গবেষকগনের এক নূতন দিক্ দর্শন হবে ও তাঁদের দৃষ্টিপাতে বৈষ্ণব সাহিত্যে এক অভিনব রূপ ধারন করবে।

৭। ইহার দ্বারা বৈষ্ণব ইতিহাসের বহু অপ্রকাশিত তথ্য ও অজ্ঞাত পরিচয় পার্ষদগনের চরিত্র প্রকাশ পাবে। এই গ্রন্থ সম্পাদনে বহু অপ্রকাশিত ও দুঃস্প্রাপ্য বৈষ্ণব সাহিত্য উদ্ধৃতি গ্রহন করা হইয়াছে।

যোগাযোগ— শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

শ্রীচৈতন্যডোবা ॥ পোঃ—হালিসহর, ২৪ পরগণা (উঃ) ফোন—২৫৮৫-০৭৭৫



শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর শ্রীপাট দর্শনে আসুন



শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর শ্রীপাট ও কুমারহট্ট শ্রীবাসাঙ্গন

পথনির্দেশ ঃ

শিয়ালদহ / রানাঘাট রেলপথে নৈহাটী অথবা কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশন নামিয়া ৮৫নং বাসযোগে হালিশহর শ্রীচৈতন্য ডোবা ষ্টপেজ নামিলেই শ্রীমন্দির।

আসে শিয়ালদহ / শ্যামবাজার / বারাকপুর হইতে ৮৫নং বাসরুটে এখানে আসা যায়।